# চণ্ডীদাস-চরিত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

কৃষ্ণপ্রসাদসেন-বিরচিত

# চণ্ডীদাস-চরিত

সংস্কর্তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র-রায় বিদ্যানিধি

কলিকাতা

১২০।২, আপার সার্কুলার রোডে

প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৪৪ সাল

# সূচী

## ৬। রঙ্গনাথপুরে

# সূচী

# "চণ্ডীদাস-চরিত"

## সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাঁকুড়া নগর হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ছাতনা নামে স্থান আছে। সেখানে সামন্তভূমের রাজধানী ছিল। ১৫৭৫ শকে, ইং ১৬৫৩ সালে, ছাতনার রাজা উত্তর-নারাণ তাঁহার কবিরাজ উদয়-সেনকে 'চণ্ডীদাস চরিত্র' বর্ণিতে আদেশ করেন। উদয়-সেন নানা স্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতে "চণ্ডিদ'সচরিতামৃতম্" নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার মাত্র একখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে। সে পাতার প্রথম পিঠের লিপি প্রদর্শিত হইল। তদনন্তর ছাতনার রাজা বলাই-নারাণ তাঁহার প্রিয় পাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-সেনকে "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করিতে বলেন। কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের প্রপৌত্র ছিলেন। ১৭২৫ শকে, ইং ১৮০৩ সালে, বলাই-নারাণ রাজা হইয়াছিলেন। ইহার দশ-বার বৎসর পরে কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের পুথী আশ্রয় করিয়া বিবিধ ছন্দে "বাসলী ও চণ্ডীদাস," এই নামে পুথী লিখিয়াছিলেন।

বাসলী ও চণ্ডীদাস। (১০)

চণ্ডীদাস-চরিত পুথীর লিপি

যে পুথী মুদ্রিত হইল সে পুথী ছাতনার এক রাজার ছিল। রাজা বলাই-নারাণের পৌত্র এবং দ্বিতীয় লছমী-নারাণের পুত্র রাজা আনন্দলাল সন ১২৭৪ সালে, ইং ১৮৬৭ সালে, গুপ্তাঘাতে নিহত হয়েন। সে বিপৎকালে কিম্বা রাজার দ্বিতীয় রাণী আনন্দ-কুমারীর নিকট হইতে হান্‌তুল্যা গ্রামের শিবু-বাকৃতী বাগ্‌দী ) পুথীখানি নিজের ঘরে লইয়া যায়। শিবু রাজা আনন্দলালের দরোয়ান ছিল। সন ১৩১৮ সালে শিবুর মৃত্যু হইয়াছে। তদনন্তর সন ১৩২৫ কিম্বা ১৩২৮ সালে শিবুর পুত্র গিরি-বাকৃতী অন্য নানা পুথী ও কাগজ-পত্রের সহিত কাঠের একটা নূতন সিন্দুক লখ্যাশোল গ্রামের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনকে বিক্রয় করে। ইনি কৃষ্ণ-সেনের প্রপৌত্র। এক্ষণে ইহাঁর বয়স ৫৫ বৎসর। ছাতনার তিন ক্রোশ দক্ষিণে লখ্যাশোল। এই গ্রামের পাশে হান্‌তুল্যা গ্রাম। সন ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে কেঞ্জাকুড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত রামানুজ-কর শ্রীযুত সেনের নিকট এই পুথীর ১১ ও ১২-র পাতা বাদে প্রথম ৪৪ পাতা পাইয়াছিলেন।

চণ্ডিদাসচরিতামৃতম

উদয়-সেনের চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্ পুথীর লিপি

আমি আশ্বিন মাসে ইহাঁর নিকট হইতে পাইয়াছি। পরে সিন্দুকের কাগজ-পত্র দেখিতে দেখিতে পুথীর ১১ ও ১২-র পাতা ও বাকি পাতা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত রামানুজ-কর আনিয়া দিয়াছেন। ( পুথী-প্রাপ্তির বিস্তারিত বৃত্তান্ত ও পুথীর সংক্ষেপ সন ১৩৪২ সালের আষাঢ় ও ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে দ্রষ্টব্য। )

পুথীখানি পুরু" বাঙ্গলা" কাগজের দুই পিঠে লিখিত। ১০০ পাতায় সম্পূর্ণ। পাতা ১৪৳০—১৫৳০ ইঞ্চি দীর্ঘ। শেষের তিন পাতা ছোট। এই তিন পাতায় উদয়-সেন হইতে কৃষ্ণ-সেনের বংশ-পরিচয় আছে। পুথীর পাতার বাম পার্শ্বে "বাসলী ও চণ্ডীদাস" এই নাম লেখা আছে। উদয়-সেনের পুথীর নাম "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্।" কৃষ্ণ-সেন লিখিয়াছেন, "চণ্ডিচরিত" এবং তাহাঁর বঙ্গানুবাদের নাম "বাসলী ও চণ্ডীদাস" রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস-চরিত-বর্ণন এই পুথীর মুখ্য বিষয়। এই হেতু এবং পাঠকের বোধের অভিপ্রায়ে মুদ্রিত গ্রন্থের নাম"চণ্ডীদাস-চরিত" রাখা গেল।

পুথীর অক্ষর গোটা গোটা, ছাঁদ পুরাতন। পুথী শুনিয়া গেলে অর্থবোধে কষ্ট হয় না, কিন্তু পড়িতে হইলে প্রথমে কয়েকটি অক্ষর পরিচয়, এবং বুঝিতে হইলে ছাতনা অঞ্চলের বাঙ্গলা-প্রাকৃত ভাষার বানান স্মরণ করিতে হইবে।

পুথীর দু নু পু অক্ষরের ু চিহ্ন ব-ফলার মতন। ভু ও মু অক্ষরের ু চিহ্ন ভ ও ম অক্ষরে মিলিত হইয়াছে। ষু, দেখিতে প্রায় হু। জ্ঞ বিচিত্র। ক্ষু সেকেলে। "কৃষ্ণ" শব্দটি একটি অক্ষরে। ড় অক্ষরের তলে বিন্দু নাই। ত্ অক্ষর ৎ আকারে নাই। এখানে পুথীর দুই দূরবর্তী পাতার লিপি প্রদর্শিত হইল।

শব্দের বানানে উ স্থানে উ, ঐ স্থানে ওই, ঔ স্থানে ও ও কিম্বা ও, ণ স্থানে ন, য স্থানে জ, য় স্থানে অ কিম্বা এ, শ ষ স্থানে স লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ষু লিখিতে হু, এবং শু, সু স্থানে ষু হইয়াছে। শ অল্প কয়েক শব্দে আছে। ঋ আছে, নাইও। ব-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্ব অথবা য-ফলা-যুক্ত, অথবা ব-ফলা-শূন্য, এবং ম-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন য-ফলাযুক্ত হইয়াছে। ঋ-ও র-ফলার পরের ব্যঞ্জনে রেফ বসিয়াছে। পরে ব্যঞ্জন না থাকিলে র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনে রেফ আসিয়াছে। যেমন,

বিপ্র । অক্ষরের মস্তকস্থিত ঙ, ম স্থানে অনুস্বর আছে। প্রথম খানকয়েক পাতায় যত বর্ণাশুদ্ধি, পরে তত নাই।

আমরা শব্দের বানান দেখিয়া অর্থবোধ করি। পাঠকের সুবিধা হইবে ভাবিয়া এই মুদ্রণে শব্দের বানান বর্তমান প্রচলিত বানানের তুল্য করা গেল। যথা,

পুথীতে

ওই দেখ সান্তিনদিঃ আঅ সাঁতারিবি জদিঃ আঅ সঙ্গে আঅ চলি আঅ।

মুদ্রণে

অই দেখ শান্তিনদী আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়।

পুথীতে

সোওদামিনী সমরূপে নবিন জোওবনা।

মুদ্রণে

সৌদামিনী সমরূপে নবীন যৌবনা।

পুথীতে 'ভোইরব' মুদ্রণে 'ভৈরব'। ছাতনার ও বাঁকুড়ার সাধারণ লোকে 'ভোউরব' বলে। তাহাদের মুখে স, এই একটি ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও ছাতনায় অনেক শব্দের আদ্য ওকার স্থানে অকার হয়। যেমন, বোঝা, ধোবা, পোড়া, পোকা, পুথীতে বঝা, ধবা, পড়া, পকা।

য় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ ইঅ। ই ধ্বনি গ্রস্ত হইলে অ থাকে। এই হেতু য় স্থানে অ হইয়াছে। যেমন, উদয়—উদঅ। য়ে স্থানে এ হইবার কারণও এই। যেমন, হৃদয়ে—রিদএ। বিষ্ণুপুরের পূর্ব-দক্ষিণাংশের কবিচন্দ্রের এক পুথীতে এ য়ে স্থানে অে, ও য়ো স্থানে অো আছে। পুথীতে এই রূপ নাই। কিন্তু য় স্থানে কোথাও কোথাও এ আছে। যেমন, ভয়—ভএ। কোথাও ই আছে। যেমন, বিদায়—বিদাই, আয় আয়—আই আই। ইআ প্রত্যয় প্রায়ই ইএা, কোথাও ইআ হইয়াছে। এইরূপ, ইলে প্রত্যয় প্রায়ই িএলে, কোথাও ইলে আছে। 'হওয়া' সর্বত্র 'হওা'।

'ভাবিয়া' 'ডাকিয়াছে', বর্তমান মৌখিক রূপে 'ভেবে' 'ডেকেছে'। পুথীতে 'ভাবে', 'ডাকেছে'। 'হইতে', মৌখিক 'হতে'। পুথীতে 'হইতে', 'হতে' দুই রূপই আছে। 'হইতে', 'হইলে' পড়িতে হইলে ই গ্রস্ত করিতে হইবে। গ্রস্ত ই বুঝাইবার নিমিত্ত বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার দেড় শত বর্ষ পূর্বের লিপিকরেরা য-ফলা দিত। ছাতনার পুরাতন পুথীতেও আছে। বর্তমান উচ্চারণেও য-ফলা আছে। যেমন, হইল—হল্য, পাইল—পাল্য। এই পুথীর লিপিকর 'হইল' স্থানে 'হল' লিখিয়াছেন। "বল না বল না রাণী," পড়িতে হইবে

"বল্য না বল্য না রাণী।" মুদ্রণে এই সকল রূপ অবিকল রাখা গেল। 'বলিয়া' স্থানে বলে, বল্যে, দুই রূপ আছে।

পুথীতে পরিচ্ছেদ আছে। তিন তারা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পরিচ্ছেদের নাম নাই। অনেক স্থানে একই ছন্দে দুই জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। দুইবার না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। এই অসুবিধা দূর করিতে পদ্যের বামে রেখা-চিহ্ন দেওয়া গেল।

পুথী-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত না জানিলেও ইহার কাগজ, কালী, অক্ষরের আকার, ছাঁদ, ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণ, এবং রূপান্তর দেখিয়া বলিতে পারা যায়, সত্তর-আশী বর্ষ পূর্বে ছাতনার রাজা আনন্দলালের মুন্‌সী পুথীখানি নকল করিয়াছিলেন। কবির পুথীর নকলের নকল, তদুপরি মুন্‌সীর বিদ্যা, এই দুই কারণে পুথী এত অশুদ্ধ। বানানের বৈষম্য ও ই ঈ অক্ষরের ভুল দেখিলে মনে হয়, দুই জনে লিখিয়াছিলেন। কবির আত্মসংবাদ ( ২২৩ পৃঃ ) পুথীর বানানে মুদ্রিত হইল। কিন্তু অন্যত্র অন্যবিধ বানানও আছে।

শ্রীমতী আশালতা-রায় বহুযত্নে পুথীর সংশোধিত প্রতিলিপি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিকনাম, হিন্দী ও ব্রজবুলি সম্যক সংশোধিত হইতে পারিল না। রায়-সাহেব শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠ-ভট্টাচার্য স্থানে স্থানে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। বাঁকুড়া-কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রোফেসর শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষ ও লখ্যাশোল-গ্রামবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেন টীকা লিখিতে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুত সেন কয়েকটি দুরূহ অংশের অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে অপর কয়েক স্থানের গূঢ়ার্থ বোধ হইত না।

"চণ্ডীদাস-চরিত" সামান্য চরিত-গ্রন্থ নহে। ইহাতে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, জ্ঞানকর্ম্মভক্তিযোগ, পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের দৃষ্টান্ত, হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইসলামের সমন্বয়, প্রভৃতি নানা জ্ঞানমার্গের কথা আছে। এ হেন গ্রন্থের পূর্ণ টীকা বৃহৎ হইত, সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনেও আসিত না। এই হেতু সে সকল অংশের ও স্তোত্রের ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়াছি। চণ্ডীদাসের নাম, ঐতিহাসিক তথ্য, কবির ঔদার্য পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব আমায় শ্রমগুরু সংস্করণ কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। শ্রীযুত রামানন্দ-চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও যত্নে এই দুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

স্বস্তিক। বাঁকুড়া
সন ১৩৪৪। আশ্বিন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

# চণ্ডীদাস-চরিত

বাসলী ও চণ্ডীদাস

উদয়-সেনের চণ্ডীচরিত হইতে বিবিধ ছন্দে লিখিতং।

পুথীর পত্রাঙ্ক ১/ ]

ওঁ শিবায় নমঃ।

বাসলী বিশ্ব-জননী কাল-ভয়-নিবারিণী
হামীর-উত্তর ভূপে ব্রাহ্মণের কন্যারূপে
অকস্মাৎ নিশিশেষে।
দেখা দিলা স্বপ্নাবেশে ॥

বলেন রে নরপতি আমি হর-হৈমবতী
বারাণসী পরিহরি ভৈরবেরে সঙ্গে করি
শুভদিন শুভক্ষণে।
এসেছি ব্রহ্মণ্য ধামে১ ॥

বণিক বলদ পিঠে আছি ব্যাপারীর মাঠে
শিলারূপ ধরি রই আমি শ্যামা ব্রহ্মময়ী
বণিক না জানে তত্ত্ব।
পাষাণে পরম অর্থ ॥

উঠ উঠ বাছাধন ত্বরায় কর গমন
বণিকের কাছে যাও বিনিময়ে শিলা পাও
হব তোর কুলদেবী।
নিত্য মোরে পূজা দিবি ॥

বাসলী আমার নাম শুন বাছা গুণধাম
ত্যজ নিদ্রা চিন্তা ঘোর হের কিবা রূপ মোর
নিশি অবসান প্রায়।
শয্যা ত্যজি উঠ রায় ॥

বণিকের কাছে যাও বিনিময়ে শিলা লাও
মন্দির করহ বিরচন।
ঝটিতি রাখহ কীর্ত্তি শিলামাঝে প্রতিমূর্ত্তি
রাজপুরে করহ স্থাপন ॥

কুশল হইবা তব যশোকীর্ত্তি সুগৌরব
হব মুই তোর কুলদেবী।
জাগ্রত রহিব মুই দিগ্বিজয়ী হবি তুই
আমার যুগল পদ সেবি ॥

ছাতনার বর্ত্তমানমাপচিত্র
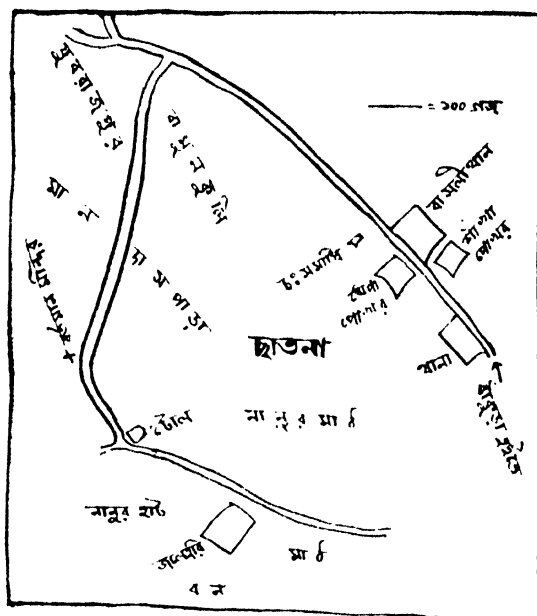
নিদ্রাভঙ্গে নর রায় সমুখে দেখিতে পায়
বিশ্বেশ্বরী হর-হৈমবতী।
ভীমাঙ্গিনী ভয়ঙ্করা এলাকেশী দিগম্বরা
সখণ্ডা* প্রচণ্ডা চণ্ডাবতী ॥

১) ছাতন নামে কোন গ্রাম নাই। রাজ্যের নাম ছত্রিনা ছিল। অপভ্রংশে বর্ত্তমান নাম ছাতনা। রাজধানীর নামও ছাতনা। ব্রহ্মণ্যপুর, এখন বামুনকুলি। রাজধানীর একটা ছোট গ্রাম। ছাতনার বর্ত্তমান মাপচিত্র পশ্য।

* খণ্ড, খড়্গ। সখণ্ডা, খড়্গিনী।

উদ্ভ্রান্তা বিকটাননা লোলাক্ষী লোল-রসনা
ভীষণদশনা পলাদিনী* ।
ভামিনী ভৈরবী ভীমা ভূতান্তিকা ভ্রূভঙ্গিমা
নর-মুণ্ড-বিজয়-মালিনী ॥
হেরি চক্ষে নর রায় সঘন কম্পিত কায়
নমে চণ্ডা চণ্ডীর চরণে ।
মুখে নাহি বাক্য সরে নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরে
সর্ব্বাঙ্গ লুটায় ধরাসনে ॥
কি ভয় কি ভয় তোর ভক্তপুত্র তুই মোর
বলি শ্যামা দিলেন অভয় ।
উঠি তবে নরপতি করপুটে করে স্তুতি
মাতৃবাক্যে সানন্দ হৃদয় ॥
জয়তি ভব-তারিণী জীব-অশিব-হারিণী
জগৎজননী পরাৎপরা ।
ত্বং হি সদানন্দিনী অসুরারি-মর্দ্দিনী
হিম-গিরি-নন্দিনী তারা ॥
কে জানে মা তব তত্ত্ব পাতাল ত্রিদিব মর্ত্ত্য
উন্মত্ত চিন্তনে তুমারি ।
সাধে কি চরণে রণে পড়িলেন ধরাসনে
ত্রিপুরদলনে ত্রিপুরারি ॥
জনক জনক যবে হরধনু-ভঙ্গ রবে
রাঘবে মানিলে নিজ কান্ত ।
বনবাসে দিতে দণ্ড ঘটাঞিলে লঙ্কাকাণ্ড
রটাঞিলে অপযশ অনন্ত ॥
অবতরি গোপকুলে ব্রজলীলা প্রকাশিলে
মান-ছলে রাখিলে মা কীর্ত্তি ।
ললনা-ছলনা-ছলে পদে ধরি সমাকুলে
ভূতলে পড়েন বিশ্বমূর্ত্তি ॥
প্রলয়-পয়োধি জলে যবে বিশ্ব ভাসাঞিলে
বিনাশিলে জগৎব্রহ্মাণ্ড ।
পুন রচিতে সংসার নিজপতি সৃষ্টি কর
কিঙ্কর কি বুঝে তব কাণ্ড ॥

অনন্ত-মহিমাবতী অচিন্ত্য-রূপ-শকতি
জ্যোতি-স্বরূপ-রূপ-ধরা ।
সত্ত্ব রজ তমোময়ী দুরন্ত কৃতান্তজয়ী
ভবের ভবানী ভবহরা ॥
কি জানি কি কব আর কি তত্ত্ব জানি তুমার
মাত্র পার করিবে সগুণে ।
আমি অতি অভাজন না জানি ভকতি ভজন
হর ভয় অভয় চরণে ॥

* | * | *

স্তবে তুষ্ট হঞে তবে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে
অদৃশ্যা হইলা হৈমবতী ।
প্রাতঃক্রিয়া সাঙ্গ করি চলিলেন ত্বরা করি
ব্যাপারীর মাঠে নরপতি ॥
উপনীত হঞে তথা ডাক দেন বেন্যা কোথা
শুনি বেন্যা আইলা তখন ।
ভূপে হেরি অকস্মাৎ আজি মোর সুপ্রভাত
বলি পদে করিলা বন্দন ॥
পুনঃ জোড়-করে কয় অন্তরে হতেছে ভয়
কহ প্রভু কিবা প্রয়োজন ।
কোন জন নাঞি সঙ্গে নাঞি অভরণ অঙ্গে
হেন বেশে কেন আগমন ॥
আমি দীনহীন অতি তুমি হে ধরণী-পতি
যদি দোষ করে থাকি পায় ।
১৵ ] নিতান্ত অজ্ঞান জেনে ক্ষম প্রভু নিজ গুণে
বলি বেন্যা পড়িল ধরায় ॥
তুলি তায় দ্রুতগতি কহিছেন নরপতি
শুন বাছা বণিক প্রধান ।
কোন ভয় নাঞি তব যা চাও তাহাই দিব
দেহ মোরে তব শিলাখান ॥
করি পুনঃ অঙ্গীকার জাগাৎ* না লব আর
না দিব তোমারে কোন ক্লেশ ।

* জাগাৎ শব্দটি ছাতনা অঞ্চলে অর্থ শুল্ক। অন্যত্র অপ্রচলিত।

* সং পল, মাংস ; সং পলাদন, মাংসাশী। বাং স্ত্রীং পলাদিনী। বোধ হয় সং জগৎ হইতে। জগৎ লোক ; জাগাৎ লোকব্যবহার।

মম রাজ্যে বেচা-কেনা করিবে খেরাজ* বিনা
কেহ কভু না করিবে দ্বেষ ॥
যে আজ্ঞা বলিঞা বেন্যা শিলাখান দিলা এনে
হামীর-উত্তরে তদন্তর।
নৃপ শিলা ধরি শিরে আসি প্রবেশিলা পুরে
দেখি সাধু চিন্তিত অন্তর ॥
ভাবে তুচ্ছ শিলাখান এতই কি মূল্যবান
সানন্দে নৃপতি ধরে মাথে।
এ শিলায় কে দেখিলা পরেশ মণির আলা
কে কহিলা রাজেন্দ্র সাক্ষাতে ॥
হবে কি অমূল্য ধন কিম্বা দেব দেবী কোন
শিলারূপে ছিলা মম পাশে।
সেবা অপরাধে আজি আমারে গেলেন ত্যজি
এইরূপে নরেন্দ্র-সকাশে ॥
অজ্ঞান মানব আমি স্বর্গের দেবতা তুমি
হও যদি করি নিবেদন।
তিলেক স্বরূপ ধরি নিজগুণে কৃপা করি
অভাগারে দাও দরশন ॥

দেবীর আবির্ভাব ॥

উদিল সহসা ঘোর ভীমভাষা যোগিনী সঙ্গিনী সঙ্গে।
লো-লো লো-লো জিহ্বা তাথিয়া তাথিয়া নাচিয়া সমর রঙ্গে ॥
হাসি হাহা হিহি হিহি হিহি হিহি রহি রহি রহি তুণ্ডে।
চর্ব্বণ বিকট কট কট কট মট মট নরমুণ্ডে ॥
শব্দ হাম হুম হুম হুম হুম দনুজ-দলন দন্তে।
ঘন-রণ-নাদে পদে পদে পদে অটলা ধরণী কম্পে ॥
অট্ট অট্ট হাসা ভীমা বিশ্ব-ত্রাসা বিকট ভ্রূকুটি-ভঙ্গে।
দীর্ঘ এলকেশী রক্তবীজ-নাশী রুধিরাশী রণরঙ্গে ॥
করি খান খান হান হান হান খরশান খর খণ্ডে।
হাকি হুহুঙ্করি ভীমা ভয়ঙ্করী দুর্ম্মদ দানব দণ্ডে ॥
সাধু পড়ি পাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে থর থর থর অঙ্গে।
কহে দে মা ক্ষমা হর-মনোরমা ভীত-চিত স্বরভঙ্গে ॥

* খিরাজ, খেরাজ, রাজকর। আরবী শব্দ।

শ্যামা চাহি না মা আর স্বরূপ দেখিতে সম্বর রূপ তোর।
সদা শয়নে স্বপনে ও রাঙ্গা চরণে থাকে যেন মতি মোর ॥
কত সর্ষপ ঝাল পেষণে প্রহার করেছি মা তোর বুকে।*
বল পরিণামে গতি কি হবে আমার মরি যে মা মনদুখে ॥
আমি কত অপরাধ করেছি মা শ্যামা তোরে রাখি তরুতলে।
বুঝি সেই অভিমানে ত্যজিলি আমার হৃদয়ে আগুন জ্বেলে ॥
আমি পাগল হইব কেঁদে বেড়াইব বলিব সবার কাছে।
আমার মা ছিল পাগলী গেছে কুথা চলি
তেই বুলি লাছে লাছে† ॥
আমি অনলে পশিব অগাধে ডুবিব মরিব মরিব তারা।
তায় দেখিব কেমন বহে কিনা তোর বহে সে নয়ানে ধারা ॥
তুই দীনে দুর্গতি- হরা অসিধরা দীনের দুর্গতি-নাশে।
তবে দীনে দুঃখ দিয়া দীন-দয়াময়ী কেন গেলি রাজবাসে ॥
আবার ডাকিলে ডাকিনী সাজিয়া আইলি নাচিয়া তাথিয়া থিয়া।
মাগো হেরিয়া সে তোর ভীষণ মূরতি এখনো কাঁপিছে হিয়া ॥
চাস ভয় দিয়া বুঝি ফিরাইতে তোর দাবি হতে দয়াময়ী।
মাগো আমি যে কঠিন পাষাণীর ছেল্যা ফিরিবার ছেল্যা নই ॥
ডাকি আই আই আই আই ব্রহ্মময়ী আই সেই শিলারূপে।
আমি সদাই পূজিব নয়ানে হেরিব রাখিব হৃদয়ে চেপে ॥

২/ ]

তখন সহসা অদূরে মধুর শব্দে হইল আকাশবাণী।
আমার যেন গণপতি কুমার যেমতি তেমতি আমার তুমি।
মোরে প্রেমপাশে আঁটি বেঁধেছ যেরূপ কোথা থাকি তোমা বই।
বাছা কেন কাঁদ মিছে আছি তোর কাছে
তিল আধ ছাড়া নই ॥
আমি শিলারূপে তোর বলদের পিঠে
কেন ব্যাজে তোরে ছলি।
আজ কাশী ত্যজি হেথা কেন যে আইনু
শুন তবে তোরে বলি ॥

* বণিক শিলাখণ্ডের এক পিঠে বাটনা বাটিত, অন্য পিঠে মাটি ছিল, বণিক সে পিঠে কোন মূর্ত্তি দেখে নাই।

† লাছ, সং রথ্যা, পথ।

কভু  সমাজ-পীড়নে দ্বিজ দুই ভাই ব্রহ্মণ্যনগর-বাসী।
পেয়ে  মনকষ্ট অতি মাতার সংহতি গিয়াছিল তারা কাশী ॥
জ্যেষ্ঠ  দেবীদাস অনুজ চণ্ডীদাস দ্বিজ নাম ধরে দুই জনে।
তারা  শাস্ত শুদ্ধ-চিত অতিমাতৃভক্ত সদামত্ত হরিনামে ॥
মাতা  বিশ্বেশ্বরে স্মরি ত্যজিলা জীবন পঞ্চগঙ্গা ঘাটে[২] যবে।
তারা  সেই হতে এই শিলারূপে মোরে পূজিত জননী ভাবে ॥
তার  কিছুদিন পর জুড়ি দুই কর বিষাদে কহিলা মোরে।
মাগো  তুমারি ইচ্ছায় যাব দ্বারিকায় কেমনে পূজিব তোরে ॥
তোরে  কেমনে পূজিব বলে দে জননী কিম্বা চাঞি অনুমতি।
তোর  শিলারূপখানি ধরি শিরোপরে লয়ে যেতে দ্বারাবতী ॥
আমি  গগনের গায় মিশিয়া কহিনু শুন দেবী চণ্ডীদাস।
এবে  দিনু অনুমতি যাও দ্বারাবতী পূর্ণ হবে অভিলাষ ॥
বাছা  শিলারূপ মোর না লইবি সাঁথে পথে পাইবা বহু ক্লেশ।
যবে  রবে দেশান্তরে পূজিবা অন্তরে শিলায় পূজিবা শেষ ॥
হবে  একদিন সাধ দেখিতে তোদের সাধের জনম-ভূমি।
বাছা  যাবি তথা যবে যাব তার আগে এই শিলারূপা আমি ॥
তখন  এই শিলা হইতে ধরিব মূরতি ভক্তের পীরিতি লাগি।
তোরা  গিঞে জন্মভূমে বংশ-অনুক্রমে হইবি পূজার ভাগী ॥
দিয়ে  এহেন আদেশ এসেছি এদেশ তুমার বলদে চড়ি।
এই  কহিলাম সার সব সমাচার আর কেন ভূমে পড়ি ॥
এবার  উঠহ অব্যাজে যাও নিজ কাজে গগনে উদিল ভানু।
সাধু  মাতৃ-আজ্ঞা শুনি চলিল অমনি আনন্দে আপ্লুত তনু ॥[৩]

* | * | *

২) পঞ্চগঙ্গা ঘাট, কাশীর এক বিখ্যাত ঘাট। এই ঘাটের নিকটে অনেক বাঙ্গালীর বাস আছে।

৩) উদয়-সেনের পুথীর এক অশুদ্ধ নকল এক বহি হইতে উদ্ধৃত হইল কৃষ্ণ-সেন-কৃত অনুবাদের সহিত মিলাইতে পারা যাইবে।

কৃপাহংবণিকং জ্ঞাত্বা দেব্যাঃ কৃপাসমুদ্ভবা।
অকস্মাদ্ভবতি চৈবমাকাশাদ্বানিরীদৃশী ॥
মম কাৰ্ত্তিকেয় গজাননসুত
উভয়োরির ত্বমপি স্নেহযুতঃ।
তব প্রেম্না বিবদ্ধোহমেধ্রুবং
বিহায়োপতে কুত্র মে নাস্তি সুখং ॥
ন চ রুদিহি বৎস ভৃশমনৃতং।
ক্ষণমপি ন ত্যজ্য মম ত্বমেবং ॥
ছলনামধিকৃত্য কিমর্থমহং ++।



মহানন্দে মহীপতি  আসি অতি দ্রুতগতি
লঞে শিলা প্রবেশিলা পুরী।

---

বৃষারুঢ়েই কাশ্যা এসি শৃনুত্বং।
ব্রহ্মন্যাপুরিক্ষানিবাসিনৌ তৌ।
বিপ্রস্ততৌ ভ্রাতৃদ্বয়স্তথৈব।
নাম্নৌ দেবীদাসচণ্ডিদাসৌ বা।
শুদ্ধচিতৌ মাতৃসেবানুরক্তৌ।
সদা হরের্নামামৃতং পিবন্তৌ
প্রমত্তাবাসাতে নৃত্যগীতয়োঃ
সমাজপ্রপীড়্যমানৌ চ ভূত্বা
মাত্রা সহ কাশ্যামগচ্ছতাঞ্চ ॥
তদনন্তরং তজ্জনী সা।
ভূত্বা চাপি পঞ্চগঙ্গাতটস্থা
স্মরথেব বিশ্বারাধ্যং মহেশং
দেহান্তরম্বা গতা তৎসুখেন ॥
তদাতাবেবং জননী বিচিন্ত্য।
প্রাকুরুতাং শিলামূৰ্ত্তি পূজাংমে।
কিয়দ্দাতেস্থি পরিদুঃখেনাপি
যুগ্মকরস্থৌ বদতো মামিদং।
গচ্ছাব আবাং দ্বারকানগর্য্যাং
কিম্বিধিন সম্পূজয়িষ্যাবস্ত্বাং
আজ্ঞাভবংস্তে দ্বারকাখ্যাপুর্য্যাং
শিলাং গৃহীত্বা যাস্যাবোপিতং।
তদা হি শৃন্যাৎ কথয়ামীদস্বা।
যাতং ন বৎসৌ পাষাণঞ্চ নীত্বা।
বহুক্লেশানি পথি প্রাপ্স্যথো বা।
যদৈষ্যথশ্চ বিদিশি যুবান্তৎ।
কুর্ব্বাস্তাবাপি মানস পূজাং মে।
লভিষ্যাথে সিদ্ধিমাপদ্বিহন্ত্রীং ॥
ততঃপরং শিলামূৰ্ত্তিমিমাং মে
যথোপচারৈঃ পূজয়িষ্যাথোপি।
কস্মিন্‌কালে জন্মভূমিঞ্চ দ্রষ্টুং
সমেষিষ্যথো বা ন চান্যথাতৎ।
যাস্যাতস্তৎপূৰ্ব্বে যাষ্যামি তত্র।
এবঞ্চ শিলায়া মূৰ্ত্তি প্রকাশং,
করিষ্যামাহম্ভক্তহিতার্থং।
বংশানুক্রমাচ্চ যুবাং বিধিনা।
সংপূজয়িষ্যথো বা মূৰ্ত্তিমেতদ্ধি ॥
বণিক তৌ তত্রাদিশ্যাহমিদং।
ধ্রুবমাগতাশ্চ তব বৃষারুঢ়্য ॥
ব্রবীমীতি ত্বাঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্বং।
ভূলুণ্ঠিত বৎস তুর্নঞ্চোত্তিষ্ঠ।
যাহি অতস্তং স্বকার্য্যকর্ত্তুম্।
স্তুদিব্যদৃষ্ট প্রাগগগনে চ ভানু ॥
মাতৃমুখাচ্ছ্রুত্বা বাক্যন্তদেবং।
আনন্দমগ্ন বণিক প্রযাতি ॥

ধরি তায় মঞ্চপরে ধৌত করে নিজ করে
সযতনে দিঞা গঙ্গাবারি।
আসিয়া মহিষী তথা হাসিয়া কহেন কথা
রাজন এ শিলায় কি হবে।
লক্ষ দাস দাসী যার একাজ কি হয় তার
বাতুল হইলে বুঝি তবে
বল না বল না রাণী কহিলেন নৃপমণি
ইনি শ্যামা গৌরী বিশ্বরূপা।
স্বইচ্ছায় হঞা রাজি হামীর-উত্তরে আজি
স্বপ্নছলে করিলেন কৃপা ॥
মহিষী বলেন ওমা এ শিলা হইলে শ্যামা
শ্যামা ছাড়া শিলা কোথা তবে।
ভূপ কন ভক্তি করি দেখ চিন্তে নরেশ্বরী
গূঢ়তত্ত্ব তাহলে বুঝিবে।
নৃপতির বাক্য শুনি নয়ান মুদিয়া রাণী
মা মা বলি ডাকেন অন্তরে।
প্রকৃতি হইল স্তব্ধ অমনি উঠিল শব্দ
কেনে মা কেনে মা ডাক মোরে ॥
শুনি রাণী হেমাঙ্গিনী স্বর্গীয় সুধার বাণী
উদ্দেশে প্রণমি পুন কয়।
জ্ঞান-হীনা এ অবলা কি বুঝিবে তব লীলা
নিজ গুণে দাও মা অভয় ॥
তুমি সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী তুমি জীব-শুভঙ্করী
তুমারি কিঙ্করী মোরা সবে।
তুমি না করিলে দৃষ্টি কে পারে পালিতে সৃষ্টি
কুবের অলকা কোথা পাবে ॥
বৈকুণ্ঠে তুমি কমলা স্বর্গে লক্ষ্মী সুবিমলা
চঞ্চলা-রূপিণী ভূমণ্ডলে
ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ কীর্ত্তি খ্যাতি মান মদ
তুমারি সুখদ পদতলে ॥
পবন সতত বয় সাধু বৈদ্য সদাশয়
স্বার্থহীন মহাত্মাদি করি।
পর-উপকারী যথা তুমার মহিমা তথা
কে বুঝিতে পারে সে চাতুরী ॥

আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
জানি মাত্র তব শ্রীচরণ।
২৵ ] যদি দোষ করি পদে যেন না পড়ি বিপদে
তব পদে এই আকিঞ্চন।
বার্ত্তা পেয়ে এল দ্রুত রাজপুর-বাসী যত
দাস দাসী যে যেথায় ছিল।
দিয়ে উচ্চে হুলাহুলি মহানন্দে বাহু তুলি
সবে মিলি নাচিতে লাগিল ॥
নাচ গো নাচ গো শ্যামা দিগম্বরী নাচ গো মা
বলে নেচে আয় মা শঙ্করী।
মায়াবশে মোরা অন্ধ ঘুচা মা মনের সন্ধ
ধন্য হোক এ ব্রহ্মণ্য-পুরী ॥
যন্ত্র ধরি যন্ত্রীদলে এল সবে দলে দলে
এক কালে যন্ত্রে দিল কাটি।
ঢোল ঢক্কা দিল সাড়া নাদিয়া উঠিল কাড়া
সহস্র মৃদঙ্গে পড়ে চাটি ॥
নাদিল দামামা ডম্ফ তুরি ভেরি জগঝম্প
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘটারোলে।
মালসাট মারি আঁটে মল্লগণ আইলা ছুটে
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সেই স্থলে ॥
ঘোর তুল্য কলকলে অটল বাসুকী টলে
যেন উচ্চ সমুদ্রকল্লোল।
শুনি হেন হুলুথুলি কি হইল কি হইল বলি
নগরে উঠিল কোলাহল।

* | * | *

## দেবীর স্বরূপ প্রকাশ ॥

গেল দিবা আইল রাতি নিদ্রা যান নরপতি
স্বপন প্রবন্ধে অতঃপর।
আসি মাতা কন হেসে ভাসিয়ে ভৈরব ভাষে
উঠ পুত্র হামীর-উত্তর ॥
যাও শিলাখান লঞে দুগ্ধ পাত্রে ডুবাইঞে
রাখ গিঞা যাবত শর্ব্বরী।
কর্ম্মকার ডাকি প্রাতে আজ্ঞা দিবা এই মতে
অস্ত্রাঘাত করে শিলাপরি ॥

শুন তবে নৃপমণি হইল আকাশবাণী
সব তত্ত্ব কহি তব ঠাঞি।
প্রত্যহ তণ্ডুল সবে অষ্ট সের ভোগ দিবে
সহ দুগ্ধ মৎস্যাদি কলাই[৪] ॥
আইলে শিশির কাল শুন বাছা মহীপাল
খিচুড়ীর ভোগ দিবে মোরে।
এইরূপে ভক্তিভাবে নিত্য মোর পূজা দিবে
বংশক্রমে অতি শুদ্ধাচারে ॥
নিত্য মোর সেবা পূজা নয়ানে দেখিবে রাজা
এই কথা মনে যেন রয়।
পিবে মোর স্নানোদকে প্রসাদ লইবে মুখে
পূর্ব্ব-কৃত পাপ হবে ক্ষয় ॥
যখন যে ভাবে রবে মাতৃ-আজ্ঞা না ভুলিবে
হবে তাহে রাজ্যের উন্নতি।
সবংশে থাকিবে সুখে গৌরব গাহিবে লোকে
দানে পুণ্যে বাড়িবেক রতি ॥
৩/ ] জানি তুমি মহামতি আছে তব মাতৃভক্তি
তবু রাজা করি সাবধান।
সেবাগুণে যত চড়ে অন্যথায় তত পড়ে
ভুল না এ বেদের বিধান ॥
মধু শুক্ল সপ্তমীতে[৫] দেখা দিনু যে দিনেতে
সেই দিন [ মনে রাখ ] রাজা।
এই শুভক্ষণে মোরে প্রতি সন ভক্তিভরে
মহা মহোৎসবে দিবে পূজা ॥
প্রচার করহ দেশে আসে যেন বর্ষে বর্ষে
এই স্থানে যত নর নারী।
উৎসবের শুভযোগে এড়াইতে কর্মভোগে
তীর্থসম সমাদর করি ॥
অভ্যাগত জনগণে জানাইও জনে জনে
সবারে করিব আমি ধন্য।

শুন বাছা কহি তোরে আঘাত পাইলে পরে
দেখিতে না পাবি শিলাখান।
স্বপনে দেখিলি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবি তাহা
বলি দেবী হন অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ত্যজি নরনাথ করি শত প্রণিপাত
পদ্ম-পাত্রে ধরিলেন শিলা।
নিশা গতে শিলা হতে কর্ম্মকার অস্ত্রাঘাতে
বাহির হইল দক্ষবালা ॥
কি ছার চকোরে সুখ হেরি পূর্ণচন্দ্রমুখ
ভ্রমরে সে পদ্মিনী-পীরিতি।
চাতকে জলদ-বিন্দু বিপদে হৃদয়-বন্ধু
অপ্রজার লভনে সন্ততি ॥
রোগী পেলে রোগে মুক্তি যোগী পেলে হরিভক্তি
ভোগী পেলে বৈভবে সম্ভোগ।
যদি পায় ভিক্ষাশনে* সুররাজ সিংহাসনে
সাধু পেলে সাধুর সংযোগ ॥
সে আনন্দ লাগে কিসে যে সুখে নৃপতি ভাসে
সে সুখের নাহিক অবধি।
দেবীর পদারবিন্দে করপুটে পুন বন্দে
প্রেমানন্দে নরেন্দ্র সুমতি ॥
প্রবল দম্ফে দীঘল লম্ফে ভূতল কম্পে কৈটভী।
যোগিনী সঙ্গে রণ তরঙ্গে ভীম ভ্রূভঙ্গে ভৈরবী ॥
কট কটাক্ষে কটদি কক্ষে বিকট চক্ষে শোরিকে।
ভটেশ হস্তে নটেশ কান্তে প্রবল বস্তে গৌরীকে ॥†

* | * | *

বল মা বল মা ফুটি ও রাঙ্গা চরণ দুটি
কি দিঞে কেমনে পূজি এবে।
কি নৈবেদ্য কিবা ভোগ উৎসবের যোগাযোগ
সব তত্ত্ব বলে দে মা শিবে ॥

* ভিক্ষা অশন ভোজ্য যার। অর্থাৎ যদি ভিক্ষাজীবী ইন্দ্রতুল্য হয়।
† যথা দৃষ্টং তথা মুদ্রিতং। এখানে এইরূপ স্তোত্রের টীকার স্থান নাই।

৪ ) এখানে সের অর্থে দেশ প্রচলিত 'পাই', পঞ্চসেরের পাদ। আট পাই=দশ সের। কলাই, মাষকলাই।
৫ ) এই তিথিতে বাসন্তী দুর্গার পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে

কামনা যাহার যাহা আমি পুরাইব তাহা
দেয় যেন মুড়ি ও মিষ্টান্ন ॥
ইচ্ছা করি দেয় যদি হরিদ্রা আঁবাটা আদি
ভাজা পোড়া যার যা মনন।
যে যা দিবে শুদ্ধমতে তুষ্ট হঞা হাতে হাতে
আমি তাহা করিব গ্রহণ ॥
পতির মঙ্গল তরে কোন সতী শুদ্ধাচারে
সিন্দুর মানত করে যদি।
এই খর খড়্গাঘাতে আমি তার প্রাণনাথে
সঙ্কটে রক্ষিব নিরবধি ॥
আমার নির্ম্মাল্য তথি ধরে যেই গর্ভবতী
রহে গর্ভে অক্ষয় সন্তান।
স্নান-জলে রোগে মুক্তি প্রসাদে অপূর্ব্ব ভক্তি
গাত্রমেলা কবচ প্রধান ॥
মঙ্গলেতে দিলে পূজা না রবে ঋণের বোঝা
সর্ব্ব ঠাঁঞি উচ্চ রবে শির।
অতঃপর শুন রাণী পুত্র ভক্ত-চূড়ামণি
কৌলিক পূজারী কর স্থির ॥

* | * | *

করপুটে কন রাজা কে করিবে তব পূজা
কোথায় সে কিবা নাম ধরে।
বল মা সে সব কথা এই দণ্ডে গিঞা তথা
মাতৃ-আজ্ঞা জানাইব তারে ॥
পুন কন হৈমবতী শুন তবে নরপতি
আছিলা যে এ ব্রহ্মণ্য-ধামে।
কিছু পূর্ব্বে করি বাস দেবীদাস চণ্ডীদাস
দেখ ভাবি পড়ে কি তা মনে ॥
রাজা কন পড়ে মনে দেবী কন তবে কেনে
চিন্তা কর হামীর রাজন।
তুষ্ট মনে বৃত্তি-দানে সেই দুই দ্বিজে এনে
পূজা-কর্ম্মে কর নিয়োজন ॥
রাজা কন কোথা তারা তারা কন অতি ত্বরা
হবে দেখা তাহাদের সনে।

করি তীর্থ পর্য্যটন আসে তারা দুই জন
মহাতীর্থ এ ব্রহ্মণ্য-ধামে ॥
জননী জনম-ভূমি না জান কি নৃপ তুমি
স্বর্গাদপি হয় গরীয়সী।
তেঞি তারা এইবার জন্মভূমি করি সার
কল্য প্রাতে দেখা দিবে আসি ॥
—এ কি কথা বল তারা তারা যে মা জাতি-হারা
কেমনে করিবে তব পূজা।
রামী নামে রজকিনী চণ্ডীর সর্ব্বস্ব তিনি
মনোদুখে কহিলেন রাজা ॥
যথা চণ্ডী তথা রামী স্বচক্ষে দেখেছি আমি
৩৮ ] শুন মাত ঝুমুআর মাঠে৬।
একত্রে সে একাসনে ছিল প্রেম-আলাপনে
মোরে দেখি পলাইল ছুটে ॥
দেখিতাম কভু যেঞে রজকিনী নিত্যালয়ে৭
সেবিছে চণ্ডীর পদদ্বয়ে।
কভু দেখিতাম তথা আছে রামী নিদ্রাগতা
চণ্ডীবক্ষে পদ ছড়াইয়ে ॥
শুনিয়াছি চতুর্ম্মুখ ধরিলেন বক্তমুখ
পঞ্চমুখ শৈলজা-রমণ।

---

৬) নামটি ঝুমুর ব নামুর মাঠ। ইহার দক্ষিণে এই নামে হাট-তল আছে। এখন সেখানে হাট বসে না। নামুর নামও অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে। ছাতনার মাপচিত্রে 'জলহরি' পদ্ম। যে পুষ্করিণী হইতে পানীয় আহৃত হয়, তাহার নাম জল-হরি। (শব্দটি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে।) এখন খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই জল-হরির গায়ে বাসলীর আদি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এখন সে মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই। সে মন্দির মাটিরও হইতে পারিত। রাজা হামীর-উত্তর শিলামূর্ত্তি পাইয়া নিশ্চয় কোনও মন্দিরে রাখিয়াছিলেন। পাষাণের মন্দির দুই এক বৎসরে নির্মিত হয় না। "নান্নুরের মাঠে, হাটের নিকটে, বাসলী বসয়ে যথা।" এই উক্তি উক্ত অনুমানের পোষক। নামুর গ্রামের নাম এখন যুবরাজপুর। পুথীতে পরে পাওয়া যাইবে। তখন ব্রহ্মণ্যপুর ও নামুর এই দুই গ্রাম ছিল। বর্ত্তমানের মান-দাস-পাড়া গ্রামের কিয়দংশ ব্রহ্মণ্যপুরে ও অপরাংশ নামুর মাঠে ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, মান নামক জাতি রাজাদের দাস ছিল। সে দাস-পাড়া।

৭। নিত্যা দেবীর আলয়। আদিতে নিত্যা এক বৌদ্ধদেবী ছিলেন, পরে তিনি শিব-বনিতা মনসা হইয়াছেন। ছাতনার দিকে প্রায় গ্রামে গ্রামে মনসা-মেলা আছে। মেলা, একদিক-খোলা ঘর। মনসা-মেলা সাধারণের ঘর।

শূন্য পথে পাখা মেলি উড়িত ভূধরাবলি
ভূমে না চলিত তুরঙ্গম ॥
কিন্তু কভু নাঞি শুনি লক্ষ্মীর পূজারী শনি
শুনিলাম তোমারি কৃপায়।
আজ্ঞা যে লঙ্ঘিলে পাপ না লঙ্ঘিলে মনস্তাপ
হরিষে বিষাদে প্রাণ যায়॥
ত্বংহি মাতা আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী
পতিত পূজিবে তব পায়।
যদি মা সদয়া হলি হেন আজ্ঞা কেন দিলি
বলে দে মা করি কি উপায় ॥
যথা যবে নিরজনে রামী চণ্ডী একমনে
করে যেই প্রেম-আলাপন।
তার মর্ম্ম কিবা হয় বলি মিটা মা সংশয়
সঠিক তা করি নিবেদন ॥

* | * | *

একদিন চণ্ডীদাস লইঞে বড়িশী।
মচ্ছ ধরিতেছিলা ধোবা-ঘাটে[৮] বসি ॥
হেনকালে আইল সেথা রামী রজকিনী।
চণ্ডীদাস পানে চাঞি কহে মৃদু বাণী ॥
ঘাটে বসি ধর মচ্ছ একি তব কাজ।
মেঞাছেল্যা আসে যায় নাঞি তব লাজ ॥
কলসী লইঞা কাঁখে দাঁড়াতে যে নারি।
কোথায় লইব জল বল ত্বরা করি ॥
চণ্ডী কহে এই ঘাটে নাম যদি জলে।
চারের যতেক মাছ পলাবে তা হলে ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া মোরে এই কর দয়া।
দক্ষিণের ঘাটে তুমি জল লহ গিঞা ॥
পাগল আমি যে রাই লাজ কোথায় পাব।
না নামিহ এই ঘাটে কিছু মচ্ছ দিব ॥
হাসি কহে রাইমণি মচ্ছ নাঞি খাই।
দাও যদি বলি তবে আমি যেবা চাঞি ॥

চণ্ডীদাস বলে কিবা চাহ রাসমণি।
কহ তুমি থাকে যদি দিব তা এখনি ॥
চণ্ডীর এ হেন বাক্যে হাসি কহে রামী।
আগে অঙ্গ ছুঞি মোর দিব্য কর তুমি ॥
উঠি তবে কহে চণ্ডী করে কর ধরি।
বল তুমি কিবা চাহ রজক-ঝিয়ারী ॥
পরশিতে অঙ্গ তার শিহরি উঠিল।
সামালিয়ে রাসমণি কহিতে লাগিল ॥
উদার ব্রাহ্মণ তুমি আজু গেল জানা।
আমি চাঞি তব সাথে প্রেম বেচা কেনা ॥
লোক-নিন্দা রাজভয় সমাজ-পীড়ন।
সহিতে হইবা তায় করি প্রাণপণ ॥
আমার মনের কথা কহিলাম এবে।
কহ চণ্ডী এই ভিক্ষা দিবে কি-না-দিবে ॥
চণ্ডী বলে সে অভয় তোরে যদি দিবা।
ভাবে দেখ সে কর্ম্মের পরিণাম কিবা ॥
রামী কহে শুন সখা তার পরিণাম।
উভয়ে গাইব মোরা রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
হবে অমরত্ব লাভ স্বর্গসুখভোগ।
না ছাড়িহ চণ্ডীদাস এহেন সুযোগ ॥
৪/] চণ্ডী কহে জানি না সে প্রেম কিবা হয়।
কেমনে কোথায় মিলে কহ তা নিশ্চয় ॥
রামী কহে জানি আমি তুমি শুষ্ক মরু।
আমিই শিখাব প্রেম হয়ে শিক্ষাগুরু ॥
হাসুক জগত তবু তুমি আর আমি।
এক প্রাণে পরস্পর হব অনুগামী ॥
যতদিন না মিলিবে প্রেমের সন্ধান।
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে হও আগুয়ান ॥
যদি ভয়ে কদাচিত পশ্চাতে ফিরিবে।
তখনি তুমারে ভাই বাঘে ধরি খাবে ॥
সুপণ্ডিত তুমি সখা ভাবে দেখ মনে।
দুখ বই সুখ-লাভ হয় কি জীবনে ॥
ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকি চণ্ডীদাস।
কহিতে লাগিল পরে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥

৮) ছাতনার বাসলীর আদি থানের দক্ষিণে সড়ক। সড়কের দক্ষিণে ধোব-পোখর। এই পোখরের এক ঘাট ধোবা-ঘাট। কিন্তু এখানে বোধ হয় জল-হরির এক ঘাট।

অবশ্য সহায় মম হইলা তুমি যবে।
মরুমাঝে তরুলতা এবে জন্মাইবে ॥
কিন্তু তবু রমণীয়ে না হয় প্রত্যয়।
ভাবি তেঞি পরিণামে কি জানি কি হয় ॥
আগে যদি মণি-লোভে হঞা মত্ত-মতি।
না বুঝিয়া ফণীর বিবরে করি গতি ॥
কি হবে তাহলে পরে কহ দেখি রাই।
লভ্য আসা দূরে থাক মূলে বা হারাই ॥
ছল করি রোষাবেশে কহে রাসমণি।
কাপুরুষ তুমি হেন আগে নাঞি জানি ॥
যেতে দাও কর তুমি যেবা মনোরথ।
চণ্ডী কহে পায়ে ধরি না ছাড়িব পথ ॥
শপথ করিয়া আগে কহ দেখি শুনি।
মোরে ছাড়ি কোনদিন না পলাবে তুমি ॥
রামী কহে রমণী বিকায় যার পদে।
না ছাড়ে তাহার সঙ্গ বিপদে সম্পদে ॥
নল গেল বনে দময়ন্তী গেল সাথে।
গেল সীতা বনবাসে রামের পশ্চাতে ॥
কিন্তু নল গেল ছাড়ি আপনার নারী।
রাম দিলা বনবাসে জনক-ঝিয়ারী ॥
পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে কেবা ভাল ভবে।
কহ দেখি চণ্ডীদাস কিরূপ সম্ভবে ॥
প্রতিজ্ঞা করিঞা আমি তুমারে জানাই।
না ছাড়িব কোনদিন যদি প্রাণ যায় ॥

* | * | *

গদ গদ ভাযে কহে চণ্ডীদাসে
কেমনে পরাণ জুড়াই।
প্রেম আলাপনে প্রেমের বাঁধনে
পাগল করিলি রাই ॥
প্রেমের ধরমে প্রেমের করমে
প্রেমের মরম ভাষি।
দূর কর মোরে সাগরের পারে
যেন না ফিরিয়া আসি ॥

* | * | *

( ২ )

এত কহি প্রেমমন্ত্র জপিতে জপিতে।
ধীরে ধীরে চলে চণ্ডী রামীর পশ্চাতে ॥
পাগল হইল হায় দ্বিজ চণ্ডীদাস।
যেই দেখে সেই বলে করি উপহাস।
সমাজের ভয় নাই লজ্জা নাই করে।
রামী সঙ্গে চণ্ডীদাস থাকে এক ঘরে ॥
দিবস রজনী তার রামী সঙ্গে খেলা।
রামী ধ্যান রামী জ্ঞান রামী জপ-মালা ॥
ছাপিত না রল কিছু সবে গেল জানা।
লজ্জা ভয় নাই তবু নাই শুনে মানা ॥
আর এক আশ্চয্য কথা শুন গো জননী ॥
রামিণীর আছে এক কনিষ্ঠা ভগিনী ॥
রোহিণী তাহার নাম দেখিতে সুন্দরী।
বাপের আদুরে নাম হয় বিদ্যাধরী ॥
ব্রাহ্মণ-সমাজপতি বিজয়নারাণ।
তার পুত্র দয়ানন্দ গুণে অনুপাম ॥
ফুসলায়ে তার সাথে গোপনে রামিণী।
রোহিণীর বিভা দিলা অদ্ভুত কাহিনী ॥
পুরুত আছিলা তথা দ্বিজ চণ্ডীদাস।
ঘটিল সে ব্রাহ্মণের কিবা সর্ব্বনাশ ॥
জাতি কুল মান এবে সব গেল চলি।
ত্যজিল আহার নিদ্রা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ॥
ছুন্নুর গ্রামের নাম করিলে শ্রবণ।
পথ ভাঙ্গি চলি যায় বিদেশী ব্রাহ্মণ ॥
৪৵ ] মাঝে মাঝে আসে বটে কুটুম্ব সকল।
কিন্তু হায় কেহ নাহি খায় অন্নজল ॥
অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তবে বিজয়-নারাণ।
বহুতর ব্রাহ্মণের করিলা আহ্বান ॥
সবে মিলি এল তারা মোর সন্নিকটে
সব কথা খুলিয়া কহিল অকপটে ॥
বহু চিন্তা করি আমি কহিনু তখন
আমার সুযুক্তি এক শুনহে ব্রাহ্মণ ॥

রামী চণ্ডীদাস আর মুন্নুর আখ্যান।
যত দিন এ জগতে রবে বিদ্যমান ॥
ঘুচিবে না এ কলঙ্ক কহিলাম সার।
তাই বলি যুক্তি এক শুনহ আমার ॥
সঙ্গে সঙ্গে রামিণীরে করে দাও দূর।
রাখহ গ্রামের নাম যুবরাজপুর ॥
প্রায়শ্চিত্ত করি চণ্ডী উঠুক সম্প্রতি।
সবে মিলি ফিরাহ তাহার মতিগতি ॥
এই দণ্ডে রাজ্যমধ্যে করিব প্রচার।
এ গ্রামে মুন্নুর কেহ নাহি কহে আর ॥
না বল ব্রহ্মণ্যপুর শুন সর্ব্বজনা।
এ গ্রামের নাম আমি থুইনু ছত্রিনা[১] ॥
মম আজ্ঞা ধরি শিরে ধন্য ধন্য রবে।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে চলি গেলা সবে ॥
জোর করি রামিণীরে পাঠাইলা কাশী।
বুঝায় চণ্ডীরে তবে সবে অহর্নিশি ॥
চোরা না শুনয়ে কভু ধরম কাহিনী।
তবু কাঁদে চণ্ডীদাস বলি রামী রামী ॥
বহুমতে চণ্ডী তবে হইল সুধীর।
তার পর প্রায়শ্চিত্ত দিন হৈলা স্থির ॥
শুন মাগো রামী এথা বারাণসী পুরে।
রহয়ে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ চন্দ্রচূড় ঘরে ॥
মা বলিঞা ডাকে চন্দ্র রামী কহে বাবা।
পিতার অধিক তার করে নিত্য সেবা ॥
রাইমণি দিন দিন করয়ে রন্ধন ॥
মহানন্দে চন্দ্রচূড় করেন ভোজন ॥
এত ভক্তি ভালবাসা কভু দেখি নাই।
তেঞি বৃদ্ধ গুপ্তধন দেখাইলা তায় ॥
কত রত্ন প্রবাল মাণিক্য টাকাকড়ি।
মৃত্তিকার তলে পুতা রহে হাড়ি হাড়ি ॥
চন্দ্রচূড় বলে রাই জীবনান্তে মোর।
এই গুপ্ত রত্ন ধন জানিবি যে তোর ॥
কে কুথাও নাঞি মম তুঁহা ছাড়া রাই।
গুপ্ত ধন তোরে আমি দেখাইনু তাই ॥
তুমারে দিলাম আমি এ সব সম্পত্তি।
তুমি নিলে হবে মোর পরলোকে গতি ॥
রামী কহে দেখ বাবা করিয়া স্মরণ।
আছে কি না আছে কোথা তুমার আপন ॥
চন্দ্র কহে ছিলা এক নিজের ভাগিনী।
ব্রহ্মণ্য-নগরে তার বিভা হয় জানি ॥
নাম তার পদ্মাবতী পুত্রবতী কি না।
মরেছে কি বাঁচে আছে কিছু নাঞি জানা ॥
জামাতার নাম হয় বিজয়-নারাণ।
বহুকাল নাঞি দেখা না জানি সন্ধান ॥
অকস্মাৎ আমি যদি তোর কোলে মরি।
যা পার করিবে তুমি এ ধন তুমারি ॥
হয়াছে অনেক বেলা পাত এবে পীঁড়ি।
ক্ষুধায় কাতর আমি অন্ন আন বাড়ি ॥
যেমন পশিবে রাই রন্ধন-শালায়।
চন্দ্রের চৌরাশী বন্ধু আইল তথায় ॥
পাতিলেন রাইমণি সবাকার পীঁড়ি।
সবাকার তরে অন্ন আনিলেন বাড়ি ॥
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খাওাইলা সবে।
অবাক হঞিয়া চন্দ্র মনে মনে ভাবে ॥
দেড় পুয়া তণ্ডুলের অন্নেতে কেমনে।
৫/] খাওাইলা রাসমণি চৌরাশী ব্রাহ্মণে ॥
দেবী কি মানবী কিছু বুঝিতে না পারি।
কেমনে চিনিব এবে কি উপায় করি ॥
গেল যবে বন্ধুগণ মাগিয়ে মেলানি।
গেল চলি চন্দ্রচূড় যথা রাসমণি ॥
কহিলেন কর ধরি কহ মা রামিণী।
কোথায় নিবাস তব কে বট আপুনি ॥
হাসিমুখে রাইমণি কহিতে লাগিলা।
সামান্যা মানবী আমি রজকের বালা ॥
কাঁপিয়া উঠিল বিপ্র তবু কহে পুন।
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ তবে কর কেন ॥

---

১) রাজা হাম্বীর-উত্তর উত্তর দেশ হইতে আগত ছত্রি ছিলেন। ছত্রি+নগর=ছত্রিনা।

সহাস্য বদনে রাই কহিল আবার।
সবে কয় গঙ্গাজলে না চলে বিচার॥
গঙ্গাজলে আমি তব অন্ন রাঁধি তাই।
কোন দিকে দোষ তার দেখিতে না পাই॥
শ্রীক্ষেত্রে এ কাশী-ধামে জাতির বিচার।
যে করে আছে কি বাবা নিস্তার তাহার॥
মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে কহে চন্দ্রচূড়।
তা বলে কি বিষ্ঠা হবে মাথার ঠাকুর॥
সত্য যদি সে বিশ্বাস আছয়ে তুমার।
বিশ্বেশ্বরে পূজ দেখি সাক্ষাতে আমার॥
যদি তিনি পূজা তব লন শির পাতি;
তাহলে বুঝিব তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
প্রত্যয় না হয় কিন্তু তুমি রজকিনী।
তুমি যে মা অন্নপূর্ণা হরের ঘরণী॥
কল্য প্রাতে পরীক্ষা করিবে তোর বাবা।
তখন পড়িবে ধরা হও তুমি যেবা॥
এই কর্ম্মে আমি মাগো পাকায়েছি চুল।
মোরে যে ভুলাতে চাস সেটা তোর ভুল॥
হাসিতে হাসিতে রাই গেল অপসরি।
উঠি বৈসে চন্দ্রচূড় স্মরিয়া শ্রীহরি॥
প্রভাতে উঠিয়া রাই লঞে স্বর্ণঘটে।
উপনীত হইলা আসি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে॥
স্নান করি উঠি রাই পাঞিল দেখিতে।
আসে ভাসি পুষ্প এক জাহ্নবীর স্রোতে॥
অপূর্ব্ব সোনার কান্তি পুষ্প মনোহর।
ঝাপ দিয়া ধরে রাই বাড়াইয়া কর॥
যতনে আনিয়া তায় আপন গৃহেতে।
চন্দ্রচূড় সাথে যায় মহেশে পূজিতে॥
মন্দিরে পাশবে যবে চন্দ্রচূড় রামী।
চৌদিকে আসিয়া পাণ্ডা ঘেরিলা অমনি॥
শত মুখে হাঁক দেয় কোথা যাস তোরা।
রামী কহে শঙ্করে পূজিতে যাই মোরা॥
পাণ্ডাগণ কহে সঙ্গে পাণ্ডা না দেখি যে।
রামী কহে শঙ্করে পূজিব মোরা নিজে॥

হুঙ্কারি কহিলা সবে এ বড় কৌতুক।
নিজে তোরা দিবি পূজা এত বড় বুক॥
শঙ্করে পূজিতে কারো নাঞি অধিকার।
বিশ্বেশ্বর পূজা মাত্র মো সবার ভার॥
কুপিয়া কহিল রামী নির্ব্বোধ তুমারা।
ভক্তিপ্রিয় বিশ্বেশ্বর কারো নহে ধরা॥
অর্থলোভে কর সবে শঙ্কর-পূজন।
তাথে কিবা হয় জান নিরয়-গমন॥
ভক্ত-মনোরথ যদি পুরিতে না দিবে।
নিশ্চয় তাহলে সব নরকেতে যাবে॥
চন্দ্রচূড় কহে মাগো না কহ এমত।
শঙ্করের পাণ্ডা এঁরা সবার পূজিত॥
৫৮/] রামী কহে বাবা এরা অপূর্ব্ব শয়তান।
অর্থের পিশাচ ইথে না ভাবিহ আন॥
সভয়ে কহিলা এক পাণ্ডা সুচতুর।
কে মা তুমি কহিয়া সংশয় কর দূর॥
সামান্যা রমণী তুমি নহ কদাচন।
তোর বাক্য শুনি মন হইল কেমন॥
রামী কহে আমি ছাড়া আর কিছু নই।
সত্য প্রাণ আমার না জানি সত্য বই॥
ব্রহ্মণ্যপুরেতে বাস জাতিতে রজক।
সনাতন নাম ধরে আমার জনক॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম ধরে গুণময়ী মাতা।
চণ্ডীদাস হয় মোর আরাধ্য দেবতা॥
হাসিয়া কহিল পাণ্ডা বুঝিলাম এবে।
তা না হলে এত শক্তি তোঁহে কি সম্ভবে॥
সনাতন বিশ্বপতি জানি তাঁর লীলা।
সত্য বটে ধুয়ে থাকে জগতের মলা॥
রজকের কার্য্য তার জানি তা নিশ্চয়।
তাঁহার বনিতা লক্ষ্মী এত মিথ্যা নয়॥
তেঞি মা তুমার এত হৃদয়ের জোর।
না বুঝালে কে বুঝিবে মতিগতি তোর॥
কিন্তু না জানিতে দিলি কেবা চণ্ডীদাস।
ধরা দিঞে কেন পুন লুকাইতে চাস॥

ব্রহ্মণ্যপুরেতে মাগো নিত্য যার বাস।
আরাধ্য দেবতা তার কে সে চণ্ডীদাস॥
রামী কহে সব কথা কহিব পশ্চাতে।
এখন চলিনু আমি শঙ্করে পূজিতে॥
এত কহি পুরীমধ্যে পশিলা সত্বর।
দেখিলা শঙ্কর আছে পাতি দুই কর॥
বহিছে জটায় তার তরল তরঙ্গা।
ডমরুর সহ ভূমে পড়ি আছে শিঙ্গা॥
বাঘাম্বরে আঁটা কটি গলে হাড়মাল।
ধরণী চুম্বিয়া শিরে দুলে জটাজাল॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফণী ফোঁস ফোঁস করে।
অবাক হইয়া সবে থাকে জোড় করে॥
দুই করে রাসমণি ধরি ফুলডালা।
প্রেম গদ-গদ-স্বরে কহিতে লাগিলা॥
আসিয়াছি আমি রজকিনী রামী
পূজিতে চরণ তব।
হঞে অনুকূল পদে ধর ফুল
নিজগুণে দেবদেব॥
তোমা বিনু আর কে আছে আমার
কর পার ভবসিন্ধু।
চরণে শরণ লইনু এখন
হে দীনজনার বন্ধু॥
এত কহি মহেশ্বরে স্মরি মনে মনে।
যেমন সে দিবে ফুল শঙ্কর-চরণে॥
হাঁ হাঁ করি ভোলানাথ ধরি দুই করে।
কহিতে লাগিলা ভাসি প্রেমানন্দ-নীরে॥
এই ফুলে শুন রাই তীর্থরাজে বসি।
পূজিলা প্রভুর পদ অনেক সন্ন্যাসী॥
প্রভুর প্রসাদী ফুল দাও মোর করে।
তোর গুণে ধন্য হই ধরি শির পরে॥
যাহ তুমি রাসমণি লঞে চণ্ডীদাসে।
প্রভুর সে গুণগান কর গিয়া দেশে॥
বিলাও সকলে দোঁহে রাধাকৃষ্ণ নাম।
আমার আদেশে পূর্ণ হবে মনস্কাম॥

এত কহি অন্তর্দ্ধান হন পশুপতি।
চৌদিকে উঠিল তবে রামীর খেআতি॥
চন্দ্রচূড় কহে মোর সার্থক পরাণি।
৬/] কন্যা-রূপে তুমি মোর হরের ঘরণী॥
তোর করে অন্ন খাই বহু ভাগ্য ফলে।
দেখিস মা মোরে তুই পিণ্ড দিস মলে॥
যা ইচ্ছা করিস তুই মোর স্থাপ্য ধনে।
চল মা এবার তুমি আপন ভবনে॥
কাশী-ধামে কিমতে কোথায় থাকে রাই।
জানিবারে গুপ্তচর পাঠাইনু তাই॥
হরিহর নাম তার ফিরি আসি ঘরে।
সকল বৃত্তান্ত মাগো কহিলা বিস্তরে॥
হেথায় রোহিণী কাঁদে গুমরি গুমরি।
শুদ্ধ হৈল দয়ানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করি॥
প্রায়শ্চিত্ত কৈল চণ্ডী ভোজনের কালে।
পাতা পাতি বসি গেলা ব্রাহ্মণ সকলে॥
সুপরিচারক যত অন্ন দেয় পাতে।
চণ্ডী দেয় অন্নথালা বহিয়া পশ্চাতে॥
বাহিরায় বহুজন ব্যঞ্জন লইঞা।
পাতে পাতে দেয় সবে পর পর গিয়া॥
পুন বাহিরিল চণ্ডী অন্নথালা হাতে।
কোথা হতে আসি রামী কহিলা সাক্ষাতে॥
চণ্ডী চণ্ডী চণ্ডীদাস পুরুষ-রতন।
প্রায়শ্চিত্ত কর তুমি একি বিড়ম্বন॥
জেতে জাত দিলে তুমি আমি যাব কোথা।
কোন দিন চণ্ডী তুমি ভেবেছ সে কথা॥
রমণীর জাতি গেলে জাতি নাঞি পায়।
ভাসাইলি শেষে চণ্ডী অকূলে আমায়॥
আয় আয় করি তবে শেষ সম্ভাষণ।
বলি রামী চণ্ডীদাসে দিলা আলিঙ্গন॥
চণ্ডীর দুহাতে ধরা ছিল অন্নথালা।
বাহির করি ভিন্ন হাত তারে আলিঙ্গিলা॥
কেহ বলে এমি হল আশ্চর্য্য ঘটনা।
চণ্ডীদাস মানুষ না আরো কোন জনা॥

অন্নথালা রহে ধরা চণ্ডীর দুহাতে।
বাহিরিল দুটি হাত আবার কি মতে ॥
কেহ বলে কি যে বল পাগল সবাই।
আমিও ত আছি চেয়ে কিছু দেখি নাই ॥
কেহ বলে একি রামী এল কোথা হতে।
আলিঙ্গিলা চণ্ডীদাসে সবার সাক্ষাতে ॥
মার আজি দুই জনে ক্ষমা নাহি দাও।
একসঙ্গে বাঁধি দোঁহে অনলে পোড়াও ॥
হাঁকা-হাঁকি করি সবে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ঝাঁকা-ঝাঁকি করে খাব নাই খাব নাই ॥
কেহ কহে থাম থাম কেহ কহে চল।
চণ্ডালের ঘরে কেবা খাবে অন্নজল ॥
অন্য জাতি হলে হত একেবারে ধোবা।
চল চল শীঘ্র চল জাতি দিবে কেবা ॥
নির্লজ্জ পামর ভেড়ুয়া মূর্খ অপকৃষ্ট।
ব্রাহ্মণের জাতিকুল সব কৈলি নষ্ট ॥
শ্রীমধুসূদন তুমি শীঘ্র কর পার।
হাঁপ ছাড়ি বৃদ্ধগণ হৈলা আগুসার ॥
লাঠি সোটা লঞা তবে যুবকের দল।
রামী পানে ছুটে যেন নদী-ভরা জল ॥
মার মার কাট কাট শব্দ মাত্র শুনি।
পলকেতে অন্তর্দ্ধান হৈল রামমণি ॥
সবে চলি গেলা তবে হইঞা ফাঁপর।
নারীগণ গেল পরে যে যাহার ঘর ॥
দেবীদাস উঠি তবে চণ্ডীদাসে বলে।
তোর মত ভাই পাইনু বহু ভাগ্য ফলে ॥
মানুষ করেছি তোরে কাঁধে পিঠে ধরি।
আয়রে লক্ষণ ভাই আয় বক্ষে করি ॥
৬৮/ ] চণ্ডীদাসে বুকে ধরি নাচে দেবীদাস।
যে দেখে সে কতমতে করে উপহাস ॥
কহে দেবী ভাতৃপ্রেমে হয়ে মাতআরা।
শিবতুল্য ভাই মোর না চিনিলি তোরা ॥
কে যে চণ্ডী একদিন চিনিবি সবাই।
হাস একদিন আর বেশী দিন নাই ॥

আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন।
মোর বাক্য মিথ্যা না হইবে কদাচন ॥
চণ্ডীর বিরহানলে পুড়ে যদি দেবী।
যথার্থ অনলে তোরা সর্ব্বস্ব হারাবি ॥
এই যে থালি না অন্ন অহঙ্কারে মাতি।
রাখিব এ অন্ন আমি গৃহমধ্যে পুতি ॥
জানে রাখ একদিন মৃত্তিকায় তুড়ি।
খাইবি এ অন্ন তোরা করি কাড়াকাড়ি ॥
এত কহি দেবীদাস গৃহমধ্যে পশি।
খনন করিল গর্ত্ত মনে মনে হাসি ॥
চণ্ডীদাস নকুল এ ভাই দুটি মিলে।
আনি যত অন্ন তায় ঢালে কুতূহলে ॥
বৃদ্ধা বিন্ধ্যবাসিনী সে জননী সবার।
নীরবে কাঁদিছে দেখি বসি একধার ॥
অন্ন ঢালা হৈল শেষ মাটি দিয়া ঢাকে।
দেখিলেও যেন না বুঝয়ে কোন লোকে ॥
হস্ত পদ ধৌত করি বসি তিন জনে।
ভোজন করিল সবে প্রফুল্লিত মনে ॥

* | * | *

গেল যবে দিবাকর অস্তাচলে চলি।
সমাজ করিয়া বসে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
বহু তর্ক বিতর্ক চলিল বহুক্ষণ।
তদন্তরে একমত হইল সর্ব্বজন ॥
বিপ্র এক উঠিয়া কহিল উচ্চরবে।
ব্রাহ্মণের জাতিকুল চাহ যদি সবে ॥
কালকার মধ্যে তবে করহ সাধন।
চণ্ডীর জীবনদণ্ড রামী নির্ব্বাসন ॥
স্বস্তি স্বস্তি বলি সবে দিলা অনুমতি।
সভা ভঙ্গ করি গেল যে যার বসতি ॥
পরদিন প্রাতঃকালে হইল প্রকাশ।
নিশিযোগে পলাইল দেবী চণ্ডীদাস ॥
গিয়াছে তাদের সাথে বৃদ্ধা বিন্ধ্যা মাতা।
পথে ঘাটে রটে সবে এই মাত্র কথা ॥

হেনমতে গেল দিন আইল পুন রাতি।
ঘুমাইল যত জীব নিবে গেল বাতি ॥
অকস্মাৎ মহাউচ্চে উঠে কলরব।
রক্ষ রক্ষ অগ্নিদেব গেল গেল সব ॥
ছুটাছুটি গিঞা আমি প্রাসাদ উপরে।
দেখিলাম জ্বলে অগ্নি যুবরাজপুরে ॥
যতই ঢালিছে জল আনি ক্ষিপ্রগতি।
ততই ধরিছে অগ্নি সংহার-মূরতি ॥
অবিশ্রান্ত চট-চট ফট-ফট রবে।
কর্ণে তালা লাগে তথা কার সাধ্য রবে ॥
প্রভাতে উঠিঞা আমি লইনু সংবাদ।
সব গেছে পুড়ি মাত্র দুটি ঘর বাদ ॥
সনা রজকের আর দেবীর যে বাড়ী।
এই দুটি বাদে হায় সব গেছে পুড়ি ॥
ঘরে নাই পুড়ি কেহ যা ছিল তা পরে।
কিছু নাঞি সব গেছে অনল-উদরে ॥
কেমনে বাঁচিবে সবে নাঞি কোন আশা।
আজ খাইতে কাল নাঞি হইল হেন দশা ॥
মাসাবধি দিনু আমি আহার সকলে।
বহু কষ্টে থাকে সবে ছামলার* তলে ॥
ভাঁড়ার হইল খালি দিতে কিছু নাঞি।
ভাবিয়া আকুল আমি কি করি উপায় ॥
হেনকালে রাসমণি আইল কোথা হতে।
৭/] সকলের দুখ দেখি দয়া হইল চিতে ॥
রামীকে দেখিয়া সবে কাঁদিঞা উঠিল।
তোরে মা পীড়ন করি এই দশা হল ॥
রামী কহে হয় যদি বিধাতা বিমুখ।
এই মত সবাই মা সয় বহু দুখ ॥
যাহোক সময়মত যাবে মোর বাড়ী।
রোহিণীরে বল কিছু দিবে টাকাকড়ি ॥
রোহিণীর কাছে তবে যখনি যে যায়।
শুধু হাতে নাঞি ফিরে যা চাহে তা পায় ॥

ক্রমে ক্রমে সবাকার হৈল ঘরবাড়ী।
তিলার্দ্ধ না থাকে কেহ রামিণীরে ছাড়ি ॥
কৈল বটে রোহিণী সবার দুখ দূর।
কিন্তু দুঃখ পায় তার শ্বশুরঠাকুর ॥
লজ্জায় না যায় তারা রোহিণীর পাশে।
দেখি শুনি রাসমণি মনে মনে হাসে ॥
গোপনে রোহিণী কিন্তু কাঁদে অবিরল।
দেখিয়া রামীর হইল পরাণ চঞ্চল ॥
একদিন তরুতলে বিজয়-নারাণ।
বসি আছে অধোমুখে মলিন বয়ান ॥
হেনকালে আসি তথা কহে রাসমণি।
আমার সঞ্চিত কিছু আছে রত্নমণি ॥
দেখিয়াছ প্রায় আমি হেথা সেথা যাই।
তুমার নিকটে তেঞি রাখিবারে চাই ॥
বিজয়-নারাণ কহে শুন রাসমণি।
তুমার মনের ভাব বুঝিয়াছি আমি ॥
রজকিনী নহ মাগো তুমি অন্নপূর্ণা।
কার্য্য দেখি এতদিনে সব গেছে জানা ॥
কিন্তু না রাখিব আমি কারো রত্নধন।
এখন যে আমি মাগো দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
নিরাহারে যদি মরি তাহে নাঞি ক্ষোভ।
ঘটাস না তবু মাগো পরধনে লোভ ॥
রামী কহে কিছু রত্ন লহ তবে কিনে।
বিজয়নারাণ কহে কিনিব কেমনে ॥
অন্ন নাহি জুটে যার তরুতলে বাস।
সে কিনিবে রত্ন মাগো একি উপহাস ॥
রামী কহে যদি তুমি রত্ন নাহি নিলে।
রমণী-বধের ভাগী হইবে তা হলে ॥
তাই বলি লহ রত্ন বিজয়নারাণ।
রোহিণী বাঁচিবে মোর এই তার দাম ॥
শুন দেব তাও বলি তুমারি এ অর্থ।
একদিন বুঝিতে পারিবে এর অর্থ ॥
বহুক্ষণ চিন্তা করি কহিল বিজয়।
নারিনু বুঝিতে রত্ন মোর কিসে হয় ॥

---

* ছায়া-মণ্ডপ, ছামলা। খুঁটির উপরে পত্রাদির আচ্ছাদন

যাহোক লইব অর্থ কিন্তু কহ শুনি।
এত গুণ ধর যদি হয়ে রজকিনী॥
বল মা সে সব কথা করিয়া প্রকাশ।
কেনে কৈলি ব্রাহ্মণের জাতিকুল-নাশ॥
সহাস্য বদনে রামী কহিলা তখন।
ব্রাহ্মণেরে পূজা দেন দেব নারায়ণ॥
জাতিকুল নষ্ট তার পারি কি করিতে
ব্রাহ্মণেরে দান দিনু ব্রাহ্মণ-দুহিতে॥
বিশুদ্ধ দ্বিজাতি কন্যা রোহিণী আমার
ক্রমে ক্রমে সব কথা হইবে প্রচার॥
যেইদিন অগ্নিমুখে শুনিলা রোহিণী।
গৃহহীন অর্থশূন্য হইয়াছ তুমি॥
দিনান্তেও একবার অন্ন নাঞি জুটে।
তার জন্য পিতা-পুত্রে বেড়াইছ ছুটে॥
১৮] দিব্য করি হে ব্রাহ্মণ কহি অবিকল।
সেই হতে রোহিণী না ছোঁয় অন্নজল॥
আর দুই-চারি দিন যদি না খাইলা।
তাহলে ফুরাবে তার সব লীলা-খেলা॥
তুমারি এ অর্থ আমি দিতেছি তুমারে।
ধর লও হে ব্রাহ্মণ রক্ষা কর তারে॥
দাও তবে রাসমণি বলিয়া ব্রাহ্মণ।
কর পাতি লইলা যতেক রত্নধন॥
সত্বর চলিলা রাই মাগিয়া মেলানি।
ধুলায় পড়িয়া কাঁদে যথায় রোহিণী॥
বুকে তুলি কহে তায় সকল বৃত্তান্ত।
রোহিণী কহিলা ব্যস্তে দিদি এ কি সত্য॥
রামী কহে মোর বাক্যে না কর সংশয়।
সত্য যার সার ধর্ম্ম সে কি মিথ্যা কয়॥
মোর দিব্য খাও কিছু না ভাবিহ আর।
তুমার যতেক দুঃখ ঘুচাব এবার॥
রোহিণী করিলা তবে কিঞ্চিৎ ভোজন।
হেনকালে আইল তথা বিজয়-নন্দন॥
সনাতন নাঞি ঘরে নাঞি লক্ষ্মীপ্রিয়া।
রাইমণি দাঁড়াইল অন্তরালে গিয়া॥

রোহিণী ঘোমটা টানি পলাইতে ছুটি।
দয়ানন্দ হাসি তার ধরে হাত ছুটি॥
কহিলেন মনাগুনে পুড়ি দিবারাতি।
সত্য করি কহ তুমি কাহার সন্ততি॥
রোহিণী কহিল নাথ কহ তুমি আগে।
এ সন্দেহ তুমার হৃদয়ে কেন জাগে॥
দয়ানন্দ যা শুনিলা পিতার সকাশে।
কহিলা সে সব কথা রোহিণীর পাশে॥
চমকিয়া উঠে বালা এই কথা শুনে।
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার মুখ পানে॥
ভয় পাইয়া দয়ানন্দ কহে গুণবতী।
সে কথায় শুনি কাজ নাহিক সম্প্রতি॥
রোহিণী কহিল এযে আশ্চর্য্য তাহলে।
রাইদিদি কহে মোর জন্ম বিপ্রকুলে॥
আমি জানি হঞি আমি রজক-তনয়া।
সনাতন পিতা মোর মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া॥
দিদিরে ডাকিয়া তবে কর জিজ্ঞাসন।
তার বাক্য মিথ্যা না হইবে কদাচন॥
রাইমণি আসি তবে কহে হাসি হাসি।
রোহিণীর জন্মকথা কহি যে প্রকাশি॥
ব্রহ্মণ্যপুরের রাজা জানে সর্ব্বজন।
এর আগে ছিলা এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ॥
ভবানী ঝোর্য্যাত[১০] নাম লোকমুখে শুনি।
তার কন্যা হয় এই প্রাণের ভগিনী॥
কেমনে কিরূপে তারে পাইলেন পিতা।
শুন দয়ানন্দ আমি কহি সেই কথা॥
দুরন্ত সামন্ত জাতি এই রাজ্যে বসে।
কোনমতে রাজার শাসনে নাহি আসে॥
জমি চষে খায় তারা নাহি দেয় কর।
মানীর না রাখে মান এহেন গুঁঅর॥

১০) ঝোর অর্থে জল। ঝোর্য্যাৎ, যে পানীয় দিত। ভবানী ঝোর্য্যাৎ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, শিখরভূমের রাজার অনুগ্রহে সামন্তভূমের রাজা হইয়াছিলেন। সামন্তভূমের পশ্চিমোত্তরে শিখরভূম। এখন প্রচলিত নাম পঞ্চকোট রাজ্য।

ক্রুদ্ধ হঞা নরপতি সৈন্যগণে বলে।
রাজ্য হতে কর দূর সামন্ত সকলে॥
নির্ব্বোধ সামন্ত যত যে যথায় ছিল।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণভয়ে পলাইঞা গেল॥
ছদ্মবেশে একদিন সামন্ত বার জন।
খঞ্জর* আঘাতে বধে রাজার জীবন॥
আসে পাশে যারে পায় তারে মারি ফেলে
প্রাণভয়ে ছুটাছুটি পালায় সকলে॥
আছিলা জনক মোর তথায় সেকালে।
৮/] ঢুকিয়া পড়িল গিঞা অন্দরমহলে॥
মহিষী কহিলা কাঁদি শুন সনাতন।
কন্যাটিরে লঞা মোর কর পলায়ন॥
তাড়াতাড়ি ধরি বুকে অঞ্চল ঢাকিয়া।
রাজকন্যা লঞা তিনি পলান ছুটিয়া॥
ঝাঁপ ছাড়ি আসি পিতা জননীর স্থানে।
সব কথা খুলিয়া কহিল কানে কানে॥
দুই জনে মতস্থির করি তার পর।
রাতারাতি তখনি হইল গ্রামান্তর॥
চলিল মামার বাড়ী ঘাঁটশিলা[১১] গ্রামে।
দিনরাত চলি পথ গেলেন সেখানে॥
তখন বয়স মোর পঞ্চম বরষ।
বৎসরেক প্রায় ছিল কন্যার বয়স॥
দ্বাদশ বৎসর কাল থাকি সেই গ্রামে।
আসিলেন পুন পিতা আপন ভবনে॥
শুন দয়ানন্দ মোর নিত্য সহচরী।
সেই কন্যা হয় এই রোহিণী সুন্দরী॥
নির্ব্বাক হইঞা দোঁহে ভাসে নেত্রজলে।
আনন্দে পড়িছে হৃদি উথলে উথলো॥
অস্থির না হও দোঁহে শুন আরো বলি।
কিরূপে হইল বিআ জান ত সকলি॥

তার পর রোহিণীরে কহিলা জননী।
ব্রাহ্মণের হাতে ধরি হলে মা ব্রাহ্মণী॥
এবার আপুনি তুমি রাঁধি বাড়ি খাও।
কদাচিৎ কারো বাড়ী একাকী না যাও॥
সেই হতে ভগ্নী মোর খায় রাঁধি বাড়ি।
একাকিনী কখনো না যায় কারো বাড়ী॥
এমনি সরলা নেকা ভগ্নীটি আমার।
বুঝিতে নারিল কিছু সঙ্কেত তাহার॥
দয়ানন্দ কহে এ ত অপূর্ব্ব কাহিনী।
সুধাই তুমারে দিদি কহ দেখি শুনি॥
কহ এ রহস্য হেথা কয় জন জানে।
কে কে বা এ গুপ্ত তত্ত্ব সত্য বলি মানে॥
রামী কহে পিতা মাতা মামা শ্রীনিবাস।
জানি আমি জানে আর দেবী চণ্ডীদাস॥
তা ছাড়া না জানে আর ঘুণাক্ষরে কেহ।
ভুলিয়াও কভু কেহ না করে সন্দেহ॥
এখন একথা তুমি রাখহ গোপনে।
প্রত্যয় না যাবে কেহ শুনিলে শ্রবণে॥
আসিবে যেদিন ফিরে দেবী চণ্ডীদাস।
হবে এই গুপ্ত কথা আপুনি প্রকাশ॥
সত্য বলি চণ্ডীদাস করিলে স্বীকার।
তখন সন্দেহ কেহ না করিবে আর॥
এখন এসব কথা রাখ মনে মনে।
অবশ্য ফলিবে ফল সময়ের গুণে॥
সুধাই তুমারে এবে শুনি দেখি কহ।
তুমার মায়ের মামা আছিলা কি কেহ॥
হাস্যমুখে দয়ানন্দ কহিলা তখন।
শুনেছি বাবার মুখে ছিলা এক জন॥
বহুধন ছিল তার মার মুখে শুনি।
বহুদিন কাশীবাস করেছেন তিনি॥
নাম তার চন্দ্রচূড় কহয়ে সবাই।
মরেছে কি বাঁচে আছে শুনিতে না পাই॥
তার পর খুলি সব কহিলা রামিণী।
চন্দ্রচূড়-গৃহে বাস আদি সে কাহিনী॥

* দ্বিধার অসি, ছাতনার রাজগৃহে এখনও রক্ষিত আছে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে শব্দটি আছে।
১১) সিংহভূম জেলার ঘাটশিলা।
* আনন্দে হৃদয় উত্থিত ও পতিত হইতেছে।

মৃত্যুকালে সেহ মোরে যত রত্ন ধন।
দিলা মাত্র তুমারে সে দিবার কারণ॥
আনিছি সে ধন আমি বলদের পিঠে।
রাখিছি দক্ষিণ ঘরে পেটরায় আঁটে॥
যখনি চাহিবে তুমি পাইবা তখনি।
কিঞ্চিৎ খরচ তার করেছে রোহিণী॥
বৎসরের শ্রাদ্ধ তার কর বিধিমতে।
৮৮ ] আগামী মাসের শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে॥
এই কথা বলি তবে চলি গেলা রামী।
গুপ্তচর-মুখে সব শুনিয়াছি আমি॥

* | * | *

( ৩ )

এই কথা নৃপমুখে শুনি মাতা মনসুখে
কহিলেন সহাস্য বদনে।
মোর বাক্যে যার সন্দ তাহার কপাল মন্দ
বিশেষত রাজা দেখে কানে॥
পরম বৈষ্ণব তুমি মোর ভক্ত জানি আমি
সুপণ্ডিত কিন্তু তুমি রাজা।
তেঁই স্বভাবের দোষে দুষ আজি চণ্ডীদাসে
লয়ে যত মিথ্যাবাদী প্রজা॥
শুন ওরে নরমণি যেই রামী সেই আমি
শিব-অংশে চণ্ডীর জনম।
তোর বড় ভাগ্যগুণে আইলেন ব্রহ্মণ্যধামে
কৃষ্ণলীলা করিতে কীর্ত্তন॥
এ মর্ত্ত মায়ার রাজ্য জান সে মায়ার কার্য্য
কর্ম্মকর্ত্তা যার কাম-রতি।
যথা রয় কাম-গন্ধ নয়ন থাকিতে অন্ধ
তথা বৃদ্ধ যুবক যুবতী॥
কাম-রতি নিত্য এসে ফুসলায় চণ্ডীদাসে
প্রেম-রত্ন করিতে হরণ।
তেঁই রামী-রূপে তার সঙ্গে থাকি অনিবার
রক্ষি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন॥

কায়া অনুগত ছায়া যথা কায়া তথা মায়া
পুন নিত্য ধাম পরিহরি।
প্রেমিক প্রেমিকা দুটি রক্ষিতে এসেছি ছুটি
আমি আর নিত্যা সহচরী[১২]॥
রামী চিনে চণ্ডীদাসে চণ্ডী জানে রামী কে সে
জানে তুচ্ছ দোঁহে সাধারণ।
পাত্র না থাকিলে চিনা কর্ম্মের কারণ জানা
বড় সুকঠিন হে রাজন॥
এক জন বঁধু গলে অন্যে দেবে, দিবে বলে
গাঁথে ফুল দুইটি সুন্দরী।
না দিতে না জানি শুনি বলিতে পার কি তুমি
কেবা সাধ্বী কেবা বারনারী॥
প্রেমের পাগল চণ্ডী না মানে সমাজগণ্ডী
ততোধিক রামী রজকিনী।
প্রাণে প্রাণে মিশি যায় কিন্তু কাম-গন্ধ নাহি
দোঁহে দোঁহাকার চিন্তামণি॥
ভাবি দেখ নর-রায় রাজা কহে হায় হায়
পড়েছে মা সব কথা মনে।
একি হোলো একি হোলো জ্বলে গেল জ্বলে গেল
হৃদয় প্রচণ্ড দাবাগুনে॥
—সহসা উন্মত্ত তুমি হইলে কি নৃপমণি
কহিলেন হাসি ভবদারা।
আবল তাবল বল অকস্মাৎ একি হইল
কেন বল কাঁদে হও সারা॥
রাজা কন কব আমি কি না জান শ্যামা তুমি
চণ্ডীদাস-শূন্য যে ধরণী।
কব কি মা হায় হায় ঘাতকে বধিল তায়
সমাজের মন্ত্রণায় শুনি॥
মাতার অধিক তুমি বাসলী বিশ্ব-জননী
তুমিও বিমুখ সে বিপাকে।
না রক্ষিলে প্রাণ তার ভূমিতলে পড়ি যার
কাটামুণ্ড মা মা বলি ডাকে॥

---

১২) বাসলী বৌদ্ধ বজ্রেশ্বরী। তাঁহার সহচরীর মধ্যে নিত্যা প্রধান। এই নিত্যা সামান্য মনসাদেবী নহেন। ইহাঁকে পরে পাওয়া যাইবে।

ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী    আর না বলিতে পারি
পাপী আমি গেল প্রাণ জলে।

যার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা    কর মা তাহারে হত্যা
বলি রাজা পড়িল ভূতলে॥

দিঞা মাতা আত্ম-শক্তি    ডাকিলেন নরপতি
উত্তরে উত্তর কহে মাতা।

হাসি কন শৈলসুতা    কে ব্রহ্মকে করে হত্যা
একথা শুনিলে তুমি কোথা॥

তেঁই বলি নরমণি    রাজা দেখে কানে শুনি
এইবার দেখ দেখি ভেবে।

রাজা কন ভাবি যদি    নীচে বুঝি মিথ্যাবাদী
তার বাক্যে সত্য না সম্ভবে॥

হাসিয়া কহেন মাতা    শুনিলে চণ্ডীর কথা
ইতস্তত কেন কর তবে।

বিচার-বিহীন কর্ম্ম    এ নহে রাজার ধর্ম্ম
কর্ম্ম দেখি মর্ম্ম বুঝি লবে॥

প্রাণ যায় যাক্ তবু    মিথ্যা না কহিবে কভু
নির্ভয়ে কহিবে সত্য কথা।

হবে সদা সদাশয়    থাকে যেন ধর্ম্মে ভয়
তুমি রাজা মর্ত্তের বিধাতা॥

যে যা বলে সব মিছে    তোর চণ্ডী আছে বেঁচে
আমি তার রক্ষিয়াছি প্রাণ।

ঘাতকে করেছি নাশ    ভ্রাতৃ-সঙ্গে চণ্ডীদাস
কাশীধামে করিলা প্রয়াণ॥

পদ্মরাগ মহামণি    কাচসঙ্গে কাচমণি
অজসঙ্গে পশুরাজ অজ।

গোধন চরান বনে    গোকুলে গোআলা সনে
ভবারাধ্য ইন্দ্র-অবরজ*॥

কিন্তু কালে পদ্মরাগ    কাচ নিন্দি ধরে রাগ
সিংহ ধরি খায় অজ অজা।

চূড়া ধড়া ফেলি দূরে    সংহারি সে কংসাসুরে
কৃষ্ণচন্দ্র মথুরার রাজা॥

অধমের সহবাসে    নরাধম চণ্ডীদাসে
কহে তেঁই এ ব্রহ্মণ্য-পুর।

এবে সে আসিছে ফিরে    দেখিবে দুদিন পরে
নর হতে চণ্ডী কত দূর॥

শিলা-রূপে আমি রাজা    লইতে তাদের পূজা
আসিয়াছি আমি তব পুরে।

তুষ্ট আমি কারে নই    দেবী চণ্ডীদাস বই
সার বাক্য কহিলাম তোরে॥

আর এক কথা বলি    ইচ্ছা হলে দিবে বলি
ছাগ মেষ মহিষ গণ্ডার।

ইথে না হইবে পাপ    না ঘটিবে মনস্তাপ
হয় যদি তব কুলাচার॥

এতেক কহিলে মাতা    রাজার ধরিল মাথা
কহে পুন কর-জোড় করি।

সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম    অহিংসা পরম ধর্ম্ম
তাহে পাপ নাহি মা শঙ্করী॥[১৩]

দেশাচার কুলাচার    সম শাস্ত্র নাহি আর
জগনমাতা কহিলেন হাসি।

তুমার উত্তর খণ্ডে    সমীন মোরগ-অণ্ডে
তুষ্ট শিব পরম সন্ন্যাসী॥[১৪]

ভক্ত করে নিবেদন    কর পাতে নারায়ণ
মধু মাংস সমজ্ঞান করি।

সুরা সুমধুর সুধা    না মিটে অনন্ত ক্ষুধা
যত পান তত চান হরি॥

ভক্ত দেন বিশ্বরূপে    যে জীবে নৈবেদ্য-রূপে
জীব-সংজ্ঞা নাহি থাকে তার।

নির্ম্মল না হয় কভু    বিস্বাদ পঙ্কিল তবু
গঙ্গাজলে না চলে বিচার॥

---

* ইন্দ্র-অবরজ, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, উপেন্দ্র কৃষ্ণ।

১৩) সামন্তেরা বাসলী ও মনসা পূজা করিত, পশুবলি সে পূজার অঙ্গ ছিল। হামীর-উত্তর দেশাচার কুলাচার জানেন না, চণ্ডীর নিকট পশুবলি অধম নয়, তাহাও জানিতেন না। রাজবংশ-পরিচয়ে ও কিম্বদন্তীতে হামীর-উত্তর বিদেশী ছত্রি, বোধ হয় শৈব ছিলেন।

১৪) সমীন কুক্কুটাণ্ডে শিবের তুষ্টি কোথায়? রাঁচি অঞ্চলে নাকি এইরূপ শিব আছেন। বোধ হয় সে শিব কোন গ্রামদেবতা। কোন কোন গ্রামদেবতা ভৈরব ও শিব হইয়া গিয়াছেন।

যেই শুদ্ধ সিদ্ধ শাক্ত        সেই রাজা বিষ্ণুভক্ত
তার করে ধরা সে নির্ব্বাণ।
শক্তির সাধনে শক্তি    মিলে তাহে পায় ভক্তি
ভক্তি হলে মিলে ব্রহ্মজ্ঞান॥
অগ্রে কুলাচার মত        হও নিত্য ধর্ম্মে রত
তাহে জ্ঞান যত যাবে বাড়ে।
বাঁশের খুসলী* প্রায়        একে একে নররায়
কর্ম্মকাণ্ড সব যাবে ঝড়্যে॥
৯৴] তখন দেখিবে ভূপ        তুমি বিশ্ব একরূপ
শুদ্ধ ব্রহ্ম সমুখে তুমার।
আত্মবলি দিলে তবে        আবার দেখিতে পাবে
তুমি ব্রহ্ম সব একাকার॥
—জীবে দয়া সমতুল        আছে কি ধর্ম্মের মূল
হিংসা-সম পাপের পত্তন।
ডাকিলে মা তারা বলে    যদি আসি লও কোলে
জীব-হিংসা তবে কি কারণ॥
এতেক কহিলা যদি        নরাধিপ ব্রহ্মবাদী
ব্রহ্মময়ী কহিলা তখন।
কেন রাজা কি কারণে        নাশে অজ ভুজঙ্গমে
পুণ্যতম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
কি কারণে ম্লেচ্ছদেশে        জনগণ জীব নাশে
ক্ষত্র ধায় মৃগয়ায় বনে।
নরমেধে অশ্বমেধে[১৫]        কেন সে পুরাণে বেদে
লিখে রাজা সাধু সিদ্ধ জনে॥

ভাব তুমি নর-রায়        তারা কি নরকে যায়
একি তব ধর্ম্ম আচরণ।
কেন ভ্রান্ত হেন ভ্রমে    না লঙ্ঘিবে কোন ক্রমে
ধ্রুব সত্য আমার বচন॥
গোঘ্ন[১৬] অতিথিরে কয়        চর্ম্মণ্বতী কেন বয়[১৭]
জান সে ত হামীর রাজন।
জ্ঞাত তুমি সব তত্ত্ব        স্বভাবের দোষে মাত্র
মাতৃ-আজ্ঞা করিছ লঙ্ঘন॥
পুরাণ সে বেদ-বিধি        কেবল কর্ম্মেরি বিধি
সেই মত কর্ত্তব্য তুমার।
ফলাকাঙ্ক্ষা দাও ছাড়ি    থাক নিত্য কর্ম্মে বেড়ি
একদিন হবে ব্রহ্মসার॥
তরু নাই ফল খাবে        মরুভূমে জল পাবে
লাভ হবে ব্যবসায় বিনে।
একথা মানিলে সত্য        তোর সম কে উন্মত্ত
আছে রাজা এই ধরাধামে॥
অত্র জল স্থল বই        সজীব সকলি হয়
খাও দাও মাথ পর সেবা।
লক্ষ লক্ষ জীব-ক্ষয়        নিত্য তুমা হতে হয়
তার প্রতিকার কর কিবা॥

---

* কোস+লী খুসলী, বাঁশের অঙ্কুরের খোল। শব্দটি বাঁকড়ী।

১৫) নরমেধ অশ্বমেধ, মেধ যজ্ঞ। পশু আহুতি দিয়া যাজ্ঞিক ও যজমান তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন। অশ্বমেধে দেখা যায়, অশ্বের কোন্ অঙ্গ কাহার প্রাপ্য, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। নরমেধেও অবশ্য নর-পশুমাংস ভক্ষিত হইত। বেদে ইহার নাম পুরুষ-মেধ। ঋগ্‌বেদে, শুক্লযজুর্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথব্রাহ্মণ, ও দুই-একখানি শ্রৌতসূত্রে পুরুষমেধের কথা আছে। কালক্রমে এই বীভৎস যজ্ঞ উঠিয়া যায়, কিন্তু নর-বলি উঠিয়া যায় নাই। বৈষ্ণব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নর-পশুর নাম 'মায়াতি'। চণ্ডীর প্রীত্যর্থে নর-বলি হইত, কিন্তু পূজক ভক্ত প্রসাদ পাইতেন না। ইহা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কারণ এতদ্দ্বারা যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এবং নিজের অখাদ্য অপ্রীতিকর পশু আরাধ্যা দেবীকে অর্পিত হয়।

১৬) গোঘ্ন শব্দের মূলার্থ গোহত্যাকারী। বৈদিক কালে এবং বহু পরেও মান্য অতিথির ভোজনের নিমিত্ত গো-বধ করা হইত। এই কারণে গোঘ্ন শব্দের লাক্ষণিক অর্থ অতিথি হইয়াছিল। পরে গো-বধ নিষিদ্ধ হইলে মান্য অথিতিকে গো প্রদর্শিত হইত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এই বিধি আছে।

১৭) চর্মণ্বতী নদীর বর্তমান নাম চম্বল। মধ্যভারতে বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে। প্রত্যেক বড় বড় নদীর উৎপত্তি-কাহিনী আছে। চর্মণ্বতী নদীরও আছে। চন্দ্রবংশে রন্তিদেব নামে এক বিখ্যাত ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজনের নিমিত্ত দুই সহস্র গো-বধ করিতেন। সে গো-সমূহের চর্মের ক্লেদে চর্মণ্বতীর উৎপত্তি। মহাভারতে বনপর্ব ২০৭ অঃ, শান্তিপর্ব ২৯ অঃ। মৎস্য ও ভাগবত পুরাণেও আছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে উদয়-সেনের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবিরাজ ছিলেন। চিকিৎসকের নিকট মেধ্যামেধ্য বিচার নাই। সুশ্রুত গো-মাংস পবিত্র বলিয়াছেন।

—ব্রাহ্মণের জাতি যাবে রাজার কলঙ্ক হবে
ঘাতকের বংশ হবে ক্ষয়।
এ কর্ম্ম কেমনে করি রক্ষা দেমা ক্ষেমাঙ্করী
কাতর অন্তরে নৃপ কয়॥
—বিপ্র-বংশে শাক্ত যারা কুলে শ্রেষ্ঠ হয় তারা
ভূপ-শ্রেষ্ঠ যারা শক্তি পূজে।
যেবা জীবে দেয় বলি তারো রাজা বংশাবলি
দলে দলে ফিরিছে সমাজে॥
সত্য জাতি খ্যাতি যাবে কর্ম্ম শেষ হবে যবে
কেহ তোরে না কবে ভূপাল।
পঙ্গুতে মারিবে লাথি তরুতলে হবে স্থিতি
খাবে সঙ্গে কুকুর চণ্ডাল॥
সেই দিন বড় ভাল চল রাজা চল চল
পথ দেখাইয়ে লঞা যাই।
অভয়া জননী যার কি ভয় কি ভয় তার
১০/] আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
বলি মাতা নিরবিলা মা তুমার এ কি লীলা
বলি রাজা পড়িলা ধরায়।
অই দেখ শান্তি-নদী আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
বলিতে বলিতে মাতা হইলেন অন্তরিতা
তবু কর্ণে শুনে নর-রায়।
অই দেখ শান্তি-নদী আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
সচকিতে নর-রায় আকাশের পানে চায়
বক্ষ বেয়ে পড়ে প্রেম-বারি।
সুনীল গগন গায় সহসা দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী॥
বিরিঞ্চি বাসব শিব সহ করিছেন স্তব
সম্মুখে সে প্রচণ্ডা বাসলী।
চতুর্ভিতে দেবদল রক্তজবা বিল্বদল
ঢালে পদে অঞ্জলি অঞ্জলি॥
গর্জ্জিছে জলদজাল তর্জ্জে দশদিকপাল
সপ্ত সিন্ধু সঘনে উথলে।
স্বনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত হয় ঘন উল্কাপাত
বিশ্ব বুঝি যায় রসাতলে॥
ত্রাহি ত্রাহি পড়ে ডাক বাজে উচ্চ ঢোল ঢাক
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ মিলি।
নাহি করি হিংসাদ্বেষ অসংখ্য মহিষ মেষ
মার পদে দিতেছেন বলি॥
দেখি শুনি নর-রায় সঘন কম্পিত কায়
মূরছি পড়িলা ভূমিতলে।
মায়াখেলা সাঙ্গ করি অমনি স্বরূপ ধরি
বাসলী করেন আসি কোলে॥
রাজার ভাঙ্গিল মোহ মা তুমার এত স্নেহ
আছে মা এ অধমের প্রতি।
শপথ করিয়া কই না ভজিব তুঁহা বই
না লঙ্ঘিব তুঁহার ভারতী॥
লঙ্ঘিবে যে মম বংশে তব বাক্য কোন অংশে
তোরে ভক্তি না করিবা যেই।
রাজ্য হবে ছারখার বংশ না থাকিবে তার
শেষ রাজা এ রাজ্যের সেই॥
এত কহি নরনাথ করি শত প্রণিপাত
বিদায় চাহিলা কর-জোড়ে।
কহিলেন হররাণী বড় তুষ্ট হইনু আমি
যাহ বৎস এবে অন্তঃপুরে॥

* | * | *

## নগরপ্রান্তে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস।

### জন্মভূমির প্রতি।

এবার জাগ মা জনমভূমি
যাবে কি জনম কাঁদিয়ে।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥
চাঁদ জাগিছে নীল গগনে
কুসুম হাসিছে কুঞ্জ-কাননে
জাগাতে জগত মধুর তানে
জাগেন জগত-স্বামী।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥

সম কালানল সমাজ প্রবল
আমার বলিতে কে আছে মা বল
আমার বলিতে তোর কৃপাবল
তেঁই আসিয়াছি আমি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
ছিলাম যেদিন বারাণসী ধামে
বলেছিলা মাতা আসিবে এ ধামে
এসেছ কি তাই তুমারে সুধাই
দীনের সহায় যিনি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
কোথা সে আমার সাধনার ধন
জীবনে সে বেঁচে আছে কি এখন
বল মা সুধাই আছে কিবা নাই
সেই রজকিনী রামী।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
সারা নিশি জাগি নগরপ্রান্তে
পড়ে আছি তোর চরণপ্রান্তে
মরা জীয়ন্তে কাঁন্তে কাঁন্তে
পাগল চণ্ডে আমি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
—পুত্র-হারা মাতা চির-উন্মাদিনী
ঘুমায় সে কিরে না পালে সে মণি
আয় কোলে আয় আয় দুটি ভাই
জনম-দুখিনী আমি।
তোদের জননী জনম-ভূমি[১৮] ॥

* | * | *

## বাসলীর উক্তি।

বল আবার বল বল কি বলিলি
ছি ছি চণ্ডীদাস সব গেলি ভুলি
কে তুই কাহার ছেলে কারে তুই মা মা বলে
উঠি কার কোলে কহ মরমের ব্যথা।
আয় কোলে আয় মোর আমি যে জননী তোর
কার অঙ্গে এত জোর হয় তোর মাতা ॥
কে তব জনম-ভূমি বুঝেও না বুঝ তুমি
মা বলে ডাকেছ তাই কোলে করে আসি।
জনহীন বনাঞ্চলে ডাকিলেও মা মা বলে
স্তন টিপি ছুটে আসে ভীষণা রাক্ষসী ॥
জীব-প্রেম-আকর্ষণী মাত্র সে মা বোল বাণী
বংশ নাশে পুষে তেঁই গান্ধারী ভুজঙ্গ।*
সিংহিনী বাঘিনী তায় হিংসাবৃত্তি ভুলি যায়
বন্ধ্যানারী স্তনে ছুটে দুগ্ধের তরঙ্গ ॥
সবাই ত বলে শুনি সুখ-সিন্ধু এই ভূমি
মন্থনে উঠিল কিন্তু সর্ব্বত্র গরল।
এক বিন্দু সুধা তুমি উঠিলে কেবল ॥
লয়ে এই সুধা-বিন্দু রচিব অপার সিন্ধু
কাশীধামে চণ্ডীদাস যারে পূজা দিলি।
আমি শিলারূপা সেই তোর মা বাসলী ॥

* | * | *

এসেছ মা হর-রমা বলি দুটি ভাই।
দেবীর চরণতলে ধরণী লুটায় ॥
ধরি করে তুলি দোঁহে বাসলী সাদরে কহে
বাছা মোর চণ্ডীদাস চাহ কিবা বর।
যা চাহ তাহাই দিব কহ অতঃপর ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস কর কি মা পরিহাস
দুখের জীবন হতে যদি দুখ নিলি।
কি থাকে মা লোম-বস্ত্রে গেলে লোমাবলি ॥

১৮) পুথীর গীতগুলি কৃষ্ণ-সেনের রচিত। অনুরূপ ভাব উদয়-সেনের পুথীতে ছিল কি না, সন্দেহ। কারণ, কৃষ্ণ-সেন কোন কোন গীতে তাঁহার কাল লক্ষ্য করিয়াছেন। এই গীতে সমাজ-পীড়ন ব্যতীত দেশের দুর্গতিহেতু খেদ আছে। মল্লভূম ও সামন্তভূম স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। বারম্বার বর্গীর লোমহর্ষণ অত্যাচার, পরে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস দেশকে উৎসন্ন করিয়াছিল। কবি দেখিয়াছিলেন।

* গান্ধারী দুর্য্যোধনের মাতা। এখানে ভুজঙ্গের সহিত উপমিত হইয়াছেন। প্রবাদ আছে, সর্প নিজের শাবক বধ করে।

মোরা যত দুখ পাই তাহে কিছু ক্ষতি নাই
দুঃখ হয় দেখি মা এ দেশের দুর্গতি।
সে দুঃখ করুণা করি হর হৈমবতী ॥

*।*।*

## শূন্য-ভারতী।

এইবার তুমি বল দেখি সখা সত্য মরম কথা।
প্রাণের ভিতর পরাণ-মাণিক খুজতে গেছলে কোথা ॥
আলোক আঁধারে ঘুরি ফিরি সখা কোনটি দেখিলে ভাল।
কোনটি ধবল রক্তিম বল কোনটি দেখিলে কাল ॥*
১১/] ধরণীর গতি উজান বাহিয়া পলাএ্যে ছিলে তা জানি।
ধরিয়াছি চোর পড়িয়াছি ধরা কেমন চতুরা আমি ॥
আমায় চুরি করেছিলা তুমি তোমায় করেছি আমি।
আমি সে করিব তুমার বিচার আমার করিবা তুমি ॥
বলি দেয় সবে অটবী অনল কাষ্ঠে অনল রয়।
বহুলোক মাঝে নামীর তত্ত্ব নামটি ধরিয়া হয় ॥
তরুলতা হতে বীজের জনম বীজ হতে তরুলতা।
বীজ কি বিটপী বল্লরী আগে কাজ কি সে সব কথা ॥
থাক বা না থাক ফলের কামনা তরুর যতন চাই।
ভেবে দেখ সখা তরুর যতনে আপনি সে ফল পাই ॥
ধন জন প্রাণ জাতি কুল মান সকলি চলিয়া যাক।
এক দুই তিন জুড়ি লহ সখা চারটি পড়িয়া থাক ॥†
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য।
এর চেএ্যে আর বেশী কিছু নাঞি সকলি ইহাতে গণ্য ॥
বাঘও বলিতে মানুষ বুঝায় ছাগও বলিতে তাই।
আকাশ পাতাল সকলি মানুষ তাছাড়া কিছু ত নাই ॥
স্বর্গ মানুষ নরক মানুষ মানুষ পরম প্রভু।
হচ্ছে মানুষ মর্চ্ছে মানুষ মানুষ নিত্য স্বভূ ॥
সে হেন মানুষ করি লও আপন তুমি কে বুঝিবা তবে।
কুকুর ঠাকুর বিচার বিধান সকলি চলিয়া যাবে ॥

* ধবল, রক্তিম, কাল—সত্ত্ব রজঃ তমঃ।

† ধর্ম্ম অর্থ কাম, ত্রিবর্গ—একদা আশ্রয় কর, চতুর্থ মোক্ষ চিন্তা থাক।

মুঠা খুলি তুমি দেখিবে অপর কোন বাজিকর হতে।
এক দুই তিন উড়ি গেল সখা আইল সেই চারি হাতে ॥
এক হ'তে দশ অলস অবশ থাকেও দেখিবে নাই।*
তুমি আমি সখা সব চলি যাবে থাকিবা কেবল সেই ॥
সন্তাপ শশী যোগাবে তখন সূর্য্য হিমানী ধীর।
উরগ অতুল স্বরগের সুধা মরু সে মানস নীর ॥
ওঙ্কার রবে টলিবে বিশ্ব সেই সে শুনিবে কানে।
পরম হরযে কত কথা কবে সেই সে তাহার সনে ॥
পাগলীর কথা মনে রাখ ভাই না ভাবিও তায় দুষ্ট।
পাগলী তুমার পারাবার তরী কহয়ে পাগল কৃষ্ণ ॥†

## চণ্ডীদাস উক্তি।

জানি আমি প্রিয় সখি আইলে কোন দেশ হ'তে
যে দেশে নাহিক দ্বেষ হিংসা জ্বালাতন।
সুধা খাইয়া করে লোক দুধে আচমন ॥
এদেশের রীতি ভাই মানুষে মানুষ খায়
মানুষ মারিতে জানে যে যত সন্ধান।
এ জগতে সেই ভাই তত বুদ্ধিমান ॥
ভারত ভ্রমিয়া যা দেখিনু সখা মোহে না আমার মন।
কালর হস্তে খর করবাল লালের সিংহাসন ॥
যদিও ধবল দেখিয়াছি কোথা পড়িআছে ঘাটে বাটে।
একটিও নয় তুমার মতন আমার গুরু বা বটে ॥
চুরির আসামী দোঁহে দোঁহাকার চুরির বমাল চোর।
পুলিশ প্রহরী সালিশ নালিশ তুমি মোর আমি তোর ॥

* দশটি অঙ্কদ্বারা যাবতীয় সংখ্যা ব্যক্ত হয়, দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারা জগৎ উপলব্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞাতা না থাকিলে ইন্দ্রিয় বৃথা। এক পরম পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, তিনি স্বয়ংভূ, তিনিই 'মানুষ'।

† সেই পরমপুরুষ ভাবনা করিলে ধর্ম অর্থ কাম উড়িয়া যাইবে, মোক্ষ আসিবে। তখন বর্তমান ভেদ-জ্ঞান থাকিবে না, সব এক-ধর্ম দেখিবে। শশী সন্তাপ, সূর্য হিমানী, সংসার-ভুজঙ্গ স্বর্গের সুধা, মরু মানস-সরোবরের নীর যোগাইবে। কবি কৃষ্ণপ্রসাদ বলিতেছেন, তোমার 'পাগলী মা' তোমাকে সংসার পার করাইবেন। 'শূন্যভারতী' চণ্ডীদাসের বিবেক।

মুক্তিয়ার মম তুমি তোর আমি সফিনা দোঁহার দোঁহে।
দোঁহে দোঁহাকার ফৌজ সদিয়াল কাজী কি কোটাল তাহে ॥১৯
চুরি অপরাধে আমার বিচারে এই দণ্ড হইল তোর।
রুদ্ধ রও তুমি যাবত জীবন হৃদি কারাগারে মোর ॥
আমা সহ তুমা কহিত যে হেরি ফেল দোঁহা মাথা কাটি।
আজ তুমা সহ মোরে করি দরশন জুড়াবে নয়ন দুটি ॥
তোর গুণে আমি অমর হইব মোর গুণে হইবে তুমি।
১১৮/] রাধাকৃষ্ণ নাম রইবে যতদিন রবে চণ্ডীদাস রামী ॥
নির্গুণ পিতা সগুণ জননী তিনিই প্রথম গণ্য।
আদৌ অবোধ সন্তান কভু জানে না জননী ভিন্ন ॥
কত যত্ন করি চিনাইলে মাতা তবে যায় তারে চেনা।
মাতৃহীন পুত্রের কত যে দুর্গতি কার বা না আছে জানা ॥
উদ্গাতার মুখে শুনি সাম গান মনুর শাসন মানি।
আচারে বিচারে জীবনে মরণে সার মাত্র রজকিনী ॥
আত্মতুষ্টি আমার রাধাকৃষ্ণ নামে শুন সখা তোরে বলি।
অর্থ পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণ কামনা ব্রজের ধুলি ॥
যোগী যতি মুনি সবারি লক্ষ্য চাহি না সে মোক্ষধাম।
আমি আবার যাইব আবার আসিব গাইব হরির নাম ॥

পরের দুঃখ শুনিলে পরে কেহ বা আহার ছাড়ে।
মরুক বাঁচুক খায় বা কেহ পরের আহার কাড়ে ॥
এই মানুষের মানুষ কত মরেও অমর তারা।
এমন মানুষ দেখছি কত বাঁচে থেকেও মরা ॥
এই মানুষের মানুষে কেহ যাচ্ছে পদে ঠেলি।
কতেক লোকের সবাই মিলে খাচ্ছে পদধূলি ॥
কেহ বহায় রক্তগঙ্গা পরের রাজ্যে চড়ে।
কেহ পালায় নেংটি খিঁচে আপন রাজ্য ছেড়ে ॥
স্বর্গ মানুষ নরক মানুষ মানুষ সকল ঘটে।
নিত্য স্বভূ পরম প্রভু মানুষ সত্য বটে ॥
এমন মানুষ আপন করা আমার সাধ্য নয়।
তুমি যদি কর কৃপা তা হলে তা হয়।

* । * । *

## বাসলী দেবীর উক্তি।

নাকার সাকার সাধন বাছা বুঝতে পার না কি।
নাকার-সাধন যেমন কুলা সাকার-সাধন ঢেঁকি ॥
ব্রহ্মভাবের ভাবুক হলে উচ্চপদ পাবি।
ধ্যানভাবের ভাবুক হলে মাঝে থাকে যাবি ॥
স্তুতি জপের কর্ম্মী হলে বলবে অধম সবে।
বাহ্য পূজক হলে তারা অধমাধম কবে ॥
গুরুকরণ করগে আগে আমায় সাক্ষী রাখি।
সেই গুরু যার বাক্যগুলি বেদে মাখামাখি ॥
আপ্ত ঋষি জানবি তারে শুনবি মুখে যার।
আপ্ত বাক্য আগম নিগম বেদ বেদান্ত সার ॥
চাঁড়াল হলেও নিত্য সত্য তথায় দেখতে পাবি।
বুঝবি তখন পরমব্রহ্ম সত্য মিথ্যা সবি ॥
হৃদয়ে তোর উদয় যবে হবে ব্রহ্মজ্ঞান।
মিথ্যা রূপে দিবেন দেখা নিজেও ভগবান ॥
মায়া-শরণ ব্রহ্ম যেমন জলের তরঙ্গ।
ব্রহ্মেরি তা স্ফুরণ মাত্র নহে তার অঙ্গ ॥
গুরুর কৃপায় চিনবি যখন ওঁ তৎসৎ যিনি।
উঠবে জাগে হৃদয়ে তোর কুলকুণ্ডলিনী ॥

১৯) কৃষ্ণ-সেন চণ্ডীদাসের উক্তি ফুলাইয়া বাড়াইয়া সার-শূন্য করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের মুখ দিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে আকাঙ্ক্ষা চণ্ডীদাসের মনে জাগে নাই, অসাবধানে তাহা আনিয়াছেন। বোধ হয় উদয়-সেন এত কথা লিখেন নাই। কৃষ্ণ-সেন রাজা বলাই-নারাণের প্রিয় সদস্য হইয়া রাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়াছিলেন। এই কারণে যুবরাজ দ্বিতীয় লছমীনারাণের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার রাজাও সুখে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। 'কালর হস্তে খর করবাল লালের সিংহাসন।' এটি দ্ব্যর্থ। প্রথম লছমীনারাণের তিন পুত্র, স্বরূপ-নারাণ, বলাইনারাণ, কানাইনারাণ। স্বরূপ নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইলে রাজসিংহাসন বলাইনারাণের প্রাপ্য হইয়াছিল। কিন্তু কানাই-নারাণ বলপূর্বক রাজা হইয়াছিলেন। পুরুলিয়ার আদালতে, এবং বোধ হয় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে মকদ্দমা করিয়া বলাইনারাণ হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন, ঋণগ্রস্তও হইয়া পড়েন। কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্বের কথা। তৎকালে সামন্তভূম মানভূম-জেলার অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণ-সেন বলাই-নারাণের পক্ষে থাকিয়া পুরুলিয়া ও কলিকাতা ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুথীতে পুলিস, সফিনা (আদালতে সমন), ও (পরে) কৌনসুলি, এই তিন ইংরেজী শব্দ আছে। সামন্তভূম তের 'ঘাটে' বিভক্ত ছিল। 'ঘাট', পুলিস আউটপোষ্ট। ঘাটোয়ালদের উপরে সদিয়াল ছিল। উভয়েই ভূমিবৃত্তি ভোগ করিত। সদিয়ালের অপর নাম দিগার (দিক্‌পাল)। সং সদস্ গৃহ, 'স্থান'। ঘাটি+আল= ঘাটিআল; সদি+আল=সদিআল, কৌটিল্যের 'স্থানিক', বর্তমানের থানাদার।

শুনবি যখন অলির মত মধুর গুঞ্জন।
তখন হবে চণ্ডীরে তোর ওঙ্কার দর্শন ॥
মানুষের এই চরম লক্ষ্য যে যা করুক আগে।
যজ্ঞ কি তপস্যা যোগ আদি কর্ম্ম যোগে ॥
সবাই আমার চন্দ্রশেখর সবাই আমার হরি।
সবাই আমার গণপতি সবাই শাকম্ভরী ॥
১২/। সবাই আমার আমিই সবার আমিই আমার ধর্ম্ম।
আমিই তিনি তিনিই আমি আমিই কর্ত্তাকর্ম্ম ॥
শৈব শাক্ত গাণপত্য বিষ্ণুপদাশ্রিত।
এমনি ভাবে ভাবতে পারলে সবাই ব্রহ্মবিত ॥
কিন্তু বাছাধন সত্য কর পণ মিথ্যা ফেল পদে ঠেলি।
সত্যে সঙ্গ.গ ব্রহ্ম মিথ্যা পথ পেলে আত্মানন্দে যান চলি ॥
কর্ম্মকাণ্ডে দুখ জ্ঞানকাণ্ডে সুখ এ দুটি তুমারি তরে।
না ভুঞ্জিলে দুখ সুখের মাধুরী বুঝিবে কেমন করে ॥
যেই আপ্ত বাক্যে নিত্য সত্য মিলে নাহি যাহে ভেদাভেদ।
সেই আপ্ত বাক্য শুন বাছাধন আগম নিগম বেদ ॥
যে জানে পুরাণ স্মৃতি ইতিহাস সে বুঝে বেদের মর্ম্ম।
ঠেলি ফেলি সব জাতি বন্ধু দ্বিজের ভাব লুকাচুরি কর্ম্ম ॥
ত্যজি ভাষ্যকার লুকাচুরি-খেলা শাস্ত্রকার-রূপকতা।
মুক্তিশাস্ত্র মত বিচার করিলে আর না কহিবে কথা ॥
রূপকের বনে প্রণব ঝঙ্কার হৃদয়-রঞ্জন তরু।
ষড়রস মাঝে রসিক নাগর ওঁ তৎসৎ গুরু ॥
সমর-প্রাঙ্গণে করে ধরি অসি তত্ত্বমসি করে খেলা।
কোথা কিছু নাই রূপহীন তায় হৃদয় করিছে আলা ॥
মুণ্ডমালী কালী লোলো-রসনা মৌলি বদ্ধ তার ওম।
রুদ্র হৃদে জাগে প্রণব ঝঙ্কার মুখে বোবো বোম্ বোম্ ॥
বেদবেদান্তে ব্রহ্ম ব্রহ্মোপনিষদে সাংখ্যে পুরুষ পুরাণ।
বৈশেষিকে আর মীমাংসা দর্শনে ধর্ম্মমাত্র প্রণিধান ॥
ন্যায় পাতঞ্জলে ঈশ্বর-সাধন সাধুসঙ্গ অভিধানে।
দীপিকার মতে ক্রিয়া-সাধ্য গুণ সম্ভব যা নরগণে ॥
অহিংসা পুরাণে মুক্তি শাস্ত্রে ন্যায় কর্ম্ম যেবা শুভকরী।
ইতিহাসে রামকৃষ্ণ নামগান ভবাব্ধিতরণে তরী ॥
মূলে গায় গীত বেদ সমুদয় শ্রুতি সুললিত তানে।
দোবারি করিছে বেদান্ত তাহার উপনিষদের সনে ॥

আর সবে মিলি করিছে সঙ্গত বাঁধি বাদ্য পরতেক।
মাঝে মাঝে রং পুরে তায় কত তালে কিন্তু সব এক ॥
কত বাচস্পতি তর্ক-পঞ্চানন কত সে সবিদ্য বাগীশ।
হেন শাস্ত্র-সিন্ধু মথি সুধা-আশে তুলেছে কেবল বিষ ॥
আত্মজ্ঞান-হীন পাণ্ডিত্যে কেবল বহুতর্ক তাহে তুলি।
দিলা রসাতল ভাবার্থ সকল টীকার বাজার খুলি ॥
ব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্ম এর চেঞে মানে আর তার কিছু নাই।
ধরার মত বলি বুঝাইতে গেলে সরার মত হঞে যায় ॥
নাহি তার উপাধি লক্ষণ কি গুণ নাহি তার বিশেষণ।
নয় কি তাহলে পুঁথিগত ব্রহ্ম পটাঙ্কিত সমীরণ ॥
সর্ব্বগুণোপাধি সর্ব্বসুলক্ষণ সর্ব্ববিশেষণ সার।
যা আছে যা হবে যা ছিল সে ব্রহ্ম সকলেরি সমাহার ॥
তেঁই সবে কয় না পারি বর্ণিতে গুণাদির শেষাবধি।
অনন্ত অব্যক্ত বিশেষণাতীত গুণাতীত নিরুপাধি ॥
শশমধ্যে এক সিংহের শাবক লালিত পালিত হয়ে।
শশকের মত পলাইত ছুটি শৃগাল দেখিলে ভয়ে ॥
এক সিংহ তারে ধরি কোনদিন নদীতীরে লঞা যায়।
জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব হেরি গর্জিয়া উঠিল তায় ॥
হাসি সিংহ কয় স্বরূপ কেমন না বুঝিলে এতদিন।
তুমি আমি এক নহি ভিন্ন ভাব সঙ্গদোষে ছিলে হীন ॥
তুমিও তেমনি হতেছ পালিত ষড়রিপু-সহবাসে।
তাদেরি মতন হয়েছ এখন ভুলে গেছ তুমি কে সে ॥
স্বরূপ-সলিলে দেখ যদি আসি জ্ঞানতরঙ্গিণী তটে।
ব্রহ্ম-রূপাগুণে বুঝিবে তখন কে তুমি তুমার ঘটে ॥
একমাত্র তুমি আত্মা-রূপী ব্রহ্ম জড় তব ষড়রিপু।
অচৈতন্য প্রাণ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতে গড়া বপু ॥
গুরুদত্ত বাক্যে আপনা চিনিবে মায়ায় জিনিবে তবে।
জরামৃত্যুভয় বন্ধন ব্যসন রোগ শোক চলি যাবে ॥
অই হের বাছা শুশুনিয়া গিরি[২০] মুনি-মনোহর স্থান।
তথা রহে এক সিদ্ধ অবধূত আনন্দ তাহার নাম ॥
দীক্ষা যদি চাও যাও তার পাশে সদা আজ্ঞাধীন রবে।
মায়ায় জিনিবে আপনা চিনিবে বাসনা পুরিবে তবে ॥

---

২০) ছাতনা হইতে শুশুনিয়া পাহাড় তিন ক্রোশ উত্তরে।

চণ্ডীদাস কয় এহেন আদেশ কেন মা দাসের প্রতি।
অমর করিতে গরলের বিধি দেন নিজে নিশাপতি ॥
যায় যায় প্রাণ পিপাসায় যার সে জন কেমন করিয়া।
মরুভূমে মাগো করে ছুটাছুটি সুরলার* করে ধরিয়া ॥
দিবস রজনী ভ্রমি যবে আমি তুমার আঁচল ধরিয়া।
কে এমন শিবে মোরে দীক্ষা দিবে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ॥
বাসলী কহিছে শাস্ত্রকার-বিধি অবশ্য চলিবে মানিয়া।
সরঃ-সিন্ধু-ঘেরা চাতক তথাপি মেঘপানে থাকে চাহিয়া ॥

চণ্ডীদাসের দেশ

চণ্ডীদাস কহে কেনে তবে মাতা জাহ্নবীর জলে ভাসিয়া।
ভাবয়ে অসার লোক-লোকাচার শাস্ত্রকার-বিধি ভাঙ্গিয়া ॥
বাসলী কহিছে সবিদ্যবাগীশ পিতা স্ব-স্বজন ত্যজিয়া।
শিক্ষাদাতা পিতা করে নিরূপণ তবু সে সুতের লাগিয়া ॥
চণ্ডী কহে শির নুয়াবে কেমনে চরণে সবার শঙ্করী।
শির পরে যার সতত বিরাজে জগন্মাতা জগদীশ্বরী ॥
যে করে ধরিয়া জবা বিল্বদল পূজি মা তুমার চরণে।
সে করে করিয়া গুরুর শ্রীপদ সেবিব শিবানী কেমনে ॥

মাতা কহে যার রহে বর্ত্তমান অভিমান হেন অন্তরে।
ফুল ফলে তার আরতি কেবল পূজিতে দুরিতে অন্তরে ॥
লক্ষে লভে সেই আরাধয়ে যেই মানস-মন্দিরে বসিয়া।
না মিলে সে ধন ঢাকে ঢোলে কভু কিম্বা ধূপ দীপ জ্বালিয়া।

## চণ্ডীদাসের উক্তি।

মোদের পূরব জনম কথা মাগো জানে কি রজক সুতা।
কি কাজ করিনু কেমনে পাইনু তোমারে জগন্মাতা
কহ মা সে সব কথা ॥

১৩৮। শুন তবে বাছাধন হাসিঞা বাসলী কন
যুবরাজপুরে হীরা নামে ছিলা নারী তপে নিমগন
কহি তার বিবরণ ॥

কভু হাসি কহে শিবা কহ মা কি বর নিবা
হাসি কহে হীরা এ দীন-হীনারে যদি তুমি বর দিবা
শুন মা সে বর কিবা ॥

নিত্য যেন ঘরে বসি ত্রিবেণীর নীরে ভাসি
পূজি মা তুমার চরণ-কমল চরণ-সেবার দাসী
আমি এই বর অভিলাষী ॥

হাসিয়া গিরিজা কন একি মা তুমার পণ
অঘট-ঘটনা ঘটাব কেমনে পূজ তবে নারায়ণ
যদি না ছাড়িবে পণ ॥

কহিলা ভূদেব-বালা জানি মা তুমার ছলা
ভাসিয়া ক্ষণেক ডুবিলে অগাধে তবে বাঁধ তার ভেলা
না বুঝি কি তোর খেলা ॥

যদি না এ বর দিবে যাহ চলি যথা যাবে
জানাবে এ দাসী মনের বেদনা যতদিন পারে শিবে
কেনে মা দাঁড়াঞে তবে ॥

যায় যায় শিবা যায় পুন পুন ফিরি চায়
আবার ফিরিয়া আবার কহিছে শুন মা কহি তুমায়
হাসি হীরা পুন চায় ॥

আছে তিন পুত্র তব মোর ভক্ত ধীর।
বিচারে পণ্ডিত তারা রণে মহাবীর ॥
আদেশ করহ সবে যাহা চাহ তুমি।
ইচ্ছা পূর্ণ হবে তব কহিলাম আমি ॥

---

* সং সুরলা, গঙ্গা।

বল্লভ যোগাবে নিত্য জাহ্নবীর পয়ঃ।
যমুনার জল আনি দিবে জিতেন্দ্রিয়॥
যোগাবে পরেশ নিত্য সরস্বতী নীর।
শুন হীরা এই কথা কহিলাম স্থির॥
শুনিয়া দেবীর বাক্য হীরা তুষ্ট হইলা।
এই কথা পুত্রগণে ডাকিয়া কহিলা॥
দেবীর প্রসাদে তবে পুত্র তিন জন।
তিনটি সরসী তারা করিল খনন॥
কাটিয়া সুড়ঙ্গ তবে দেবীর কৃপায়।
তিন তরঙ্গিণী স্রোতে আনিয়া মিলায়॥
বল্লভ স্বখাদ পুরে গঙ্গার সলিলে।
পুরিলা পরেশ বাপী যমুনার জলে॥
ভরিলা জিতের সর সরস্বতী নীরে।
অবগাহে নিত্য হীরা তিন সরোবরে॥
সেই ভক্ত বল্লভ আমার চণ্ডীদাস
দেবী রূপে জিতেন্দ্রিয় হঞেছে প্রকাশ॥[২১]
পরেশ নকুল তব হীরা বিন্ধ্যা মাতা।
এই হইল তোমাদের পূর্ব্ব জন্ম কথা॥
নকুল তুমার ভাই ধার্ম্মিক সুজন।
রজ তম গুণে করে সমাজ-রক্ষণ॥
দেবীদাস দিবানিশি পূজে ক্যাতায়নী।
সত্ব রজ গুণে মোর ভক্ত-চূড়ামণি॥
শক্তির সাধনে সিদ্ধ শক্তি-মন্ত্র পার।
সত্বগুণাধার চণ্ডী তুমি রে আমার॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা গীতি করিয়া রচন।
করহ এবার তুমি পাষণ্ড-দলন॥
উত্তর-সাধিকা হবে রামী রজকিনী।
যখন যা চাই তোরে যোগাবে সে আনি॥

প্রাণ-প্রিয়া সহচরী মোর নিত্যা হয়।
মাঝে মাঝে যাবে তুমি নিত্যার আলয়॥[২২]
গাইবা সে প্রেমগীতি নিত্যার সকাশে।
সে হেন সঙ্গীত সখি বড় ভালবাসে॥
হতজ্ঞান ছিলা চণ্ডী হইঞা তন্ময়।
চাপড় মারিয়া পিঠে পুন দেবী কয়॥
করিহ এ কাজ তুমি বাঁচ যতক্ষণ।
কথার অন্যথা না করিবা কদাচন॥
আমি কন্যা দেবীদাস তুমি মোর বাবা।
করিহ আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবা॥
প্রসাদ না খাবে মোর কন্যা হেন জ্ঞানে
করিবা আমার পূজা বংশ-অনুক্রমে॥
দেবীদাস কহে মাতা একি কথা কহ।
বংশ কিসে হবে মোর না হলে বিবাহ॥
প্রায় আশী বৎসর বয়স মোর হইল।
কেবা দিবে কন্যা বলি হাসিতে লাগিল॥
পরশু তুমার বিআ কহিলেন মাতা।
পাত্রী বেসড়ার[২৩] বিষ্ণুশর্ম্মার দুহিতা॥
পয়রাজে করি স্নান যাহ দোঁহে ঘরে।
চলিলাম আমি এবে আপন মন্দিরে॥

২১) ছাতনার তিন প্রসিদ্ধ সরোবরের উৎপত্তি-কাহিনী। বল্লভের খনিত 'বৌল পোখর' ছাতনার আধ ক্রোশ পূর্বে। পরেশের কৃত যমুনা-বাঁধ নামুর হাটের দক্ষিণে। এটি 'বাঙ্ক' অর্থাৎ উচ্চভূমির পার্শ্বের নিম্ন ভূমি দুই কিম্বা তিন দিকে বাঁধ বাঁধিয়া নির্মিত সরোবর। জিতেন্দ্রিয়-খনিত পয়ঃরাজ বামুনকুলি গ্রামের পশ্চিমে।

২২) ছাতনা হইতে চারি ক্রোশ পূর্বে সাল-তড়া গ্রাম। সন ১৩৪০ সালে বাঁকুড়ার প্রোফেসর শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষ নিত্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গাজলঘাটী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে সাল-তড়া গ্রাম। সে গ্রামের রামশরণ-চক্রবর্তীর মেলায় মৃন্ময় হস্তী ও ঘোটক আছে। এক কোণে সিংহাসনের উপরে সিন্দূর-লিপ্ত তিনটি ঠাকুর আছে। চক্রবর্তী-মহাশয় বলেন, এই তিন ঠাকুর গ্রামপ্রান্তে এক তেঁতুলতলায় ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্চানন-মূর্তি, বৃষোপরি স্থাপিত। বাম পার্শ্বে দ্বিভুজা নারীমূর্তি, নাম বাস্থলী। সমুখে এক মুড়ী। ইনি ক্ষেত্রপাল। বন্ধ্যা নারী সন্তানকামনায় এখানে আসিয়া পূজা দেয়। সাল-তড়া গ্রামে অনেক রজকের বাস আছে, পদবী চৌধুরী। গ্রামের লোকে বলে রামী রজকী এই বংশোদ্ভুতা ছিল। কেহ কেহ বলে, এখানে চণ্ডীদাসের আশ্রম ছিল।" দেখা যাইতেছে, নিত্যা ও বাসলী অভিন্ন হইয়াছেন এবং নিত্যা শিবের শক্তি। তিনি বিষ-হরি। বেহুলার উপাখ্যানে বিষহরি মনসার এক প্রিয়সখি নেতা ধোপানী দেবগণের কাপড় কাচিত। সাল-তড়া গ্রামেও নিত্যা দেবী রজক গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছেন। নেতা, নিত্যা নামের অপভ্রংশ মনে হয়।

২৩) বেসড়া গ্রাম ছাতনার দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।

স্নান করি আসি দোঁহে দাণ্ডাইল দ্বারে।
নকুল নকুল বলি সঘনে ফুকারে ॥
নকুল আইল ছুটি দাদা দাদা বলি।
মহানন্দে লইল দোঁহার পদধূলি ॥
ঘরে বসি তিন জনে কহে বহু কথা।
এতক্ষণে নকুল জিজ্ঞাসে মাতা কোথা ॥
বিষণ্ণ হইঞে দেবী কন মৃদুস্বরে।
রেখেছেন দেহ মাতা বারাণসী পুরে ॥
নকুল নীরবে বসি কাঁদিতে লাগিল।
কতমতে দেবীদাস তারে শান্তাইল ॥
ঘরে আইল চণ্ডীদাস এই কথা শুনি।
নগরে উঠিল তবে আনন্দের ধ্বনি ॥
কেহ দাদা কেহ খুড়া কেহ মামা বলি।
দলে দলে আসি সবে লয় পদধূলি ॥
সকলের শুভবার্ত্তা করি জিজ্ঞাসন।
কহিলেন দেবীদাস বিনম্র বচন ॥
কৃপা করি যদি সবে দেন অনুমতি।
ব্রাহ্মণ-ভোজন তবে করাই সম্প্রতি ॥
তথাস্তু বলিয়া সবে অনুমতি দিয়া।
নিজ নিজ ঘরে যান হরষিত হৈয়া ॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজন।
একত্র হইঞা বসে পাতিয়া আসন ॥
রোহিণী শ্বশুরালয়ে পাইয়াছে স্থান।
বড় ভালবাসে তারে বিজয়-নারাণ ॥
বহু ধনে ধনবান তাহে বহু মানী।
সবাকার উপকার করেছে রোহিণী ॥
কেহ না কহয়ে কিছু সব দেখি শুনি।
যথা তথা সকলে করয়ে কানাকানি ॥
সেই কথা হবে আজি কিন্তু সাধ্য কার।
সে কথা বলিয়া উঠে সমুখে তাহার ॥
দেবীদাস কহে একি সব যে নির্ব্বাক।
রোহিণীরে বিজয় না না না থাক থাক ॥
এইরূপে কহে সবে আধ আধ কথা।
কে কহিবা খুলি সব কার ছুটি মাথা ॥

দেবী কন বুঝিয়াছি দয়ানন্দ পুন।
১৪/ ] রোহিণীরে গ্রহণ করিল আজি কেন ॥
ঠিক ঠিক অই কথা বলি উঠে সবে।
দেবীদাস কহিতে লাগিল পুন তবে ॥
অবশ্য ভিতরে কোন আছে সত্য কথা।
তা না হলে এত মূর্খ হয় কি বিধাতা ॥
জিজ্ঞাসহ সবে ভাই চণ্ডীরে আমার।
তাহলে এ গুপ্ততত্ত্ব হইবে প্রচার ॥
শতমুখে কহে তবে কহ চণ্ডীদাস।
তুমি যা কহিবে মোরা করিব বিশ্বাস ॥
চণ্ডী কহে যদি কৃষ্ণ আহীরের পুত।
ব্রাহ্মণ প্রণমে তায় এ যদি অদ্ভুত ॥
ধীবরের কন্যা যদি হয় মৎস্যগন্ধা।
হাতে ধরি শান্তনুর ঘটে থাকে নিন্দা ॥
রোহিণীর হাতে ধরি দয়ানন্দ তবে।
আপনার জাতি কুল কেন না হারাবে ॥
তর্কচঞ্চু কহে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
সবার পূজিত তিনি দেব নারায়ণ ॥
ক্ষত্র-বালা মৎস্যগন্ধা হাতে ধরি তার।
ক্ষত্রিয় বহিবা কেন কলঙ্কের ভার ॥
হাসিয়া কহিলা চণ্ডী শুন সর্ব্বজন।
কহি তবে রোহিণীর জন্মবিবরণ ॥
ব্রহ্মণ্য-পুরের রাজা ভবানী-খোয়্যাত।
তাঁর অঙ্গে যেদিন হইল অস্ত্রাঘাত ॥
ছিল সেথা সনাতন সেই প্রাণাকুলে।
ছুটি গিঞা প্রবেশিলা অন্দর মহলে ॥
মহিষী কহেন কাঁদি শুন সনাতন।
করহ কন্যার মম জীবন রক্ষণ ॥
কন্যা লঞে সনাতন করে পলায়ন।
বহু যত্নে করে তার লালন পালন ॥
শুন সবে হে ব্রাহ্মণ কহি দিব্য করি।
সেই কন্যা হয় এই রোহিণী সুন্দরী ॥
তার বিভা দিনু আমি দয়ানন্দ সাঁথে।
ব্রাহ্মণের জাতি তবে গেল কোন পথে ॥

মাতা বলতে রামী মোর পিতা বলতে রামী।
প্রিয়া বলতে রামী আর প্রিয় বলতে আমি ॥
পুত্রকন্যা রামী মোর ভাইবন্ধু সব।
রামীই আমার প্রাণ রামী অবয়ব ॥
অন্তরে অম্বিকা মোর বাহিরে সে রামী।
কে বুঝিবা তার লীলা বিনা অন্তর্যামী ॥
সাধু সাধু চণ্ডীদাস সবে উচ্চে কয়।
বৃদ্ধ করে আশীষ যুবক প্রণময় ॥
দৃষ্টিহীন মোরা সবে তুমি চক্ষুষ্মান।
অতি ভাগ্যবান মোদের বিজয়-নারাণ ॥
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু সকলের প্রতি।
বহু অপরাধী মোরা চরণে সম্প্রতি ॥
ইষ্টমন্ত্র দিয়া কাণে পদে দাও স্থান।
এ ঘোর সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ ॥
চণ্ডী কহে সর্ব্বঘটে শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তেঁই আমি করি সবে শত নমস্কার ॥
ভজহ গোবিন্দ-পদ মনে করি গুরু।
পাইবে অভয়পদ কামকল্পতরু ॥
এবার সকলে মিলি কর গাত্রোত্থান।
১৪৵] ভোজনের কাল প্রায় হল আগুয়ান ॥
হাসিয়া কহেন সবে ব্রাহ্মণভোজন।
কেমনে হইবে প্রভু কোথা আয়োজন ॥
চণ্ডী কহে প্রস্তুত হয়েছে সব জানি।
যখন লএেছে ভার রাই রাসমণি ॥
রজকিনী বলি সবে চমকে থমকে।
সমুখে দেখিল হাসে রজক-বালিকে ॥
যেন শত সৌদামিনী একত্র হইয়া।
চমকে সর্ব্বত্র ধাঁদি থাকিয়া থাকিয়া ॥
সঘনে কম্পিত সবে প্রণমে উদ্দেশে।
কহিলেন রাইমণি মৃদুমন্দ হেসে ॥
কালি-তক ছিনু আমি রামী রজকিনী।
সবার সিদ্ধান্তে আজি হয়েছি ব্রাহ্মণী ॥
সত্যাসৎ থাকে যদি একত্রে মিলন।
ঘটে থাকে কালে তায় মিত্রতা-বন্ধন ॥
দ্বিভাবে না থাকে তারা হয় একমত।
সৎ হয় অসৎ অথবা সত্যাসৎ ॥
চির-সহচরী মোর আছিলা রোহিণী।
এক প্রাণ এক মন এক আত্মা জানি ॥
বিচারে দাণ্ডায় যদি ব্রাহ্মণত্ব তার।
রজকত্ব রামীর কি করে থাকে আর ॥
করপুটে কহে তবে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
তুমার সিদ্ধান্ন যদি খান মা বাসলী ॥
তাহলে বুঝিব তুমি ব্রাহ্মণীর পার।
অবাধে খাইব মোরা সিদ্ধান্ন তুমার ॥
এই কথা শুনি রামী মৃত্তিকা খুঁড়িয়া।
বাহির করিল অন্ন হরষিত হইয়া ॥
কাঞ্চন থালায় তবে অন্ন দিল বাড়ি।
তার পাশে দিলা পাতি এক স্বর্ণ পিঁড়ি ॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি বাহির হইল।
কপাট ভেজাএ রামী ধ্যানেতে বসিল ॥
ছিদ্রপথে দেখে চেএে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
খাবা খাবা করি অন্ন খান মা বাসলী ॥
ধন্য ধন্য রবে সবে করি হুড়াহুড়ি।
পাতা পাতি বসিল সবে তাড়াতাড়ি ॥
রামিণী দিতেছে অন্ন রোহিণী ব্যঞ্জন।
অন্ন হতে উঠে ধুঁআ অপূর্ব্ব ঘটন ॥
সবে বসি পচা অন্ন সুধা-সম খান।
অধোমুখে সপাসপ উর্দ্ধে নাহি চান ॥
যত খান তত সবে আন আন ডাকে।
যে যা চায় দেয় দোঁহে চক্ষের পলকে ॥
পরিতৃপ্ত হন সবে করিঞা ভোজন।
গর্ভিণী-গমনে তবে করিলা গমন ॥
চণ্ডীদাস রামীর এ অপূর্ব্ব ঘটনা।
অল্পদিন মধ্যে হইল সর্ব্বত্র ঘোষণা ॥
পরদিন আইল এক ব্রাহ্মণ বিদেশী।
আছে এক সঙ্গে তার ষোড়শী রূপসী ॥
দেবী কহে কে তুমি কোথায় তব ধাম।
বেসড়ার হই আমি বিষ্ণুশর্ম্মা নাম ॥

কহিলা সে পুন দেবী তারে জিজ্ঞাসয়।
কে অই রমণী তব কহ মহাশয়॥
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে বাপু অই যে রমণী।
একমাত্র কন্যা মোর নাম সুরধুনী॥
কন্যা-সম উপযুক্ত পাত্র নাহি পাই।
১৫/ ] এই হেতু দেশ দেশ ভ্রমিঞা বেড়াই॥
স্বপ্নে দেখি আজি তার হইবে বিবাহ।
ব্রহ্মণ্যপুরের এক দেবীদাস সহ॥
নিত্যনিরঞ্জন-শর্ম্মা হয় তার পিতা।
পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাস তার ভ্রাতা॥
তার সঙ্গে যদি তব থাকে পরিচয়।
কোথা সেই দেবীদাস কহ মহাশয়॥
দেবী কহে স্বপ্নাদেশ সত্য নহে কভু।
দেশে দেশে ভ্রম বর না মিলিলা তবু॥
দেখিয়া তুমায় করি পাগল সন্দেহ।
বলিয়াছে এই কথা ব্যঙ্গ করি কেহ॥
পলাহ এ সব তব বাতুলতা মাত্র।
আশী বৎসরের বুড়া হয় যোগ্য পাত্র॥
দ্বিজ কহে একবার দেখিব তাহায়।
কোথায় তাহার বাড়ী তিনি বা কোথায়॥
দেবী কহে মোর বাক্যে হবে কি বিশ্বাস।
আমিই সুযোগ্য পাত্র সেই দেবীদাস॥
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে একি সেই যদি তুমি।
তুমার সমান পাত্র না দেখি যে আমি॥
বয়সে নবীন তুমি বাক্যে সুচতুর।
স্বভাব-চরিত্র তব অতি সুমধুর॥
অনুগ্রহ করি তবে কন্যারে আমার।
দাও স্থান দ্বিজবর চরণে তুমার॥
দেবীদাস স্থির চিত্তে ভাবে মনে মনে।
এতদিন ছিনু আমি মত্ত হরিনামে॥
ঘটে কোন কর্ম্মদোষে সংসার-বন্ধন।
কেনে বা করিতে যাই শক্তির পূজন॥
এই মত দেবীদাস করিছে চিন্তন।
হইল আকাশবাণী চিন্ত কি কারণ॥

চণ্ডীদাস-সঙ্গগুণে বল হরি হরি।
না হও এখনও তুমি তার অধিকারী॥
এ জন্মও যাবে তব শক্তির সাধনে।
কি ভয় তা হলে তব বিবাহ-বন্ধনে॥
ধর্ম্মেরি এ অঙ্গ এক কহিলাম সার।
বিবাহ করহ তুমি কি চিন্তা তুমার॥
এই মতে দেবীদাস করিল বিবাহ।
যথারীতি বাসলীরে পূজে অহরহ॥
অতঃপর চণ্ডীদাস মাতৃ-আজ্ঞা স্মরি।
চলিলেন সঙ্গে রামী শুশুনিয়া গিরি॥
সাত দিন থাকি তথা আনন্দ-আশ্রমে।
রামী সহ দীক্ষিত হইল তার স্থানে॥
কিছুদিন পরে দোঁহে বিদায় লইঞে।
উপনীত হইল আসি দোঁহে নিত্যালয়ে॥
অমনি আকাশবাণী হইল আচম্বিত।
বড় ইচ্ছা তব মুখে শুনিতে সঙ্গীত॥
কৃষ্ণ-প্রেম-রস-ভরা গাও চণ্ডীদাস।
পুরাও নিত্যার তুমি এই অভিলাষ॥
দেবীর আদেশে তবে চণ্ডীদাস রামী।
শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ ধরিল অমনি॥[২৪]
কামোদ সিন্ধুরা তুড়ি নটনারায়ণ।
নানা রাগে গায় গীত অতি সুশোভন॥
ভাবেতে বিভোর হঞে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
১৫৮'| মনুষ্যের কথা কিবা পশুপক্ষী কাঁদে॥
উথলিয়া পড়ে পাড়ে তড়াগের জল।
পবন শুনয়ে গীত হইঞে নিশ্চল॥
বিষহরি নিত্যার সুখের সীমা নাই।
হইল আকাশবাণী বলিহারি যাই॥
ধন্য কবি চণ্ডীদাস ধন্য তোর রামী।
দোঁহু মুখে শুনে গীত ধন্য হইনু আমি॥

---

২৪) "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" রাধার পূর্বরাগ নাই, কৃষ্ণের পূর্বরাগ আছে। উদয় সেন শুধু 'গীত' লিখিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণ-সেন তাহার বাহুল্য করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ-সেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথী দেখেন নাই। দ্বিজ-চণ্ডীদাস এই এই রাগিণীতে রাধিকার পূর্বরাগ গাহিয়াছিলেন।

যতদিন রবে এই চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।
ততদিন সবার মস্তকে রবি তোরা ॥
পরদিন আইল ফিরি ছত্রিনা নগরে।
প্রবেশিলা আসি দোঁহে পর্ণের কুটীরে ॥
রাধাকৃষ্ণ চণ্ডীর সে নিত্য উপাসনা।
নিত্য কত লীলাগীতি করয়ে রচনা ॥
রামিণী আদৌ করে তার রসাস্বাদ।
পশ্চাতে সকলে পায় তার পরসাদ ॥
লোক-মুখে শুনি এই অপূর্ব্ব কথন।
বহু দেশ-দিক হইতে আইসে বহু জন ॥
মূলে গায় চণ্ডী রামী করিছে দুবারি ॥
ধরিতে না পারে কেহ নয়নের বারি ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি করিঞে শ্রবণ।
কেহ কহে এই বুঝি নব বৃন্দাবন ॥
কেহ ভাবে বুঝি এই শঙ্কর গোসাঞি।
মানুষে এ হেন শক্তি দেখিতে না পাই ॥
এইরূপে বহু লোকে করে বহু খ্যাতি।
শুনিলেন মিথিলায় থাকি বিদ্যাপতি ॥
লোক-মুখে তাহাদের হইল পরিচয়।
মাঝে মাঝে কবিতার হয় বিনিময় ॥

* | * | *

এল কোনদিন বাসলী বাঁধে।[২৫]
একটি বণিক ঝাঁপটি কাঁধে ॥
দেখিলা সে জন বসিয়া তটে।
একা কে বালিকা বসিয়া ঘাটে ॥
মাখিছে তেল আপন মনে।
বুঝিলা বালিকা এসেছে স্নানে ॥
যাক চলি আগে করিয়া স্নান।
তার পর জল করিব পান ॥
ভাবি সে এমত বসিঞা রয়।
মনে মনে তার কত কি হয় ॥
কে এ বালিকা অলপ-বয়সী।
কাল তবু আল করে সে সরসী ॥
কেহ কোথা নাঞি বালিকা একা।
কাহারে সুধাই কে এ বালিকা ॥
দেখিতে দেখিতে দেখিতে পায়।
ধ্যানেতে মগন দীঘল-কায় ॥
গিরিঅ বসন কৌপীন-আঁটা।
মাথায় দু চারি দুলিছে জটা ॥
যোগী ভাবি তারে কিছু না কয়।
মনে মনে কত হতেছে ভয় ॥
কিছু কাল বেন্যা নীরবে থাকি।
ভাবিতে লাগিলা করিবা কি ॥
কহিলা তা পর করি সাহস।
কে মা তুমি কিছু সরিয়া বস ॥
পিপাসায় মোর যেতেছে প্রাণ।
স্নান করি জল করিব পান ॥
বালিকা তখন কহিলা হাসি।
এতক্ষণ কেন ছিলা বা বসি ॥
বামুনের মেঞে হই যে আমি।
কি লঞা কোথায় যাতেছ তুমি ॥
বেন্যা কয় আমি শাঁখারী জাতে।
শাঁখা লঞে আমি যাই বেচিতে ॥

২৫) এটি 'বাঁধ' নহে, পোখর। প্রচলিত নাম, শাঁখা-পোখর বা বাসলী-পোখর। বাসলীর আদি মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বারের সন্নিকটে। সেকালে এদেশে শাঁখার মধ্যভাগ লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইত। সন ১৩০২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় শাঁখা-পোখরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল, ঝুড়ি ঝুড়ি ভাঙ্গা শাঁখা ও চুড়ি পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কেহ সে সব শাঁখা ও অন্য প্রাপ্ত দ্রব্য রাখে নাই। দেবীর শঙ্খ-পরিহিত হস্তপ্রদর্শনের জনশ্রুতি অন্যত্রও আছে। হুগলী জেলার আরামবাগের দক্ষিণে রাজা রণজিৎ রায়ের বিস্তীর্ণ দীঘি আছে। রাজা শাক্ত ছিলেন, যন্ত্র-রূপা বিশালাক্ষী তাঁহার আরাধ্যা ছিলেন। তিনি তাঁহার বালিকা কন্যায় দেবীকে প্রত্যক্ষ করিতেন। এক বিপৎপাতের সময় কন্যা সে দীঘির জলে অন্তর্হিত হন। রাজা অশ্বারোহণে কন্যার অন্বেষণে ছুটিয়া যান। কন্যা জলমধ্য হইতে শঙ্খ-পরিহিত হাত দুখানি দেখান। উন্মত্তপ্রায় অশ্বারূঢ় রাজাও জলমধ্যে ঝাঁপাইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। সেই হইতে বর্ষে বর্ষে লোকে সে দীঘিতে বারুণিস্নান করে। দেবী, বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী নামে খ্যাত। রাজা রণজিৎ রায় প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ও মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গলে" এই দেবীর বন্দনা আছে।

তাড়াতাড়ি তবে কহে বালিকা।
আমার হাতের আছে কি শাঁখা ॥
আছে বলি বেন্যা কহিল তায়।
১৬/ ] বালা বলে তবে দেখাও আমায় ॥
বেন্যা কয় আগে চল মা ঘরে।
তার পর শাঁখা দেখাব তোরে ॥
বালা বলে না না এখনি চাই।
দেখি দেখি আগে আছে কি নাই ॥
ঝাঁপি খুলি বেন্যা লইঞা করে।
লাল লাল শাঁখা দেখায় তারে ॥
বালা কহে দেখি এটা কি ওকি।
ঝাঁপিতে সদাই মারিছে উঁকি ॥
বাছি বাছি তবে কহিলা তারে।
এই দুটি শাঁখা পরাও মোরে ॥
বেন্যা কয় রাগে থামরে থাম।
এখানে পরালে কে দিবে দাম ॥
বালা কহে দাম কত বা হবে।
দু টাকার চেঞে বেশী কি নিবে ॥
তিন টাকা দাম শাঁখারী বলে।
দিতে পার যদি দিব তাহলে ॥
যদি কর কম একটি কড়ি।
বাসলী হলেও না দিব ছাড়ি ॥
হাসি কহে বালা তুমি যা নিবে।
তাই দিব দাম পরাও তবে ॥
শাঁখারী তখন যতন করো্যে।
পরাইল শাঁখা বালার করে ॥
বেন্যা কহে শাঁখা পরাই বহু।
এমন হাত ত দেখি না কভু ॥
অতি সুকোমল যেমন তুলা।
তুমি কি মা কোন দেবতা-বালা ॥
আমি যে মা আর আমাতে নাই।
আমাতে তুমায় দেখিতে পাই ॥
বালা কহে না না কিছু না হবে।
বেন্যা কহে দাম দাও মা তবে ॥

বালা কয় তুমি পাইবে টাকা।
চণ্ডীদাস মোর হয় যে কাকা ॥
তারে বল দাম দিবে অথবা।
দেবীদাস মোর হয় যে বাবা ॥
তারে বল দাম দিবেন তিনি।
স্নান করি ত্বরা যাতেছি আমি ॥
হাতে টাকা তার যদি না থাকে।
এই কথা তবে বলিও তাকে ॥
বড় ঘরে যেই কোরঙ্গ* ফাঁকা।
আছে মোর তাতে তিনটি টাকা ॥
এই কথা তুমি বলিবে তারে।
যাও এবে আমি যেতেছি পরে ॥
ওই দেখ চেঞে মোদের ঘর।
বলিয়া দেখায় বাড়াঞে কর ॥
বেন্যা গিয়া তবে ফুকারে দ্বারে।
দেবীদাস কেবা আছ কি ঘরে ॥
দেবীদাস তবে বাহির হল।
কহিলা কি চাও তুমি কে বল ॥
বেন্যা কহে দাও তিনটি টাকা।
তুমার দুহিতা পরেছে শাঁখা ॥
যদি টাকা তব না থাকে হাতে।
যা কহিলা শুন তুমার সুতে ॥
বড় ঘরে যেই কোরঙ্গ ফাঁকা।
আছে তার তাতে তিনটি টাকা ॥
দাও ত্বরা করি চলিয়া যাই।
দেরি করো্যে আর দিও না ভাই ॥

* | * | *

দেবী ভাবে কি আশ্চয্য কেবা সে বালিকা।
মোরে বাবা বলি মিছা কে পরিলা শাঁখা ॥
নিশ্চয় বাসলী হবে আর কেহ নয়।
ইহার পরীক্ষা তবে উচিত যে হয় ॥

---

* কোরঙ্গ, কোলঙ্গা।

কহিলা তখন দেবী শুন মহাশয়।
এতক আমার ভাগ্যে কন্যা না জন্মায়॥
ঠকাল তুমায় কোন দুরন্ত বালিকা।
যাও তার কাছে আমি কেন দিব টাকা॥
বেন্যা কহে তুমার সে না হলে বালিকা।
কি করে বলে যে কোরঙ্গে আছে টাকা॥
যদি তথা টাকা তুমি না পাও ব্রাহ্মণ।
তবে সে বুঝিব কেহ করেছে বঞ্চন॥
১৬৵ ] দেবীদাস কহিলা কোরঙ্গে টাকা পাইলে।
অবশ্য শাঁখার দাম পাইবা তাহলে॥
গিঞা সেই ঘরে দেবী দেখে তাড়াতাড়ি।
রঞেছে তিনটি টাকা কোরঙ্গেতে পড়ি॥
রোমাঞ্চিত হইল তনু চক্ষে বহে জল।
হইল হৃদয় তার আনন্দে বিহ্বল॥
আইলা ফিরিয়া তথা হাতে লঞা টাকা।
কহে কোথা কন্যা মোর পরিয়াছে শাঁখা॥
চল যাই হে বণিক কন্যা মোর যথা।
তাহারে জিজ্ঞাসি দাম দিব আমি তথা॥
বেন্যা কয় কন্যা তব বাসলীর বাঁধে।
আলা করি আছে যেন পূর্ণিমার চাঁদে॥
এত কহি দুই জন চলিলা তথায়।
দেখে যাঞে কেহ নাঞি ইদি উদি চায়॥
কাঁদিয়া কন্যারে ডাকে বেন্যা শ্রীনিবাস।
মিথ্যাবাদী বলি গালি দেন দেবীদাস॥
বেন্যা কয় এইখানে বসি যে বালিকা।
সত্য কহি মোর কাছে পরিয়াছে শাঁখা॥
দেবী কয় এই কার্য্য দেখেছে বা কে।
বেন্যা কয় এই সাধু যদি দেখে থাকে॥
দূর হতে বার বার অঙ্গুলি হেলনে।
ধ্যান-মগ্ন চণ্ডীদাসে দেখাইল বেন্যে॥
দেবী কয় চণ্ডী ভাই বল দেখি শুনি।
যে ঘটিলা এই স্থানে দেখেছ কি তুমি॥
ধ্যান ভঙ্গে চণ্ডীদাস দেবীরে প্রণমি।
কহে দাদা কি ঘটিলা কহ আগে শুনি॥

সকল বৃত্তান্ত তবে কহে দেবীদাস।
শুনিঞা চণ্ডীর মনে অসীম উল্লাস॥
চণ্ডীদাস কহে দাদা করি নিবেদন।
বুঝিলাম যা ঘটিলা অপূর্ব্ব ঘটন॥
দূর-দেশ-বাসী বেন্যে কথামত তার।
মিলিলা কোরঙ্গে টাকা সাক্ষাত তুমার॥
তাহলে দুহিতা তব পরিয়াছে শাঁখা।
এ কথাটি কেমনে হইবা দাদা ফাঁকা॥
তুমার যে কন্যা দাদা কে না জানে তায়।
যার গর্ভে পিতা মাতা সকলে জন্মায়॥
পিতা নাঞি মাতা নাঞি ভ্রাতা নাঞি যার।
সেই শক্তি-স্বরূপিণী কন্যা যে তুমার॥
আয় রে বণিক ভাই দেরে আলিঙ্গন।
পাঞেছ মায়ের তুমি সাক্ষাত দর্শন॥
বহু পুণ্য ফলে ভাই হাতে ধরি তার।
পরাঞেছ শাঁখা তুমি এত ভাগ্য কার॥
মা মা ব্রহ্মময়ী দুর্গে দুঃখ-হরা।
বলিতে বলিতে চণ্ডী হইল জ্ঞানহারা॥
অকস্মাত দেবীদাস ছিন্নতরুপ্রায়।
মা মা বলি অচেতনে পড়িল ধরায়॥
পাগল হইল বেন্যা নেত্রে ভরা জল।
জ্ঞানশূন্য হঞা পড়ে লুটি ধরাতল॥
কে কার সাহায্য করে সমান সকল।
বাসলী আসিয়া হাসি মুখে দেন জল॥
উঠি তবে কহে দেবী নাও বেন্যে টাকা।
বুঝিলাম মা আমার পরিয়াছে শাঁখা॥
বেন্যে কয় না হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
১৭৴ ] না লইব টাকা আমি তেয়াগিব প্রাণ॥
আয় আয় কৃপাময়ী ডাকি মা তুমারে।
স্বকরে শাঁখার দাম দাও তুমি মোরে॥
দেখা দিঞা দে মা দাম দনুজ-দলনী।
নতুবা আমার কাছে রবে চির-ঋণী॥
হইল আকাশবাণী শুন বাছাধন।
লইঞে শাঁখার দাম করহ গমন॥

মানত করিঞে তুমি পূজা দিবে মোরে।
পাইবা আমার দেখা কহিনু তুমারে ॥
বেন্যা কয় দেবীদাসে না দেখালে তুমি।
শাঁখা-পরা হাত দুটি শুন কাত্যায়নী ॥
না লব শাঁখার দাম চলিলাম তবে।
পুনশ্চ আকাশবাণী হইলা ভীম রবে ॥
দেখ রে বণিক অই পদ্মবনমাঝে।
তোর শাঁখা মোর করে সাজে কি না সাজে ॥
দেখ বাবা দেবীদাস দেখ চণ্ডী কাকা।
কেমন সুন্দর দুটি পরিয়াছি শাঁখা ॥
পদ্মবন মাঝে সবে ঘন ঘন চায়।
শাঁখা-পরা হাত দুটি দেখিবারে পায় ॥
চারি পাশে শ্বেতপদ্ম রহিয়াছে ফুটি।
তার মাঝে শোভে যেন নীলপদ্ম দুটি ॥
করতালু শঙ্খ তায় যেন কোকনদ।
গুন-গুন রবে উড়ি বইসে ষটপদ ॥
ছিন্ন মেঘ মাঝে যথা রবির কিরণ।
ক্রমে ক্রমে মেঘতলে হয় নিমগন ॥
সেই মত কর দুটি দেখিতে দেখিতে।
মিলাইঞা গেল হায় সবার সাক্ষাতে ॥
দণ্ডবৎ হঞে সবে করে প্রণিপাত।
বেন্যা কয় আজি মোর হৈল সুপ্রভাত ॥
জগন্মাতা বাসলীর সাক্ষাৎ পাইনু।
চণ্ডীদাস প্রভুর পাইনু পদরেণু ॥
ধর্ম্মশীল দেবীদাস সঙ্গে পরিচয়।
হইল আজি অহো মোর কিবা ভাগ্যোদয় ॥
হাসি-মুখে কহে চণ্ডী কহ শ্রীনিবাস।
কার উপাসক তুমি কোথায় নিবাস ॥
বেন্যে কয় বিশ্বম্ভর আমার জনক।
বামাচারী ছিলা তিনি শক্তি-উপাসক ॥
কিন্তু প্রভু এ অধম করঞে ভকতি।
পিতৃ-মাতৃ-পদে যথা সন্তান-সন্ততি ॥
শ্যাম শ্যামা উভয়েরে দুই একাকার।
একের বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
বিষ্ণুপুর-বাসী আমি বিষ্ণু-উপাসক।
আদ্যাশক্তি হন মম তাহার পোষক ॥
শুন প্রভু কহি পুন আসি এই স্থানে।
দিব শাঁখা বর্ষে বর্ষে বংশ-অনুক্রমে ॥
কহ দাসে চণ্ডীদাস কোথা রাসমণি।
দোঁহা মুখে সংকীর্ত্তন শুনিব যে আমি ॥
চলি গেলা দেবীদাস আইলা রাসমণি।
অমনি উঠিল শূন্যে সঙ্গীতের ধ্বনি ॥
মাঠে গোঠে ঘাটে বাটে যে যথায় ছিল।
ছুটাছুটি করি আসি চৌদিকে ঘেরিল ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি করিঞে শ্রবণ।
প্রেমানন্দ রসে সবে হয় নিমগন ॥
বেলা অবসান হইল শেষ হইল গীতি।
প্রশংসিয়া যায় তবে যে যার বসতি ॥

*।*।*

১৭৵ ] হেন মতে কিছু দিন গেল সুখে চলি।
তদন্তরে যা ঘটিলা শুন সবে বলি ॥
সভা করি বসিয়াছে হামীর রাজন।
চারি পাশে আছে ঘেরি পাত্রমিত্রগণ ॥
বহু মতে ধীরে ধীরে হয় বহু কথা।
সমুখে ফুকারে ভাট রাজ-গুণ-গাথা ॥
হেন কালে কোন জন আইল তথায়।
আজানুলম্বিত বাহু অতিদীর্ঘকায় ॥
রক্ত-জবা-সম আঁখি গোউর বরণ।
রাজপদে যথোচিত করিলা বন্দন ॥
নৃপ কহে কেবা তুমি কোথা নিবসন।
কি হেতু আইলা হেথা কিবা প্রয়োজন ॥
ভীম রবে কহে সেই শুনহ রাজন।
কি হেতু আসেছি হেথা করি নিবেদন ॥
মল্লেশ গোপাল-সিংহ সিংহ-পরাক্রম। ২৬
যার নামে কাঁপি উঠে দুরন্ত যবন ॥
মাত্র যিনি হিন্দু-মধ্যে নৃপতি স্বাধীন।
তাহার প্রেরিত দূত আমি রামদীন ॥

২৬) এই মল্লেশ্বর গোপালসিংহের পুরা নাম কিসেন-গোপাল-মল্ল।

কভু মল্লরাজে এক বেন্যা শ্রীনিবাস।
কহিলা কে আছে হেথা রামী চণ্ডীদাস॥
অপূর্ব্ব গায়ক দোঁহে অতি অনুপম।
দেবতাও আসে গীত করিতে শ্রবণ॥
এহেন সঙ্গীত রাজা শুনিবার তরে।
দোঁহে লঞা যাতে তেঁই পাঠালেন মোরে॥
ধরুন আদেশ-পত্র হে সামন্ত-রাজ।
আজ্ঞা দেহ দোঁহে লঞে ফিরি যাব আজ॥
দূত-মুখে শুনি এই গর্ব্বিত বচন।
ক্ষুপিলেন মনে মনে হামীর রাজন॥
তত্রাপি সহাস্য মুখে কন মৃদুবাণী।
সামান্য মানুষ নহে চণ্ডীদাস রামী॥
সবার সম্পূজ্য তারা অসাধ্য-সাধক।
নহে কভু হীন-বৃত্তি ভিক্ষুক গায়ক॥
রাজার বচন শুনি কহে রাজদূত।
সবার সম্পূজ্য তারা এ বড় অদ্ভুত॥
তেজিয়ান রাজা মোর তাঁর কিবা দোষ।
মূর্খ সেই তাঁর বাক্যে যেবা অসন্তোষ॥
ডিল্লিরাজ ফিরাজ-খাঁ মহাগর্ব্ব করি।
যেদিন ঘিরিল আসি মল্লরাজ-পুরী॥
কি দুর্গতি হইল তার সব জানি শুনি।
নিজের বিপদ কেন আনিতেছ টানি॥
পাণ্ডুরাজ সমস্থদী জিনিয়া ফিরাজে।
গর্ব্ব করি আক্রমিলা যবে মল্লরাজে॥
মরিল যবন-সৈন্য পিপীলিকা-প্রায়।
অর্দ্ধমৃত হঞে সেহ যাঁর অস্ত্রঘায়॥
গত ভাদ্রে পাণ্ডুআয় ত্যজিল জীবন।*
কি করিতে পার তাঁর তুমি হে রাজন॥

রাজা কহে সত্য তিনি বীর-অবতার।
আরো শুনিয়াছি আমি মুখে সবাকার॥
গর্ভবতী উদরে কেমনে থাকে ভ্রূণ।
পেট চিরি দেখা তার এ অপূর্ব্ব গুণ॥
স্বল্প দোষে দোষীরে প্রাচীরে গাঁথা যার।
নিত্য কর্ম্ম কিবা সেই ধর্ম্ম-অবতার॥
শুনিয়া কহিল দূত জলন্ত আগুনি।
বুঝিলাম তুমারে দংশেছে কাল-ফণী॥
জানিলাম ভাল মতে এত দিন পরে।
কালে যারে ধরে তায় কে রাখিতে পারে॥

১৮/ ] চলিলাম হে রাজন হও সাবধান।
জানে থাক কাল তব হইল আগুয়ান॥
এত কহি আসি দূত মল্লরাজ-পুরে।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার গোচরে॥
ক্রোধে কম্পবান রাজা যেন ছিন্ন তার।
থাকি থাকি ঘোর নাদে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
সেনাধ্যক্ষে ডাকি তবে কন নৃপমণি।
এখনি সাজাও সেনা এক অক্ষৌহিণী॥
অতি ক্ষুদ্র রাজ্য এক ছত্রিনা নগর।
সে রাজ্যের হয় রাজা হামীর উত্তর॥
আছে তথা চণ্ডীদাস রামী রজকিনী।
রাজারে বধিঞা দোঁহে দাও বাঁধে আনি॥
সেনাপতি কহে দোঁহে চিনিব কেমনে।
রাজা কহে চিনে দোঁহে শ্রীনিবাস বেন্যে॥
চলিলেন সেনাপতি লইঞে বিদায়।
শ্রীনিবাসে ডাকাইঞা আনিল ত্বরায়॥
রাজার নিকটে দোঁহে ছুটাছুটি চলে।
করপুটে দাণ্ডাইল গিঞা সভাস্থলে॥
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসে কহে নৃপবর।
যাহ সেনাপতি সাথে ছত্রিনা নগর॥
দেখাইঞা দিও তারে রামী চণ্ডীদাসে।
আনিবে সে জোর করি দোঁহে মোর পাশে॥
শুন সেনাপতি আগে দোঁহে করি হাত।
ছত্রিনা নগর পরে কর ভূমিসাৎ॥

---

পরে এই নাম পাওয়া যাইবে। ইঁহার ডাকনাম কান্নু-মল্ল ছিল। মল্লভূমের ইতিহাসে কান্নু মল্ল ১২৬৭ শকে রাজা হইয়াছিলেন। পরে এই চণ্ডীদাস-চরিতে ইঁহার মৃত্যুশক পাওয়া যাইবে। ইনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মল্লভূম স্বাধীন ছিল। বঙ্গদেশে আর কোন ভূম ছিল না।

* ৩২শ্যা টীকা পশ্য।

হামীরের মুণ্ড কাটি আনিহ হেথায়।
আমি তার কাটা মুণ্ড দেখিবারে চাই ॥
শ্রীনিবাস কহে প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে হইবা তব বাসনা পুরণ ॥
বরঞ্চ পাতিঞা ফাঁদ চাঁদ ধরা যাবে।
রামী চণ্ডীদাসে ধরা কভু না সম্ভবে ॥
কর তুমি ভূমিসাৎ বিশ্বচরাচর।
তথাপি অটল রবে ছত্রিনা নগর ॥
দ্বিতীয় রাবণ রাজা হামীর নৃপতি।
তার মুণ্ড কাটি আনে কাহার শকতি ॥
যেই মত রক্ষ-কুল রক্ষিবার তরে।
ফিরিতেন উগ্রচণ্ডা স্বর্ণলঙ্কা পুরে ॥
সেই মত হে রাজন শুন সত্য বলি।
ছত্রিনা নগর রক্ষে প্রচণ্ডা বাসলী ॥
দন্ত কড়মড়ি রাজা কহে কাঁপি ঘন।
কার সঙ্গে কহ কথা মনে থাকে যেন ॥
নির্ব্বোধ পাপিষ্ঠ বেন্যা কর রে স্মরণ।
আমার যে রক্ষা-কর্ত্তা মদনমোহন ॥[২৭]
তার চেঞে বেশী হইল বাসলী কেমনে।
বল মূর্খ নইলে তোরে বধিব জীবনে ॥
বেন্যা কয় মহারাজ করি নিবেদন।
করেন শক্তির পূজা মদন-মোহন ॥
কিন্তু শক্তি পূজে কোথা দেব-নারায়ণে।
খুজিয়া না পায় কেহ বেদে কি পুরাণে ॥
গর্জ্জিয়া কহিল রাজা অতি ক্রোধভরে।
শুন রে দুর্মুখ বেন্যে কহি দিব্য করো ॥
হামীরের যুদ্ধে যদি পরাজয় মানি।
সব ছেড়ে শক্তি পূজা করিব রে আমি ॥
কিন্তু হয় পরাজিতা যদ্যপি বাসলী।
তার স্থানে আমি তোরে ধরি দিব বলি ॥
যাহ এবে বিলম্ব না কর কদাচন।
যাবেন এ যুদ্ধে মোর মদন-মোহন ॥

আমিও যাইব সঙ্গে শুন সেনাপতি।
সৈন্য সজ্জা কর এবে যাহ শীঘ্রগতি ॥
১৮৵ ] করিছে সমর-যাত্রা মল্ল-অধিকারী।
চলিছে সৈনিকবৃন্দ কোলাহল করি ॥
চতুর্দ্দিক অবিশ্রান্ত হয় সিংহনাদ।
ভূচর খেচর যত গণে পরমাদ ॥
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ঘোর উচ্চরোলে।
বুঝিবা ডুবিবা বিশ্ব প্রলয়ের জলে ॥
গর্জ্জে ঘন গজরাজ তর্জ্জে ঘন বাজী।
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবা আজি ॥
ধীরে ধীরে গেল রবি অস্তাচলে চলি।
পরিয়া ধূসর বাস আইলা গোধূলি ॥
হাম্বা রবে আসি গাভী পশিলা গোশালে।
পাঠাগার হতে শিশু চলে দলে দলে ॥
গৃহমুখে সারি দিঞা যত কুলনারী।
কলসী লইঞা কাঁখে আসে ধীরি ধীরি ॥
নীলাকাশে নিরমল মাণিকের পারা।
একটি দুইটি করি উঠিতেছে তারা ॥
বাজিল ঝাঁঝরি শঙ্খ ঘণ্টা দেবালয়ে।
বাহিরিলা বামাকুল দেউটি জ্বালিয়ে ॥
এইরূপে আইল সন্ধ্যা গোধূলিরে জিনি।
সন্ধ্যারে জিনিয়া তবে আইলা রজনী ॥
ক্রমে ক্রমে অন্ন জল করিঞা গ্রহণ।
প্রদীপ নিবাঞে সবে করিলা শয়ন ॥
আইলেন নিদ্রাদেবী মোহমন্ত্র ঝাড়ি।
লইলেন সবার চৈতন্য তবে কাড়ি ॥
হেনকালে মল্ল-সেনা লম্ফঝম্প দিঞা।
বোল পুখুরের তটে উত্তরিলা গিঞা ॥[২৮]

২৭) বিষ্ণুপুরে কত কাল হইতে মদন-মোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। অন্ততঃ রাজা বীর হাম্বীরের সময় ( ১৫০৯ শক ) হইতে ছিলেন। পুথার ৪১এর পাতায় মদনমোহনের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

২৮) বিষ্ণুপুর হইতে [illegible] ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ছত্রিনা। মল্ল-সৈন্য রাত্রে পহুঁছিয়াছিল। ভাবে বুঝা যায়, তখন আশ্বিন মাস। বোল পুখুর হইতে ছত্রিনা আধ ক্রোশ দূরে। এই পুখুর সড়কের বাঁ দিকে। অপর তিন দিকে এখনও বন আছে। পুখুরটি বড়, জল নির্ম্মল। কিন্তু কি অভিশাপ আছে, সে জল কেহ খায় না। ১৩৮৭ শকে দেবীদাসের পৌত্র "বাসলী-মাহাত্ম্য" লিখিয়াছিলেন, ছত্রিনা দস্যুসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তার অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে।

পরিসর ভূমি সেই অতি মনোরম।
তিন দিকে শোভে তার নিবিড় কানন॥
পড়িল তথায় তবে সৈন্যের ছাউনী।
বিশ্রাম করিয়া কিছু কহেন নৃমণি॥
লহ সঙ্গে শ্রীনিবাস এক শত সেনা।
কোথা থাকে চণ্ডীদাস আছে তব জানা॥
যাহ তথা আন তারে রামিণীর সহ।
আরো যদি চাহ সেনা যত ইচ্ছা লহ॥
বেন্যে কহে মহারাজ করি নিবেদন।
নিশ্চয় হইল মোর দুদিকে মরণ॥
গেলে মারে চণ্ডীদাস না যাইলে তুমি।
মারীচের মত ফাঁদে পড়িয়াছি আমি॥
যা হোক মরণে মোর তিলে নাহি গণি।
কিন্তু ভাবি পাছে প্রাণ হারান আপনি॥
রাজা কহে আরে বেন্যে তুই কি পাগল।
ভিখারী চণ্ডীর অঙ্গে আছে এত বল॥
এ হেন কটক সহ আমারে বধিবে।
পাগল না হলে তুই একথা কে কবে॥
বেন্যে বলে যোগ-বল শ্রেষ্ঠ বল্যে মানি।
ভাবি তেঁই কি উপায়ে রক্ষা পাবে তুমি॥
যোগ-বলে বলীয়ান চণ্ডী রাসমণি।
কি করিবা সেনা তব এক অক্ষৌহিণী॥
কোটি অক্ষৌহিণী হলে নারিবে জিনিতে।
পদে পড়া বিনা নাই উপায় আনিতে॥
রাজা কহে মূর্খ তুই অতীব চপল।
তেঁই তোর কাছে বড় হয় যোগ-বল॥
জান না কি জমদগ্নি যোগীর প্রধান।
কেন কার্ত্তবীর্য্য করে হারাইলা প্রাণ॥
তপঃশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শতেক নন্দন।
কেন বিশ্বামিত্র করে ত্যজিল জীবন॥
বেন্যা কহে মহারাজ কাজ কি কথাতে।
এখনি ত ফল তার পাবে হাতে হাতে॥
১৯/] দাগহ কামান[২৯] এক বাজুক বাজনা।
তব আগমন-বার্ত্তা হউক ঘোষণা॥

যাই আমি দেহ সঙ্গে সেনা এক শত।
ফিরি কিম্বা মরি কিন্তু এটা অনিশ্চিত॥
দেখি শুনি যা হয় তা করিবা রাজন।
শত সেনা লঞা আমি চলিনু এখন॥
এত কহি শ্রীনিবাস স্মরিয়া শ্রীহরি।
চলি গেলা সঙ্গে শত সেনা অস্ত্র-ধারী॥
আচম্বিতে মল্লরাজ পাইলা দেখিতে।
কে দুজন যায় চলি তার বাম ভিতে॥
কে যায় বলিয়া রাজা উচ্চে হাঁক দিলা।
সংসার-বিরাগী মোরা চণ্ডীদাস-চেলা॥
শুনি রাজা দূতে কয় পাকড়াও দোঁহে।
দূত গিঞা দুজনের করে ধরি কহে॥
রাজার হুকুম চল রাজ-সন্নিধান।
জোর কি ওজর কর না রহিবা জান॥
সমস্বরে দোঁহে কয় কোথাকার রাজা।
না জানি না মানি তায় নহি তার প্রজা॥
তুমিও একটি কথা কহ যদি এবে।
নিশ্চয় তা হলে তুমি পরাণ হারাবে॥
শুনিঞা নৃপতি তবে নিকটেতে আইল।
দোঁহাকার রূপ হেরি মোহিত হইল॥
একটি পুরুষ আর একটি প্রকৃতি।
মদন-মোহন-রূপ দোঁহে দেবাকৃতি॥
মৃদুস্বরে মধুমাখা ধীরে ধীরে কয়।
কে তুমরা কৃপা করি দাও পরিচয়॥
মল্লভূম নামে দেশ তার অধিপতি।
গোপাল আমার নাম বিষ্ণুপুরে স্থিতি॥
শুনেছি ছত্রিনাপুরে চণ্ডীদাস নামে।
অপূর্ব্ব গায়ক এক আছেন তা শুনে॥
পাঠাইনু দূত আমি লঞা যেতে তাঁরে।
লাঞ্ছিত হইঞা দূত গিঞাছিলা ফিরে॥
তার প্রতিশোধ নিতে এসেছি সম্প্রতি।
কহ এবে কে তুমরা যুবক-যুবতী॥

রাজাদের অসংখ্য গেঠ্যা ছিল। ছাতনার রাজাদেরও ছিল। সব

২৯) কামানের প্রকৃত দেশী নাম গাঠিঞা বা গেঠ্যা। বিষ্ণুপুরের 'স্বদেশী'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংস্কৃত নাম 'নাল' আছে।

হাসিয়া যুবক কয় শুন মহারাজ।
গৃহত্যাগী জনের নামেতে কিবা কাজ ॥
চণ্ডীদাস গুরু আমি তাহারি কিঙ্কর।
গুরু-দত্ত নাম মোর হয় প্রিয়ঙ্কর ॥
যুবতী কহেন হাসি শুন নরপতি।
রামিনীর দাসী আমি নাম ছায়ামতী ॥
এই সহচর মোর আমি সহচরী।
একসঙ্গে থাকি মোরা একসঙ্গে ফিরি ॥
আনন্দে হরির নাম গাহিঞে বেড়াই।
যথায় আনন্দ পাই তথাকারে যাই ॥
রাজা কহে তুমরা যে পরিচয় দিলে।
শিখিয়াছ গীতিবাদ্য অবশ্য তাহলে ॥
প্রিয়ঙ্কর কহে জানি রাজা কহে শুনি।
গাহত একটি গীতি কৃষ্ণ-বিষয়িণী ॥
বাজাইয়া এসরাজ গায় প্রিয়ঙ্কর।
ছায়ামতী হাসি হাসি যোগাইছে স্বর ॥

* | * | *

গীতি।

তোমার মদন-মোহন, বাঁকা মদন-মোহন।
মধুপুর বরজিয়া ব্রজপুর আওল
কঁহাওল শ্রীনন্দনন্দন।
তোমার মদন-মোহন ॥
শৈশবে কোমল খিন কৈছনে কিসন গো
করিলেন পুতনা-নিধন।
লম্বিত করে দোহি নবনীত লুণ্ঠই
কম্পিত সভয় চরণ।
১৯৵] তোমার মদন-মোহন ॥
ঝুরত দিবা-যামিনী ব্রজকি কুল-কামিনী
লম্পট নিলজ শ্যাম পেখি।
তপন-তনয়া-তটে রহসি রহি নীরবে
গোপিনীর হরিলা পিন্ধন।
তোমার মদন-মোহন ॥
কুপিত অশনি-কর বরষে বাঁরি নির্ঝরে
গোকুলোপরে কেবল দিবা যামিনী ॥
ব্যাকুল গোপ আলোকি বাম করকি অঙ্গুলে
ধরতই গিরি গোবর্দ্ধন।
তোমার মদন-মোহন ॥
তৃষিতাহীর-সন্ততি গতাসু গরলাশনে
ভাসতহি কালিয়দহ নীরে।
তরঙ্গি কানাঞা তহি তুরিত মগন ভেল
করিল সে কালিয়-দমন।
তোমার মদন-মোহন ॥
নিধু মধুর কাননে বাজাঞে মধু বাঁশরী
জপত কানু বৃষভানুকি নন্দিনী।
তপন-তনয়াতীরে আওত নিত কিশোর
ভেটতঁহি রাধিকা-রমণ।
বাঁকা মদন-মোহন ॥
বিষম বিরহানলে বরজি ব্রজসুন্দরী
মধুপুরে উপনীত ভেল।
হনই কংসাসুরে বসঁহি রাজ-আসনে
ভেল কালা কুবুজা-রমণ।
তোমার মদন-মোহন ॥
স্নেহ কি মোহ বন্ধনে ভোগ কি যোগ আসনে
ভকতি বিনু কানু না রহে কৈসে।
শুনহু নরাধিপ অব বসুদেবকি নন্দন
কারো ধরা নহে কদাচন।
তোমার মদন-মোহন ॥[৩০]

* | * | *

গীত শুনি প্রীত রাজা কহে কর জুড়ি।
শুনাঞে সুধার গীতি মন নিলে কাড়ি ॥
কে তুমরা কি উদ্দেশ্যে হেথা আগমন।
কহ সত্য পারি যদি করিব পূরণ ॥

---

৩০) বহুকাল হইতে বিষ্ণুপুরে গীতবাদ্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর (১৬০০ খ্রি-অ) গীত বাঁধিতেন। ছাতনার রাজা দ্বিতীয় লছমীনারাণ ব্রজবুলিতে গীত বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কোন কোন গীত লোকমুখে প্রচারিত আছে। এই লছমীনারাণ, কৃষ্ণ-সেনের রাজা বলাইনারাণের পুত্র। তখন হিন্দী ভাষাও প্রচলিত ছিল। রাজা ও রাণীরা নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। পূর্ণীর গীতগুলির ভাব কবি কৃষ্ণ-সেনের।

হাসি প্রিয়ঙ্কর কহে শুন মহারাজ।
উদ্দেশ্য-বিহীন মোরা নাহি কোন কাজ॥
তুমার মঙ্গল হেতু আসিয়াছি হেথা।
চাহ যদি কহ তবে কহিব সে কথা॥
রাজা কহে দীন হীন যারা এ জগতে।
রাজার কল্যাণ তারা করিবা কি মতে॥
অবশ্য দিবার আছে হলে দেব দেবী।
কিবা দিবা হও যদি মানব মানবী॥
কে বট তুমরা আগে দেহ পরিচয়।
তার পর বিবেচনা করিব যা হয়॥
প্রিয়ঙ্কর কহে সে ত শুনেছ রাজন।
তা ছাড়া আমরা নহি অন্য কোন জন॥
রাজা কহে আমি রাজা এসেছি এখানে।
কত সেনা অস্ত্র লঞা দেখিছ নয়নে॥
কেমনে আমার দূতে কহ তুমি তবে।
একটি না কহ কথা পরাণ হারাবে॥
যদি হও মানব লইতে হবে শাস্তি।
দেবতা হইলে মোর কর যাহে স্বস্তি॥
প্রিয়ঙ্কর কহে তবে পরিহাস-ছলে।
দেবতার জন্ম কোথা বুঝি গাছে ফলে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ দেব কি দানব।
সবাই মানুষ রাজা সবাই মানব॥
রাজ-আভরণ ঠুলি যতক্ষণ রবে।
জগতের কিছুমাত্র দেখিতে না পাবে॥
কানে ঠুলি লও রাজা খুল চক্ষু দুটি।
সমুখে অক্ষয় সত্য উঠিবেক ফুটি॥
মিথ্যার বাজার ছাড়ি যাও রাজা বনে।
পূজ গিঞা মনে তব মদন-মোহনে॥
মিলিবে যে তাহে সুখ শান্তি গরীয়সী।
দেখিবে সে রাজ্য-সুখ চেঞে কত বেশী॥
২০/] রাজা কহে প্রিয়ঙ্কর বুঝিনু তাহলে।
তোমাদের পরিচয় গেল গোলমালে॥
বুঝি সব যা কহিলা শাস্ত্রের কথন।
কিন্তু কে খণ্ডিতে পারে কর্ম্ম-নিবন্ধন॥
নির্দ্দিষ্ট হঞাছে শাস্ত্রে যার যেই কর্ম্ম।
রীতিমত পালনো অবশ্য তার ধর্ম্ম॥
রাজা আমি রাজকাজ না করিলে কভু।
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবা কি বিভু॥
থাকুক এসব কথা বুঝিলাম আমি।
এ বয়সে নানা শাস্ত্র ঘাঁটিয়াছ তুমি॥
কহ দেখি তবে তুমি করিঞা গণনা।
যে কাজে এসেছি আমি পূর্ণ হবে কিনা॥
প্রিয়ঙ্কর কহে রাজা দেখিয়াছি গণে।
পূর্ণ হবে আশা কিন্তু না জিনিবা রণে॥
বড় বড় বীর তুমি জিনেছ সমরে।
কিন্তু আজ হবে বন্দী রমণীর করে॥
যে শতেক সেনা তুমি পাঠালে নৃমণি।
বহুক্ষণ বন্দীশালে লুটিছে ধরণী॥
শীঘ্র করি পাঠাও পুনশ্চ শত সেনা।
দেখা যাবে আজি রাজা তোর বীরপনা॥
ইচ্ছিলি শুনিতে গান তুই যার মুখে।
সেই রামী চণ্ডীদাস সাক্ষাৎ সম্মুখে॥
সামাল সামাল রাজা খুব সাবধান।
বলি রামী চণ্ডীদাস হইল অন্তর্দ্ধান॥
চমকি উঠিল শুনি বিন্ধ্যার নন্দন।[৩১]
কহিলা কে প্রিয়ঙ্কর তুমি সেই জন॥
শত সৈন্য বন্দী হইল রমণীর করে।
এস ফিরি সত্য করি বলে যাও মোরে॥
এটা কি সে কামরূপ কিম্বা ভোজপুরী।*
কি হয় কি যায় কিছু বুঝিতে না পারি॥
যাও আরো শত সৈন্য আন মোর পাশে।
ত্বরা করি বাঁধি এবে রামী চণ্ডীদাসে॥
ছুটিল শতেক সেনা ধর ধর রবে।
অধোমুখে মল্লরাজ বসিলা নীরবে॥

৩১) এখানে গোপালসিংহকে 'বিন্ধ্যার নন্দন' বলা হইয়াছে। সং বিন্ধ্য, ব্যাধ। গোপাল-মল্ল ব্যাধের সন্তান, এই অপবাদ ছিল। পুথীর শেষের দিকে আছে।

* কামরূপে মানুষ রূপান্তরিত হয়, ভোজপুরে দৃষ্টবস্তু অদৃশ্য হয়।

দেখিল যেতেছে তারা কিঞ্চিৎ অগ্রেতে।
ধরি ধরি করি সবে না পারে ধরিতে॥
দেখিতে দেখিতে কোথা মিলাঞিয়া গেল।
সম্মুখে আলোক-ছটা দেখিতে পাইল॥
বহুদূর আলোকিত হইয়াছে তায়।
সম্মুখে রমণী এক দেখিবারে পায়॥
ভীমা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দীঘল শরীর।
বিকট-দশনা শ্যামা নাভি সুগভীর॥
লক লক করে জিহ্বা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করি।
গ্রাসিতে আইসে যেন ব্রহ্ম-অণ্ড ধরি॥
এক হাতে তরুআল এক হাতে ঢাল।
মুহুর্মুহু গর্জ্জে বামা যেন মহাকাল॥
হুহুঙ্কার করি তবে কহিল কে যায়।
জান নাকি আমি শ্যামা আছি প্রহরায়॥
বল ত্বরা কে তোরা কে আইলি মরিতে।
বলি বামা অট্টহাসি লাগিল নাচিতে॥
তা দেখি শতেক সৈন্য যে যেখানে ছিল।
ছিন্ন-মূল তরুসম মূরছি পড়িল॥
২০৮] ভৈরব ভৈরব বলি হাঁক দিলা দেবী।
আইলা ভৈরব তথা উল্লাসে তাণ্ডবী॥
বিশ বিশ জনে ধরি আঁকাড়ি বাঁধিঞা।
রেখে আইল সেনা-দলে বন্দীশালে গিঞা॥
নীরবে বসিঞে হেথা ভাবে নরমণি।
শুনিতে পাইল দূরে সঙ্গীতের ধ্বনি॥

* | * | *

গীত।

সে দেশে জ্বালায়ে এদেশে আইলি
বধিতে রাধার প্রাণ॥
তোর কপট মধুর হাসি কপট মধুর বাঁশী
তোর কপট শিধুর মধুর মূরতি নিঠুর মধুর নাম॥
তোর কপট মধুর প্রীতি কপট মধুর রীতি
তোর কপট মধুর ময়ুর-চূড়ায় লিখিলি রাধার নাম॥
তোর কপট বরজ লীলা কপট বরজ খেলা
তুই কপটে ধরিলি রাধার চরণে কপটে যাচিলি মান॥
তুই কপটে চাঁদের অমিআ কপটে আনিঞা ছানিঞা
তুই কপটে রাধার কোমল পরাণে ছুটালি পীরিতি বান।
ধিক্ ধিক্ তোরে কানাইঞা তুই ধরম করম জানিঞা
কপট পীরিতে কেমনে হরিলি অবলার কুল মান॥
হেদেরে নিঠুর কালিঞা কেমনে আইলি চলিঞা
ফেলিঞা চাঁদের বিমল অমিঞা করিতে গরল পান॥
হায় বঁধু এ কি করিলি কুবুজার সনে মজিলি
ছি ছি কোন লাজে তুই করিলি রাধার পীরিতের অপমান॥

* | * | *

সঙ্গীত শুনিঞা রাজা মনে মনে ভাবে।
এ হেন মধুর কণ্ঠ নরে না সম্ভবে॥
যত রূপ তত গুণ দোঁহে অন্তর্যামী।
নিশ্চয় দেবতা হবে চণ্ডীদাস রামী॥
এইরূপ মনমাঝে করিলা চিন্তন।
স্বর লক্ষি ধীরে ধীরে করিলা গমন॥
বিল্বমূলে বসি দোঁহে কহে কত কথা।
দণ্ডবৎ করি রাজা দাণ্ডাইল তথা॥
আশীর্ব্বাদ দিঞা চণ্ডী কহিলা তখন।
ইচ্ছা যদি হয় রাজা করহ বন্ধন॥
রাজা কয় তুমাদের দেব আচরণে।
মনুষ্য হইঞা আমি বুঝিব কেমনে॥
পলাইলে শত্রু বলি হয় অপমান।
সম্মুখে আইলে হয় মিত্র-সম জ্ঞান॥
আমার যা মনোরথ হঞেছে পূরণ।
কহ প্রভু চণ্ডীদাস কি করি এখন॥
চণ্ডীদাস কহে তব দুষ্ট শত সেনা।
কিরূপে উদ্ধার পাবে কর বিবেচনা॥
রাজা কহে আমি যদি না জিনিব রণ।
কেমনে হইবা মুক্ত তবে সৈন্যগণ॥
চণ্ডী কহে ক্ষত্র তুমি মোর বাক্য শুনি।
যুদ্ধ ছাড়ি পলাবে কি বীর-চূড়ামণি॥
কি চিন্তা তুমার রাজা করিবারে রণ।
যাহার পশ্চাতে আছে মদন-মোহন॥

স্বয়ং এবার তুমি যুদ্ধে যাও রাজা।
ধাম্মিক সুজন তুমি ক্ষত্র মহাতেজা ॥
পরাস্ত হলেও তুমি পাবে বহু খ্যাতি।
২১/ ] পূর্ণ হবে মনস্কাম শুন নরপতি ॥
ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া নরবর।
চণ্ডীদাসে চাহি কিছু কহে অতঃপর ॥
কেমনে লভিলে তুমি কহ মতিমান।
এ অল্প বয়সে হেন [ বহু ? ] শাস্ত্রজ্ঞান ॥
এখনো না হও তুমি অষ্টাদশ পার।
কেমনে লভিলা জ্ঞান এ হেন অপার ॥
একি কথা কহ রাজা চণ্ডীদাস বলে।
আমার বয়স প্রায় তেত্রিশের কোলে ॥
যেইদিন মহামুদী ঘোর অত্যাচারী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি ॥
তার পূর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কিনা বল মোরে বালক বয়সে ॥
কহিতেন এই কথা প্রায় মোর পিতা।
যখনি উঠিত তার দৌরাত্ম্যের কথা ॥৩২

রাজা কহে যেই জন তপঃসিদ্ধ হয়।
তাহার বয়স কভু না হয় নির্ণয় ॥
কিন্তু দেব দয়া করি কহ সত্য বাণী।
কে হয় সে আপনার রামী রজকিনী ॥
হাসিঞা কহিল চণ্ডী কি কব রাজন।
কারণ ব্যতীত কার্য্য নহে কদাচন ॥
একই সম্বন্ধ মোর রামিনী সহিতে।
যে সম্বন্ধ হয় তার জগতের সাঁথে ॥
অই দেখ মল্লরাজ কোথায় সে রামী।
কোথা হতে আইল এই হেরম্ব-জননী ॥
সাজ রাজা রণক্ষেত্রে চতুরঙ্গ দলে।
দেখা হবে এইবার সেই রণস্থলে ॥
এত বলি দ্রুতপদে চলি গেলা দোঁহে।
ভাসিতে লাগিল রাজা অপার সন্দেহে ॥
দূর হতে চণ্ডীদাস কহিলা রাজন।
করহ সংগ্রাম-স্থলে তুরিত গমন ॥
মহাবীর পরাক্রম ক্ষত্ররাজ তুমি।
বিনা যুদ্ধে বাহুড়িলে হবে অধোগামী ॥

৩২) এখানে দিল্লীর ও গৌড়ের ইতবৃত্ত স্মরণ করিতে হইবে। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক দিল্লীর বাদশাহ হন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র জুনা-খা হস্তী-চালনা দ্বারা এক মণ্ডপ ধরাশায়ী করিয়া পিতাকে হত্যা করেন, এবং মুহম্মদ নাম লইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই পিতৃহন্তা অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন. ২৬ বৎসর ভারতকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। আরবী সন ও মাসে ৭২৫ হিজরার রবি-অল-আওল মাসে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক অপহৃত হন। ইংরেজী সালে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ফেবরুআরি হইতে ১৭ই মার্চের মধ্যে। সে বৎসর শক ১২৪৬। ২৪শে ফেবরুআরিতে মধু বা চৈত্র মাস পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাসের জন্মশক ও মাস জানা গেল।

মল্লরাজদূতের বচন দেখা যাউক। জুনা-খা-এর অন্তে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ দিল্লীর সুলতান হন। ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে সমসুদ্দিন-ইলিয়াস-শাহ গৌড়ের বাদশাহ হন। ইনি ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পাণ্ডুআ নগরে রাজধানী করেন। মালদহ হইতে ছয় ক্রোশ ঈশান কোণে পাণ্ডুআ নগর। এখানে শত বৎসর পাঠান সুলতানদিগের রাজধানী ছিল। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ গৌড় আক্রমণ করেন কিন্তু জয়ী হইতে পারেন নাই। ৭৫৮ হিজরার জুলহিজ্জা মাসে শমসুদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র সিকন্দর-শাহ বাদশাহ হন। ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে। তখন ১২৭৯ শকের অগ্রহায়ণ মাস। পুথীতে আছে, সে বৎসর ভাদ্র মাসে শমসুদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে। এই কয়েক মাসের অনৈক্য কাজের নয়। হয়ত ভাদ্র মাসে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল, অথবা বিষ্ণুপুরে তাহার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। এই বৎসর আশ্বিন মাসে মল্লেশ্বর ছাতনা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১২৭৯ শকের আশ্বিন মাসে তাহার বয়স ৩২ বৎসর ৬ মাস হইয়াছিল, তেত্রিশ পূর্ণ হয় নাই।

পুথীতে আর এক কথা আছে। ফিরোজ শাহ মল্লরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেটি শমসুদ্দিনের মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ বঙ্গদেশে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সে সময়ে মল্লভূমেও আসিয়া থাকিতে পারেন। গৌড়ের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই। উদয়সেন মল্লরাজ-'পেতা' দেখিয়াছিলেন। পুথীতে পরে সে কথা আছে। অতএব ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৭৫।১২৭৬ শকে মল্লভূমি-আক্রমণ সহসা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভারতের ইতিহাসে আছে ১২৮২ শকে, ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ পাণ্ডুআ দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিয়া সিকন্দর-শাহের সহিত সন্ধি করেন। সে বৎসর ফিরোজ-শাহ ওড়িশ্যা জয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে মল্লভূম আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারেন। এটিও সত্য মনে হয়। কারণ পদ্মলোচন শর্ম্মা "বাসলী মাহাত্ম্যে" লিখিয়াছেন, ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর ম্লেচ্ছ-ভূপতির হস্তে পাশ-বদ্ধ হইয়াছিলেন। বাসলীর কৃপায় রাজা পাশ-মুক্ত হন। শত বৎসর পূর্বে ছাতনা-বাসী রাধানাথ-দাস লিখিয়াছিলেন, এক ম্লেচ্ছভূপতি রাজাকে মেদিনীপুরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ফিরোজ-শাহ প্রত্যাগমন পথে বীরভূমের রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা সন্ধি করেন। (শ্রীযুক্ত

করজোড় করি রাজা কহিলা তখন।
সঙ্গে মোর এস প্রভু মদন-মোহন ॥
ভোজ-রাজ পুরী এই ছত্রিনা নগর।
কি জানি কি হতে হয় সমর ভিতর ॥
হইল আকাশবাণী শুনরে গোপাল।
যে হিংসিবে তোরে আমি তার মহাকাল ॥
সকলি আমার হাতে রাখিয়াছি পুরি।
কে কারে রাখিতে পারে আমি যদি মারি ॥
তোমার বিপদ যদি ঘটে রণস্থলে।
পলকে প্রলয় আমি ঘটাব তাহলে।
আবার কে কহে উচ্চে পূরব আকাশে।
পলাও গোপাল-সিংহ আপনার দেশে ॥
এস না সংগ্রামে অই চাটুবাক্যে ভুলি।
ছত্রিনা-নগর রক্ষে প্রচণ্ডা বাসলী ॥
তাহারে জিনিবে রণে হেন সাধ্য কার।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর পূজা করে যার ॥
আমি যদি রণে তোর বধিরে জীবন।
কি করিতে পারে তোর মদন-মোহন ॥
রাজা কহে কে তুমি কি বলিছ আমারে।
প্রাণ-ভয়ে রণ ত্যজি পলাইব ঘরে ॥
যে হও সে হও রণে দেখাইব আজ।
ক্ষত্রিয়ের পুত্র আমি এই মল্লরাজ ॥
তুমিই ত ছিলে মাগো রাবণের ঘরে।
কেন সে মরিলা তবে শ্রীরামের শরে ॥
গো-সিংহ যে ছিলা তোর প্রাণের দোসর।
কেন তবে পার্থ-করে গেল যমঘর ॥৩৩

চলিনু এবার আমি রণযাত্রা করি।
তুমিও আইস মাগো নিজ রূপ ধরি ॥
এই কহি আগে রাজা সৈন্য পিছে চলে।
কেহ গজে কেহ অশ্বে কেহ চতুর্দ্দোলে।
উঠিল চৌদিকে ঘন [ ] ধ্বনি।
গর্জ্জিল কামান শত কাঁপায়ে মেদিনী ॥
ভাঙ্গিল সবার ঘুম দুম-দুম নাদে।
কেহ দেখে দ্বার খুলি কেহ উঠি ছাদে ॥
ক্ষণে দ্বার রুদ্ধ করি ছাদ হতে নামি।
পশে গিঞা পুর-মধ্যে যুদ্ধ-যাত্রা জানি ॥
কতক্ষণ পরে রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
সমুখে আলোক-ছটা পাইল দেখিতে ॥
রবির সমান তার নি ·· ·· ·· ।*
২১৮ | পাশে তার রহে খাড়া একটি যুবতী ॥
ভুবন-মোহিনী রূপে তুলা নাহি তার।
নীল বাসে আঁটা কটি গলে চন্দ্রহার ॥

---

নলিনীকান্ত-ভট্টশালী কৃত Coins and Chronology of the early independent Sultans of Bengal পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

৩৩) গো-সিংহ নামে দুর্দ্দান্ত অসুর পার্ব্বতীর আশ্রিত ছিল, কিন্তু অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে শমীবৃক্ষতলে অর্জুন বিরাট-রাজপুত্র উত্তরের জিজ্ঞাসায় তাহার দশ নামের উৎপত্তি বলিয়াছিলেন। বিজয় এক নাম। সংস্কৃত মহাভারতে কিম্বা কাশীদাসী মহাভারতে সে উৎপত্তি বর্ণিত নাই। ওড়িয়া কবি সারলা দাস ওড়িয়া মহাভারতে গো-সিংহের যুদ্ধ লিখিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। তথাকার সন ১২৬০ সালে লিখিত পুথী হইতে যুদ্ধ বৃত্তান্ত সংক্ষেপ করিতেছি। "কৃষ্ণ যত যাদব যাদবী লইয়া রৈবতক পর্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর যত রাজা নিমন্ত্রণ পাইলেন। সাত্যকি দেবলোকে যাইয়া দেবগণসহ ইন্দ্রকে নিমন্ত্রণ দিলেন। ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন, তিনি দেবগণ সহ যজ্ঞ-স্থলে গেলে প্রবল-প্রতাপ গো-সিংহ সুরপুর লণ্ডভণ্ড করিবে। সুর-গুরু বৃহস্পতির বুদ্ধিতে সাত্যকি বিপদে পড়িয়া গো-সিংহকেও নিমন্ত্রণ দিলেন। মানুষ-ভক্ষণের লোভে অসুর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল, কৃষ্ণ চিন্তায় আকুল। গো-সিংহ তিন লক্ষ রাজাকে গিলিয়া ফেলিল, ছাপান্ন কোটি যদু-বংশকে সমুদ্রে ডুবাইল, কৃষ্ণ বলরামকে যজ্ঞে পুড়াইয়া দিল। রৈবতক পর্বতে একটি মানুষ রহিল না। গো-সিংহ রূপবতী সত্যভামাকে রথে লইয়া স্বরাজ্যে যাত্রা করিল, সত্যভামা করুণস্বরে অর্জুনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন প্রভাসতীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন। অর্জুন জানিতে পারিয়া পাশ-ভেদী বাণ দ্বারা গো সিংহের রথ আটকাইলেন। দুই জনের ভীষণ সংগ্রাম হইল। তেত্রিশ কোটি দেবতা থর্-থর কাঁপেন, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী টল্-মল করেন, সপ্ত সাগরের জল উথলিয়া পড়ে। অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রও নিষ্ফল হইল, অসুরের কাটা মুণ্ড জোড় লাগিতে লাগিল। অর্জুন শূন্য-বাণী শুনিলেন, গো-সিংহ পার্ব্বতীর বরপুত্র, তাহার মৃত্যু-শর পার্ব্বতীর উদরে আছে। অর্জুন মন ভেদী বাণ দ্বারা ত্রিলোচনের চরণে নিবেদন করিলেন। শিবের স্তবে তুষ্ট হইয়া পার্বতী মৃত্যু-শরটি দিলেন, মন-ভেদী অর্জুনের হাতে আনিয়া দিল। গো-সিংহ রাজাদিকে উদর হইতে বাহির করিল, যদু-বংশকে সমুদ্র হইতে তুলিল, কৃষ্ণ বলরামকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিল। পরে অর্জুনের হস্তে তাহার নিপাত হইল। সত্যভামা অর্জুনের নাম বিজয় রাখিলেন। "অর্জুনের বিজয় নাম এত দূরে যায়। সারদা সেবিয়া সে সারল কবি গায় ॥" সারল-দাস পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দশতকে ছিলেন। তৎ-কৃত মহাভারত মধ্যপর্বে উপাখ্যানটি আছে, কিন্তু তাহার সহিত বঙ্গানুবাদের অবিকল ঐক্য নাই।

* পাতাখানির দক্ষিণ ধার স্থানে স্থানে ছিন্ন।

নাসায় বেসর ঝুলে কর্ণেতে কুণ্ডল।
কেয়ূর কঙ্কণ করে করে ঝলমল ॥
নড়িতে চড়িতে বাজে কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে সঘনে হয় নূপুরের ধ্বনি ॥
পৃষ্ঠে দুলে কেশ-পাশ যেন ঘন-ঘটা।
মাথায় মুকুট শোভে বিদ্যুতের ছটা ॥
দক্ষিণ করেতে ধরা খরতর অসি।
অগ্নি-ভরা আঁখি মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥
কহে রাজা করপুটে করিঞা প্রণাম।
কি রক্ষিছ হেথা মাগো ত্যজি বিশ্বধাম ॥
বিশ্বের জননী তুমি একি তব রীতি।
নয় কি গোপাল-সিংহ তুমার সন্ততি ॥
এক পুত্র হামীরের করিতে কল্যাণ।
আর পুত্র গোপালেরে দিবি বলিদান ॥
আকাশের চাঁদ পাড়ি দিবি এক পুতে।
আর সুতে দিবি বিষ মাখি দুধে ভাতে ॥
ক্ষত্র আমি বিনা যুদ্ধে কেমনে মা ফিরি।
ক্ষত্রিয়ের রীতি এই মারি কিম্বা মরি ॥
মা হঞে সন্তানে বধ অতি বড় সোজা।
কিন্তু বহা কঠিন সে কলঙ্কের বোঝা ॥
এই দণ্ডে ত্যজ মোর বন্দী সেনা-দলে।
ছাড় পথ যাই আমি সংগ্রামের স্থলে ॥
দেবী কহে জানি আমি শক্তির যে লীলা।
ভূতনাথ পতি তার ভূত সঙ্গে খেলা ॥
তেঞি তুমি নিজ রাজ্যে করিলে ঘোষণ।
কেহ যেন নাহি করে শক্তির পূজন ॥
মাতালের মাতা তিনি ডাকুর পূজিতা*।
মদিরা মহিষ ছাগ রক্তে হরষিতা ॥
নর-রক্ত হলে হয় আরো প্রীতি তার।
হেন রাক্ষসীর পূজা না করিহ আর ॥
এত শক্তি যদি তোর জন্মিয়াছে মনে।
আমারে আরতি তুই করিস কেমনে ॥

ক্ষত্র হয়ে মিথ্যা কথা ধিক্ দুরাশয়।
শক্র হঞে পুত্র বলি দিস পরিচয় ॥
বিধিমতে সাজা তার আজি তুমি পাবে।
ধর অস্ত্র কর রণ স্মরি ইষ্টদেবে ॥
রাজা কহে কি যে বল মৃত্যু যার সখা।
যার সনে রণে বনে নিত্য হয় দেখা ॥
তার নাম করি মোরে কি দেখাও ভয়।
বার বার কত মাগো দিব পরিচয় ॥
মোরে কহ মিথ্যাবাদী বুঝিনু ভবানী।
সঙ্গদোষে সব গুণ হারাঞেছ তুমি ॥
পরম বৈষ্ণবী তুই তেঁই এক কালে।
ছিল চেষ্টা যাহে তোরে না পূজে মাতালে ॥
না পূজে দস্যুর দল ছাগ মেষ দিয়া।
নর-রক্তে না পূজে সে নর কপালিয়া* ॥
উল্টা বুঝি এলি তুই মল্লরাজ্য লাগি।
ধর্ম্ম করি হইনু আমি অধর্ম্মের ভাগী ॥
ক্ষত্র রয় পড়ি যদি মৃত্যুশয্যাপরে।
তার স্থানে রণ বাঞ্ছা যদি কেহ করে ॥
বিকার কাটিয়া সেই উঠে সেইক্ষণে।
২২/] আমি তবে বিমুখিব তোরে বা কেমনে ॥
মরণ নিশ্চিত মোর তোর করে জানি।
তথাপি সতর্ক হও তুমি কাত্যায়নী ॥
যন্ত্রণার সীমা আছে আমার মরণে।
তোর কিন্তু নাহি সেই মৃত্যুহীন প্রাণে ॥
তেই বলি সাবধানে কর শ্যামা রণ।
সংগ্রামে নামিল ক্ষত্র করি প্রাণপণ ॥
অসিতে অসিতে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
স্বর্গে কাঁপে দেবগণ মর্ত্তে কাঁপে নর ॥
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ছাড়ে দুই জন।
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জে ঘনে ঘন ॥
সামাল সামাল রাজা হাঁকে কাত্যায়নী।
রাজা কহে আপনারে সামাল কল্যাণী ॥

* ডাকু, ডাকাইৎ। ওড়িয়াতে ডাকু।

* কপালিয়া, কাপালিক।

হাঁক দিয়া হৈমবতী কহে অট্টহাসি।
মাথার মুকুট রাজা পড়িল যে খসি॥
রাজা কহে বাতাঘাতে পড়িল তা জানি।
কিন্তু যে ছিঁড়িল তোর কটির কিঙ্কিণী॥
এই মতে দুই জনে হয় ঘোর রণ।
বিষ্ণুপুরে জানিলা তা মদন-মোহন॥
ভৈরব ভৈরব বলি হাঁকে হরপ্রিয়া।
গর্জ্জিঞা ভৈরব তথা উত্তরিল গিঞা॥
আঁকড়ে বাঁধিঞা ভূপে তুলি শূন্য ভাগে।
লঞা যায় বন্দীশালে পবনের বেগে॥
কৃতাঞ্জলি-পুটে রাজা কহিলা তখন।
রক্ষা কর আসি মোরে মদন-মোহন॥
ভয় নাই ভয় নাই বলিতে বলিতে।
মদন-মোহন আসে গদা-চক্র হাতে॥
শিরপরে কাঁপে ঘন শিখি-পুচ্ছ-চূড়া।
বনমালা সুশোভন গলে গুঞ্জ-বেড়া॥
পীতাম্বর আঁটা কটি কমল-লোচন।
ভক্ত-মনোহর শ্যাম মদন-মোহন॥
মুখে সদা হারেরেরে হারেরেরে রব।
মাভৈঃ মাভৈঃ হাঁকে ভৈরবী ভৈরব॥
শ্যাম শ্যামা দোঁহে যবে হইল দেখাদেখি।
কি অপূর্ব্ব ভাবে তারা অশ্রুপূর্ণ আঁখি॥
কিন্তু ক্ষণে ঘনশ্যাম মুছিঞা নয়ন।
বাসলীরে কহে কিছু কর্কশ বচন॥
তমোগুণে পূর্ণ তুমি হঞা হৈমবতী।
একেবারে খোয়াঞিবি বিষ্ণুর শকতি॥
জানি তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু জ্ঞান নাঞি।
অসুর-দলনে তোরে জন্ম দিনু তাঞি॥
মোর রণে তোর আজি দর্প হবে চুর।
দেবী কয় এস মোর মাথার ঠাকুর॥
সত্য তুমি ধর্ম্মময় কিন্তু কোন কাজে।
কিঞ্চিদপি ধর্ম্ম তব নাহি পাই খুজে॥
মাতৃ-বক্ষ হতে ছিনি পুত্রে কর নাশ।
এ কেমন ধর্ম্ম তব কহ শ্রীনিবাস॥
লঙ্কার রাবণ হয় তাহার প্রমাণ।
আমি মাতা তুমি ঘাতা রঘুবর রাম॥
চোরাঘাতে বধি তুমি বালীর জীবন।
কেমনে করিলা প্রভু ধর্ম্মের রক্ষণ॥
পতিব্রতা তুলসীর সতীত্ব হরণ।
কোন ধর্ম্মমতে কর কহ নারায়ণ॥
২২৮/] চন্দ্রচূড় সহ রণে জীবন হারায়।
তোমার পরম ভক্ত শঙ্খচূড় তায়॥৩৪
মনে আছে ভুলি নাঞি তুমি ভিক্ষা ছলে।
দান-বীর বলি রাজে দিলে রসাতলে॥
এইরূপ সর্ব্বনাশ যার যথা হয়।
সকলের কর্ত্তা তুমি জানি গুণময়॥
প্রভু কন মর্ম্ম কথা রাখিয়া গোপনে।
বাহিরে আমার নিন্দা করিস কেমনে॥
জীব-নাশে মহাপাপ সর্ব্বলোকে কয়।
একমাত্র তোর মতে ঘটায় সংশয়॥
তেঁই তোর নিত্য পূজা হয় তোর মতে।
ছাগ মেস মহিষ গণ্ডার নরঘাতে॥
দুই সিংহ কখনও না রহে এক বনে।
হবে তার প্রতিকার আজিকার রণে॥
ধারিলাম এই আমি চক্র সুদর্শন।
খড়্গ ধরি হৈমবতী অট্টহাসি কন॥
যাক সৃষ্টি ডুবি তবে প্রলয়ের জলে।
পড়ুক খসিঞা চন্দ্র সূর্য্য এক কালে॥
ডুবে যাক তমোগর্ভে নিখিল ভুবন।
পূর্ণ হোক তব ইচ্ছা শ্রীমধুসূদন॥
বলি খড়্গ যেমন ক্ষেপিবে কাত্যায়নী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে এল ছুটি চণ্ডীদাস রামী॥
করে করে দুই জনে করিয়া ধারণ।
বারংবার কহে কর ক্রোধ সম্বরণ॥
ক্ষান্ত হও রাধাকান্ত ধরি শ্রীচরণে।
দানব-দলনী শ্যামা ক্ষমা দে মা রণে॥

৩৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উপাখ্যানগুলি দ্রষ্টব্য।

এত কহি করপুটে করে বহু স্তব।
নীরবেতে রয় শ্যামা শ্রীরাধা-বল্লভ ॥
স্তবে তুষ্ট হঞা তবে করি স্থির মতি।
সম্বরিলা দোঁহে এবে দোঁহার মূরতি ॥
শ্যামা গেল রামী-হৃদি বারাণসীধামে।
শ্রীকান্ত পশিলা চণ্ডী-হৃদি বৃন্দাবনে ॥
অতঃপর আনি সেথা হামীর-উত্তরে।
সমর্পিলা চণ্ডীদাস মল্লরাজ-করে ॥
মহানন্দে কোলাকুলি করে দুই জন।
বহুমতে পরস্পর কৈল সম্ভাষণ ॥
চণ্ডী কহে আজি হতে হামীর-উত্তর।
তোমার হে মল্লরাজ হইল দোসর ॥
কহিলা গোপাল-সিংহ আমার এখন।
হইল লক্ষণ ভাই হামীর রঞ্জন ॥
সমভাগী হইনু তার বিপদে সম্পদে।
এই কথা বারম্বার নিবেদিনু পদে ॥
হামীর-উত্তর কহে হে মল্ল-রাজন।
মম রাজ্য তব পদে কইনু সমর্পণ ॥
আজ্ঞাকারী হঞা তব রব আজীবন।
কি আছে কি দিঞা পূজি তোমার চরণ ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন শুন নরমণি।
বারবার অঙ্গীকার করিতেছি আমি ॥
রাস দোল পূর্ণিমার নিশি প্রতি সন।
আমি রামী বিষ্ণুপুরে করিব গমন ॥
প্রভাত না হতে নিশি যাহ ত্বরা করি।
সৈন্যগণে লঞা রাজা নিজরাজ্যে ফিরি ॥
লোকে জানাজানি যেন না হয় সম্প্রতি।
পহুঁছিবে রাজ্যে রাজা থাকে যেন রাতি ॥
এত শুনি মল্লরাজ চলিলা তখন।
নিজ রাজ্য অভিমুখে লঞা সৈন্যগণ ॥
এইরূপে টুটিল সবার গণ্ডগোল।
বল সবে একবার হরি হরি বোল ॥
রাসমণি চণ্ডীদাস হইয়া সম্প্রীত।
মনের আনন্দে তবে ধরিলা সঙ্গীত ॥

২৩/] সঙ্গীত। চণ্ডীদাস।

প্রভাত হইল গভীর রাতি অই উষা জাগে ধীরে।
আর কেন রবে আঁধার প্রবাসে এস প্রিয়তম ফিরে ॥
আঁখি হতে যদি গেছে ঘুম ঘোর
রাখিব না বাঁধি করিব না জোর
প্রেমরণে আজি পরাজয় মোর মাগি লব নতশিরে ॥
রচেছি মিলন-বাসর তুমার সৃজন প্রলয় যেথা একাকার
মায়াময় ভব-পারাবার পার এ মম বক্ষ নীড়ে ॥

সঙ্গীত। রাসমণি।

রে মেরি চিত-চোর।
নিঠুর নাগর দেহত ফিরায়ে প্রাণ।
কহা নাহি যায়রে দেয়ল কত দুখ
কটু কহল কত আন ॥
অবহু পড়ে মনে সুন্দর সেঁইঞা* তুহুঁ
ভাসল কত ঘন রোদইরে।
সোহি চাঁদনি তলে কাল আঁখিয়া জলে
ভাসল কত স্নেহ চুম্বইরে ॥
হওল গত সব তুহুঁ রহল নারে
হাম রহল আজু দূরে।
মাব রহল বঁধু মিলন-স্মৃতি-মধু
ডুবল প্রেম-ডুবি চিরতরে ॥
মিলন মেলাপর যাবত না জাঙা [ ]
করনু তুঁহারি ধ্যান।
তুহুঁ ত দিনমণি হাম কমলিনী
দোঁহারি এক অবসান ॥

* | * | *

হেন মতে কিছুদিন চণ্ডী রাসমণি।
সাধন প্রসঙ্গে রহে দিবস রজনী ॥
যদিও সমাজ তাহে নাহি ভাবে আন।
তত্রাপি নকুল সবে ভালই বুঝান ॥

* সেঁইঞা, সইঞা, স° স্বামী হইতে অর্থ বঁধু।

নকুল চণ্ডীর হয় সমাজ-সুহৃৎ ।
মহামানী বিচক্ষণ বহুশাস্ত্রবিৎ ॥
নর মধ্যে চণ্ডীর কর্ম্মের কিবা ফল ।
আদৌ তা বুঝিতেন তিনিই কেবল ॥
হেথায় রোহিণী নিশি জাগে অভিসারে ।
প্রায় উঠি যায় কোথা কেহ না ঠাউরে ॥
একদিন বুঝিতে পারিল দয়ানন্দ ।
কোথা যায় বলি তার মনে হইল সন্ধ ॥
কিছু না বলিয়া কভু তাহার পশ্চাতে ।
চলিলেন দয়ানন্দ সবার অজ্ঞাতে ॥
আজি তোরে না বধিয়া না ফিরিব ঘর ।
এই কথা রোহিণী কহিলা অতঃপর ॥
ভাবে তবে দয়ানন্দ এই কথা শুনি ।
কি হেতু কাহারে বধ করিবে রোহিণী ॥
মাঝে মাঝে ফেও ফেও ডাকে ফেরুপাল ।
হুক্কা রবে কুকুর ফিরয়ে পালে পাল ॥
নির্ভয়ে এলায়ে কেশ চলিছে রোহিণী ।
গজেন্দ্র-গমনে যথা নগেন্দ্র-নন্দিনী ॥
বরাবর যায় চলি পবন-গমনে ।
কত বড় বড় ঘর রাখিঞা দক্ষিণে ॥
উপনীত হইল শেষ রাজ-দরবারে ।
দেখা সেখা করি দেখে ভিতর বাহিরে ॥
তথা হতে গেল চলি বাগানবাড়ীতে ।
উঁকি-ঝুঁকি মারি তবে পাইল দেখিতে ॥
ধ্যানমগ্ন বসে রাজা উত্তর-হামীর ।
এক তীক্ষ্ণ খড়্গ রামা করিল বাহির ॥
যেমন করিবে রাজ-অঙ্গে খড়্গাঘাত ।
দয়ানন্দ ছুটি গিঞা ধরে দুটি হাত ॥
কর কি রোহিণী বলি মুখপানে চায় ।
চমকি রোহিণী তবে সরিঞা দাঁড়ায় ॥
তখন সে দয়ানন্দে কিছু না বলিয়া ।
তথা হতে দ্রুতবেগে আইলা চলিয়া ॥
২৩০/] কিছু দূর আসি কহে পিতৃ-হন্তা জনে ।
অবশ্য কর্ত্তব্য মোর বধিতে পরাণে ॥
কেন ধর্ম্ম নষ্ট মোর করিলে স্বামিন্ ।
যাক আজ কিন্তু তারে বাঁচাবে কদিন ॥
দয়ানন্দ কহে তুমি কুলবতী নারী ।
কেমনে ধরিবে প্রাণ নর-হত্যা করি ॥
রোহিণী রুষিয়া কহে চাহি প্রতিশোধ ।
তাহে দুর্ব্বলতা মাত্র পাপ-পুণ্য-বোধ ॥
যদ্যপি বধিতে আমি না পারি তাহারে ।
রাজধর্ম্ম ক্ষমিবে না জন্ম-জন্মান্তরে ॥
এক পক্ষে হঞি আমি অতিবলহীন ।
আর পক্ষে হই কিন্তু কুলিশ-কঠিন ॥
রাজার নন্দিনী আমি কহি তব আগে ।
তেঁই মম প্রতিহিংসা সদা মনে জাগে ॥
যেরূপে জনকে মোর কাটিলা হামীর ।
সেই মত কাটিয়া পাড়িব তার শির ॥
বক্ষে ধরি তার পর চরণ তুমার ।
সংসার করিব এই প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দয়ানন্দ বলে ওহো কি বলিস ক্ষেপী ।
রাজারে নাশিলে দেশ উঠিবে যে ক্ষেপি ॥
রোহিণী কহিলা শুন হৃদয়-দেবতা ।
স্বর্গে থাকি কি আদেশ করিছেন পিতা ॥
যাই যাই থাক বাবা সুখে স্বর্গপুরে ।
আজ কিম্বা কাল আমি বধিব হামীরে ॥
এত বলি রোহিণী হইলা অন্তর্দ্ধান ।
বসি পড়ে দয়ানন্দ হঞে হতজ্ঞান ॥
কিছু ক্ষণ পরে উঠি চলে ধীরে ধীরে ।
উপনীত হইল গিঞা শয়ন-মন্দিরে ॥
হেথা প্রভু চণ্ডীদাস বসিঞা ধ্যানেতে ।
সকল বৃত্তান্ত তিনি পারিলা জানিতে ॥
ধ্যান-ভঙ্গে উঠি তবে চলিলা সত্বর ।
রাজ-অন্তঃপুরে যথা হামীর-উত্তর ॥
ধীরে ধীরে চক্ষু মেলি দেখে নৃপমণি ।
সমুখেতে চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি ॥
দণ্ডবত্ নমি রাজা কহিলা তখন ।
হেনকালে কেন প্রভু হেথা আগমন ॥

উত্তরিলা চণ্ডীদাস কি কহিব আর।
বড়ই বিপদ রাজা সমুখে তুমার॥
নিশি-যোগে আসে যায় নারী একজন।
চোরাঘাতে তুমার সে বধিতে জীবন॥
নারী বলি কভু তারে না ভাবিহ হীন।
গুপ্ত ভাবে অন্তঃপুরে থাক কিছু দিন॥
বিস্মৃত না হও রাজা খুব সাবধান।
এত বলি চণ্ডীদাস হইলা অন্তর্দ্ধান॥
ভাবিতে লাগিল তবে হামীর রাজন।
কি হেতু নাশিবে মোরে কেবা সেই জন॥
নিত্য কর্ম্ম হয় যার পর-উপকার।
তাহার মরণে বাঞ্ছা হয় তবে কার॥
প্রাণ-ভয়ে থাকি যদি অন্দর-মহলে।
বাঁচিয়াও মরা আমি হব যে তা হলে॥
কিন্তু যদি হেনমতে ঘটে তিরোভাব।
মরিয়াও অমরত্ব হবে মোর লাভ॥
নিত্য আমি রব হেথা ধ্যানেতে মগন।
যায় যাবে যাক তাহে আমার জীবন॥
এত ভাবি নর-রায় বসি সেই স্থানে।
নিত্য কর্ম্ম করে নিত্য নির্ব্বিকার মনে॥
একদিন ধ্যান-মগ্ন আছে নরমণি।
ধীরে ধীরে গিঞা তথা পশিলা রোহিণী॥
যেমন মারিবে খড়্গ নৃপতির মাথে।
২৪ /] কে দুটি ধরিল হাত পশ্চাৎ হইতে॥
চেয়ে দেখে চণ্ডীদাস আছে ধরি হাত।
রোহিণীর শিরে যেন হইল বজ্রাঘাত॥
চণ্ডীদাস কহে রুষি আরে হতভাগী।
রাজ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবি কি লাগি॥
কুলের কামিনী তুই এমন রাক্ষসী।
এই দোষে হস্ত তোর পড়িবে যে খসি॥
কোন্ দোষে কহ তবে কহিলা রোহিণী।
ভবানীরে কইল বধ এই নৃপমণি॥
বেশ ত আছেন তিনি সিংহাসনে বসি।
কই তার হাত দুটি পড়ে না ত খসি॥

জনকে যেদিন রাজা করিল নিধন।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
বয়েস পর্য্যন্ত যার না দেখিলা মুখ।
ভাশুর শ্বশুর পর সবার সমুখ॥
হেন মাতা কইলা যবে চিতা-আরোহণ।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
রাজ-কন্যা হঞে আমি দাসী-বৃত্তি করি।
কত লাথী খেঞেছিনু রাজ-পদে ধরি॥
হত বা না হত কভু উদর-পূরণ।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কি ছিল না সেকালে।
কি আছে রাজার ধর্ম্ম কর্ত্তব্য লঙ্ঘিলে॥
রাজ-কন্যা আমি এই রাজ্য-অধিকারী।
হামীরে নাশিব কিম্বা দিব দূর করি॥
পিতৃ-সিংহাসনে মোর বসিব এখন।
ইথে কি অধর্ম্ম তুমি দেখিছ ব্রাহ্মণ॥
হামীর-উত্তর কহে করি যোড়পাণি।
ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা তুমিই রোহিণী॥
এস মাগো রাজলক্ষ্মী বস সিংহাসনে।
তোরে রাজা করি আমি যাইব যে বনে॥
ধর মা মুকুট পর মস্তকে তুমার।
রাজ-রাজেশ্বরী তুমি লহ রাজ্যভার॥
দিব্য করি বলি কিন্তু শুনে থাক কানে।
তোর পিতৃহত্যা এই হামীর না জানে॥
চমকি উঠিঞা তবে কহিলা রোহিণী।
মোর পিতৃ-হত্যা তুমি জান না নৃমণি॥
কে দিলা তোমায় তবে এই রাজ্য-ভার।
কে করিল হত্যা কহ পিতারে আমার॥
রাজা কহে পিতা তব ভবানী-ঝোর‍্যাত।
সামন্ত রাজার বংশ করিঞা নিপাত॥
বসিয়াছিলেন এই সিংহাসনোপরি।
দুরন্ত সামন্ত জাতি দিলা দূর করি॥

লোকমুখে শুনি মা গো কিছু দিন পরে।
বৈশাখের অগস্ত্যোৎ[৩৫] এ রাজ-দরবারে॥
ছদ্ম-বেশে আসিঞা সামন্ত বার জন।
কৌশলে করিলা তোর পিতার নিধন।
এ রাজ্যের হঞা তারা সম-অধিকারী।
মাসে মাসে হয় রাজা এক জন করি॥
তাহাতে না হয় দেখি রাজ্যের সুসার।
মোরে কন্যা দিঞা এক দিলা রাজ্যভার॥
জাতে ছত্রী হই আমি ছিলাম পশ্চিমে।
মাতুল-আশ্রমে মোর বারাণসী ধামে॥
চণ্ডীদাস প্রভুর সে পরশি চরণ।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু এই সত্য বিবরণ॥
কর মা বিচার তুই নিজ স্বার্থ ছাড়ি।
কে কাহার রাজ্য তবে লঞেছিল কাড়ি॥
শুনিঞা রোহিণী তবে হাস্য করি বলে।
রাজ্য কাড়াকাড়ি লঞে বিচার না চলে॥
কাড়াকাড়ি বিনা রাজ্য কে কোথায় পায়।
সমরে লইলে কাড়ি নাহি দোষী তায়॥
কিন্তু রাজ্য চোরাঘাতে লয় যেবা কাড়ি।
না করি তাহার হিংসা কেবা দেয় ছাড়ি॥
জানি আমি তুমি রাজা ধার্ম্মিক সুজন।
পরমপণ্ডিত তুমি অতি বিচক্ষণ॥
প্রতিজ্ঞা করিঞা তোঁঞি কহি মহাভাগ।
এ রাজ্যের দাবী আজি করিলাম ত্যাগ॥
যদি হত্যা-পাপ না পরশে এই ভূমে।
২৪৵] সুখে রাজ্য কর রাজা বংশ-অনুক্রমে॥
কিন্তু তায় কলুষিত হলে এই মাটি।
মরিবে সকল রাজা করি কাটাকাটি॥
দিলাম এ রাজ্যে আমি এই অভিশাপ।
দেখি শুনি দাও রাজা অন্ধকূপে ঝাঁপ॥

এত বলি নমি বামা চণ্ডীর চরণে।
অদৃশ্য হইলা এবে সহাস্য বদনে॥
চণ্ডীদাস মুখপানে চাহি নররায়।
কহিলেন কহ দেব কি করি উপায়॥
উত্তরিলা চণ্ডীদাস কহে চতুর্ব্বেদ।
ব্রহ্ম-বধে প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ-অশ্বমেধ॥
কিন্তু কলিযুগে তাহা না হয় শোভন।
কর রাজা নব-রাত্রি হরি-সংকীর্ত্তন॥
সর্ব্ব পাপ হয় দূর মাত্র হরিনামে।
বলি গেলা চণ্ডীদাস আপন আশ্রমে॥
এই মতে করি রাজা বহু আয়োজন।
নব-রাত্রি করিলেন হরি-সংকীর্ত্তন॥
খাইলা অসংখ্য দ্বিজ বৈষ্টম ভিখারী।
আইলেন নররায় বহু তীর্থে ফিরি॥
গয়াভোজ্য দিঞা তবে বসিলেন পাটে।
নিয়োজিলা বিপ্র কত বেদ-চণ্ডী-পাঠে॥
এইরূপে ব্রহ্ম-বধ-পাপ-বিমোচনে।
থাকেন হামীর রায় হরষিত মনে॥
রাস-পূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাঞি॥
চলিলেন বিষ্ণুপুরে চণ্ডীদাস রাই॥
আবার হেরিব বাঁকা মদন-মোহন।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ হইল আনন্দে মগন॥

* । * । *

বিষ্ণুপুর বনগ্রাম বাঙ্গালার মাথা।
মল্লেশ গোপাল-সিংহ নিবসেন যথা॥
চলে তথা চণ্ডীদাস চতুর্দ্দোলে চড়ি।
সঙ্গে রামী রামরূপ ফুলচাঁদ ছড়ি॥*
রামরূপ ফুলচাঁদ মল্লরাজ-দূত।
নৃপতির প্রিয় অতি জাতিতে রজপুত॥
শঙ্খনাদ করি তবে যত পুরবাসী।
চণ্ডীর মস্তকে ফুল ছুড়ে রাশি রাশি॥

৩৫) বৈশাখ মাসের অগস্ত্যযাত্রার দিন, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ। ইহার পূর্ব্বদিন চড়ক হইয়াছিল। সেদিন ভবানী-খোয়াৎ খঞ্জরের আঘাতে নিহত হন। দ্বাদশ সামন্ত রাজ্যের অধিকারী হইয়া এক এক মাসে এক এক জন রাজা হইত।

* ছড়ি-দার।

কেহ করে জয়ধ্বনি কেহ গুণ গায়।
এইরূপে চণ্ডীদাস হইলা বিদায়॥
মল্লরাজ-পুরে তবে উপনীত হন।
নগরের শোভা দেখি প্রফুল্লিত মন॥
অবিশ্রান্ত যাতায়াত করে নর নারী।
সারি সারি শোভে কত দোকানী পসারী॥
কত শত দেবালয় স্বর্ণ উচ্চ-চূড়া।
প্রবাল মুকুতা মণি মাণিক্যেতে জড়া॥
বড় বড় বাপী কত না যায় বর্ণন।
প্রকাণ্ড পরিখা গড় করেছে বেষ্টন॥
আম্র তাল তমাল বিশাল তরু-রাজি।
মনোমত করি যেন রাখা আছে সাজি॥
অভেদ্য সুদীর্ঘ এক প্রাচীরেতে বেড়া।
রাজ-অট্টালিকা শোভে ধরি উচ্চ চূড়া॥
ঢোল ঢক্কা বাজে কত শঙ্খ নহবত।
কেহ নাচে কেহ গায় বাজায় সঙ্গত॥
বার্ত্তা পেঞে মল্লরাজ বাহিরে আইসে।
করপুটে প্রণাম করিলা চণ্ডীদাসে॥
কহিলেন আজি মম অতি সুপ্রভাত।
ঘরে বসি পাইনু তেঞি প্রভুর সাক্ষাৎ॥
কৃপা করি অন্তঃপুরে করুন গমন।
মহিষী করিবে তব চরণ দর্শন॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন নরমণি।
পুর মধ্যে কারো কভু নাহি যাই আমি॥
তবে যদি পাই দেখা মদন-মোহন।
অবশ্যই অন্তঃপুরে করিব গমন॥
২৫/] রাজা কহে থাকে মুক্তা শুক্তির ভিতরে।
কিন্তু সে কি জানে মুক্তা কত গুণ ধরে॥
কত রত্ন গর্ভে সিন্ধু করঞে ধারণ।
জানে কি সে রত্ন কত যতনের ধন॥
আছে বটে মল্লপুরে সে অমূল্য ধন।
আমি কি চিনিব তায় হঞে নরাধম॥
একাত্মা সে চণ্ডীদাস শ্রীরাধা-বল্লভ।
তব ইচ্ছা হলে সে ত নহে অসম্ভব॥

মোর পাশে থাকেন যে রূপে যবে তিনি।
দেখাইব আমি তাঁরে লইবেন চিনি॥
তুমিও আইস মা গো রাই রাসমণি।
তব আগমনে আমি বহুভাগ্য মানি॥
এইরূপে পরস্পর করি সম্ভাষণ।
রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে করিলা গমন॥
ছিলা রাণী স্থির-নেত্রে দাঁড়াঞে প্রাঙ্গণে।
প্রণাম করিলা তবে দোঁহার চরণে॥
সসম্ভ্রমে মৃগচর্ম্ম পাতিলেন তিনি।
তাহাতে বসিলা প্রভু চণ্ডীদাস রামী॥
তাড়াতাড়ি করে কেহ চরণ খালনে।
কেহ ছুটাছুটি করি তাম্রকূট[৩৬] আনে॥
অস্তে-ব্যস্তে আসি কেহ চামর ঢুলায়।
বসি কাছে কত কথা কহে নররায়॥
বালক বালিকা বহু ফিরে দলে দলে।
অসংখ্য রমণী রহে অন্দর-মহলে॥
আবার কহিলা রাজা কে আছ হোথায়।
তামাকু সাজিয়া পুন আনহ ত্বরায়॥
চণ্ডীদাস হাস্যমুখে কহিলা তখন।
কোথা মল্লেশ্বর তব মদন-মোহন॥
রাজা কহে এর মধ্যে আছেন যে তিনি।
অন্তর্যামী তুমি প্রভু লহ তারে চিনি॥
পুরমধ্যে তিনি মোর স্নেহের সন্ততি।
রণ-ক্ষেত্রে হন তিনি মোর সেনাপতি॥
রাজ-কাজে মন্ত্রী তিনি বিপদের বন্ধু।
তিনিই তরণী মোর তরিবারে সিন্ধু॥
বসিলেন চণ্ডীদাস ধ্যানস্থ হইঞে।
আইল বালক এক তাম্রকূট লঞে॥
কলিকা না লয় কেহ থাকে সেহ ধরি।
মাঝে মাঝে দেয় ফুঁক কলিকা উপরি॥

৩৬। প্রায় ১৬০০ খিষ্টাব্দ হইতে এদেশে তামাক চলিয়াছে। গল্প আছে, মদন-মোহন বালক-বেশে তাঁহার ভক্ত রাজা বীর-হাম্বীরের নিমিত্ত কলিকায় তামাক সাজিতেন। বোধ হয় কৃষ্ণসেন গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন।

দেখিল তখন চণ্ডী মেলিঞা নয়ন।
কলিকা ধরিঞা রহে মদন-মোহন ॥
প্রভু প্রভু বলি তবে উঠে অকস্মাত।
রাণী কোলে হাস্য করি উঠে জগন্নাথ ॥
মহিষীর পদে চণ্ডী মূরছি পড়িল।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যে যেথায় ছিল ॥
মোহ ত্যজি চণ্ডীদাস কহিলা তখন।
কোথা মা যশোদে তব সে নীল-রতন ॥
বহুভাগ্যবান রাজা বহু ভাগ্য তোর।
একবার দে মা তারে ধরি বুকে মোর ॥
বহুপুণ্যফলে আমি কইনু আগমন।
এই তোর বিষ্ণুপুর নব বৃন্দাবন[৩৭] ॥
রাণী কহে প্রভু আমি অতিজ্ঞানহীন।
না হেরি নয়নে তারে আর কোন দিন ॥
আজি রাই চণ্ডীদাস পুর-পদার্পণে।
প্রত্যক্ষ করিনু আমি মদন-মোহনে ॥
জ্ঞান-শূন্য ছিনু তেঁই নাহি জানি আমি।
কোল হতে কতক্ষণ গিঞাছেন নামি ॥
আবার বসিলা চণ্ডী মুদিয়া নয়ন।
হৃদয়-মাঝারে হেরে মদন-মোহন ॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষণে কণ্টকিত তায়।
সিক্ত হইল বক্ষঃস্থল নয়নধারায় ॥
নিকটে বসিঞা তবে রাই রাসমণি।
৫০ কর্ণমূলে বার বার করে হরিধ্বনি ॥
ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাস পাইলা চেতন।
চেতন পাইঞা করে আত্মসম্বরণ ॥
কিছু ক্ষণ পরে প্রভু কহিলা রাজন।
বিশ্রাম করিব আমি কোথায় আশ্রম ॥
একটি সুরম্য স্থান গড়ের বাহিরে।
নির্দ্দিষ্ট করিলা রাজা আশ্রমের তরে ॥

তথা রামী চণ্ডীদাস থাকে মনসুখে।
যখন যা চান তারা আনি দেয় লোকে ॥
দিনরাত যাতায়াত করে নরনারী।
কিন্তু সবে দেয় গালি বহু নিন্দা করি ॥
দয়ানন্দ-সরস্বতী বিষ্ণু-শিরোমণি।
মহানন্দ-উপাধ্যায় যত মহামানী ॥
কাযা না বুঝিয়া তাঁর উঠিলেন চটে।
শুনিলে চণ্ডীর নাম গালি দিঞা উঠে ॥
একদিন গেলা সবে রাজ-সন্নিধানে।
কহিলা অনেক কথা যা আইলা মনে ॥
অন্তরে হাসিয়া রাজা কহিলা তখন।
উচিত তা হলে হয় পরীক্ষা এখন ॥
করহ যেমতে পার পরীক্ষা তাহার।
পশ্চাত যা হয় আমি করিব বিচার ॥
এত কহি মনে মনে হাসি নরপতি।
কহিলেন প্রভুপদে এ মোর মিনতি ॥
প্রকাশ মহিমা তব সবার সমুখে।
লেগে যাক চুণকালী সবাকার মুখে ॥
প্রকাশ্যে কহিলা রাজা যাও সবে এবে।
কর গে পরীক্ষা তায় পার যেই ভাবে ॥
যে আজ্ঞা বলিঞা তবে সবে চলি গেল।
পরীক্ষার পথ তারা খুজিতে লাগিল ॥
কেহ কহে রামীরে লুকাঞে রাখ কোথা।
কেহ কহে তা হলে না রবে কারো মাথা ॥
আসিয়াছে যত বার চণ্ডীদাস রামী।
রাজার অপার ভক্তি দেখিয়াছি আমি ॥
তার মধ্যে রামীরে অধিক ভক্তি তার।
না করিবা তার প্রতি কোন অত্যাচার ॥
কেহ কহে সেই ভাল আইলে বাহিরে।
রামীরে ধরিয়া কোন ঘরে রাখ পুরে ॥
তার স্থানে বেশ্যা এক করুক গমন।
রামী-কণ্ঠে করুক সে প্রেম-আলাপন ॥
দেখিব গোপনে কিবা করে চণ্ডীদাস।
এই কথা শুনি দেয় সকলে সাবাস ॥

---

৩৭) বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হইয়া বিষ্ণুপুরকে নব বৃন্দাবন করিয়াছিলেন। বান্ধের নাম ও নিকটস্থ গ্রামের নাম বৃন্দাবন হইতে লইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে রজক-ঝিয়ারী।
গিঞাছেন কোথা কিন্তু না আইলা ফিরি ॥
ধ্যান-ভঙ্গে চণ্ডীদাস রাই বলি ডাকে।
যাই বলি পড়ে সাড়া কিছু দূর থেকে ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই হইল যে রাতি।
বেশ্যা কহে রামা-কণ্ঠে তাহে কিবা ক্ষতি ॥
কিন্তু এক নিবেদন করিনু তুমারে।
গিঞাছিনু আমি আজি লাল-সরোবরে[৩৮] ॥
শুন দেব কত নারী রূপেতে বিজলী।
নাগর ধরিঞা বুকে করে জল-কেলি ॥
দেখিঞা আমার মন হয় উচাটন।
সর্ব্বাগ্রে আমারে তুমি দাও আলিঙ্গন ॥
চণ্ডীদাস কহে এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা।
তুমি সেই রামী কিম্বা আরো কোন জনা ॥
সঞ্জীবনী দিঞা রাই বাঁচালি যে মোরে।
ভুজঙ্গিনী হয়ে সে কি দংশিবার তরে ॥
দেখালি স্বর্গের শোভা নন্দন-কানন।
এখন করাতে চাস নরক-দর্শন ॥
সে চক্ষু যে বহুদিন হারাঞেছি রাই।
কেমনে তুমার তবে বাসনা পুরাই ॥
পূর্ণিমা কহিলা হাসি শুন মহাশয়।
পূর্ণ কর বাঞ্ছা মোর বিলম্ব না সয় ॥
জান নাকি চণ্ডীদাস রমণীর আশা।
পূর্ণ না করিলে তার ঘটে কি দুর্দ্দশা ॥
চণ্ডী কয় জানি আমি ক্লীব হয় সে বা।
চির-ক্লীব চণ্ডীর তাহাতে ভয় কিবা ॥[৩৯]
হেন কালে রাসমণি বাতি লঞা হাতে।
পশিলা আশ্রমে তবে আসি কোথা হতে ॥
পূর্ণিমা পলাঞে গেল ছুটিঞা বাহিরে।
দেখিলেন রাসমণি কিছু পাশে ফিরে ॥

কহিলেন চণ্ডীদাসে দেখিলাম একি।
চণ্ডী কহে তোর মুখে এ প্রশ্ন সাজে কি ॥
হইল দুপুর রাতি তবু দেখা নাই।
হায়রে আমার এমনি গুণমঞি রাই ॥
রামী কহে কত জন না বুঝি কারণ।
অবরুদ্ধ করি মোরে রাখে এতক্ষণ ॥
চণ্ডী কহে এই সেই তারি পরিণাম।
বড়ই অদ্ভুত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম ॥
দিতে পারি কৃপণেও দাতা-কর্ণ নাম।
জামাতার অন্নদাসে বলি ভাগ্যবান ॥
শিব-তুল্য হলেও এ বলা বড় দায়।
দুষ্টের নিকটে মান রবে কিবা যায় ॥
এইরূপে রাজ-স্থানে লইলে বিদায়।
অবশ্য তাহাতে মোর কিছু ক্ষতি নাই ॥
কিন্তু সেটা আমার কর্ত্তব্য নাহি হবে।
এই হেতু কিছু শিক্ষা দিব আমি সবে ॥
রামী কহে সত্য কিন্তু আত্মরক্ষা চাই।
নইলে হবে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই[৪০] ॥
চণ্ডী কহে বাসলীর যা ইচ্ছা তা হবে।
তত্রাপি উচিত মোর শিক্ষা দেওা সবে ॥
এত কহি হইলেন ধ্যানেতে মগন।
রাসমণি নীরবেতে করিলা গমন ॥
সেথায় পড়িল ফুল বাসলীর পদে।
বুঝিলেন মাতা চণ্ডী পড়েছে বিপদে ॥
ধরিলেন করে শ্যামা খড়্গ খরশান।
মল্লরাজ-পুরে গিঞা হইলা অধিষ্ঠান ॥
পূর্ণিমার মুখে শুনি নির্য্যাস বারতা।
সকলে পাইল বড় অন্তরেতে ব্যথা ॥

৩৮) এই সরোবরের প্রচলিত নাম লালবান্ধ। বিষ্ণুপুরের লালজী মন্দিরের নামে বান্ধের নাম। বিষ্ণুপুরে সাতটি বান্ধ বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ।

৩৯) (মহাভারতে) সুরলোকে অর্জুন উর্বশীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া শাপে ক্লীব হইয়াছিলেন। বিরাটভবনে অর্জুন বৃহন্নলা।

৪০) মহাভারত আদিপর্ব্বে (২০৯-২১২ অঃ) সুন্দ ও উপসুন্দ অত্যন্ত বলশালী এক-রূপ-ধর দুই দৈত্য ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হইয়াছিল। তাহাদের নাশের নিমিত্ত তিলোত্তমা প্রেরিত হইলে তাহাকে পাইবার জন্য দুই ভ্রাতা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়।

সরস্বতী কহে সবে শুন সর্ব্বজন।
অদ্য রাত্রে কারো যদি ঘটিঞে মরণ॥

চুপে চুপে আশ্রমে লইঞে সেই শবে।
রাখি আসি প্রহরায় রব মোরা সবে॥

ডাকি ভূপে দেখাইঞে কব চণ্ডীদাস।
অর্থ-লোভে হে রাজন করিয়াছে নাশ॥

উপাধ্যায় কহে সেটা সম্ভব কি হবে।
অর্থে লোভ চণ্ডীর যে কভু না সম্ভবে॥

রামী সঙ্গে ছিলা তার বড়ই প্রণয়।
এ কথা বলিলে কিছু সঙ্গত বা হয়॥

সরস্বতী কহিলেন সেটা হবে পরে।
রোগীর সন্ধান এবে কর ঘরে ঘরে॥

অদ্য রাত্রে একাজ নিশ্চয় হওা চাই।
২৬৮/ ] পুনঃ পুনঃ কহি সবে দিলেন বিদায়॥

সারাদিন সবে মিলি ফিরি হেথা সেথা।
মরণ-উন্মুখ রোগী না দেখিলা কোথা॥

দয়ানন্দ-ঘরে সবে আইলা তখন।
কহিল কোথাও রোগী নাহি এক জন॥

সরস্বতী বলে তবে কি হবে উপায়।
আজ নয় কাল হবে কহে উপাধ্যায়॥

পুনঃ কহে দয়ানন্দ দুষ্টের কৌশল।
যত শীঘ্র পড়ে ধরা ততই মঙ্গল॥

হেন কালে ছুটাছুটি আসি এক নারী।
কাঁদিয়া কহিল কর্ত্তা আইস ত্বরা করি॥

আচম্বিতে খোকার কি হইল নাহি জানি।
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিতেছে বমি॥

খোঁকা দয়ানন্দের সে একই সন্তান।
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু দেখিতে সুঠাম॥

ছুটি গিঞা সবে মিলি দেখিলা তখন।
চিরদিন তরে খোঁকা মুদেছে নয়ন॥

দয়ানন্দ কাঁদি উঠে বক্ষে কর হানে।
সুশীল সুশীল বলে ডাকে ঘনে ঘনে॥

উঠিল কান্নার রোল কে কারে সামালে।
কাঁদে মাতা উচ্চরোলে শব লঞা কোলে॥

উপাধ্যায় শিরোমণি দিতেছে সান্ত্বনা।
কি বলিছে কি বুঝিছে কানেই শুনে না॥

কহে পরে উপাধ্যায় দয়ানন্দে ডাকি।
জ্ঞান-বৃদ্ধ তুমি ভাই তবে কর একি॥

বাঁচা-মরা সকলই ঈশ্বরের হাত।
তার জন্য তুমি কি করিবা আত্মঘাত॥

শুন বলি এক কথা অই শব লঞে।
রাখি চল চুপে চুপে চণ্ডীর আলয়ে॥

সারা রাত সবে মিলি রব প্রহরায়।
প্রভাত হইলে ডাকি দেখাব রাজায়॥

তার পর ফলাফল দেখিব কি হয়।
পুত্র ত গেছেই তবে শত্রু হোক ক্ষয়॥

দয়ানন্দ ধীরে ধীরে দিলা তবে সায়।
সেই মত করি সবে রহে প্রহরায়॥

তখনি করিলা গামে সর্ব্বত্র প্রচার।
হারাঞে গিঞাছে দয়ানন্দের কুমার

উঠিলা সে কথা তবে নৃপতির কানে।
সরল-হৃদয় রাজা সত্য বলি মানে॥

কেহ কহে বোধ হয় কোন কপালিআ।
পালাইঞা গেছে সেই বালকে লইঞা॥

কেহ কহে এতক্ষণ হঞা গেছে বলি।
কেহ কহে কিম্বা কেহ মারিয়াছে ফেলি॥

গহনা তাহার অঙ্গে ছিলা বহু জানি।
এই হেতু অসম্ভব নহে প্রাণহানি॥

শিশুর জননী যত শয্যা-ঘরে গিঞা।
আছে কি না আছে শিশু দেখে পরীক্ষিঞা॥

চিন্তায় আকুল সবে কেহ না ঘুমান।
এই রূপে নিশি তবে হইল অবসান॥

তাড়াতাড়ি করি এবে বিপ্র কত শত।
রাজার নিকটে গিঞা হইল উপনীত॥

২৭/ ] জিজ্ঞাসিলা মহারাজা হঞে ম্রিয়মান।
দয়ানন্দ-সুতের কি পেলে না সন্ধান॥

উপাধ্যায় করপুটে কহিলা রাজন।
কহিতে কহিতে কথা অদ্ভুত ঘটন॥

যাঁরে লোক সাক্ষাৎ দেবতা বলি মানে।
আছে শুনি মৃতশিশু তাঁহার আশ্রমে॥
কেহ কহে নিত্য তিনি পুজেন বাসলী।
এই হেতু মাঝে মাঝে দেন নর-বলি॥
কেহ কহে রামিনীর অর্থে লোভ ভারি।
মাঝে মাঝে এটা সেটা করে থাকে চুরি॥
সবে মিলি সত্য বলি সায় দিলা তাহে।
ডুবিলেন মল্লরাজ অপার সন্দেহে॥
যেই বাক্য শত বিপ্র সত্য করি কয়।
তাহাতে সন্দেহ কভু উচিত না হয়॥
ভাবি কহে মল্লরাজ চল দেখি তবে।
এত কহি যায় রাজা পিছু ধায় সবে॥
আশ্রমে যে সব লোক ছিল প্রহরায়।
রাজাকে দেখিয়া সবে উঠিঞা দাঁড়ায়॥
কুর্ণিশ করিঞা তবে কহিলা রাজন।
চণ্ডীর কি কাণ্ড খুলি দেখুন আশ্রম॥
সর্ব্বাঙ্গ উঠিল কাঁপি দুরু দুরু হিয়া।
পড়ি-পড়ি করে রাজা থাকিয়া থাকিয়া॥
মনে মনে কহে প্রভু মদন-মোহন।
তব আজ্ঞা হলে করি দ্বার-উদ্ঘাটন॥
হইল আকাশ-বাণী ভয় কি তুমার।
নির্ভয়ে খুলহ রাজা আশ্রমের দ্বার॥
যেমন করিলা রাজা দ্বার উদ্ঘাটন।
ঠেকিল সবার চোখে অপূর্ব্ব ঘটন॥
সরস্বতী উপাধ্যায় ছিল যে যেখানে।
আছাড় খাইঞা পড়ে চণ্ডীর চরণে॥
হেরিঞা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ধরাতলে পড়ি।
সহস্র সহস্র লোক যায় গড়াগড়ি॥
চণ্ডীদাস কোলে বসি সুশীল কুমার।
গলেতে দুলিছে তার মণিময় হার॥
সুবর্ণ বলয় হস্তে সুবর্ণের পাটা।
ক্ষীণ কটি-তটে আঁটা অতি পরিপাটী॥
মিষ্টান্ন খাইছে শিশু কত হাসি খেলি।
আদর করিঞা রাই মুখে দেন তুলি

দয়ানন্দে হেরি শিশু ছুটি গিঞা বলে।
উথ বাবা উথ উথ তল দাব ঘলে॥
বক্ষেতে জড়ায়ে শিশু ভাসি নেত্র-নীরে।
দয়ানন্দ কহে প্রভু রক্ষা কর মোরে॥
চিনিয়াছি এবে প্রভো তুমি ভগবান।
ক্ষম দোষ দেহ পরে পুত্রে প্রতিদান॥
নতুবা চরণে তব ত্যজিব জীবন।
ব্রাহ্মণ-বধের ভাগী হবে ভগবন॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস ধরি বক্ষে তারে।
সুপণ্ডিত তুমি বৎস কি শিখাব তোরে॥
পায় যার মৃত পুত্র আপনি পরাণ।
তার মত কে কোথায় আছে ভাগ্যবান॥
যাও বৎস পুত্রে লঞে ধর্ম্মশীল তুমি।
দোষ না থাকিলে ক্ষমা কি করিব আমি॥
রাজা কহে প্রভো মোরা অতি দুরাচার।
তব পদে অপরাধী সাম্রাজ্য আমার॥
ধরি পায় কহ দাসে কি উপায় করি।
এ পাপ-সমুদ্র মোরা কেমনেতে তরি॥
চণ্ডী কহে মহারাজ যত হোক পাপ।
দূর হয় পলকে জন্মিলে পরিতাপ॥
২৭০/ | যদি কিছু পাপে লিপ্ত ছিলা বিষ্ণুপুর।
তুমার সে পরিতাপে সব হৈলা দূর॥
এইরূপে চণ্ডীদাস আশ্বাসিঞা সবে।
বিদায় করিলা মল্লরাজ সহ তবে॥
সেই দিন হতে লোক আসি দলে দলে।
রামী চণ্ডীদাসে পূজে জবা-বিল্বদলে॥
করে লঞে ফুল চণ্ডী পূজে ত্রিলোচন।
রামী ভবানীর পদে করয়ে অর্পণ॥
হেন মতে বহুদিন সুখে গেল চলি।
আসে যায় দিন দিন ভক্ত রুদ্রমালী॥
জাতিতে কায়স্থ তিনি কাঁকিলায় বাস।[৪১]
জানে না মানে না কিছু বিনা চণ্ডীদাস॥

৪১) কাঁকিলা, বিষ্ণুপুর হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম। এই গ্রামে চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথী পাওয় গিয়াছিল। এই গ্রামের বৈদ্যবংশ বিষ্ণুপুর রাজার মুনসী ছিলেন।

যেদিন যুগল মন্ত্র করিলা গ্রহণ।
মানসে ত্যজিলা তিনি সংসার-বন্ধন ॥
চণ্ডীদাস-পদ-পাঠ নিত্য তার ক্রিয়া।
নিত্য তাঁর পদাবলী বেড়ান গাহিয়া ॥
প্রেমিক সুকণ্ঠ তিনি সুরসিক অতি।
চণ্ডীদাস-আশ্রমে সে নিত্য গায় গীতি ॥
একদিন বার দিঞা বসেছে রাজন।
চারি পাশে বসিয়াছে পাত্র-মিত্রগণ ॥
নগরের যত লোক বসিঞা তথায়।
নৃপতির মুখ পানে ঘন ঘন চায় ॥
অসংখ্য লোকের মেলা তত্রাপি নীরব।
মল্লরাজ পানে চাহি বসিয়াছে সব ॥
চিন্তায় মগন রাজা চৌদিকে নেহালে।
শশব্যস্তে রুদ্রমালী আইলা সেই কালে ॥
কি সংবাদ বলি রাজা মুখ পানে চায়।
রুদ্রমালী কহে রাজা ঘটে বড় দায় ॥
সমর পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে তারা।
আইনু সংবাদ দিতে এই হেতু ত্বরা ॥
প্রস্তুত সংগ্রামে আমি রাজা কহে রোষে।
তত্রাপি না দিব ছাড়ি প্রভু চণ্ডীদাসে ॥
যবনের সৈন্য বলি এত অহঙ্কার।
পড়ে নাঞি এরা বুঝি সম্মুখে আমার ॥
শুনহ নগর-বাসা সভাসদগণ।
চণ্ডীদাসে লঞে যেতে এসেছে যবন ॥
পাঠাঞেছে পাণ্ডুআর যবন নৃপতি।
তাহে তোমা সবে কভু আছে কি সম্মতি ॥
কহিলা নগর-বাসী সভাসদগণ।
জীবন থাকিতে নয় শুনহ রাজন ॥
চণ্ডীদাস মো সবার চিন্তনীয় ধন।
জোর করি লঞে যাবে পাষণ্ড যবন ॥
বলিয়া আসুক দত তাদের সাক্ষাতে।
হবে না তা মো সবার জীবন থাকিতে ॥
রুদ্রমালী কহে তবে শুন মহারাজ।
সামান্য বিষয় লঞে সমরে কি কাজ ॥

পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু সর্ব্বত্যাগী যিনি।
মো সবার ইচ্ছাধীন রবেন কি তিনি ॥
যদি থাকে বাঞ্ছা তাঁর যাইতে তথায়।
তা হলে হে মহারাজ কাজ কি লড়াই ॥
আজ্ঞা হলে হে রাজন জিজ্ঞাসি তাহারে।
অনিচ্ছা বুঝিলে তবে পশিব সমরে ॥
এই কথা চণ্ডীদাস লোকমুখে শুনি।
আইলেন দ্রুতপদে যথায় নৃমণি ॥
উঠিয়া দাঁড়ায় সবে হেরিঞা তাহায়।
প্রণমিঞা একে একে বইসে পুনরায় ॥
মল্লরাজ ভক্তিভরে বন্দিলা চরণ।
কহিলা বিস্তারি তারে সব বিবরণ ॥
হাসিয়া কহিলা চণ্ডী করি আশীর্ব্বাদ।
কেন বৎস তার জন্য করিবে বিবাদ ॥
নর-রক্তে সিক্ত ধরা পাণ্ডুআ-গমন।
এর মধ্যে শ্রেয় কিবা কর্ত্তব্য রাজন ॥
যাব আমি পাণ্ডুআয় কোন চিন্তা নাই।
তেঁই বৎস আসিঞাছি লইতে বিদাই ॥
যাহ রুদ্রমালী তুমি কহ গিঞা দূতে।
তথায় করিব যাত্রা কল্য সে প্রভাতে ॥
শুন রাজা শুন ভাই দেশবাসীগণ।
অধোমুখে বসি সব কিসের কারণ ॥
সহাস্য বদনে তবে করিলে বিদায়।
আনন্দে চলিঞা তবে যাই পাণ্ডুআয় ॥
বুঝিয়াছি তুমাদের চিন্তার কারণ।
কি জানি অনিষ্ট-পাত ঘটায় যবন ॥
বাসলীর আশীর্ব্বাদে শুন নরমণি।
শত সেকন্দর[৪২] হলেও তৃণ-তুল্য গণি ॥
রাজা কহে গো-খাদক হয় যে যবন।
অতি অধার্ম্মিক তারা নরের অধম ॥

৪২) ১২৭৯ শকের (ইং ১৩৫৭ সালের) ভাদ্র কি অগ্রহায়ণ মাসে পাণ্ডুআর রাজা শমসুদ্দিন মারা যান, এবং তৎপুত্র সিকন্দর-শাহ রাজপদে উপবিষ্ট হন।

ভয় হয় কি জানি সে ধর্ম্ম নষ্ট করে।
তাদের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে॥
একবার গেলে ধর্ম্ম আসিবার নয়।
পশ্চাত্ দণ্ডিলে তারে কিবা ফলোদয়॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি কি কহ রাজন।
গো-খাদক বলি বুঝি ঘৃণিত যবন॥
গো-হত্যা করিত ক্ষত্র খাইত ব্রাহ্মণ।
সেই সব কুলে মোরা লঞাছি জনম॥
তা হলে হে মহারাজ পিতৃপিতামহ।
গো-খাদক বলি তাঁরা হন কি ঘৃণার্হ॥
যার যে জাতীয় ধর্ম্ম করিবে পালন।
যে করিবে ঘৃণা তায় ঘৃণ্য সেই জন॥
গো-মাংস খাওাবে মোরে এই তব ভয়।
বেশ করি বুঝে দেখ তাহাতে কি হয়॥
তাহে তার ধর্ম্ম নষ্ট বরঞ্চ সম্ভবে।
মোর অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কখনো না যাবে॥
যা যাবে তা বহুদিন ভাঙ্গে কইনু চুর।
তাই বলি মহারাজ চিন্তা কর দূর॥
কহিলেন নররায় গদগদ স্বরে।
আপনার ইচ্ছা হলে কে রাখিতে পারে॥
যান প্রভো কিন্তু দাসে মনে থাকে যেন।
বলি রাজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন॥
পড়ে তবে চণ্ডী-পদে প্রণামের সাড়া।
কেহ নমে কেহ উঠে কেহ রয় খাড়া॥
ফুলমালা দিয়া গলে করিলা বিদাই।
আগে চলে চণ্ডীদাস পশ্চাতে সবাই॥
জয় চণ্ডীদাস রবে পুরিল নগরী।
আকুল হইল দেখি কাঁদে কুল-নারী॥
সরস্বতী মুখ পানে চাহি চণ্ডীদাস।
কহিলেন করি কিছু মৃদু মন্দ হাস॥
সুশীল-কুমার কোথা আন দেখি তারে।
শশব্যস্তে সরস্বতী ছুটি গেল ঘরে॥
সুশীল সুশীল বলি ডাকিতে ডাকিতে।
সুশীল আইল ছুটি ফুলমালা হাতে॥

২৮৵ ] কহিলা কোথায় দাদু* বল বাবা মোলে।
গাঁতেথি এ মালা আমি দিব তাল গলে॥
তল বাবা তল তল দাই তার কাছে।
আমালে থালিয়া তালে নাহি দিব দেতে॥
মুখ চুম্বি সরস্বতী করিলেন কোলে।
আনিঞা চণ্ডীর পদে দিলা তারে ফেলে॥
দাদু দাদু বলি শিশু ধরিলা চরণ।
কহিতে লাগিল তবে করিঞা রোদন॥

*। *। গীত *। *

দাদু দেও না আমায় ছেলে।
ফেলে আমা ছবে তুমি দদি দাবে
আল, কে বাঁতাবে মোলে মলে॥
গাঁথিয়াছি আমি এই ফুলহাল
হাল মানে (?) ইথে মণিময় হাল
এই দেখ তাল কেমন বাহাল
পলাই তুমাল গলে।
ছালা নিছি আমি শুই মাল কোলে
কেঁদে কেঁদে উঠি দাদু দাদু বলে
ছাজে না তুমায় দাইতে কোথায়
আমায় বাঁতাতে হলে॥
আগুলিনু পথ এই দুই হাতে
দাও দেখি দাদু দাবে কোন পথে
দিব না কোথায় দাইতে তুমায়
থাক তুমি বছি ঘলে।
দদি দাদু তুমাল এই থিল মনে
তবে তুমি মোলে বাঁতাইলে কেনে
দদি বা বাঁতালে বদিবাল তলে
দাও তবে দাদু চলে॥

*।*

তখন কহিলা চণ্ডী আপনার মনে।
বেঁধ না মা শ্যামা আর মায়ার বন্ধনে॥

---

* ছাতনা ও মানভূমে মাতামহকে দাদা, আদরে দাদু বলা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ পিতামহকেও দাদু বলিত ও বলে।

যাক পুরুষত্ব বুকে বেঁধে দে পাষাণ।
নির্ম্মমতা পাশে বাঁধি দিয়ে রাখ টান ॥
এই দুটা চক্ষে মোর দেমা বেঁধে ঠুলি।
চলে যাই ঠেলি এই স্নেহের পুত্তলী ॥
যথা নাই ভালবাসা নাহি মোহ মায়া।
দূর করি তথা মোরে দে মা মহামায়া ॥
তার পর ধরি বক্ষে সুশীল-কুমারে।
কহিলেন চুম্বি মুখ গদগদ স্বরে ॥
কেঁদনারে দাদু আমি দুদিনের তরে।
যেতেছি আবার আমি আসিব যে ফিরে ॥
বলত কি নিবে দাদু যা লইবা তুমি।
নিশ্চয় আনিয়া তাঞি দিব তোরে আমি ॥
হেন কালে আসি বলে সুবল কানাই।
সুশীল খেলিতে আজি যাবি কিবা নাই ॥
শিখেছি একটি খেলা বড় মজা তায়।
খেলিব সে খেলা আজি আয় ছুটে আয় ॥
হা-ডু ডু-ডু বলি আমি ডাক দিব তোরে।
ধরিবি আঁকাড় বাঁধি আসি তুই মোরে ॥
ছিনি আমি এক শ্বাসে না পারি পলাতে।
২৯/ ] মরিব তা হলে আমি বড় মজা তাতে ॥
সুশীল কহিল তাহে আমি যদি মলি।
কে আর বাঁচাবে মোরে দাদু গেলে চলি ॥
না যাই ও খেলা আমি কবু খেলিব না।
কানাই বলাই তবে হাসি কহে না না ॥
সে মরণ নয় ইথে মরিলেও বাঁচে।
এ হেন মরণে তবে ভয় কিবা আছে ॥
আয় সুশী যাই চল খেলিব সে খেলা।
শীঘ্র করি আয় ভাই বেশী নাই বেলা ॥
চণ্ডীদাস পানে চাহি সুশী তবে বলে।
দাও দাদু এস শীঘ্র আমি আসি খেলে ॥
আনিবে আমার তরে দুটি ভাল বাঁশী।
নিশ্চয় আনিব কহে চণ্ডীদাস হাসি ॥
কোল হতে নামি শিশু করিল গমন।
চণ্ডীদাস পশে গিঞা আপন আশ্রম ॥

প্রভাতে উঠিঞা তবে দেখে সর্ব্বজন।
গিঞাছেন চণ্ডীদাস ত্যজিঞা আশ্রম ॥
কাঁদিঞা আকুল সবে ভূমিতলে পড়ি।
সে দিন কাহারো ঘরে না চড়িলা হাঁড়ি ॥
হেথা রুদ্রমালী আর চণ্ডীদাস রামী।
উত্তরিলা আসি যেথা যবন সেনানী ॥
সসম্ভ্রমে উঠি তবে দাঁড়ায় সকলে।
আপন আপন অস্ত্র পরশিঞা ভালে ॥
আবদুর-রহমন সবার সম্মানী।
কোরাণ আবেস্তা তার তুণ্ডাগ্রেতে জানি ॥
সর্ব্বধর্ম্মে সমরুচি পণ্ডিত সুজন।
যুদ্ধে মহাবীর তিনি প্রিয়-দরশন ॥
বহুমতে অভ্যুত্থান করি চণ্ডীদাসে।
রাসমণি পাশে আসি কহিলেন হেসে ॥
হেম-গৌরী তুই মাগো বয়সে নবীনা।
না যাওয়া ভাল তোর করি বিবেচনা ॥
রামী কহে শুন বাপু যবন কুমার।
আমার বয়স হইল পঞ্চাশের পার ॥
বল কি মা বলিয়া হাসেন রহমন।
রামী কহে নহে সেটা আশ্চর্য্য ঘটন ॥
রহমন কহে পুন বুঝিলাম তবে।
সিদ্ধা তুমি কিন্তু অন্যে বিশ্বাস কি যাবে ॥
আমি জানি রবে তুমি যেমন ষোড়শী।
তোমার বয়স কভু হইলেও আশী ॥
কিন্তু যে সহজ চক্ষে দেখিবে মা তোরে।
তার আক্রমণ হতে এড়াবি কি করে ॥
রামী কহে রহমন কোন চিন্তা নাই।
তোমার মতন লোক থাকিলে সহায় ॥
রহমান কহে মাগো তোর জন্য আমি।
দিব প্রাণ তত্রাপি কি রক্ষা পাবে তুমি ॥
রামী কয় তখন করিবে মোরে ত্রাণ।
দুনিয়ার রক্ষাকর্ত্তা যিনি ভগবান ॥
রহমন কহে তবে নিষেধিব কেনে।
এহেন বিশ্বাস তোর থাকে যদি মনে ॥

চল মাগো পাণ্ডুআয় চণ্ডীদাস সহ।
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি নাহিথ সন্দেহ ॥
যাও ভাই রুদ্রমালী ফিরে যাও ঘরে।
আবার হইবে দেখা বৎসরেক পরে ॥
রুদ্রমালী কহে শুন ভাই রহমন।
ঘরে ফিরে যেতে আর নাহি সরে মন ॥
২৯৮ ] প্রভুর আদেশ যদি হয় কোন মতে।
আমিও তাহলে ভাই যাই পাণ্ডুআতে ॥
তিলার্দ্ধ তাহারে ছাড়ি থাকিতে নারিব।
বিরহ ঘটিলে তার নিশ্চয় মরিব ॥
রহমন কহে তবে চণ্ডীদাস প্রতি।
রুদ্রমালী গেলে সঙ্গে তাহাতে কি ক্ষতি ॥
চণ্ডীদাস কহে রুদ্র সঙ্গে যদি যায়।
ক্ষতি-বৃদ্ধি তাহাতে আমার কিছু নাই ॥
তখন চলিল রুদ্র হরষিত মনে।
চৌদোলে চড়িঞা রামী চণ্ডীদাস সনে ॥
অশ্বে চড়ি চলে তবে যতেক সেনানী।
হো আল্লা হো আল্লা রবে করি উচ্চধ্বনি ॥
কত নদী জলা মাঠ গহন কানন।
দণ্ডে দণ্ডে হয় পার না যায় গণন ॥
মদ্য-পানে মত্ত হঞে কটক-নিকর।
পথ-ভ্রষ্ট হঞে পড়ে কানন ভিতর ॥
সমুখে নিবিড় বন আশে পাশে তাই।
অশ্ব চতুর্দ্দোল চলে হেন স্থান নাই ॥
বড় ঘোরতর সেই দুর্গম কানন।
মাঝে মাঝে শুনা যায় সিংহের গর্জ্জন ॥
রহমন কহে তোরা এত মূর্খ সবে।
কোথা পথ ছাড়ে আইলি এখন কি হবে ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা প্রায় হইল গত।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ হইল ওষ্ঠাগত ॥
নাহি সঙ্গে কিছুমাত্র খাদ্য আয়োজন।
কেমন করিঞা প্রাণ বাঁচাবি এখন ॥
না পড়ে কোথাও মোর চক্ষে জলাশয়।
পশ্চাতে নিকটে কোথা নাহি লোকালয় ॥

চালাও কিঞ্চিৎ অগ্রে ঘোড়া চতুর্দ্দোল।
অই দেখ দেখা যায় ভূমি সমতল ॥
বেশ করি দেখ ওটা বহুদূর ফাঁকা।
মাত্র তাহে রহে এক ভগ্ন অট্টালিকা ॥৪৩
অশ্ব হতে নামি সৈন্য অস্ত্রে মারি কোপ।
ঝুপ-ঝাপ করি কাটে যত ঝাড়-ঝোপ ॥
এইরূপ রাস্তা এক নির্ম্মাণ করিয়া।
চালায় চৌদোল অশ্ব সেই পথ দিয়া ॥
কিছুক্ষণ পরে তবে গিঞা সেই স্থলে।
অশ্ব চতুর্দ্দোল হতে নামিল সকলে ॥
মরু-ভূম-সম ভূমি কোথা কিছু নাই।
অর্দ্ধামৃত সেনাগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ॥
হেথা সেথা ছুটা-ছুটি করে রহমন।
ফল জল না মিলিল গেল রে জীবন ॥
ভাবি দাণ্ডাইল গিঞা বটবৃক্ষ তলে।
দেখিল অসংখ্য কপি বসিয়াছে ডালে ॥
দেখিঞা কহেন তিনি করেছি শ্রবণ।
ত্রেতা-যুগে যবে সীতা হরিল রাবণ ॥
তাঁহার উদ্ধার-হেতু মনুষ্যের প্রায়।
তোরা যে রামের কার্য্য করেছিলি ভাই ॥
তোদেরি অতিথি মোরা মরি যে এখন।
ফল জল দিঞা এবে রাখরে জীবন ॥
এত শুনি কপিগণ লম্ফ ঝম্প দিঞা।
তীর-বেগে চতুর্দ্দিকে গেল সে চলিঞা ॥
ক্রমে ক্রমে আসে সবে সেই বৃক্ষ তলে।
কেহ ফল কেহ জল লঞে পদ্ম-দলে ॥
কাঁঠাল কুমড়া আম নানা জাতি ফল ॥৪৪
আনি রাখে রাশি রাশি বানর সকল ॥

---

৪৩) বিষ্ণুপুর হইতে সাত ক্রোশ ঈশান কোণে বহু প্রাচীন কোটেশ্বর গড়, অপভ্রংশে কোড়াম্বর গড়। কোট দুর্গ। সে দুর্গের বহু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তিন শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ উদয়-সেনের কালে দুর্গের প্রাচীরাদি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় নাই। (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১০১ পৃষ্ঠা ও ১৩৪ বঙ্গাব্দের পত্রিকার ৮০ পৃষ্ঠা পড়।

৪৪) বোধ হয়, চৈত্রমাস। পূর্বে লোকের বাস থাকিলে সরস ভাঙ্গা ইটস্তুপে কুমড়া গাছ জন্মিতে পারে।

জল-পাত্র পূর্ণ করি দিলা জল আনি।
ইচ্ছা পূর্ণ করি খায় যতেক সেনানী॥
কর-পুটে চণ্ডীদাসে কহে রহমন॥
এই ফল জল প্রভু করুন গ্রহণ॥
ধর মাগো এই ফল যেবা ইচ্ছা হয়।
লহ ভাই রুদ্রমালী বিলম্ব না সয়॥
মুখ তুলি চণ্ডীদাস কহিলেন হাসি।
৩০/৭ আজি বৎস আমাদের হয় একাদশী॥
সাত দণ্ড নিশি যোগে দেখি শুভক্ষণ।
কিছু ফল মূল মোরা করিব ভক্ষণ॥
যাও বৎস বেলা প্রায় হইল অবসান।
ফল জল খেঞে তুমি করগে বিশ্রাম॥
আজ্ঞা পাঞে রহমন করিলা ভোজন।
শয়ন করিতে হইলা নিদ্রায় মগন॥
নানা জাতি বিহঙ্গম করে কলধ্বনি।
শুনি নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে যতেক সেনানী॥
অস্তাচলে বসি রবি মারিতেছে উকি।
নব কিশলয় দল করে ঝিকিমিকি॥
দূরারণ্যে কোকিলের শুনি কুহুরব।
মুগ্ধ হঞে সবে রয় বসিঞা নীরব॥
শীতল সমীর বয় তর-তর স্বনে।
হেলি দুলি ফুলকুল হাসিছে সঘনে॥
গন্ধ ঢালি একদিকে করিছে অবশ।
আর দিকে রূপ-ফাঁদে ধরি করে বশ॥
কোথাও নাচিছে শিখী দীর্ঘ পুচ্ছ মেলি।
কোথাও কুরঙ্গ-শিশু করিতেছে কেলি॥
প্রকৃতির লীল-ভূমি হয় এই স্থান।
বলি সবে বার বার করয়ে বাখান।
কোথা যেতে হবে সবে কোথা তার পথ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি গেছে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ॥
রহমন উঠি তবে কহে সৈন্যগণ।
করিয়াছ কেহ কি সে পথ-অন্বেষণ॥
করপুটে কহে সবে আজিকার রাতি।
বঞ্চি হেথা কল্য প্রাতে উঠি যাব তথি॥

সঙ্গে সঙ্গে রহমন কহিলেন রাগে।
তাহলে সকলে ধরি খাইবে যে বাঘে॥
ক্ষমা কর খোদাবন্দ কহে সৈন্যগণ।
প্রহরায় রব মোরা দশ দশ জন॥
হেন কালে চণ্ডীদাস ডাকি রহমনে।
কহিলেন আজি নিশি বঞ্চ এইখানে॥
কোন ভয় নাহি তব থাক সাবধান।
কল্য প্রাতে দেখা যাবে পথের সন্ধান॥
হাসি কহে রহমন শুনহ গুঁসাই।
বঞ্চিব রজনী হেথা তুমার ইচ্ছায়॥
কিন্তু এই নিশি-যোগে পেলে কোন গ্রাম।
অন্ন জল পেয়ে সবে লভিত বিশ্রাম॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন রহমন।
সর্ব্বত্র আছয়ে মোর শ্রীরাধারমণ॥
স্বর্গ হতে হেথা সুখে লভিবে বিশ্রাম।
করুণা করেন যদি মোর রাধাশ্যাম॥
কৃতাঞ্জলি পুটে তবে কহে রহমন।
এক কথা মহারাজ করি নিবেদন॥
হিন্দুর সে আপ্ত বাক্যে শুনি নাই কভু।
আপনার রাধাশ্যাম জগতের প্রভু॥
জন্ম-মৃত্যু ছিলা যার রোগ-শোক-জরা।
দুনিয়ার কর্ত্তা প্রভু কিসে হবে তারা॥
আপনার যোগ্য হয় ধর্ম্ম সে ইস্‌লাম।
দুঃখ হয় তব মুখে শুনি রাধাশ্যাম॥
আমার যে আল্লা সেই ব্রহ্ম তব হয়।
উভয়ের শাস্ত্রে তার দেখি সমন্বয়॥
কহ প্রভু হই আমি অতীব বেহুঁশ।
কেমনে সে হয় ব্রহ্ম একটি মানুষ॥
চণ্ডীদাস কহে সকলি মানুষ শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই॥*

* পূর্বে পুঁথীর ১১শ পাতায় এই মানুষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাউল ও উত্তর-ভারতের সন্ত সাধু এই মানুষের ধ্যান করেন। পদটি প্রচলিত ছিল, গীতের অংশ-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

সকলেরি জন্ম লক্ষ্য ব্রহ্মেতে বিলয়।
সেই মত কর্ম্ম নর করিবা নিশ্চয়॥
৩০/ ] কিন্তু কর্ম্ম হয় মাত্র প্রকৃতিতে বদ্ধ।
ব্রহ্মের সহিত নাঞি কর্ম্মের সম্বন্ধ॥
প্রকৃতি ছাড়িঞা তুমি ব্রহ্ম-প্রাপ্তি আশে।
যেই কর্ম্ম কর সেটা ব্যর্থ হয় শেষে॥
সমুদ্রে মিলাতে হলে তড়াগের বারি।
বল দেখি মিলাইবা কি উপায় করি॥
দেখিবা আদৌ তুমি বেশ করি এঁচে।
কোন তরঙ্গিণী তার নিকটেতে আছে॥
বাহির করিয়া তবে তড়াগ সলিলে।
মিলাইবা আনি সেই তটিনীর জলে॥
তখন বলিতে তুমি পারিবা নিশ্চয়।
হইবা সে নীর এবে সমুদ্রে বিলয়॥
সরসীর সম নীরে ধরা যায় যদি।
রাধাশ্যাম আদি তবে হয় নদ নদী॥
আত্ম-তুষ্টি মত তাঁর করিলে সাধন।
কখনও না ঘটে যদি তার ব্যতিক্রম॥
অবশেষে আত্মা তাহে হইলে সংযোগ।
নিশ্চয় হইবা তবে ব্রহ্মানন্দ-ভোগ॥

এই স্থানে দুই শ্লোক পকাকাটা হওয়ায় পড়া যায় নাই। যাহা পড়া যায় তাহাতে অর্থবোধ না হইবায় ত্যাগ করিলাম।

ঘটাঞে কিঞ্চিৎ দোষ সাধন-বিভাগে।
বঞ্চিত যে জন মাত্র ব্রহ্মানন্দ-ভোগে॥
পুনঃ নরকুলে সেই জনময়ে আসি।
তার তুলা হয় সিন্ধু-তটস্থ সরসী॥
অর্থ-উপার্জ্জন হেতু আছে বহু পথ।
কুড়াঞে সে অর্থ হোক কুবেরের মত॥
তত্রাপি তাহারে জেন পথ নাহি কয়।
একবারে ব্রহ্ম তথা সাধন না হয়।
রহমন চিন্তামগ্ন থাকি কিছুক্ষণ।
কহিলেন করি তবে আত্ম-সম্বরণ॥

কিন্তু না বুঝিনু সেই রাধা কেবা হয়।
কহি প্রভু এ দাসের ঘুচাও সংশয়॥
চণ্ডীদাস কহে পুনঃ শুন রহমন।
যেই বাক্য করিতেছ শ্রবণ স্ফুরণ॥
তাহার উৎপত্তি হয় ব্রহ্মভাগ হতে।
বিশেষ সমর্থ তুমি সে কথা বুঝিতে॥
কিন্তু তার শব্দ-অর্থ যাহে হয় সাধা।
পরমা প্রকৃতি সেই গুণময়ী রাধা॥
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মোর শ্রীরাধা প্রকৃতি।
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি এ দোঁহার স্থিতি॥
এ যুগল ছাড়াছাড়ি কভু দেখি নাই।
পুরুষ প্রকৃতি জোড়া আমরা সবাই॥
চতুর্ব্বেদ ভক্তে আগে যা চাহিতে কয়।
সেই রে কল্যাণময়ী রাধা মোর হয়॥
ঐতরেয় আরণ্যকে সাধে রহমন।
শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহ হইতে মিলন॥
এই মতে হিন্দুর আছয়ে যত শাস্ত্র।
কহিতেছে যম-জয়ে রাধা পরমাস্ত্র॥
ব্রহ্ম সাধনের পথে রাধাই সম্বল।
রাধা বিনা রহমন সকলি নিষ্ফল॥
করপুটে রহমন কহিলেন তবে।
আমারে চরণে প্রভু স্থান দিতে হবে॥
দীক্ষিত করুন প্রভু হঞে অনুকূল।
অপার এ ভবার্ণবে পাই যেন কূল॥
আপনার পাদপদ্মে এই বর যাচি।
গাই রাধা-কৃষ্ণ নাম যতক্ষণ বাঁচি॥
৩১/ ] কহিলেন চণ্ডী তাহে তুষ্ট হইলে মন।
রাধা-কৃষ্ণ-গুণ-গান কর রহমন॥
দীক্ষিত হবার তাহে প্রয়োজন কিবা।
মনে গুরু করি তুমি ভজ রাত্রিদিবা॥
সেই হতে ত্যজে সেই ধর্ম্ম সে ইস্‌লাম।
হইল তার জপমালা রাধা-কৃষ্ণ নাম॥

*।*।*

জনেক সেনানী আসি করপুটে কয়।
কে রমণী কাঁদে দূরে শুন মহাশয়॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোরা অতি বলহীন।
বাঁচিব বাঁচিলে আজি তবে বহুদিন॥
প্রহরেক রাত্রি তায় নির্জ্জন কানন।
কি হেতু ও কে রমণী করিছে ক্রন্দন॥
কিঞ্চিৎ আহার মোরা পাই যদি সবে।
রমণীরে উদ্ধার করিঞা আনি তবে॥
রাসমণি কহে হাসি চাহ কিবা খেতে।
প্রকাশিয়া কহ বাপু ইচ্ছা হয় যাতে॥
সৈনিক কহিল তবে করি জোড় হাত।
বড় ভাল হয় মাগো পাই যদি ভাত॥
ধ্যানেতে বসিঞা দেবী করিলা স্মরণ।
কোথায় বিপদ-বন্ধু মদন-মোহন॥
এস প্রভু নিরাহারে মরি সবে মোরা।
রক্ষ আসি ক্ষুধাতুরে অন্ন দিঞে ত্বরা॥
তুমিও আইস মাগো বাসলী আমার।
পড়েছি বিপদে মোরা বনের মাঝার॥
অন্ন দেমা অন্নপূর্ণে বনের ভিতর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় হঞেছি কাতর॥
অন্ন দেমা শত সৈন্য সহ রহমনে।
যে মতে দিলি মা অন্ন চৌরাশী ব্রাহ্মণে॥
স্মরণ করিবামাত্র অতি-দীর্ঘ-তনু।
মস্তকে প্রকাণ্ড বোঝা আইলা যেন হনু॥
সঙ্গে তার আছে মাত্র একটি বালক।
দেখি সবে চেঞে থাকে না মারে পলক॥
দীর্ঘ-তনু কহে এই খাদ্যদ্রব্য সহ।
পাঠাইলা মল্লরাজ সব দেখি লহ॥
বালক কহিল আমি রাঁধিঞা বাড়িঞা।
খাঞাইব বলি তেঁই এলাম ছুটিঞা॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর লঞা আসি কাঠ।
বলি গাছে উঠি ডাল ভাঙ্গে মটমাট॥
—বল মা রামিনী তোর কোন্ মন্ত্রবলে।
বালক গোলক-পতি বসি বৃক্ষ-ডালে॥
নিজ কৃপা-গুণে তোর ও অভয়-পদে।
দিবি কি মা স্থান কভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে॥

* | * | *

ভৈরব আনিল জল কলসী কলসী।
বালক কহিলা তবে বৃক্ষ-ডালে বসি॥
সকলি ত হইল ঠিক কোথায় অনল।
ভৈরব কহিল আনি না হও চঞ্চল॥
আইল বালক তবে বৃক্ষ হতে নামি।
ফিরিল ভৈরব লঞে জ্বলন্ত আগুনি॥
চুলা বাঁধি অগ্নি সে না দিতে ততক্ষণ।
পলকে বালক সব করিলা রন্ধন॥
ভৈরব ভৈরব-নাদে ডাক দিঞা বলে।
কে কে অন্ন খাবে ভাই আইস সব চল্যে॥
ঝুপ ঝাপ করি আইসে বসে সৈন্যগণ।
বালক দিতেছে সবে অন্ন ও ব্যঞ্জন॥
তৃপ্তি পূর্ণ করি ভাত খাইল সকলে।
আচমন করে সবে কলসীর জলে॥
ডাক দিঞা কহিছে বালক সুচতুর।
আর কেহ কোথাও কি আছ ক্ষুধাতুর॥
আমরা খাইব ভাত চণ্ডীদাস বলে।
বালক কহিলা তবে আইস সবে চলে॥
রুদ্রমালী কহে প্রভু আজি একাদশী।
তাথে কিবা চণ্ডীদাস কহিলেন হাসি॥
খাও অন্ন রুদ্রমালী নাহি কোন পাপ।
না খালে* ঘটিবা তব কাল মনস্তাপ॥
আতুরে নিয়ম নাঞি এই এক কথা।
শ্রীকান্ত পাচক আর পাবে তুমি কোথা॥
যার একাদশী সেটা দিঞা আজি তাঁরে।
চল বৎস অন্ন মোরা খাব তার করে॥
এইমতে বসে তবে করিতে ভোজন।
রুদ্রমালী চণ্ডীদাস রামী রহমন॥
দিতেছেন অন্ন সবে দয়াল অচ্যুত।
চণ্ডীদাস রামী বিনা সবার অজ্ঞাত॥

* খাইলে।

*রুদ্রমালী মনে মনে করিছে চিন্তন।*
প্রভু কহে পাচক এ শ্রীরাধা-রমণ॥
রহমন ভাবে এ যে আশ্চর্য্যের কথা।
কেমনে পাইল রাজা এ সব বারতা॥
এইরূপে চিন্তি সবে করিঞা ভোজন।
মহানন্দে উঠি তবে করে আচমন॥
হাঁক দিঞা বালক কহিলা এবে পুন।
কেহ কোথা উপবাসী আছ কি এখনো॥
একথা শুনিয়া যবে কেহ না আইলা।
বালক ভৈরব তবে অদৃশ্য হইলা॥
রহমন বসিঞাছে চণ্ডীর নিকটে।
জনেক সৈনিক আসি কহে করপুটে॥
কে রমণী কাঁদে এই নির্জ্জন কাননে।
দশজন গিঞাছিল তার অন্বেষণে॥
কি আশ্চর্য্য শুন প্রভু করি নিবেদন।
আসিয়াছে ফিরি তাঁরা কথা নাহি কন॥
অনুমতি হয় যদি পুন যাই মোরা।
কি আছে তথায় গিঞা জানে আসি ত্বরা॥
রহমন কহে যারা গিঞাছিল তথা।
ফিরি আসি কোন মতে নাহি কহে কথা॥
এ কি প্রভু এ ত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।
চণ্ডীদাস কহে হয় আমার ধারণা॥
কোন কাপালিক হেথা করে নিবসন।
তন্ত্র মতে করে পঞ্চ মকার সাধন॥
নিশ্চয় রমণী কাঁদে হাতে পড়ি তার।
অবশ্য করিতে হয় এর প্রতিকার॥
দেখে আইস যাহ সৈন্য দুই চারি জন।
কি হেতু রমণী অই করিছে রোদন॥
না বলিঞা কারে কিছু দেখিবা নয়নে।
ফিরি আসি সব কথা কহ মোর স্থানে॥
যে আজ্ঞা বলিঞা সৈন্য পাঁচ জনে মিলে।
গিঞা তথা দাণ্ডাইল বৃক্ষ অন্তরালে॥
দেখিল দীঘল তনু গৌর-বর্ণ যুবা।
দাণ্ডাঞে রঞেছে ধরি হাতে বিল্বজবা॥

*দীর্ঘ কেশে বাঁধিয়াছে উবু করি ঝুটি।*
অগ্নি উদ্গারিঞা ঘন ঘুরে নেত্র দুটি॥
রক্তবর্ণ পট্টবাস কটিতটে আঁটা।
ভালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোঁটা॥
গলেতে রুদ্রাক্ষমালা পরিছে দুফেরি।
ভয় হয় দেখি তার মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী॥
ষোড়শী রূপসী এক রহে তার পাশে।
কদলীর পত্রসম কাঁপিতেছে ত্রাসে॥
মাঝে মাঝে আড় নেত্রে যুবকের পানে।
৩২/] দেখি বামা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে॥
সমুখে কালিকা-মূর্ত্তি পাষাণেতে গড়া।
পদতলে ভূতনাথ করতলে খাঁড়া॥
রূপচাঁদ কহে রুষি কি ভাবিছ আর।
জোর করি তোর মুণ্ড কাটিব এবার॥
ভাবিতেছি এই কথা কহে রমাবতী।
পরিণামে তুমার কি ঘটিবে দুর্গতি॥
নরহত্যা মহাপাপ তাহে আমি নারী।
মোরে বধি হইবা তুমি ধর্ম্ম-অধিকারী॥
রূপচাঁদ কহে তুই সহজে অবলা।
তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বৃথা তোরে বলা॥
রমাবতী কহে তবে আরে রে পাগল।
পোড়াইতে তন্ত্র তোর নাহি কি অনল॥
জগন্মাতা বলি যাঁরে সকলে ধেয়ান।
তুষ্ট তিনি সন্তানের করি রক্তপান॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তোর শাস্ত্র মতে নরহত্যা ধর্ম্ম হয়॥
যে কার্য্য করিতে বিধি নির্জ্জন কাননে।
তারে তুই ধর্ম্ম বলি বলিস কেমনে॥
পরনারী হই আমি মোরে পরশিঞা।
নরকে পশিছ দ্বার আপুনি খুলিঞা॥
একবার ডাক দেখি মোরে মা মা বলে।
আমায় শ্যামায় এক দেখিবি তা হলে॥
কিন্তু বৃথা তোরে আমি কহি হিত বাণী।
চোরা না শুনয়ে কভু ধরম কাহিনী॥

রূপচাঁদ কহে আমি করি না সাধন।
তোর মুখে শাস্ত্রকথা করিতে শ্রবণ॥
দোঁহার সদ্গতি যায় হয় রে চপলে।
তাহে মহাপাপ বলি বলিস কি বলে॥
তন্ত্র মিথ্যা আমি মিথ্যা দেবী মিথ্যা হয়।
মুখে হরি বলি তোর যাবে ভব-ভয়॥
কাপুরুষ হয় যেই অলস অজ্ঞান।
নন্দের নন্দন হয় তারি ভগবান॥
কৃষ্ণ-গুণাবলী যেই করয়ে কীর্ত্তন।
জেনে রাখ তারি হয় ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
সব শক্তি যায় তার লক্ষ্মী যায় ছাড়ি।
চণ্ডালের পায়ে শেষ যায় গড়াগড়ি॥
দাঁড়াঞে দাঁড়াঞে মার খায় অবিশ্রাম।
তত্রাপি না ছাড়ে মুখে রাধা-কৃষ্ণ নাম॥
একেবারে বন্যে* যায় লাছের কুকুর।
সবাই তাহার হয় মাথার ঠাকুর॥
এ হেন স্বভাব লঞে মরে যেই জন।
পর জন্মে পায় সুখ স্বভাব যেমন॥
মানুষের তরে প্রাণ দিতে পারে তারা।
মা-র কাছে দিতে হলে জীয়ন্তেই মরা॥
এই দোষে এই দেশ দাঁড়াইল কোথা।
ভাবে দেখ নারী আমি বলি না অন্যথা॥
যতদিন ছিল না এ দেশে কৃষ্ণ-ভজা।
সবাই স্বাধীন ছিল এদেশের রাজা॥
যখনি সে জয়দেব কৃষ্ণ নাম ধরে।
তখনি যবন আসি ঢুকে তোর ঘরে॥
এত কহি যুবতীরে যূপ-কাষ্ঠে বাঁধে।
রক্ষা কর ভগবান বলি রমা কাঁদে॥
চলি গেলা সৈন্য এক ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে।
সকল বৃত্তান্ত আসি কহে চণ্ডীদাসে॥
ছুটি গেলা চণ্ডীদাস রুদ্র রহমন।
তখন করেছে রূপ খড়্গ উত্তোলন॥

* বনিয়া।

পশিলেন চণ্ডীদাস সহসা মন্দিরে।
সজোরে ধরেন গিঞা রূপচাঁদ-করে॥
[৩২৫/] কে রে তুই বলি রূপ পেছু ফিরে চায়।
দিব্য-কান্তি চণ্ডীদাসে দেখিবারে পায়॥
কে তুই কি নাম তোর আইলি কোথা হতে।
পতঙ্গের মত এই অনলে পুড়িতে॥
রূপচাঁদ কহি করে ভুজ টানাটানি।
যূপ-কাষ্ঠ হতে রুদ্র উদ্ধারে রমণী॥
চণ্ডীদাস কহে কোথা জাদুবিদ্যা তোর।
কর দেখি রুদ্ধ তুই বাক্-শক্তি মোর॥
রূপ কহে যদি তুই না ছাড়িস্ হাত।
বাক্-শক্তি-হীন তোরে করিব পশ্চাত॥

* । * । *

চণ্ডীদাস কহে নামটি আমার পাগল চণ্ডীদাস।
(এই) পাগলী মায়ের ছেলে আমি কাঙ্গাল কৃষ্ণদাস॥
কার্য্য আমার কৃষ্ণ-ভজা নাইক মজা ইথে।
তোর মত ভাই মানুষ কেটে মায়ের মুখে দিতে॥
(আমি) খাওাই মাকে মনের মধু শুআই মনের কোলে।
আমি কেঁদে কেঁদে কাঁদাই মাকে এমনি অবোধ ছেলে।
(আমি) ভোলা মাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে সব নিঞেছি কেড়ে।
(এখন) থাকতে নারে পাগলী বেটী কোথাও আমাক* ছেড়ে॥
(শেষ) একটি রতন ছিলা মায়ের তাও নিঞেছি পরে।
যখন তখন কেঁদে কেঁদে মাঞের চরণ ধরে॥
সেই রতনি কৃষ্ণ-ভজা বড়ই মজার কথা।
রতন পেঞে যতন করে রাখতে নারি কোথা॥
(তখন) সব দিঞাছি শ্যামায় ফিরে এই নিবেদন করি।
তোমার দেওা ভূতের বোঝা আর যে বইতে নারি॥
সুদের শোধে দিলাম তোরে আত্মবলিদান।
কেবল আমায় দেমা শ্যামা রাধাকৃষ্ণ নাম॥

[ উদয়-সেনের চণ্ডী-চরিতের টীকায় এখানে লেখা আছে যে কালী-সাধন করিঞা যে সব শক্তি সঞ্চিত হয় তাহা নিষ্ফল জানিবাতে ও কেবল কৃষ্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মউপাসনা বড়ই সুকঠিন জানিবায় চণ্ডীদাস সকলি মার পদে বিসর্জ্জন দিঞা আত্মদান মতে তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ]

* আমাক' "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" আমহাক, আমাকে। ছাতনা অঞ্চলে আমাক্ তোমাক্ এখনও প্রচলিত আছে।

সেই লগ্নে ভাই   আছি সুখে   কোন কষ্ট নাই।
আজ সময় বুঝে   দিতে তোরে   আসিয়াছি তাই ॥
সব ছেড়ে তুই   যুগল মন্ত্র   নিলে বুঝবি রূপ।
যার তরে তুই   মানুষ কাটিস   সেই যে তাহার রূপ ॥
রেখে দে তোর   তন্ত্র মন্ত্র   পাষাণ-গড়া শ্যামা।
তুমি আমি   জগৎ মিথ্যা   যুগল মন্ত্র বিনা ॥
হরি-বলা   মুখের কথা   আসছে কোথা হতে।
মনের মত   না হইলে কে   মত্ত হয় তাতে ॥
পুরুষ বলতে   পরম প্রভু   তারি চেষ্টা জ্ঞান।
ভাঙ্গা গড়া   নিত্য কর্ম্ম   যার এ বিশ্ব ধাম ॥
নিরানন্দ   সবাই মোরা   শুনরে বাছা ধন।
আছেন কেবল   তিনিই প্রভু   নন্দের নন্দন ॥
কৃষ্ণ-সাধন   করতে হলে   রাধামন্ত্র চাই।
যায় হতে ভাই   কর্ম্মশক্তি   আপুনি যোগায় ॥
দেহের মধ্যে   ইচ্ছা বিনা   তুমার কিছু নাই।
ইচ্ছা পূরণ   করতে হলে   করে তা রাধাই ॥
সাধন-মন্ত্র রাধা-   কৃষ্ণ সাধন-   সিদ্ধি-ফল।
বাঁচিস যদিন   এই বুঝে তুই   কর্ম্মক্ষেত্রে চল ॥
নিত্য থাকি   মায়ের কোলে মানুষ হলি যদি।
তাহলে তুই   আমার কথা   বুঝবি মর্ম্ম ভেদি ॥
রাধার কৃপা   হইলে পরে   ধন জন মান।
আপনি তোমার   ঘটবে মনে   বিষ-সম জ্ঞান ॥
অহংমদ দূর   হবে তোর   হবি নির্ব্বিকার।
আব্রহ্ম   চণ্ডাল-পদে   দিবি নমস্কার ॥
৩৩/ বড় হওয়ার   চিহ্ন আগে   ছোট হওয়া জানি।
তুমার চেয়ে   সবাই বড়   বলবে তুমার তুমি ॥
মার খাবে   তাও না মারিবা   হবে তুমার জয়।
রাধা-কৃষ্ণ   নামের গুণে   শত্রু হবে ক্ষয় ॥
কুকুর ঠাকুর   সমান হবে   শেষের দশা পেলে।
পর কি আপন   সুজন কুজন   সকল যাবে ভুলে ॥
যেমন সাধন   করবে তুমি   আপন ভাবের ঘরে।
তেমনি সে ফল   ফলবে তুমার   ভাবের অনুসারে ॥
মানুষেতেই   সজাগ আছেন বাবা তুমার মা।
পাষাণে কি   তন্ত্রে মন্ত্রে   নাইক তুমার শ্যামা ॥

তুমি যদি   সাধার মত   সাধতে পার তারে।
তাহলে সে   তুমার গুণে   পাষাণে সঞ্চারে ॥
একটি মানুষ   মলে যদি   পাঁচের জীবন থাকে।
মরেও অমর   রয় সে ধরায় যায় সে সুরলোকে ॥
এই বলি-তেই   মায়ের তুষ্টি   বাবার তুষ্টি সহ।
শিলার পাশে   নাশলে পরে   নরহত্যা সেহ ॥
দেশ বিদেশের   লোক বুঝিনা সবাই স্বদেশ-বাসী।
মানুষ রাজায়   মানুষ কাটি   হয় সে রাজা আসি ॥*

রূপচাঁদ কহে তবে শুনহে প্রবীণ।
বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে লোক হয় বলহীন ॥
ভুজ-শক্তি অর্থ-বল হৃদয়ের বল।
নাহি যার তার ধর্ম্ম থাকে কি অটল ॥
তাহলে এ হীন-বল ধর্ম্মে কিবা হয়।
দৃষ্টান্তের সহ মোরে দেহ পরিচয় ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন মহাতেজা।
তাহার দৃষ্টান্ত হয় অম্বরীষ রাজা ॥†
না কয় দুর্ব্বাক্য কিছু না করে তাড়ন।
তত্রাপি দুর্ব্বাসা ঘুরে মরে ত্রিভুবন ॥
বল দেখি কোন বলে বলীয়ান রাজা।
কেন এত ভীত সে দুর্ব্বাসা মহাতেজা ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা এই সে কারণ।
রক্ষিত বিষ্ণুর সদা চক্র সুদর্শন ॥

---

*পুথীতে আছে "মানুষ রাজায় মানুষকোটি হয় সে রাজা আসি ॥" কিন্তু ইহাতে অর্থ হয় না। এই কারণে 'কোটি' স্থানে 'কাটি' করিতে হইল। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, তিনি স্বদেশের বিদেশের লোক বুঝেন না মানুষ মানুষরাজাকে কাটিয়া রাজা হইতেছে। কেবল বিদেশী যবন নয় স্বদেশী মানুষও এইরূপ করিতেছে।

† শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে (৪ ৫ অঃ) সূর্যবংশীয় রাজা অম্বরীষ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। একদা তিনি বর্ষব্যাপী ব্রতের উদ্‌যাপন করিতেছিলেন সহসা দুর্বাসা ঋষি অতিথি হন। স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইতে ঋষির বিলম্ব হইতে লাগিল, পারণের কাল বহিয়া যায় রাজা উপস্থিত মুনিঋষিগণের উপদেশে জল পান করেন। দুর্বাসা প্রত্যাগত হইয়া রাজার জল-পান শুনিয়া রাজাকে বধের নিমিত্ত জটা হইতে এক ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সে মূর্ত্তি নাশ করিয়া দুর্বাসার প্রতি ধাবিত হয়। তখন ঋষি অম্বরীষের পদ গ্রহণ করিয়া নিস্তার পান।

হিরণ্যকশিপু রাজা শক্তি-উপাসক।
বিষ্ণু-ভক্ত তার পুত্র প্রহ্লাদ বালক ॥
পিতা বলে তারা নাম কর রে গ্রহণ।
পুত্র বলে কোথা হরি শ্রীমধুসূদন ॥
খাওাইল বিষ রাজা পুড়ায় অনলে।
তত্রাপি বালক মুখে হরি হরি বলে ॥
বহু চেষ্টা কৈলা রাজা বধিতে বালকে।
না মরে বালক ডাকি ত্রিলোক-পালকে ॥
অবশেষে কহে রাজা কোথা তোর হরি।
আছে কি এ হরি তোর স্তম্ভের ভিতরি ॥
প্রহ্লাদ কহিল মোর হরি নাই কোথা।
স্তম্ভের ভিতর হরি বিরাজেন সদা ॥
ভাঙ্গি ফেলে স্তম্ভ রাজা পদাঘাত করি।
নর-সিংহ রূপে তায় বাহিরিলা হরি ॥
গর্জ্জিয়া রাজারে ধরি জঙ্ঘার উপর।
নখে চিরি বিদীর্ণ করিল কলেবর ॥
শ্রীহরি সহায় যার তার চেঞে বলী।
কেহ নাঞি রূপচাঁদ সত্য করে বলি ॥
পরমার্থ আছে যার অর্থে কিবা করে।
তার চেঞে অর্থে বড় কে আছে সংসারে ॥
তাই বলি রূপচাঁদ বল হরিবোল।
মিটিবা তাহলে তোর হৃদয়ের গোল ॥
শ্যামের সঙ্গেতে কর শ্যামার সম্প্রীত।
রবে চিরানন্দে কহে কৃষ্ণ-গাঁতাইত ॥[৪৫]

* । * । *

রূপচাঁদ কহে তুমি আইলে কোথা হতে।
মম সম ঘোরতর পাষণ্ড দলিতে ॥
ধন্য আমি আমারি সে মাত্র ভাগ্য গুণে।
পথ ভুলি আইলে প্রভু এ নির্জ্জন বনে ॥

কিন্তু কেহ শ্যামা-শক্তি না তিষ্ঠালে তায়।
পাষাণে পাষাণ বই আর কিছু নাই ॥
করান তা দাসে প্রভু প্রত্যক্ষ দর্শন।
তাহলে হইবা তার সন্দেহ ভঞ্জন ॥
চণ্ডী কহে বৃক্ষ হতে ফল আন পাড়ি।
৩৩০ ] খাওাও মায়েরে দেখি তন্ত্র মন্ত্র পড়ি ॥
রূপচাঁদ বলে আমি দেখি চেষ্টা করে।
ফল পাড়ি আনি তবে তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ে ॥
নয়ন মুদিঞা রয় দাঁড়ায়ে সকলে।
পূজান্তে সকলে তবে দেখে চক্ষু মিলে ॥
যেমন দিয়াছে ফল রয়েছে তেমনি ॥
পূর্ব্ববৎ আছে খাড়া অম্বিকা পাষাণী ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস কই রূপচাঁদ।
বৃথায় পেতেছ তুমি ধরাতলে ফাঁদ ॥
উঠি বইস একবার দেখি তবে আমি।
রূপচাঁদ উঠি বইসে দেবীরে প্রণমি ॥
নয়ন মুদিয়া চণ্ডী বসিলেন ধ্যানে।
সবাই চাহিঞা থাকে প্রতিমার পানে ॥
রূপ রুদ্র রহমন রমা ক্রমাগত।
জ্ঞান আছে নাঞি যেন হইল এমত ॥
রুদ্ধ হইল কর্ণ শুনি সিংহের গর্জ্জন।
চামুণ্ডার তাণ্ডবেতে ঝলসে নয়ন ॥
অট্ট-অট্ট হাসে সদা ত্রাসে কাঁপে বুক।
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে সবে হঞা অধোমুখ ॥
স্বপ্নের মতন তারা দেখিলা কেবল।
অম্বিকা পাষাণী বসি খাইছেন ফল ॥
চণ্ডীদাস পাতি হাত প্রসাদ লইছে।
অমনি বাড়ায় হাত সবে তার পিছে ॥
মোহমায়া টুটে তবে করে দরশন।
শিব-পরে কালিকা করিছে আরোহণ ॥
দণ্ডবৎ হঞা সবে করিলা প্রণাম।
পূর্ব্ববৎ মহেশ্বরী উঠিঞা দাড়ান ॥
অতঃপর সবে মিলি চণ্ডীর চরণে।
প্রণাম করেন অতি-হরষিত মনে ॥

---

৪৫) কবির নাম কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন। তাঁহার পিতা হীরালাল-সেন ছাতনার রাজার গন্তাইত' ছিলেন। তাহা হইতে তাঁহার বংশধরেরা গন্তাইত বা গাঁতাইত পদবী পাইয়াছিলেন। গন্তা+যুক্ত গন্তাইত, রাজভাণ্ডার-অধিকারী। গন্তা, সং গ্রন্থ, কোষ। ওড়িষ্যায় প্রত্যেক রাজার গন্তা-ঘর ও গন্তাইত আছে।

রমা আসি প্রণাম করিঞা পদে বলে।
অনূঢ়া বালার গতি কি হবে তা হলে ॥
ফুল্যার* কুলীন পিতা বন্দ্য-বংশ-জাত।
উদার ঋত্বিক তিনি বড়ই বিখ্যাত ॥
কিবা হয় নাম তাঁর কোথা নিবসন।
আর না কহিবা আমি যাবত জীবন ॥
আমাদের সমাজের বড় কড়াকড়ি।
সকলে করিবা ঘৃণা যাই যদি বাড়ী ॥
মনাগুনে পুড়িঞা মরিব দিবা-রাতি।
লাভ মাত্র হবে তায় পিতার অখ্যাতি ॥
বাঁচালে আমায় যদি কহ প্রভু তবে।
এ জীবনে জগতের কিবা কাজ হবে ॥
তুমি দেব আমার জীবন-দাতা পিতা
বলে দাও পিতা আমি দাঁড়াই বা কোথা ॥
চণ্ডী কহে রূপ তুমি বড় অপরাধী।
ভাল হয় কর বাছা প্রায়শ্চিত্ত যদি ॥
কিবা প্রায়শ্চিত্ত প্রভু রূপচাঁদ কহে।
নারী-দ্বেষী প্রায়শ্চিত্ত কেবল বিবাহে ॥
কহিলেন চণ্ডীদাস হাসিতে হাসিতে।
রূপ কহে কর প্রভু ভাল হয় যাতে ॥
কিন্তু ঘরে পিতা বই আর কেহ নাই।
মৃত কি জীবিত তাও শুনিতে না পাই ॥
বহু অর্থ ছিলা তাঁর এখন কিরূপ।
কিছু নাহি জানি আমি হাসি কহে রূপ ॥
কহিলেন চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসহ মোরে।
দেখিঞা আসেছি মুই তুমার পিতারে ॥
ঘুরি ফিরি রূপচাঁদ দেখিয়াছি সব।
বাড়ালেন পিতা তোর দ্বিগুণ বৈভব ॥
ফিরিঞা যাইবি তুই বিশ্বাস তাঁহার।
এই হেতু অর্থে পূর্ণ করিলা ভাণ্ডার ॥
আবার কহিলা রূপ করি কৃতাঞ্জলি।
ত্রিকালজ্ঞ তবে প্রভু আর কারে বলি ॥

ছিল না বাসনা মোর যাতে লোকালয়ে।
মনে ছিল কাটি কাল তব পদাশ্রয়ে ॥
৩৪/ ] রমা রমা শুভময়ী গুণময়ী রমা।
কে বলিতে পারে রমা তোমার মহিমা ॥
ক্ষমা না করিস মোরে ঘোর পাপী আমি।
তোর শাঁপে হই যেন আমি অধোগামী ॥
জীবন্তেই মরা তোয় করেছে যে জন।
হোক তার জীবন্তেই নিরয়-গমন ॥
চণ্ডী কহে হবে না তা এই দণ্ড তার।
করিলে অধর্ম্ম ধরি যে করে রমার ॥
ফুটাও সে করে ধরি বিবাহের ফুল।
আনহ ফিরাঞে তার সেই জাতি কুল ॥
রূপ কহে একি প্রভু শুনি তব মুখে।
দুর্লভ বিষ্ণুর ভোগ খাবে দাঁড় কাকে ॥
কে ধরিবা পদে প্রভু তুলসীর পাতা।
বিনা সে পরম প্রভু জগতের পিতা ॥
গঙ্গাধর বিনা প্রভু এবিশ্ব সংসারে।
জাহ্নবীর পূত ধারা কে ধরিতে পারে ॥
গড়িলা বিধাতা এই রমণী রতন।
যার জন্য সে কি প্রভু আমি নরাধম ॥
তাহে রমা হয় জানি কুলীনের মেঞে।
আমি যে কুলীন নই কিসে হবে বিয়ে ॥
হাসিঞা কহেন প্রভু পাণ্ডু-পুত্রগণ।
দ্রুপদে বাঁধিয়া আনে দ্রোণের সদন ॥
মহাশক্র দীনহীন এ হেন পাণ্ডবে।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা দিলা কেন তিনি তবে ॥
গৃহদ্বার অগ্নিমুখে পুড়ে হোক ছাই।
ঈশ্বরের দেওা প্রাণ আগে রাখা চাই ॥
সাঁতার কাটিঞা যদি কেহ পায় কূল।
হোক না তা পর সিন্ধু অগাধ অকূল ॥
নিরাশ্রয়ে ডুবে রমা অকূল পাথারে।
কত ধর্ম্ম বল দেখি উদ্ধারিলে তারে ॥
এ সিন্ধুর একমাত্র তুমিই পুলিন।
ডুবিয়া মরিবা রমা সাজিঞা কুলীন ॥

* ফুলিয়ার।

অধোমুখে কহে রূপ অতি ধীর ভাবে।
রমার কি মত প্রভু জিজ্ঞাসহ তবে ॥
চণ্ডীদাস কহে মাগো ভূদেব-কুমারী।
রূপ সঙ্গে তুমার বিবাহ দিতে পারি ॥
রমা কহে আমি কন্যা তুমি মোর পিতা।
কহ তবে হল এই কোন দেশী কথা ॥
এখনো রমারে তুমি ভাব পর বলে।
কেন বা আমার মত চাহ তা না হলে ॥
চণ্ডীদাস কহে মাগো কথায় কথায়।
বলেছি একথা আমি হঞেছে অন্যায় ॥
দিস না মা লজ্জা আর আমি তোর পিতা।
স্নেহের পুত্তলী তুই আমার দুহিতা ॥
কোথায় সে বাক্‌শূন্য সৈন্য দশ জন।
শীঘ্র করি ডাকিঞা পাঠাও রহমন ॥
ডাক দিতে আইল সব প্রভু কহে রূপ।
কর এরা যেই মতে হয় পূর্ব্ব রূপ ॥
তথাস্তু বলিঞা রূপ মন্ত্র পাঠ করি।
পূর্ব্ববৎ বাক্‌শক্তি দিলা সবে ফিরি ॥
চণ্ডী কহে রূপ তোর কুমন্ত্র সকল।
মোর শাপে আজি হতে হইবা নিষ্ফল ॥
আশীর্ব্বাদ করি হবি ধার্ম্মিক সুজন।
হইবা তুমার পুত্র তুমার মতন ॥
বিবাহের যোগ আছে চারি দণ্ড পরে।
কর সবে আয়োজন যা পার সত্বরে ॥
রুদ্র কহে আজি যদি বিবাহ হইবা।
কে করিবা কন্যাদান পুরোহিত কেবা ॥
চণ্ডী কহে পুরোহিত আমি তুমি দানী।
বর-যাত্র রহমন যতেক সেনানী ॥
রুদ্র কহে শূদ্র আমি বিপ্রকন্যা যদি।
করি দান শুদ্ধ হইবা আছে কি এ বিধি ॥
চণ্ডী কহে ক্ষত্রী হয় কায়স্থ যে জন।
জোর করি বলে শূদ্র গৌড়ের ব্রাহ্মণ ॥
সুবর্ণের অলঙ্কার পর যদি পায়।
প্রথা নাই বলি যদি রৌপ্য বল তায় ॥

সেই কথা প্রমাণ করিলে ত্রিভুবন।
তা বলে কি হইবা কভু রজত কাঞ্চন ॥
[৩৪৮] এত কন্যা ক্ষত্র দিলা ব্রাহ্মণেরে দান।
এখন সে বিপ্র নিজে খুজিঞা না পান ॥
মিথ্যা স্মৃতি ইতিহাস মিথ্যা জনরবে।
হৈলে অন্ধ কে সে তুমি কেমনে দেখিবে ॥
শুন রুদ্রমালী আমি দিনু অনুমতি।
কন্যাদান কর তুমি নাহি কোন ক্ষতি ॥
তারপর রূপ সঙ্গে রমার বিবাহ।
শ্যামার মন্দিরে সুখে হইল নির্ব্বাহ ॥

* । * । *

গভীর নিদ্রায় সবে হইল অচেতন।
ধ্যান-মগ্ন চণ্ডী করে ভৈরবে স্মরণ ॥
ভৈরব কহিল শন্যে নাহি কোন ভয়।
প্রভাতে যাবার পথ করিব নির্ণয় ॥
রমাবতী কহে হাসি কহত নিঠুর।
অবলা-বধের পাপ কত সুমধুর ॥
রূপ কহে ইহার উত্তর যে বাল্মীকি।
প্রশ্ন না হবার পূর্ব্বে রাখিঞাছে লিখি* ॥
জোর করি রমণীরে ধরিঞা আনিতে।
হরি-প্রেম-ভক্তি যদি সঞ্চারঞে চিতে ॥
বধিলে কি হতো রমা কহতো এখন।
রমা কহে দেখা দিত রাধিকা-রমণ ॥
রূপচাঁদ কহে হাসি জন্মের মতন।
হারাতাম তোমা হেন রমণী-রতন ॥
হাসিঞা কহিল রমা শুন গুণধাম।
শ্বশুরের বাড়ী কোথা কিবা তার নাম ॥
রূপ কহে পিতা মোর চন্দ্রনাথ-পর।
তাঁহার নিবাস হয় চন্দননগর[৪৬] ॥

---

* রাবণ সীতা হরণ করিয়া রামের দর্শন পাইয়াছিল।

৪৬) ইং ১৬৬০ সালে ডচ্‌ বণিক ব্রোকে বঙ্গদেশের প্রধান নদীর এক মান-চিত্র করিয়াছিলেন। তাহাতে নাম চন্দরনগোর আছে। এই নগর গঙ্গার পূর্ব পার্শ্বে ছিল।

রাইমণি আসি তবে কহিল হাসিঞা।
কই মাগো হাতে নুয়া† এ কেমন বিয়া॥
সিঁতিয়ে সিন্দুর নাই নাই গায়ে সোনা।
নূতন কাপড় তোর নাই একখানা॥
আয় মা আমার সঙ্গে এস বাবা রূপ।
বরকন্যা দোঁহে আমি সাজাব কিরূপ॥
অবাক হইয়া দোঁহে চাহে তার পানে।
দেখি শুনি চণ্ডীদাস হাসে মনে মনে॥
কহিলেন শুন রাই বন-বিয়ে হলে।
সবার অভাব পূর্ণ হয় বন-ফুলে॥
রামী কহে সেকি হয় পথে যাইতে লোকে।
বল দেখি কি বলিবা বরকন্যে দেখে॥
সুধাইলে প্রতিবেশী কি দিবা উত্তর।
হেন বেশে গেলে তারা চন্দননগর॥
রূপ-শিরে জটা-জাল মুখে গোঁপ দাড়ী।
পরিধানে পট্টবাস হাতে লোহ বেড়ী॥
এই কি বিয়ের কন্যে অঙ্গে নাঞি সোনা।
নূতন বিয়ের শাড়ী নাহি একখান॥
সিঁতিয়ে সিন্দুর নাই হাতে নাঞি লোহ।
দেখিলে বিয়ার কন্যে কে বলিবা সেহ॥
কে কবে বিয়ার বর দেখিলে এরূপে।
উচিত না হয় কভু পাঠাতে এ রূপে॥
বিবাহের কার্য্য তব কিছু নাহি জানা।
বন্ধ্যা কি বুঝিবে বল গর্ভের যন্ত্রণা॥
কাটহ রূপের জটা গোঁপ দাড়ী যত।
পরাহ নূতন এক যজ্ঞ-উপবীত॥
সর্ব্বাঙ্গে হরিদ্রা-তৈল মাখাইতে হবে।
বরের মতন রূপ তবেত দেখাবে॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস মন্দ কিবা হল।
মণিকাঞ্চনের যোগ হঞেছে ত ভাল॥
রামী কহে তা হলে যে বহিবা সাঁতার।
যেমন বহিলা পূর্ব্বে তুমার আমার॥

চণ্ডী কহে তবে কোন লোকালয়ে যাই।
সাজাঞিয়া বরকন্যা* করিব বিদাই॥
রামী কহে ইচ্ছা হলে পারত এখনি।
চণ্ডী কহে হবে না তা শুন রাসমণি॥
অসাধ্য না হলে কভু শক্তি-সঞ্চালন।
যে করে তাহার হয় নিরয়-গমন॥
৩৫/] হাসিঞা কহিলা রামী তবে সেই ভাল।
প্রাতঃক্রিয়া কর এবে রাত্রি পুহাইল॥
এত কহি রমা করে ধরিঞা রামিণী।
চলিলা উজলি বন যেন সৌদামিনী॥
নীরবে চলিলা সঙ্গে রমা হাসি হাসি।
রূপচাঁদ অবাক হইঞা ভাবে বসি॥
বট-বৃক্ষ-তলে আসি বইসে দুইজন।
একটি পেটরা রামী খুলিলা তখন॥
সুবর্ণ-কঙ্কতা‡ তৈল অগুরু-চন্দন।
হরিদ্রা আমলা মেথি নানা আভরণ॥
রক্তবর্ণ পট্টবাস সুতী নীলাম্বরী।
বাহির করিলা হাসি রজক-ঝিয়ারী॥
রমার কুন্তলে তৈল করিঞা মর্দ্দন।
আঁচাড়িঞা দেয় রাই করিঞা যতন॥
মস্তকে আমলা মেথি মাখাইয়া দিল।
অগুরু-চন্দন-চুয়া ভালে বিলেপিল॥
পরাইলা পট্টবাস অতি সযতনে।
সাজাইঞা দিল তবে বিবিধ ভূষণে॥
একে রমা তায় রামী সাজাইলা তায়।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী হেরি লাজেতে লুকায়॥
রামী-পদে নমি রমা করপুটে কয়।
ভয় হয় জিজ্ঞাসিতে তব পরিচয়॥
এত রত্ন অলঙ্কার আমায় যে দিলে।
নরে না সম্ভবে কভু কে তুমি তা হলে॥

---

† সধবার চিহ্ন লৌহবলয়।

* বাঁকুড়ার উচ্চারণে 'কন্‌য়া' পড়িতে হইবে। পুথীতে আছে 'কনা'।

‡ সং কঙ্কত, কাকই।

পিতা-মাতা-হারা আমি কিন্তু নহি হীনা।
বহু ধন আছে মম তবু আমি দীনা॥
পেঞেছি যে পিতা আমি পাইলাম ধন।
কর মা তাহলে তুই মায়ের পূরণ॥
রামী লৌহ-বলয় সিন্দুর দিলা তায়।
কহিলা পরাঞে দিবা জামাতা তুমায়॥
সিন্দূর বলয় করে চলি যায় রমা।
রামিণীর নাহি তাহে আনন্দের সীমা॥
দূর হতে দেখি রূপ সে রূপ-মাধুরী।
ধরিতে না পারে তায় নয়নের বারি॥
ভুবন-মোহন-রূপ কে দিলা রমারে।
কে দিল সাজাঞে হেন রত্ন-অলঙ্কারে॥
ভাবিছেন রূপ রমা নিকটেতে আসি।
সিন্দূর বলয় করে দিলা হাসি হাসি॥
দেখি রূপ রমারে টানিয়া বক্ষে ধরে।
চুম্বিঞা কহিলা রমা কে সাজাল তোরে॥
কে দিলা তুমায় হেন রত্ন-বিভূষণ!
বলয় সিন্দুর শাটী সুগন্ধি চন্দন॥
শিব-তুল্য পিতা মোর কহিলেন রমা।
তেমনি পেঞেছি মা যেন হর-রমা॥
দিঞাছেন তিনি মোরে যত আভরণ।
বাসেন আমায় ভাল প্রাণের মতন॥
হাসি তবে রমার সে বাম ভুজে ধরি।
পরাঞে দিলেন লৌহ বহু যত্ন করি॥
সিঁতিয়ে সিন্দুর দিতে সব গেল ঢালা।
তত্রাপি রমার রূপে বন কৈল আলা॥
জানিলা সকল তত্ত্ব চণ্ডী ধ্যান-যোগে।
কহিলেন হাসি আসি রামিণীর আগে॥
নারী ভিন্ন যত কিছু আছে এ জগতে।
অনলের সহ তুলা নাহি কিছু দিতে॥
সবার স্বভাব জানি কালে হয় লয়।
অনল বধূর ভাব ঘুচিবার নয়॥
তুমারি শিক্ষার ফলে বুঝেছি এখন।
আদৌ সাধন শক্তি মোক্ষের কারণ॥

ধর্ম্ম-পথে যদি কভু ঘটঞে দুর্যোগ।
বাধা নাই সেই শক্তি করিতে প্রয়োগ॥
সাধারণ কর্ম্মে কিন্তু শক্তি প্রকাশিলে।
অধর্ম্ম-সঞ্চয় তাহে হয় চারুশীলে॥
রামী কহে আগে আমি করেছি যে কাজ।
তার জন্য বৃথা কেন মোরে দাও লাজ॥
কহিলেন দোঁহে তবে আসি রহমন।
চঞ্চল হয়াছে সবে যাত্রার কারণ॥
চণ্ডীদাস কহে যাই রূপা রমা দোঁহে।
লঞা আইস চল আর বিলম্ব না সহে॥
৩৫৮/ ] রূপ রমা রুদ্রমালী চণ্ডীদাস রামী।
চতুর্দ্দোলে চড়ি হইল অশ্ব অনুগামী॥
একটি বালক আসি জিজ্ঞাসে তখন।
কি হেতু কোথায় সবে করিছ গমন॥
চণ্ডী কহে যাব মোরা পাণ্ডুআ নগর।
এ বনের কোন দিকে হয় তোর ঘর॥
পাণ্ডুআ নগর যেতে হয় কোন পথে।
পার কি বালক তুমি সে কথা বলিতে॥
বালক কহিল হাসি শুন মহাশয়।
পাণ্ডুআ নগর সে যে বহুদূর হয়॥
বন-বাসী হই আমি নাহি মোর ঘর।
বন পার হলে পাবে নিকটে মানকর॥
নিশ্চয় তোমরা যবে যেতেছ পাণ্ডুআ।
সোজা হবে যাও যদি এই পথ দিয়া॥
তিন নদ তিন নদী* পার হলে পর।
দেখিতে পাইবে তবে পাণ্ডুআ নগর॥
আর এক কথা আমি সুধাই বিদেশী।
বৃন্দাবন প্রয়াগ মথুরা বারাণসী॥
আদি করি মহাস্থান থাকিতে ভারতে।
কেন বল দেখি তুমি যাবে পাণ্ডুআতে॥
সিকন্দর রাজা তথা শমন সাক্ষাত।
মণি লোভে ফণীর ফণায় দিবে হাত॥

* দ্বারকেশ্বর দামোদর অজয়—তিন নদ; ময়ূরাক্ষী, ভাগীরথী মহানন্দা—তিন নদী।

চণ্ডী কহে শিশু তুই কি কহিব তোরে।
কে হেন যতন করি নিতে আইল মোরে॥
বালক কহিল হাসি সেটা সত্য কথা।
আহার ছড়াঞে ব্যাধ পক্ষী ধরে যথা॥
ইসলাম ধর্ম্মের মাত্র করিতে বিস্তার।
ছাইয়া ফেলেছে দেশ মোল্লা সে রাজার॥
হেন কর্ম্মে বিঘ্ন মাত্র হও যে তুমরা।
চার দিঞা তেঁই মৎস্য হইতেছে ধরা॥
চণ্ডী কহে ছোট মুখে বড় কথা কেনে।
ইহার উত্তর তুমি বুঝিবে কেমনে॥
বিপদের সহ যুদ্ধে না হইলে জেতা।
সম্পদ সুযশ ধর্ম্ম কে পেঞেছে কোথা॥
ডাকিছ আমায় তুমি না যাইলে তথা।
সেই ত অধর্ম্ম ঘোর চিত্ত-দুর্ব্বলতা॥
অর্থ যাবে ইথে তোর ইথে প্রাণ যাবে।
এহেন ভাবিলে তোয় মানুষ কে কবে॥
যার ধন যার প্রাণ লবে যবে তিনি।
পার কি আটক করি রাখিবারে তুমি॥
বিপদ ঘটাবে যেই সেও ত মানুষ।
আমিও মানুষ ওরে আমিও মানুষ॥
বালক কহিলা হাসি শুন হে সুধীর।
এই দেখ ধনুকেতে জুড়িলাম তীর॥
ভেদিব তুমার বক্ষ রক্ষ দেখি তবে।
নিজেকে নিরস্ত্র দেখি কেমনে সম্ভবে॥
চণ্ডী কহে রে বালক বলিলাম আমি।
কই মম অঙ্গে তীর বিঁধ দেখি তুমি॥
এতেক কহিয়া তিনি আরম্ভিলা ধ্যান।
আকর্ণ টানিঞা শিশু ছাড়ে দিলা বাণ॥
গর্জ্জিঞা আইল কিন্তু চণ্ডী বক্ষে ঠেকে।
ফিরি গিঞা ভেদিল সে বালকের বুকে॥
আছাড় খাইঞা তায় পড়িলা ভূতলে।
ছুটি গিঞা চণ্ডীদাস তুলি নিল কোলে॥
শিশু কয় মরি আমি নিজ কর্ম্ম দোষে।
দুষিব কেমনে আমি দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

কিন্তু তুমি জান্য* স্থির যাইলে তথায়।
বড়ই বিপদে রাজা ফেলিবে তুমায়॥
বিপদ কাটিঞা যদি আইস এই পথে।
আবার হইবা দেখা আমার সঙ্গেতে॥
এত কহি উঠি শিশু বক্ষে ধরি বাণ।
নিবিড় কানন মাঝে হইলা অন্তর্দ্ধান॥

* | * | *

৩৬/০] রামী কহে কে বালক চণ্ডী কহে চুপ।
কে বুঝে প্রভুর লীলা কহিলেন রূপ॥
রুদ্রমালী কহে মোরা বহুভাগ্য-ফলে।
পাইঞাছি স্থান প্রভু চরণ কমলে॥
করপুটে রহমন কহিলেন প্রভু।
এ দাসে চরণ-ছাড়া না করিবা কভু॥
রমা কহে বালকের যা শুনিনু কথা।
বুঝিনু বালক নয় নিশ্চয় দেবতা॥
চণ্ডী কহে রহমন অই পথ ধরি।
চালাও চৌদল অশ্ব বিলম্ব না করি॥
না হইতে বেলা যেন দ্বিতীয় প্রহর।
ক্ষুধার্ত্ত তুরঙ্গগণ পায় মানকর॥
চলিল চৌদল অশ্ব পবনের বেগে।
পথের পথিক সব যায় পথ ভাঁগে॥†
বিশ্রাম না চায় কেহ সিক্ত হইল ঘামে।
চলে অতি দ্রুততর থামালে না থামে॥
হইল সানের‡ বেলা যবে আগুসার।
তখন হইল অশ্ব দামুদর পার॥
দুই পাশে নরনারী কত আসে যায়।
নিকটে পড়িলে কেহ ছুটিঞা পালায়॥
যবন সেনানী বলি কাঁপি উঠে ত্রাসে।
দূর হতে দেখে সবে নিকটে না আসে॥

*জানিও।
†ভাঙ্গিয়া
‡স্নানের।

ত্রয়োদশ দণ্ড বেলা না হতে অতীত।
মানকরে[৪৭] গিঞা সবে হইল উপনীত ॥
বাগান-বেষ্টিত এক সরোবর-তীরে।
থামিল যতেক সৈন্য বিশ্রামের তরে ॥
একে একে সকলেই যান হতে নামি।
নানা কাজে ব্যস্ত সবে হইল তখনি ॥
স্নান-হেতু কেহ গিঞা জলেতে নামিল।
কেহ বা ঘোড়ার দল* কাটিবারে গেল ॥
কেহ কেহ আহারের আয়োজন তরে।
দ্রুত পদে পশে গিঞা গ্রামের ভিতরে ॥
হেন মতে নানা কাজে ব্যস্ত হইলে সবে।
চণ্ডীদাস রহমনে ডাকি কহে তবে ॥
আন বৎস ষোল জন বাহক সন্ধানি।
কোথা দুটি আসোয়ারী† খুজি আনি আমি ॥
হেথা হতে রূপ রমা করিব বিদাই।
বিলম্ব না কর বৎস্য আমি তবে যাই ॥
বলি প্রভু উঠিয়া দাঁড়ান ততক্ষণ।
গ্রাম অভিমুখে যান স্মরি নারায়ণ ॥
স্নান করি বৃদ্ধা এক যাইতেছিলা ঘরে।
মৃদু ভাষে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসিলা তারে ॥
কহ মা এ গ্রামের মালিক কহে কায় ॥
কার অট্টালিকা অই সমুখে দেখায়‡ ॥
বৃদ্ধা কহে মালিক ত আছে বহুজন।
কহ কার সঙ্গে তব আছে প্রয়োজন ॥
অই যে দেখিছ যার চৌপিঠ§ দালান।
জয়াকর নাম তার সবার প্রধান ॥
পরম পণ্ডিত তিনি ধাম্মিক সুজন।
কিন্তু তাঁরে লোকে বলে বড়ই কৃপণ ॥
জাতে বৈদ্য বিচক্ষণ হন কবিরাজ।
দুয়ারেতে খাড়া কত রাজ-অধিরাজ।
কিন্তু টাকা-কড়ি যদি চাও তার সাথে।
যায়োনা পলাও বাপু এইখান হতে ॥
হাসিঞা কহিল চণ্ডী যাব তার পাশে।
বুড়ী কহে রবে তবে আজ উপবাসে ॥
নিশ্চয় যাইবা যদি বলে দিই তাও।
কোথা দুটি রাঁধি বাড়ি খেঞে দেঞে যাও ॥
নির্ব্বিকার চণ্ডীদাস কহিলেন হাসি।
চাই আমি টাকা কড়ি চেয়ে কিছু বেশী ॥
পাই কিনা পাই তুমি দেখিবা আসিয়া।
এত কহি চলে চণ্ডী হাসিয়া হাসিয়া ॥
দ্বারে আসি কহিলেন ডাকি দ্বারবানে।
কোথায় তুমার প্রভু যাব তার স্থানে ॥
আপাদ-মস্তক হেরি ভাবে দ্বারবান।
মহান পুরুষ হবে ইথে নাহি আন ॥
ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিঞা তবে কয়।
এই হয় প্রভুর সে ঔষধ-আলয় ॥
বিনাদেশে যাতে দিতে নাহি সরে মন।
কি জানি সে আপনায় কটু কথা কন ॥
কোন ভয় নাহি বলি পশিলেন তথা।
জয়াকর কবিরাজ আছেন কি হেথা ॥
হাঁক দিঞা দাঁড়ালেন আঙ্গিনার মাঝে।
দেখি জয়াকর রাগে উঠিল গরজে ॥
কেহে বাপু এ সময় আইলে জ্বালাতে।
কিছু নাই হাতে আমি না পারিব দিতে ॥
চণ্ডী কহে যা চাহি তা দিবে তোর বাপ।
কেনে তবে বৃথা মুখ করিছ খারাপ ॥
শুন ওরে জয়াকর পরম পণ্ডিত।
আসিয়াছি আমি তোর করিবারে হিত ॥
এই যে এতেক অর্থ রেখেছ জমায়ে।
না খাবে না দিবে যদি কি করিবা লঞে ॥
পুত্র না জন্মালে তুমি ধর্ম্ম না অর্জ্জিলে।
কার হাতে দিঞে অর্থ যাবে কোথা চলে ॥

৪৭) কোটেশ্বর হইতে মানকর আট ক্রোশ। মানকর গ্রাম বৰ্দ্ধমান জেলায় বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে যশস্বী কবিরাজের বাস ছিল। "চণ্ডীদাসের দেশ" নামক মাপ-চিত্র পশ্য।

* জল-জাত ঘাস।

† শওয়ারী নাম পুরাতন, পরে পালকী নাম হইয়াছে।

‡ দেখায়—দেখা যায়। বাঁকড়ী প্রয়োগ।

§ চৌপিঠ—চারি পার্শ্বে প্রায় সমান, চক-মিলানা।

একবারো ভেবে তুমি দেখেছ কি জয়।
সেটা না ভাবিলে এই অর্থে কিবা হয়॥
কি হয় পাণ্ডিত্যে তোর এহেন সম্মানে।
কি কাজ তা হলে তোর মানব-জীবনে॥
জয় কহে দেখ সবে কেমন বিচার।
ভিক্ষা চায় তবু মোরে করে তিরস্কার॥
সাবধানে কহ কথা নাহি চাই হিত।
পলাহ নচেত পাবে শাস্তি সমুচিত॥
দেখ ভাই শ্রীচরণ শরীর কেমন।
সাতটা বাঘের পেট হইবা পূরণ॥
খাটি নাহি খায় তবু ভিক্ষা করি বুলে।
দেশের কল্যাণ হয় এই গুলা মলে॥
গিরিয়* কৌপীন আঁটা থাকে দুটা জাত।
অলস কুঁড়ের দল কিম্বা সে ডাকাত॥†
না হলে এদের এত বেশী বাড়াবাড়ি।
পারিত যবন দেশ লইতে কি কাড়ি॥
নিশ্চয় কতেক সাধু আছে জানি বটে।
এখনো আকাশে তেঁই চন্দ্র সূর্য্য উঠে।
জীবনে একটি সাধু দেখিয়াছি ভাই।
সেদিন কুটুম্ব-বাড়ী গিঞা ছত্রিনায়॥
চণ্ডীদাস নাম তাঁর ভক্ত-চূড়ামণি।
উত্তর-সাধিকা তাঁর রামী রজকিনী॥
অলৌকিক কার্য্য তাঁর শুনিয়াছি বহু।
মারিলে না মরে ধরেছিলা চারি বাহু॥
শ্রীচরণ কহে এত সামান্য ঘটন।
মৃত জনে দিতে তিনি পারেন জীবন॥
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিষ্ণুপুরে গিঞা।
ধন্য সাধু চণ্ডীদাস ধন্য তার ক্রিয়া॥
অতুল আছিল সঙ্গে সেও দেখিয়াছে।
এর চেঞে অসম্ভব আর কিবা আছে॥
মোর মেসুয়া‡ রুদ্রমালী শিষ্য হঞা তার।
গেছেন কোথায় চলি ত্যজিঞা সংসার॥

জয় কহে চণ্ডী-সম যদি পার হতে।
আকাশের চাঁদ পাড়ি দিব তোর হাতে॥
হাথী পাল্কী দিয়া তোরে করিব বিদাই।
এখন চলিঞা যাও কিছু পাবে নাই॥
চণ্ডী কহে বাস্তবিক মহাকুঁড়ে আমি।
ডাকাতো আমার মত নাহি কেহ জানি॥
এত বড় জগতটা ভাঙ্গে কইনু চুর।
তাহাতে পাইনু কিনা একটি ঠাকুর॥
শুন ভাই জয়াকর তোর সম আর।
অগাধ পাণ্ডিত্য হেথা আছে বল কার॥
তার ফলে এই তোর জন্মিয়াছে জ্ঞান।
অলৌকিক কার্য্য হয় সাধুর প্রমাণ॥
বাজিকর বীজ পুতি তব বিদ্যমান।
তখনি জন্মায় তাতে পরিপক্ক আম॥
ধ্যান-মগ্ন হঞে কেহ শূন্যে রয় বসি।
আসমানে ঝুলে কেহ গলে দিঞা রশি॥
কাটিঞা মানুষে কেহ তখনি জোড়ায়।[৪৮]
তারাই বা সাধু কেন না হইবা তায়॥
৩৭/০ ] তুমি কি বলিতে পার করি দৃঢ়পণ।
অগস্ত্যের সিন্ধু-পান সাধুর লক্ষণ॥
গৌতম যে অহল্যায় করিলা পাষাণ।
বল জয়াকর একি সাধুর প্রমাণ॥
ডুবিলা সাগরে লক্ষ্মী শাপে দুর্ব্বাসার।[৪৯]
এই কিরে সাধুত্বের পরিচয় তাঁর॥

* গৈরিক।
† কেহ অলস কুড়ে কেহ ডাকাত, এই দুই জাত।
‡ মেসো। বাঁকড়ী।

৪৮) জোড়ায়—জোড়ে। বাঁকড়ী প্রযোগ। এখানে কবি চারি ভেল্কীর উল্লেখ করিয়াছেন। বীজ পুতিয়া সদ্য সদ্য পাকা আম ফলানা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মধ্য ভারতের ভোজবাজি। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" উল্লেখ আছে। আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক ছোট বালিকাকে ধ্যান-মগ্ন হইয়া প্রায় শূন্যে মাটি হইতে আধ হাত উপরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। গলে রশি দিয়া শূন্যে ঝুলিতে কখনও দেখি নাই। মানুষ কাটিয়া জুড়িতেও দেখি নাই। মানুষ মারিয়া বাঁচাইতে দেখিয়াছি।

৪৯) বিষ্ণুপুরাণে (১৯ অঃ) দুর্ব্বাসা-প্রদত্ত মাল্যের অবমাননা হেতু তাঁহার শাপে দেবরাজ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী পাতাল-বাসিনী হন। পরে দেবাসুরে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিলে লক্ষ্মী উত্থিত হন।

পণ্ডিত সুজন তুমি দেখ ভাবি মনে।
সুজনে কুজনে ক্ষমা সরলতা বিনে ॥
সম-জ্ঞান সদানন্দ ভাব নাহি যায়।
কেমন করিঞা তারে সাধু বলা যায় ॥
জয়াকর কহে সে ত বুঝিলাম আমি।
তা বলে কি চণ্ডীদাসে নিন্দা কর তুমি ॥
চণ্ডী কহে এখনো যে নাহি পাই খুজে।
দিবা-রাত্রি ঘুরি ফিরি চণ্ডীদাস কে যে ॥
কথার উত্তর যাহা কহিলাম তাই।
চণ্ডীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে না চাই ॥
হেন কালে আসি তথা অতুল ব্রাহ্মণ।
কহিলা দাঁড়াঞে আছে দ্বারেতে কে জন ॥
কবিরাজ দাদার সে অনুমতি হলে।
এখানে তাহারে আমি আনিগে তাহলে ॥
জয় কহে যায় প্রাণ একের ঠেলায়।
আবার আরেক আনি জুটাবে হেথায় ॥
আচ্ছা যাও আন তারে সেই বা কেমন।
দেখা যাক বলি জয় হাসে কতক্ষণ ॥
অতুল চলিঞা গেল হরষিত মনে।
সঙ্গে করি বিদেশীরে আইলা ততক্ষণে ॥
শ্রীচরণ দেখে এ যে মেসো রুদ্রমালী।
ছুটি গিঞা প্রণমিলা মেসো মেসো বলি ॥
রুদ্রমালী কহে একি দেখি শ্রীচরণ।
কায়স্থ কুলেতে তোর হয়েছে জনম ॥
মহাপ্রভু চণ্ডীদাস দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে।
তুমরা বসিয়া আছ গালিচা আসনে ॥
বৈদ্যজাতি জয়াকর পণ্ডিতাভিমানী।
আপনার সম কভু নাহি দেখে মানী ॥
বিদ্যায় বিনয় যারে নাহি করে দান।
ধিক তার বিদ্যায় সে পশুর সমান ॥
চণ্ডীদাস বলিতে চমকি উঠে সবে।
ধ্যান-মগ্ন চণ্ডীদাস হইলেন তবে ॥
জয়াকর শ্রীচরণ অতুল ব্রাহ্মণ।
চণ্ডীদাস-পদে পড়ি জুড়িলা ক্রন্দন ॥

কে শুনিবে প্রভুর যে নাহি বাহ্য জ্ঞান।
বহু করে রুদ্রমালী নাহি ভাঁগে ধ্যান ॥
কহে তবে শ্রীচরণ যাও ত্বরা করে।
বাগিচায় ঘেরা অই সরোবর তীরে ॥
কোথা রামী রূপচাঁদ রমা রহমন।
বলি হাঁক দিলে তারা আসিবা তখন ॥
অবিলম্বে সঙ্গে করি লঞা আইস তুমি।
ভাঙ্গিবে প্রভুর ধ্যান আইলে রাসমণি ॥
ছুটি গেলা শ্রীচরণ সরোবর তীরে।
ডাকিতে লাগিলা তবে অতি উচ্চৈস্বরে ॥
কোথা রামী রূপচাঁদ রমা রহমান।
পড়েছি বিপদে মোরা কর পরিত্রাণ ॥
সকলে আসিঞা তবে জিজ্ঞাসিলা তারে।
কি বিপদ হইল তব বলহ সত্বরে ॥
শ্রীচরণ কহে পুন না বুঝি কারণ।
মহাপ্রভু চণ্ডীদাস হইলা অচেতন ॥
নাহিক সময় সব কহিতে বিস্তারি।
আমার সঙ্গেতে সব আইস ত্বরা করি ॥
শ্রীচরণ সঙ্গে সবে করিয়া গমন।
আসি দেখিলেন প্রভু ধ্যানে নিমগন ॥
চণ্ডীর নিকটে রাই বসি প্রেমভরে।
আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন গদ-গদ স্বরে ॥

* | * | *

অন্ধ-নয়ন-আলোক আইস এস অন্তরযামী।
অন্তরতম সুন্দর এস এসহে জীবন-স্বামী ॥
৩৭৵] বস হৃদয় কমলাসনে এ গহন স্বপন ভাঁগ
কোটিকল্প-অমানিশা-ঢাকা প্রিয়তম মম জাগ।
রুদ্ধ মরম-আগল* খোল তুমার রূপের আলোক জাল
তুমার অনাদি-সঙ্গীত ঢাল পরাণে দিবস-যামি ॥

* | * | *

* রুদ্ধ মর্ম্মের অর্গল।

ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাস মিলিল নয়ন।
সকলে হইল তায় আনন্দে মগন ॥
জয়াকর মুখ চাহি প্রভু কহে একি।
আর কতদিন বৎস রবে তুমি লুকি ॥
প্রেম-রসে ভরা তুই পড়েছিল ধরা।
আর কেন এস বৎস সমুখেতে ত্বরা।
যার অর্থ সেই এবে লেক* আসি বুঝি।
আপনার পরমার্থ লহ তুমি খুজি ॥
জয় কহে যারে পুত্র করেছি গ্রহণ।
আসিতে না চায় সেহ করি কি এখন ॥
চণ্ডী কহে কাশীবাস করিবা তুমরা।
বলিঞা সংবাদ তারে দাও অতি ত্বরা ॥
নিশ্চয় আসিবা সেহ শুনিলে একথা।
কর তবে কাশীবাস না কর অন্যথা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া জয় লাগিল কহিতে।
এখন কি আজ্ঞা হয় পাই কি শুনিতে ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন সেই কথা।
এই রূপচাঁদ হয় আমার জামাতা ॥
পাঠাব কন্যারে আমি শ্বশুরের ঘর।
তুমি তার বন্দবস্ত কর জয়াকর।
জয় কহে যার বিয়া না শুনিনু কভু।
একেবারে কন্যা তার এ কেমন প্রভু ॥
চণ্ডীদাস সব কথা কহিলা বিস্তারি।
না ধরিতে পারে জয় নয়নের বারি ॥
জিজ্ঞাসিলা কোথা তার শ্বশুরের ঘর।
চণ্ডী কহে ভুলে গেছ চন্দন-নগর ॥
জয় কহে এখনি তা করে দেব ঠিক।
কিন্তু প্রভু দেখ বেলা হঞেছে অধিক ॥
পূজিবে তুমারে দাস আজিকার দিনে।
গুহক চণ্ডাল যথা পূজিলেন রামে ॥
কোথা মাগো রাসমণি আইস মোর পাশে।
পুত্র যে ডাকিছে তোরে দেখা দে মা এসে ॥

আইস মেসো রুদ্রমালী রূপচাঁদ রমা।
এস রহমন দাদা কোথা তব সেনা ॥
সবারে সেবিবা আমি আজিকার তরে।
না পাব এমন দিন জন্ম জন্মান্তরে ॥
এত কহি জয়াকর ডাকি বহু লোকে।
প্রস্তুত করিলা সব চক্ষের পলকে ॥
যদি কেহ দেখিতেছে একটুকু ত্রুটি।
তখনি পূরণ করে করি ছুটাছুটি ॥
প্রভুর হইল সেবা প্রসাদ লইঞা।
ভোজনে বসিলা সবে হরষিত হইঞা ॥
রামিনী রমার সহ অন্তঃপুরে বসি।
আহার করেন কাছে বসি উমাশশী ॥
জয়াকর-জায়া তিনি কহে দিব্য দিঞা।
এটা খা মা ওটা খা মা যাস না উঠিঞা ॥
পূ[illegible]লি মায়ের সাধ আজি তোরা তবু।
হেন মন-সাধ আর না মিটিল কভু ॥
লঞাছি একটি পুত্র যদিও বা কিনে।
এখানে না থাকে কভু জানিনা মা কেনে ॥
এত ধন টাকাকড়ি কি যে করি লঞে।
ভাবিতে ভাবিতে দিন যাতেছে চলিঞে ॥
শেষ ভাবিয়াছি সব দেবে দিঞা দান।
শেষ মাসে কর্তা সহ যাব কাশীধাম ॥
রামিনী কহিলা মা গো বুঝিলাম সব।
দেখিতেছি আছে বটে অতুল বৈভব ॥
কিন্তু মা গো বল দেখি এই তোর ধনে।
কতটুকু তোর বলি হয় তোর মনে ॥
যা করিবি ভোগ তুই সেইটুকু তোর।
৩৮/ ] বাকিটার তরে তোর নাহি কোন জোর ॥
যার সেটা সেই পাবে থাক না সে যথা।
তার জন্য তোর কেন এত মাথা-ব্যথা ॥
পর ধনে বৃথা যত্ন ত্যজ মা এখন।
কোথা তোর পরমার্থ কর অন্বেষণ ॥
তারপর আহারান্তে আচমন করি।
বাহিরে আইল রাই ত্যজি অন্তঃপুরী।

* লউক।

দেখিলা বাহক পাল্কী প্রস্তুত সকল।
অমনি রাইর আঁখি করে ছল ছল ॥
রমারে আনিতে জয় প্রবেশিলা পুরী।
উমা বলে তুমার কি বিবেচনা মরি ॥
আজ আসি আজ যাবে হয় কি কথন।
বলি রমা কোলে করি জুড়িল ক্রন্দন ॥
অমনি ফিরিল জয় প্রভুর সাক্ষাতে।
রূপচাঁদে কহিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে।
শুন বাবা রূপচাঁদ রমা মা মা বলে।
কত কথা কয় বসি গৃহিণীর কোলে ॥
তা দেখি আমার মন হইল কেমন।
আজ তোরা গেলে তার না রবে জীবন ॥
চণ্ডীদাস পানে চাহি কহিলেন জয়।
আদেশ করুন প্রভু উচিত যা হয় ॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শুনিলে ত কথা।
কারো প্রাণে কোনো দিন নাহি দিও ব্যথা ॥
থাক তুমি রমা-সহ জয়ের সদনে।
যত দিন ফিরি আমি না আসি এখানে ॥
মহাজ্ঞানী জয়াকর ধার্ম্মিক সুজন।
তাহারে চিনিতে পাবে মানুষ যে জন ॥
অতীব সৌভাগ্য তার জয়াকর যায়।
পুত্র বলি স্নেহ-ভরে বুকেতে জড়ায় ॥
লক্ষ্মী-রূপা উমাশশী কোলে বসি রমা।
ছিনাএে লইএে তায় যায় না যায় না ॥
ভাবনা কখনো তুমি শুন রূপচাঁদ।
এই দুটি স্নেহভরা হৃদয়ের বাঁধ ॥
রূপ কহে একদিকে প্রভুর উপদেশ।
অন্যদিকে পিতৃতুল্য গুরুর আদেশ ॥
স্বর্গাদপি গরীয়সী হেন জন্ম-ভূমি।
চিররুদ্ধ হলেও কি যাতে পারি আমি ॥
থাক বলি বিদাই হলেন তবে প্রভু।
জয়াকর দুখে সুখে হয় উঠুডুবু ॥
তাঁর সঙ্গে গেল সবে সরোবর তীরে।
তখনি ফিরিল ভাসি নয়নের নীরে ॥

ছুটিলা চৌদোল অশ্ব পবন-সমান।
আঁখি রুদ্ধ করে ধুলি শব্দে রুদ্ধ কান ॥
দিন গেল হইল যবে দুই দণ্ড নিশি।
অজয়-নদের তীরে উত্তরিলা আসি ॥
সে নদের নাম প্রভু করিয়া শ্রবণ।
ভক্ত কবি জয়দেবে হইল স্মরণ ॥
কেন্দুবিল্ব যার তীরে করএে বিরাজ।
জন্মে তথা জয়দেব কবি কবিরাজ ॥৫০
সতত ললিত ছন্দে রাধাকৃষ্ণ গীতি।
ভক্তি-প্রেম-ভরে প্রভু গাইতেন নিতি ॥
ধন্য মা গো পদ্মাবতী পতি-রূপে তোর।
তোরি করে খান অন্ন শ্রীনন্দ-কিশোর ॥
শুইলা শয়নে তোর জগতের স্বামী।
তাম্বুল ধরাএে দিলে নিজ করে তুমি ॥
কৈল তোর পতির সে কবিতা-পূরণ।
নিজ করে দেহি পদপল্লবমুদারম্ ॥
কণ্টকিত হইল তনু মুদিল নয়ন।
তখনি ধ্যানেতে প্রভু হৈলা নিমগন ॥
চণ্ডীর চিন্তার ভাব সব ঠেলি দূরে।
দাণ্ডাইলা শ্যামা-মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে ॥
চতুর্ভুজা মা আমার বিলোল-রসনা।
শিবারূঢ়া বিশালাক্ষী ক্ষিপ্তা বিবসনা ॥
আচম্বিতে চতুর্দ্দিক হইলা নীরব।
করপুটে চণ্ডীদাস আরম্ভিলা স্তব ॥

* | * | *

জয়ন্তি শিবে সর্ব্বাণী দুর্গে মহিষ-মর্দ্দিনী
ভবের ভবানী ভবরাণী গো ॥
শুভময়ী শুভঙ্করী শঙ্করী পরমেশ্বরী
গিরিবালা গিরিশ-মোহিনী গো ॥

৫০) প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উদয়-সেন শুনিয়াছিলেন, কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু "জয়দেব-চরিত্রে" বনমালী-দাস লিখিয়াছেন, গ্রামবাসীরা জয়দেবের জাতিকুল জানিত না। কেহ কেহ মনে করিতেন তিনি পুরী-বাসী ছিলেন, এক দেব-দাসী লইয়া বীরভূমে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

চণ্ডে চর্চ্চে চণ্ডালিকে          চর্চ্চিকে চণ্ডনায়িকে
চর্ম্মমুণ্ডে ঋদ্ধি চণ্ডবতী গো
লম্বে বামে বরালিকে          বভ্রতি স্বধে বামিকে
বরেশ্বরী ভার্গবী নিয়তি গো ॥
বাভ্রবী ভব-নাশিনী          মঙ্গলে বিন্ধ্যবাসিনী
কপালিনী রুদ্রাণী রাজসী গো ॥
সত্যে শরণ্যে রেবতী          প্রকৃতি পার্ব্বতী সতী
শিবে শিব-সুন্দরী তামসী গো ॥
৩৮৶] শিবঙ্করী শিবদূতী          শাকম্ভরী সরস্বতী
শিখর-বাসিনী সনাতনী গো ॥
সিনীবালী সিংহ-যানে          হৈমবতী ত্রিনয়নে
ভগবতী হেরম্ব-জননী গো ॥
স্বরসে স্বর-সুন্দরী          কাত্যায়নী সুরেশ্বরী
দুর্গে চতুর্ব্বর্গ-বিধায়িনী গো ॥
ত্বংহি জয়া ভব-জায়া          ত্বমেব জয়া বিজয়া
মহামায়া শক্তি-প্রদায়িনী গো ॥
স্মরি তোর পদ দুটি          প্রবাসে এসেছি ছুটি
তোমা বই কেহ নাহি আর গো ॥
বিপদে করিতে রক্ষে          দেখ মা করুণা চক্ষে
তারা নাম তাইত তুমার গো ॥

* | * | *

হইল আকাশ-বাণী শুন চণ্ডীদাস।
যথা তুই তথা আমি সতত প্রকাশ ॥
ব্রহ্মণ্য-পুরের মাঝে নন্নুর-বাসিনী।
বাসলী যে বিশালাক্ষী সেই হই আমি ॥
হেথায় নান্নুর গ্রামে হই যে পুজিতা।[৫১]
চল বৎস গ্রামে মোর আমি তোর মাতা ॥
বার বার প্রণাম করিঞা চণ্ডীদাস।
মহানন্দ হইল পেঞে মাতার আশ্বাস ॥
অজয় হইঞা পার কহে রহমান।
কোথা লভিবেন প্রভু কিঞ্চিত বিশ্রাম ॥

চণ্ডীদাস কহিলেন নান্নুর গ্রামেতে।
রহমান কহে হবে কিছু দূর যেতে ॥
বোলপুর হলে অতি নিকট পড়িবে।
মিলিবে সকল দ্রব্য কষ্ট নাহি হবে ॥
কহিলেন চণ্ডীদাস নান্নুরেতে চল।
যতই এগাতে পারি ততই ত ভাল ॥
এখান হইতে হইবা কতটা নান্নুর।
রহমন কহে প্রায় ছয় ক্রোশ দূর ॥
চণ্ডীদাস কহিলা চালাও অশ্বগণ।
ছয় ক্রোশ রাস্তা যাতে লাগে কতক্ষণ ॥[৫২]
আদেশিলা রহমন সৈন্যগণে হাঁকে।
ফিরাও অশ্বের গতি নান্নুরের দিকে।
পূর্ব্বমুখী হইল কিঞ্চিৎ তুরঙ্গম।
দ্রুতগতি চলে এবে অতি মনোরম ॥
প্রহরেক রাত্রি যবে প্রায় সমাগত।
নান্নুর গ্রামেতে সবে হৈল উপনীত ॥
কোথাও না জ্বলে দীপ ঘোর অন্ধকার।
মানুষের সাড়া নাই রুদ্ধ সব দ্বার ॥
চকমকি ঠুকি অগ্নি জ্বালি সৈন্যগণ।
দেখে সেটা মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ॥
মশাল জ্বালিয়া সবে রাখে স্থানে স্থানে।
নানা গল্পে মত্ত তারা যে যাহার সনে ॥
অবিশ্রান্ত কুকুরের ঘেও ঘেও রবে।
শয্যা ত্যজি বৃদ্ধ এক জাগি উঠে তবে ॥
মন্দিরের পানে চাহি কিছুদূর হতে।
মশাল জ্বলিছে বহু পাইল দেখিতে।
চুপে চুপে বৃদ্ধ তবে নিকটেতে আসি।
দেখিলা সবার হস্তে ঝক্‌ঝকে অসি ॥
কারো বা মস্তকে টুপী কারো বা পগড়ী।
যার মুখ পড়ে চোখে তারি চাপ দাড়ী ॥

৫১) এখানে দ্রষ্টব্য, ছত্রিনায় নন্নুর গ্রামে বাসলী, বীরভূমে নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী। কবি একবারও বিশালাক্ষীকে বাসলী বলেন নাই।

৫২) মানকর হইতে বোলপুর দশ ক্রোশ, বোলপুর হইতে নান্নুর ছয় ক্রোশ। রহমন বোলপুরের দিকে যাইতেছিলেন। চণ্ডীদাসের আদেশে সেদিকে না গিয়া পূর্ব্বমুখী হইলেন। মানকর হইতে নান্নুর ১৪ ক্রোশ।

নবাব-সেনানী বলি পারিল বুঝিতে।
কিন্তু ভাবে কি হেতু আইলা আচম্বিতে ॥
কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ এই কৈলা স্থির।
দেবী-মূর্ত্তি সহ এরা ভাঙ্গিবা মন্দির ॥
তাড়াতাড়ি করি তবে গ্রাম-মধ্যে ঢুকি।
দেবনাথ নাম ধরি করে ডাকাডাকি ॥
দেবনাথ বিশালাক্ষী-পূজারী ব্রাহ্মণ।
হাঁকাহাঁকি শুনি তিনি উঠিলা তখন ॥
কহিলেন কিহে শম্ভু এত রাত্রে তুমি।
কি হেতু ডাকিছ মোরে কহ দেখি শুনি ॥
শম্ভু কহে দাদা বড় অশুভ লক্ষণ।
দেবীর মন্দিরে আসি পশিলা যবন ॥
ভাঙ্গিবে তাঁহার মূর্ত্তি কহিনু তুমায়।
যেমতে পাইবা রক্ষা করহ উপায় ॥
দেবনাথ শশব্যস্তে কহিলা তাহায়।
হাঁক দিঞা শম্ভু তুমি জাগাহ সবায় ॥
ছোট বড় সব লোক উঠুক জাগিঞা।
আসে যেন সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র লইঞা ॥
প্রাণ দিব তত্রাপি না দিব কোন মতে।
দেবী মূর্ত্তি দুরাচার যবনে ভাঙ্গিতে ॥
সমগ্র সকুলীপুরে[৫৩] ঘরে ঘরে তুমি।
হাঁকিয়া জাগাও সবে যাও দ্রুতগামী ॥
যে আজ্ঞা বলিঞা শম্ভু ছুটাছুটি করি।
৩৯/] ধাক্কা দিঞা দ্বারে দ্বারে হাঁকে ঘুরি ফিরি ॥
ঢুকেছে যবন আসি বিশালাক্ষী পুরী।
আয়রে গাঁয়ের লোক অস্ত্র-শস্ত্র ধরি ॥
হেন মতে হাঁক দিতে জাগি উঠে সবে।
বাহিরিলা যে যাহার অস্ত্র লইঞা তবে ॥
কেহ ধরি ধনুর্ব্বাণ কেহ তরবারি।
কেহ ধরি লাঠি-সোটা কেহ ছোরা-ছুরী ॥
উপনীত হইলা সবে দেবনাথ-গৃহে।
কহিলা এ অত্যাচার কার প্রাণে সহে ॥

আমরা থাকিতে বেঁচে নির্ব্বোধ যবন।
দেবীমূর্ত্তি ভাজিঞা করিবা পলায়ন ॥
একটি না ফিরে যাইতে দিব আজি ঘরে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া সবে কহি বারে বারে ॥
দেবনাথ কহে ভাই গোল না করিহ।
যবনে সম্মুখ রণে না পারিবা কেহ ॥
চোরাঘাতে দুষ্টেরে মারিঞা ফেল সবে।
ধর্ম্মরক্ষা-হেতু ইথে দোষ নাহি হবে।
উত্তম বলিয়া তাহে সবে সায় দিল।
নীরবে গোপনে সবে বাহির হইল ॥
গভীর নিদ্রায় মগ্ন হেথা সৈন্যগণ ॥
নিদ্রাগত রুদ্রমালী রামী রহমন ॥
মন্দির দুয়ারে চণ্ডী বসিঞা চত্বরে ॥
গভীর ধ্যানেতে মগ্ন জুড়ি দুই করে ॥
বড়ই বিপদ তার সম্মুখেতে দেখি।
বিশালাক্ষী বক্ষে তারে রাখিলেন লুকি ॥
কানে কানে কহে সবে হেথা দেবনাথ।
নিদ্রাগতে উচিত না হয় অস্ত্রাঘাত ॥
মায়ের মন্দির-দ্বারে বসি একজন।
ভিতরে যাইতে বুঝি করে উপক্রম ॥
সবে মিলি জুড়ি বাণ মারহ উহারে।
যা হয় কর্ত্তব্য শেষ দেখা যাবে পরে ॥
একে একে সকলেই ছাড়ে তবে তীর।
জর্জ্জরিত হইল তাহে মায়ের শরীর ॥
অকস্মাত চণ্ডীমুখে হইলা স্ফুরণ।
কোথা হরি দীনবন্ধু শ্রীমধুসূদন ॥
কোথা মা গো বিশালাক্ষী জগদ্ধাত্রী উমা।
বাসলী ত্রিশূলী-জায়া হর-মনোরমা ॥
হড়-হড় রবে তবে খুলিল দুয়ার।
পশিলেন চণ্ডীদাস ভিতরে তাহার ॥
রুদ্ধ হইল পুন দ্বার হড়-হড় রবে।
অবাক হইঞা শুনে দাড়াইঞা সবে ॥
দেবনাথ কহে অহো সবে কি করিলে।
বিষ্ণু-ভক্ত-শাক্ত-বধ কৈলে এককালে ॥

---

৫৩) বর্ত্তমান নাম সাকুলিপুর। ইহার পাশে নান্নুর গ্রাম।

শম্ভু শম্ভু দুরাচার মিথ্যাবাদী পাজি।
এ কর্ম্মের ফল মূঢ় ভুঞ্জিবে কে আজি॥
মা মা চণ্ডী চণ্ডে চর্চ্চে চণ্ড-নায়িকে।
গো প্রচণ্ডে চর্ম্মমুণ্ডে খণ্ডে দণ্ড-দায়িকে॥
কঙ্কাল-জাল-মাল-বক্ষে রক্ষে রক্ষকালিকে।
করাল-কাল-কাল শঙ্করালী কালী পালিকে॥
অদ্রিকালী পালী সংকুপালী অদ্রিবালিকে।
জয় যোগেশী মুক্ত-কেশী বাভ্রবী বরালিকে॥
আমি দুরাচার না করি বিচার বধিনু
তুমার ভকতে।
এ পাপের ফল দিবি কি মা বল শির পাতি
আছি লইতে॥
হইল আকাশ-বাণী মূর্খ সেই হয়।
যে করে নীচের বাক্য সহজে প্রত্যয়॥
পণ্ডিত হইঞা বৎস করিলি কি কাজ।
দেখিবি সময়ে কাল কি বলিব আজ॥
হেনকালে জাগিয়া উঠিল সৈন্যগণ।
উঠে জাগি রুদ্রমালী রামী রহমন॥
উঠি কেহ চণ্ডীদাসে দেখিতে না পায়।
দেবনাথে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসে সবাই॥
কহ কোথা চণ্ডীদাস প্রভু কৃপাময়।
সত্য করি কহ তুমি জানহ নিশ্চয়॥
রহমন কহে আগে বন্দী কর সবে।
৩৯৵] সম্মুখে নাচায়ে অস্ত্র জিজ্ঞাসহ তবে॥
প্রভুরে না দেয় যদি করিঞা বাহির।
একে একে সকলের কাটি পাড় শির॥
দেবনাথ কহে বাপু নির্ব্বোধ তুমরা॥
আমরাও আছি বাঁচে নহি কেহ মরা॥
কাটিয়া ফেলিতে সবে বলিলে ত বেশ।
মোরাও মানুষ বটি নহি ছাগ মেষ॥
নিজ করে অস্ত্র ধরি দিতে নিজ প্রাণ।
বল দেখি আছে কেবা হিন্দুর সমান॥
অধর্ম্মে ভারত গ্রাস করেছ সকলে।
ধর্ম্মবীর মোরা বুঝি ডরিব তা বলে॥

যবন পশিল আসি দেবীর মন্দিরে।
এত ভাবি এক জনে বিদ্ধ কইনু শরে॥
হন যদি তিনি সেই প্রভু চণ্ডীদাস।
সকলে করিব মোরা আত্মপ্রাণ-নাশ॥
নাত্মরে একটি কেহ মানুষ না রবে।
এ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত দেখ বসি সবে॥
কিন্তু যদি বেশ করি ভাবি দেখি আমি।
প্রভুর মৃত্যুর হেতু একমাত্র তুমি॥
হিন্দুর পরম-পূজ্য প্রভু চণ্ডীদাস।
যবনের সহচর কে করে বিশ্বাস॥
থাকিত যদ্যপি তব কিঞ্চিদপি জ্ঞান।
নিশিতে হেথা কি আসি করিতে বিশ্রাম॥
হিন্দুর সে দেবালয়ে পশিলে যবন।
কে কোথায় নাহি রোধে করি প্রাণ পণ॥
এই হেতু হইল এ যে প্রভুর পতন।
তার জন্য দায়ী তুমি নহ কি যবন॥
কহিলেন রহমন হেন স্পষ্ট কথা।
কোন দিন কেহ মোরে না কহিলা কোথা॥
প্রভুর মৃত্যুর ভাগী নিশ্চয় যে আমি।
তার প্রায়শ্চিত্ত এই দেখ তবে তুমি॥
এত কহি নিজ অসি বাহির করিঞা।
আত্ম-হত্যা হেতু বীর তুলিল ধরিঞা॥
দেবনাথ করে ধরি কহিলা তখন।
কখনই নহ তুমি সামান্য যবন॥
এস আগে দেখি তাঁর কোথা শব-দেহ।
আত্ম-হত্যা নহে ভাল থাকিতে সন্দেহ॥
পাতি পাতি করি লোক হাজার হাজার।
খুঁজি বুলে অবিশ্রান্ত শব-দেহ তাঁর॥
নীরবে রামিনী বসি বকুলের মূলে।
গভীর ধ্যানেতে মগ্ন আছিলা সে কালে॥
আদৌ রুদ্র মুখে তাঁর পাইঞে সমাচার।
নাহি কয় কারে কিছু সদা নির্ব্বিকার॥
কোন স্থলে শব-দেহ না মিলিল যবে।
মনোদুঃখে রহমন কহিলেন তবে॥

ত্যজিলে শরীর কভু সাধক-প্রবর।
কে পায় দেখিতে তাঁর ত্যক্ত কলেবর॥
বৃথা অন্বেষণ আর শুন সর্ব্বজন।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু কাল কর নিরূপণ॥
যাহ মাগো রাসমণি যাহ যথা যাবে।
যাও এবে সৈন্যগণ পাণ্ডুআয় সবে॥
যাও ভাই রুদ্রমালী ফিরি নিজ স্থান।
প্রভুর জীবন-লীলা হইল অবসান॥
চণ্ডীর চরিত্র আর কি লিখিবি ভাই।
বল রে প্রাণের বন্ধু তুমারে সুধাই॥
বিধাতা তুমার পুঁথী মিলাইল বেশ।
নান্নুরে আরম্ভ করি নান্নুরেতে শেষ॥
রাসমণি কহে তুমি আত্মঘাতী হবে।
প্রভুরে লইঞা মোরা ফিরে যাব তবে॥
রহমন কহে এরা করিছে স্বীকার।
বাণ-বিদ্ধ করি তাঁরে করেছে সংহার॥
রামী কহে শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হলে।
ব্যাধ-বালকের শরে বাঁচিত কি বলে॥
৪০/] রহমন কহে মাগো তবে তিনি কোথা।
রামী কহে আছে সেহ যথা ইচ্ছা তথা॥
রহমন কহে এযে অদ্ভুত কাহিনী।
কতক্ষণে দৃষ্টি-পথে আসিবেন তিনি॥
রামী কহে হইলে পরে রবির উদয়।
খোলা হবে যবে এই দেবীর আলয়॥
অক্ষত শরীরে তবে হইবা প্রকাশ।
তুমার আমার সেই প্রভু চণ্ডীদাস॥
আসি কহে দেবনাথ কেবা অই নারী।
রহমন কহে ইনি রজক-ঝিয়ারী॥
লোকে বলে রাসমণি কেহ বা রামিনী।
ডাকেন তাঁহারে প্রভু বলি রামী রামী॥
দেবনাথ কহে অহো ইনি সেই রামী।
শুন রহমন রামী শক্তি-স্বরূপিণী॥
তবে আর নান্নুরের নাহিক নিষ্কৃতি।
না রাখিবে কারে কারো বংশে দিতে বাতি॥

রহমন কহে তিনি সাক্ষাৎ যে ক্ষমা।
কি কব গুণের তাঁর নাহি পরিসীমা॥
শত দোষ কর তুমি দণ্ড নাহি তায়।
বরঞ্চ সে বর দিঞা বসিবে তুমায়॥
আত্মপ্রাণ দিতে যদি প্রস্তুত সকলে।
মরণে তাহলে ভয় করিছ কি বলে॥
দেবনাথ কহে যার আছে ধর্ম্মজ্ঞান।
সে ছাড়া এ হেন কর্ম্মে কেবা দিবা প্রাণ॥
প্রভাতে মায়ের পদে দিঞা পুষ্পাঞ্জলি।
একে একে মোরা সবে দিব আত্মবলি॥
তুমি কি করিবে ভাই কহ রহমন।
রহমন কহে আমি ঘৃণিত যবন॥
হিন্দুর মরণে আমি দিলে আত্মপ্রাণ।
কলঙ্কিত হবে মোর ধর্ম্ম সে ইসলাম॥
এইরূপে যথা তথা কত কথা হয়।
হেন কালে হইল পূর্ব্বে ভাস্কর উদয়॥
শুনিলা সকল লোক সে হেন সম্বাদ।
বিশালাক্ষী মন্দিরে যা ঘটে পরমাদ॥
তৎকালে চণ্ডীর নাম জানিত সবাই।
তার অপমৃত্যু শুনি করে হায় হায়॥
গ্রামের যে সব লোক মারিয়াছে তাঁরে।
আত্মপ্রাণ দিবে তারা প্রায়শ্চিত্ত তরে॥
এই কথা সবে যেই করিল শ্রবণ।
বক্ষে করাঘাত করি করয়ে রোদন॥
মা কাঁদে ছেলের তরে শিরে কর হানি।
ছেলে কাঁদে বাবা বলি লুটিঞা ধরণী॥
স্ত্রী কাঁদে স্বামীর লাগি গৃহ-কোণে বসি।
ভাই তরে ভগ্নী কাঁদে কাঁদে মাসী পিসী॥
অতঃপর গেল তারা দেবীর মন্দিরে।
ধুলায় ধূসর অঙ্গ সিক্ত নেত্রনীরে॥
দেখিলা দুসারি দিঞা দাঁড়ি আছে সব।
করপুটে করে উচ্চে কালিকার স্তব॥
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ি আছে দেবনাথ।
কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমে পড়ে অকস্মাৎ॥

রামী কহে কেন সবে কাঁদ নিরবধি।
দ্বার খুলি আমি তবে আজ্ঞা হয় যদি॥
কেহ কহে খোল তাই কেহ করে মানা।
কেহ কহে খোল খোল কেহ কহে না না॥
এত গুলা পুরুষের হবে অপমান।
বিশেষতঃ কে এ নারী নাহি কারো জ্ঞান॥
রামী কহে জোর করি যদি খুলি দ্বার।
তখন কোথায় মান থাকিবে সবার॥
উঠিঞা দাঁড়াঞে পুন কহে দেবনাথ।
৪০/] এই নারী সেই রামী ভবানী সাক্ষাৎ॥
খোল মা এ দ্বার তুমি আমার আদেশে।
ছুটিয়া আইল রাসমণি হেসে হেসে॥
কহিলা দেখহ সবে যেই দশবাণ।
চণ্ডীদাস প্রভু অঙ্গে করিলে সন্ধান॥
সেই শর মার অঙ্গে ফুটেছে কেমন।
অক্ষত শরীরে চণ্ডী পূজিছে চরণ॥
মিথ্যা কি এ সত্য সবে কর দরশন।
বলি রামী করে তবে দ্বার উদ্ঘাটন॥
দেখে সবে মার অঙ্গ রুধিরে রঞ্জিত।
ফুটিয়াছে দশবাণ সজারুর মত॥
অক্ষত শরীরে চণ্ডী বসি পদতলে।
পূজিছে মায়ের পদ জবা-বিল্বদলে॥
তরঙ্গের বাঁধ ভাঙ্গি যেন ছুটে জল।
সেই মত রবে সবে হইল চঞ্চল॥
বাহির করহ বাণ মার অঙ্গ হতে।
ছুটাছুটি করি সবে লাগিল কহিতে॥
দেবনাথ কহে মাগো যাও যাও তুমি।
মার অঙ্গ পরশিতে না পারিব আমি॥
থর-থর কাঁপিতেছে সর্ব্বাঙ্গ আমার।
হায় হায় কি করিনু আমি দুরাচার।
মার অঙ্গে ছিলা ফুটি যতগুলি শর।
রাসমণি তুলি নিল হইঞে তৎপর॥
ধৌত করি পূতনীরে তাঁহার শরীর
প্রণাম করিয়া তবে হইলা বাহির॥
মার পূজা সাঙ্গ করি প্রভু চণ্ডীদাস।
বাহিরে আসিয়া সবে করিলা সম্ভাষ॥
প্রণাম করয়ে সবে ভূমি-তলে লুটে।
পুনঃপুন চাহে ক্ষমা কৃতাঞ্জলি পুটে॥
প্রভু কহে তুমাদের মাতৃ-ভক্তি দেখি।
ভুলিয়া সকল দুখ হইয়াছি সুখী॥
যার যা কর্ত্তব্য ভাই করিবা সাধন।
সে পথে কণ্টক যদি হন নারায়ণ॥
উপাড়িয়া ফেল তারে হোক না সে বিভু।
কর্ত্তব্য-বিমুখ হওা ধর্ম্ম নহে কভু॥
লঞা গেল ঋক্ষরাজ যবে স্যমন্তকে।
পদাঘাত বিনা তারে কে ধরিত বুকে॥[৫৪]
সেই ত মানুষ যেবা ভ্রমতমো-জালে।
অন্ধ হঞা মাঝে মাঝে হেথা সেথা বুলে॥
পদ্মরাগ থাকে যদি কাচের ভিতর।
মহারত্ন বলি তায় কে করে আদর॥
তেঁই আমি তুমাদের নিশি-আচরণে।
তিলার্দ্ধ না পাই দোষ খুজি কোনখানে॥
তাহলে ক্ষমার তরে এত কেন কথা।
মাথা নাই যার তার হেন মাথা-ব্যথা॥
শূন্য-পথে বিশালাক্ষী কহে দেবনাথে।
কিছুই না খায় চণ্ডী কালিকার রাতে॥
শীঘ্র করি যাহ তুমি কর আয়োজন।
তৃপ্তি-পূর্ণ করি সবে করাহ ভোজন॥

৫৪) স্যমন্তক মণির উপাখ্যান দীর্ঘ। সত্রাজিৎ, সূর্য্যের নিকট হইতে মণিটি পাইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন কণ্ঠে মণিটি পরিয়া মৃগয়া করিতে গিয়া এক সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হন, বিন্ধ্যাচলের পার্শ্ববর্তী ঋক্ষপর্ব্বতের রাজা জাম্ববান সে সিংহ বধ করিয়া মণিটি লইয়া স্বীয় গিরিদুর্গে চলিয়া যান। প্রসেন হত হইলে লোকে বলিতে লাগিল, মণিলোভে কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। এই অপবাদ স্খালন নিমিত্ত কৃষ্ণ মণির সন্ধান করিতে করিতে জাম্ববানের দুর্গে প্রবেশ করেন এবং জাম্ববান্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে ঋক্ষরাজ মণিসহ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণের করে অর্পণ করেন। কৃষ্ণ মণিটি সত্রাজিৎকে দিয়া কলঙ্ক-মুক্ত হন। তিনি মণি গ্রহণ করেন নাই। কোন পুরাণে পদাঘাতের উল্লেখ নাই। কবি কোন্ পুরাণমতে লিখিয়াছেন?

আজ্ঞামাত্র দেবনাথ চলি গেলা ঘরে।
নিয়োজিলা বহু লোক আয়োজন তরে॥
মহাপ্রভু চণ্ডীদাস নান্নুরাগমন।
উপলক্ষে হইবা আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
অভ্যাগত যত হবে না ফিরিবা কেহ।
হেন মতে দ্রব্য সব হতেছে সংগ্রহ॥
যখনি যে দ্রব্য তরে লোক যথা যায়।
তখনি সে দ্রব্য পায় দেবীর কৃপায়।
নিয়োজিত বহু লোক রন্ধনের তরে।
দধি দুগ্ধ ছানা কত আসে ভারে ভারে॥
বহু কার্য্যে বহু লোক ফিরে অবিশ্রাম।
ঘন-ঘন বহে শ্বাস ছুটে কালঘাম॥
সমগ্র নান্নুর গ্রামে বসে যত জন।
দেবনাথ-মাতা গিঞা দিলা নিমন্ত্রণ॥
ডাক মাত্রে সকলিই আইল তথায়।
বেধে গেল গণ্ডগোল কথায় কথায়॥
কেহ বলে আগে খাবে যবনের দল।
তা পরে উচ্ছিষ্ট খাবে ব্রাহ্মণ সকল॥
বল কি হে দেবনাথ ব্রাহ্মণ-সমাজে।
হেন ব্যবস্থার কথা কহ কোন লাজে॥
দেবনাথ কহে দাদা দেবীর আদেশ।
দ্বিগুণ জ্বলিঞা দ্বিজ কহে বেশ বেশ॥
৪১/ ] খান তবে বিশালাক্ষী তারা আর তুমি।
কলি বল্যে নহি মোরা এত অধোগামী॥
দেবনাথ করপুটে কহিলা তখন।
শুন দাদা এক কথা করি নিবেদন॥
প্রভু যা দিবেন বিধি অগ্রেতে খাবার।
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ কহে সে কথা স্বীকার॥
সেই কথা শিরোধার্য্য যা কহিবা তিনি।
দেব কহে হবে কিন্তু মার মান-হানি॥
দ্বিজ কহে হস্ত নাড়ি মা না তোর মাথা।
মূর্খ যেই তার কাছে বলিবি এ কথা॥
একটা পাথর যদি হত মা গুসাঁই।
সবাই পাথরে ঘর করিত বোঝাই॥

দেবনাথ কহে এবে মাথা করি উচু।
আজ বুঝি মার কীর্ত্তি দেখ নাই কিছু॥
কি দেখিলে সবে আজ বল দেখি ভাই।
দ্বিজ কহে আমি তার চাহি না সাফাই॥
মা থাকিলে আছে মাতা এ বিশ্ব ব্যাপিয়া।
না থাকিলে পাবে কোথা পাথরে পূজিয়া॥
ডাক প্রভু চণ্ডীদাসে মানি তাঁর কথা।
মায়ের দোহাই দিলে চলিবে না হেথা॥
দেখিতে পাইল সবে কিছু দূর হতে।
আসিছেন চণ্ডীদাস রুদ্রমালী সাঁথে॥
নিকটে আসিতে সবে উঠিঞা দাঁড়ায়।
যথোচিত অভ্যর্থনা করিল সবাই॥
প্রভু কহে রন্ধনের কতদূর বাকি।
দেব কহে সব ঠিক কিন্তু করি বা কি॥
কহ প্রভু কারে আগে করাই ভোজন।
ব্রাহ্মণে কি যবনে তা করি নিবেদন॥
প্রভু কহে হবে আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
অতিথি-সেবার হেতু জানে সর্ব্বজন॥
অতিথির সেবা বৎস না হইতে তবে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন আগে কেমনে সম্ভবে॥
অতিথির মধ্যে নাঞি জাতির বিচার।
আব্রহ্মচণ্ডাল হয় সব একাকার॥
ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যদি না বুঝিবে সেহ।
হেন সনাতন ধর্ম্ম পালিবে কি কেহ॥
অতিথি-সৎকার করা আগে হয় বিধি।
তারপর সেব ঘরে বিষ্ণু থাকে যদি॥
ব্রাহ্মণ জগৎ-গুরু গড়িলা এ বিধি।
সেই বিপ্র আগে খাঞে খাওাবে অতিথি॥
যে করে উচ্ছিষ্ট-দান অতিথিরে কভু।
কোন দিন কৃপা তারে না করিবা বিভু॥
অতিথি সবার আগে হোক না যবন।
এস আগে যবনেরে করাই ভোজন॥
নতুবা যে মা আমার রবে অনশনে।
এই কথা বলি চণ্ডী হাসে মনে মনে॥

দেবনাথ কহে দাদা অনুমতি হলে।
অতিথি-সৎকার আগে করি সবে মিলে॥
শ্রীকান্ত কহিলা তবে যবনের পরে।
খাবেন কি বিশালাক্ষী বসি তোর ঘরে॥
প্রভুর কথায় আমি বুঝিলাম তাই।
অসম্ভব নহে কিছু প্রভুর কৃপায়॥
কে পারে লঙ্ঘিতে দেব প্রভুর বচন।
কর অগ্রে যবনের সন্তোষ-সাধন॥
এক বাক্যে সকলেই দিলা তাহে সায়।
অন্তরে বাসিল ঘৃণা কিন্তু সে কথায়॥
বসিলা সকল সৈন্য ভোজনের তরে।
দেবনাথ দেখে চাহি থাকি জোড় করে॥
ঠারাঠারি করি সবে হাসে খলখল।
শ্রীকান্ত কহিলা দেবু হলি কি পাগল॥
নিজের ওজন তুই না রাখি বাজায়।
যা কিছু করিতে চাস আপন ইচ্ছায়॥
ধর্ম্মের দোহাই তুই দিয়া বার বার।
যা করিলি সেই ভাল এত কেন আর॥
দেবনাথ কহে দাদা তব বাক্য শুনি।
বড় দুঃখ আমি কিন্তু মনে মনে গণি॥
মানুষ হইঞে যদি ধর্ম্ম নাহি চায়।
সমাজ লইঞে স্বর্গে কে গেছে কোথায়॥
মানুষে মানুষ যদি এত ঘৃণা বাসে।
৪১৮/ ] পশু হতে বড় তারা হতে চায় কিসে॥
ব্রাহ্মণে যবনে ভেদ কি দেখিছ তুমি।
আচার বিহার সে ত দেশ-অনুগামী॥
পরাধীন হঞে যদি হও তুমি উচ্চ।
তব স্কন্ধে চড়ি তারা কিসে হইল তুচ্ছ॥
তারা হইল ভারতের একমাত্র রাজা।
মোরা মাত্র তাহাদের অতি তুচ্ছ প্রজা।
সব চেঞে বড় যেই হয় ধনে মানে।
তারে এত ঘৃণা তুমি করিছ কেমনে॥
যে ভাবের লোক তুমি কহিনু সে ভাবে।
আমি যা করিছি কিন্তু সব ধর্ম্ম ভেবে॥

বৃদ্ধ কহে তোর মত যত লক্ষ্মী-ছাড়া।
ধর্ম্ম চিন্তি ভারতে যবন কৈল খাড়া॥
এখন থাকিতে হলে তাহাদের কাছে।
তোষামোদি বিনা আর উপায় কি আছে॥
কুলের সম্মান-জ্ঞান নাহি থাকে যার।
শুনরে অবোধ মূর্খ সেই কুলাঙ্গার॥
তিলার্দ্ধ না রব আমি তোর কোন কাজে।
দেখি তোরে কেবা রাখে ব্রাহ্মণ-সমাজে॥
এত বলি শ্রীকান্ত পলায় উর্দ্ধশ্বাসে।
দেখি শুনি চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে॥
আহারান্তে সৈন্যগণ আচমন করে।
বকুলের তলে বসে বিশ্রামের তরে॥
দেবনাথ-গৃহ-মধ্যে যতেক ব্রাহ্মণ।
ভোজন করিল সবে প্রফুল্লিত মন॥
হেথায় শ্রীকান্ত অতি পথশ্রান্ত হঞা।
বটবৃক্ষ-তলে এক বসিল আসিঞা॥
দেখিলা কে নারী এক যোড়শী রূপসী।
রন্ধন করেন অন্ন বৃক্ষতলে বসি॥
জিজ্ঞাসিতে নারে বৃদ্ধ রমণীর হাল।
তিনিও নীরবে বসি দিতেছেন জাল॥
কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ উঠিবার কালে।
জিজ্ঞাসিলা কে মা তুমি বটবৃক্ষ-তলে॥
বিশালাক্ষী-মাতার যে পূজারী ব্রাহ্মণ।
তার ঘরে হয় আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
গেলে তথা এত কষ্ট হোত না তুমার।
না হয় মা চল সঙ্গে গৃহেতে আমার॥
বালা কহে এখানেও এসেছ জ্বালাতে।
আজ বুঝি তুমি মোরে নাহি দিবে খেতে॥
বৃদ্ধ কহে হেন কথা কহ কি কারণে।
তোর ভাতে ধূলা আমি দিলাম কেমনে॥
বালা কহে সত্য কহি তব ব্যবহারে।
মায়ে-পোয়ে আছি মোরা আজি নিরাহারে॥
চণ্ডীদাস পুত্র মোর আমি তার মাতা।
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তুমি আরাধ্য দেবতা॥

আমাদের ব্রত কিবা শুন বিচক্ষণ।
যথা হতে যায় ফিরি অভুক্ত ব্রাহ্মণ॥
তথায় না খাই কভু যাই অন্য ঘরে।
অথবা সেদিন মোরা থাকি অনাহারে॥
না করি ভোজন তুমি দেবনাথ গৃহে।
এলে চলি বৃথা এক বাধায়ে কলহে॥
তেঁই আমি রাঁধি হেথা করিব ভোজন।
তুমি আমি চণ্ডীদাস এই তিনজন॥
হেথাও না খাও যদি বৃথা ক্রোধ-ভরে।
অগত্যা রহিব মোরা আজি নিরাহারে॥
৪২/] বৃদ্ধ কহে আমি যদি খাই গাছ-তলে।
হাসিবে যে গ্রামবাসী দেখিলে সকলে॥
গাছ-তলে খাইতে লজ্জা হাসি কহে বালা।
পত্নীও ত তুমার দ্বিতীয় গাছ-তলা॥
এ গাছের ফল ফুল সবই বিষময়।
বেশ করি ভাবি তুমি দেখ মহাশয়॥
সে গাছের তলে বাস করে যেই একা।
তার পক্ষে তুচ্ছ অতি স্বর্ণ অট্টালিকা॥
তাহে যেই ফুল ফল ফলে হে ব্রাহ্মণ।
সেই বুঝে কত তার মধুরাস্বাদন॥
শ্রীকান্ত কহিলা কহ পুত্র তোর কোথা।
কে তুমি কোথায় বাস কাহার দুহিতা॥
বালা কহে কি হইবে সে পরিচয় জেনে।
ক্ষণেকের তরে দেখা এত কথা কেনে॥
একটা পাগল সাঁথে হইল মোর বিয়ে।
পাহাড়ে নিবসি আমি পাথরের মেয়ে॥
চণ্ডীদাসে মানুষ করেছি হাতে গড়ে।
না পারি থাকিতে তেঁই কভু তারে ছেড়ে॥
শ্রীকান্ত কহিল মোর পাগল জামাই।
তার হাতে পড়ি বেটী পাগলী হলি তাই॥
চণ্ডীর বয়স হইল সত্তরের কাছে।
ষোড়শী বালার গর্ভে সেহ জন্মিয়াছে॥
পাগলী না হলে তুই বলিবি এ কেনে।
পাগল নহি যে আমি বুঝিব কেমনে॥

বালা কহে তারেই পাগল বলা যায়।
যে জন পাগ্‌লীর কথা হাসিয়া উড়ায়॥
মোর কথা যদি তুমি আগে না বুঝিলে।
তার কথা বুঝিতে নারিবা কোন কালে॥
আপন স্বভাবে মার পাথরে আছাড়ি।
না বুঝি উত্তর কেন দাও তাড়াতাড়ি॥
আজ তুমি এসেছ যা এ হাটে কিনিতে।
পাইয়াছ তাই তুমি দেখি তব হাতে॥
এর চেঞে বেশী তবে আবার কি চাও।
পাগল তুমার মত আছে কি কোথাও॥
যা হোক এখন তুমি খাও দুটি ভাত।
বুঝিবা পাগ্‌লীর কথা ভাবিঞা পশ্চাত॥
বৃদ্ধ কহে নারি আর সে কথা ভাবিতে।
দিস তবে পাগ্‌লী বেটী কিবা দিবি খাতে॥
তখনি আনিল বালা অন্ন বাড়ি তথা।
খাইতে বসিল বৃদ্ধ না করি অন্যথা॥
চণ্ডীদাস আসি তবে দাঁড়াইলা কাছে।
দাঁড়াইলা দেবনাথ আসি তার পিছে॥
চণ্ডী কহে অন্ন তব আছে কি প্রচুর।
খাতাম তা হলে আমি বড় ক্ষুধাতুর॥
বালা কহে যার জন্য করি এই সব।
তার জন্য অন্ন নাই এও কি সম্ভব॥
আইস বাবা অন্ন দিই বইস মোর পাশে।
বলি বালা দিলা অন্ন আনি চণ্ডীদাসে॥
দেবনাথ কহে দাদা অপূর্ব্ব ঘটনা।
ব্রাহ্মণ হইঞা খাও যবনের খানা॥
যবনের পরে খাইলে যায় যার জাত।
সে কি করে খায় আজি যবনের ভাত॥
একে একে গ্রামবাসী ছুটে এসে তথা।
সকলেই বলে তারে সেই এক কথা॥
লজ্জায় পড়িয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়ায়।
কোন জাতি বলি তুমি জিজ্ঞাসে বালায়॥
বালা কহে আজি-তক শুন মহাশয়।
আমার জাতির কিছু না হয় নির্ণয়॥

স্বামী মোর যবনের হন প্রিয় অতি।
মুরগ-ডিম্বেতে তার সততই প্রীতি ॥*
৪২৵] বড়ই বাসেন ভাল নীচ সহবাসে।
থাকি আমি সেইমত সহচরী পাশে ॥
মদ্য মাংস খাই আমি তেঁই মোর বাপ।
তাঁর সাথে দিলা বিয়া এই পরিতাপ ॥
যবনে সে বাসে ভাল আমি বাসি নাই।
তেঁই তার সঙ্গে মোর সতত লড়াই ॥
কোন জাতি হই আমি কহিলাম সার।
বিচার করিঞা তুমি দেখহ এবার ॥
বৃদ্ধ কহে পিতা তোর যেই জাতি হন।
যবনের হাতে ধরি হঞাছ যবন ॥
কিন্তু প্রভু চণ্ডীদাস খান যার হাতে।
যবনী বলিয়া তারে বলিব কি মতে ॥
দেবনাথ বলে দাদা ওটা তব ভুল।
প্রভু কি তোমার মত বাছে জাতি-কুল ॥
দেখিছ যাহার সঙ্গে শতেক যবন।
যবনে ভেটিতে যার পাণ্ডুআ গমন ॥
কুকুর ঠাকুর যার সব সমতুল।
তার কাছে কোথা দাদা পাবে জাতি-কুল ॥
সর্ব্বত্যাগী তিনি মোরা সংসারী যে সবে।
না রইলে মোদের জাতি রহিল কি তবে ॥
যবনের হাতে ভাত খাইলা যখন।
আজি হতে হলে তুমি পতিত ব্রাহ্মণ ॥
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কভু দেখি নাই।
ত্যজিলাম চিরতরে তুমারে সবাই ॥
শ্রীকান্ত কহিলা এযে নিতান্ত অন্যায়।
না জেনে খেলে কি ভাত তার জাতি যায় ॥
জানি নাই আগে বালা কিবা জাতি আছে।
দিব্য করি দেবনাথ কহি তোর কাছে ॥

দেবনাথ কহে দাদা এ কি কথা কহ।
জেনে শুনে খেলে বিষ মরে বুঝি সেহ ॥
না জেনে যদ্যপি কেহ করে বিষ পান।
তাহে বুঝি কভু তার নাহি যায় প্রাণ ॥
বৃদ্ধ কহে দ্রব্য-গুণ সর্ব্বত্র সমান।
এটা কি হইল তোর সঙ্গত প্রমাণ ॥
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কেহ বিষ খাইলে মরে।
জেতে কি অজেতে ভাত দেহ পুষ্ট করে ॥
জ্ঞানের গোচর হলে অজাতের ভাত।
অবশ্য তা হইলে তার হয় জাতিপাত ॥
যেমন বজ্রাগ্নি হলে নয়ন-গোচর।
প্রাণ চলি যায় ক্ষণে ছাড়ি কলেবর ॥
অগোচরে শত বজ্র হইলে পতন।
কভু নাহি দেহ ছাড়ি যায় রে জীবন ॥
দেবনাথ কহে জানি তুমার সমান।
পণ্ডিত আমার দেশে নাহি বর্ত্তমান ॥
উঠে বসে জানি লোক তুমার কথায়।
তা বলে কি জাতি তব থাকিবে বাজায় ॥
শ্রীকান্ত কহে রে মূর্খ যদি অবিচারে।
জোর করি করিবি পতিত আজি মোরে ॥
জাতির মুখোস আজি ফেলিলাম খুলি।
থাক তুই দেবনাথ চোখে লঞা ঠুলি ॥
চণ্ডীদাস প্রভুর এ পদ-চিহ্ন ধরি।
বাহিরিল বৃদ্ধ আজি স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
তাঁর মত ফিরি আমি যবনের সাঁথে।
বুঝাব জাতির মূল্য কষিয়া জগতে ॥
যবনীতে জাগে কিনা জগৎ-ঈশ্বরী।
দেখাব একদিন এই নান্নুরেতে ফিরি ॥
চল প্রভু চণ্ডীদাস যাবে যথা তুমি।
অহরহ ছায়া-সম সঙ্গে রব আমি ॥
চণ্ডীদাস কহে তুমি ঘরে যাও ভাই।
শীঘ্র করি আইস ফিরি লইঞা বিদাই।
৪৩৵] দেবীর মন্দিরে আমি চলিনু এখন।
তথায় আমার সঙ্গে হইবা মিলন ॥

* কুক্কুটাণ্ডে শিবের প্রীতি এক নূতন কথা। কবি পূর্ব্বেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। শিব যবনের প্রিয় ইহারও অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

রুদ্রমালী এক পাশে থাকি এতক্ষণ।
শ্রীকান্ত প্রভুর কথা করিলা শ্রবণ॥
চলিলেন চণ্ডীদাস দেবীর আলয়ে।
পশ্চাতে চলিলা সব নানা কথা কএ়॥

* | * | *

শ্রীকান্তের পুত্র হয় পার্ব্বতী-চরণ।
শাক্ত সুপণ্ডিত অতি ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
বালা-রূপা বিশালাক্ষী বসি তার পাশে।
কহে কেন নিন্দ তুমি ভক্ত চণ্ডীদাসে॥
পিতা আজি পাঞা তব চণ্ডীর বাতাস!
সংসার ত্যজিয়া সেহ লইল সন্ন্যাস॥
শক্তি দেয় মুক্তি এটা আকাশের ফুল।
প্রেমানন্দ মিলে তায় অসঙ্গত ভুল॥
শক্তির সাধনে শক্তি ভক্তি-রূপে মিলে
যে যার বাঞ্ছিত পথে যায় তবে চলে॥
কিন্তু যেই স্থানে গিঞা সকলে পৌছায়।
একমাত্র ব্রহ্মানন্দ তারে বলা যায়॥
পার্ব্বতী কহিলা রুষি নাহি যায় সহা।
এত বিদ্যা শিখি আমি গড়িলাম যাহা॥
সে সব ফেলিব ভাঙ্গি নারীর কথায়।
হেন চপলতা তুই শিখিলি কোথায়॥
অতি বৃদ্ধ পিতা মোর বুঝিলাম আমি।
তেঁই সর্ব্বনাশ তার ঘটায়েছ তুমি॥
বালা কহে যার বাপে ভুলাইতে পারি।
কোন ছার তারে আমি ভুলাইতে নারি॥
কি বিদ্যা শিখেছ তুমি কহ দেখি মোরে।
কি করিলে ব্রাহ্মণ বলায় তবে তারে॥
ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ না হইবা যতক্ষণ।
কেমন করিঞা তুমি হইবা ব্রাহ্মণ॥
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শক্তি মাত্র সহায় সম্বল।
ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ হয় সে কর্ম্মের ফল॥
কর্ত্তব্যের পরিণাম শক্তির সঞ্চয়।
এত ভাবি কর যদি কর্ম্মের বিলয়॥

আবার যাইবে তবে আবার আসিবে।
কোন দিন এ কর্ম্মের শেষ নাহি হবে॥
আরো কিছু আছে বস্তু কর্ম্ম-পরপারে।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে কহিলাম তোরে॥
পাবি যবে তায় তুই ত্যজিঞা স্বভাব।
যার জন্য নরজন্ম সেই হবে লাভ॥
পার্ব্বতী কহিল হাসি কর্ম্ম-পরপারে
যশ-নিন্দা ছাড়া আর কি থাকিতে পারে॥
মোক্ষধাম একমাত্র পাই তাহে যশ।
নরক বলিতে পাই নিন্দা-অপযশ॥
চিরদিন লোকে যার করে গুণ-গান
তারি পক্ষে হয় এই মুক্তি সে নির্ব্বাণ॥
যার কুৎসা গায় সবে সে হয় নারকী।
তা ছাড়া যা কহ তুমি সকলি ত ফাঁকি॥
বালা কহে তব মতে তা হলে হলো কি
যেই জন স্বর্গবাসী সেই সে নারকী॥
এক পা স্বরগে তার এক পা নরকে।
হেন বিসম্বাদী জনে মূর্খ কহে লোকে॥
তুমি কর শতমুখে যার গুণগান।
অন্যে তারে বলে থাকে পাপীর প্রধান॥
দুনিয়ার মধ্যে কেহ নাহি হেন জন।
করে যার সব লোকে গুণের কীর্ত্তন॥
ভাল-মন্দ-বিচার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান।
পূতাপূত-ভেদহীন সুখময় স্থান॥
আছে যেই তথা তোরে যাইতে হবে জানি।
তেঁই দেখাইতে পথ আসিয়াছি আমি॥
পার্ব্বতী কহিলা সেটা কল্পনার স্থান।
প্রত্যয় না হয় বিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
বালা কহে এই তব কলসীর জল।
যবন পরশে যদি হইবা নিষ্ফল॥
কিম্বা তাহে কোনমতে হলে বিষ্ঠাপাত।
পান করা দূরে থাক না ধুইবা হাত॥
কিন্তু যথা হতে জল রাখিয়াছ আনে।
৪৩৴] তথাকার কথা এবে ভাবে দেখ মনে॥

কত মৃগমদ আর সুগন্ধি চন্দন।
কত মল ধুয়ে হয় তাহাতে মিলন ॥
আব্রহ্মচণ্ডাল অবগাহে তার জলে।
কে কোথা ত্যজেছে তায় অপবিত্র বলে ॥
ধীরে ধীরে কয় তবে পার্ব্বতী-চরণ।
কথাগুলি বেশ তব মনের মতন ॥
কিন্তু তুমি নারী আমি পুরুষ পণ্ডিত।
তব বাক্যে কার্য্য মোর না হয় উচিত ॥
বালা কয় পূজ যারে দিবস-রজনী।
সেও ত আমার মত একটি রমণী ॥
পার্ব্বতী কহিল তিনি তোর মত নারী।
বিশ্বের জননী তিনি বিশ্বের ঈশ্বরী ॥
বালা কহে তাহলে সে বেশী কিসে হোল।
আমি নই বিশ্বমাতা কে তোরে বলিল ॥
যার জন্ম আছে বিশ্বে তারি মাতা নারী।
অবশ্য তা হলে তিনি বিশ্বের ঈশ্বরী ॥
পার্ব্বতী কহিল আমি মানিলাম তাই।
কি করিতে হবে মোরে জানিবারে চাই ॥
বালা কহে চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি।
কি করিতে হবে তোরে কহিবেন তিনি ॥
পার্ব্বতী কহিল আমি হব প্রণিপাত।
তার পদে খায় যেই যবনের ভাত ॥
বালা কহে জাতি কুল দেহ দূর করে।
বিচারের পরপারে যেতে হবে তোরে ॥
তা না হলে এ জন্মও যাবে তোর বৃথা।
এই দেখ আমি তোর সেই বিশ্বমাতা ॥
কহিতে কহিতে বালা চতুর্ভুজ ধরি।
মিলাইয়া গেলা ক্রমে শূন্যের উপরি।
উর্দ্ধমুখে চেঞে থাকে পার্ব্বতীচরণ।
মনে মনে ভাবে এ কি অপূর্ব্ব ঘটন ॥
নারী-রূপে বিশালাক্ষী বসি মোর ঘরে।
এতক্ষণ এত কথা কহিলেন মোরে ॥
আদেশিলা দাসে তিনি লইতে সন্যাস।
উত্তর-সাধক তাহে হবে চণ্ডীদাস ॥

মহাপাপ মাতৃ-আজ্ঞা করিলে লঙ্ঘন।
আবার হইবা তায় নিরয়-গমন ॥
হেথা প্রাণ-প্রিয়তমা কমলকুমারী।
তার অনুমতি লই কি উপায় করি ॥
আমার বিরহে তার হলে অশ্রুপাত।
ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বল মোর হবে ভস্মসাৎ ॥
তা হলে বুঝিনু তায় ফলিবা যে ফল।
স্বর্গ হইল ঋষ্যমূক[৫৫] অমৃত গরল ॥
কিন্তু এ বিচার কভু না জুয়ায় তারে।
বিচারের পর-পারে যাতে হবে যারে ॥
জোর করি সব আমি ভুলিবারে পারি।
কিন্তু না ভুলিতে পারি কমলকুমারী ॥
প্রাণের অধিকা সেই মম সধর্ম্মিণী।
সন্তান-সন্ততি-হীনা প্রথমা যৌবনী ॥
হায় মা এ কি দারুণ আদেশ তুমার।
শ্মশান করিয়া দিলি সুখের সংসার ॥
তোরি ইচ্ছা পূর্ণ হোক কহিঞা পার্ব্বতী।
চলিলা যথায় চণ্ডীদাস মহামতি ॥
ধীবরিণী বেশে শ্যামা পশি তার পুরী।
কহিলা কি কর মাগো কমলকুমারী ॥
তোর স্বামী শ্বশুর যে চলিল সন্ন্যাসে।
এ সংসারে তুই মাগো রবি কার আশে ॥
চণ্ডীদাস রথে তুলি লঞা যায় দোঁহে।
আয় মা এখনও রথ দাঁড়াঞে যে রহে।
ক্ষণেক বিলম্ব হলে আর নাহি পাবি।
৪৪/] চিরতরে অস্তাচলে যাবে তব রবি ॥
চমকি উঠিয়া কহে কমলকুমারী।
কোথা চণ্ডীদাস মোর সর্ব্বনাশ-কারী ॥
ধীবরিণী কহে মাগো অই দেখ চেঞে।
যাও ত্বরা করি কহে অঙ্গুলী বাড়াঞে ॥
আলুথালু-কেশে বামা অতি মনোদুঃখে।
উপনীত হইল গিঞা রথের সমুখে ॥

---

৫৫) দক্ষিণদেশে পম্পা-সরোবরতীরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। এখানে বালির ভয়ে সুগ্রীবাদি পঞ্চ বানর বাস করিত। (রামায়ণ)।

পার্ব্বতী কহিলা তারে মানিয়া বিস্ময়।
কুলবতী হইয়া তব নাহি লাজ-ভয়॥
কেমনে আইলে তুমি গৃহের বাহিরে।
কমলকুমারী কহে কাতর অন্তরে॥
পুরুষের ধর্ম্মভয় নাহি রয় যথা।
তথা নারী-লজ্জাভয় কে দেখেছে কোথা॥
একমাত্র রমণীর সতীত্ব-রতন।
স্বামীরে স্বজিলা বিধি রক্ষার কারণ॥
তা ছাড়া সতীত্ব কারো রক্ষিবার নয়।
রক্ষিলেও পরে তারে ভক্ষক যে কয়॥
যতক্ষণ আছি আমি তুমার সংসারে।
তুমার পরম ধর্ম্ম রক্ষাকরা মোরে॥
যত ধর্ম্ম লভ তুমি সাজিয়া সন্ন্যাসী।
আমার নয়ন-জলে সব যাবে ভাসি॥
সধর্ম্মিণী আমি তব অর্দ্ধাঙ্গে বিরাজ।
অর্দ্ধাঙ্গ বিহনে হবে অর্দ্ধাঙ্গে কি কাজ॥
মোরে ছাড়ি ধর্ম্ম তুমি পাইবা কোথায়।
তিলে তিলে দগ্ধ আমি করিব তুমায়॥
মরিলেও আকর্ষণ করিব তুমারে।
ধর্ম্মরক্ষা কর তুমি দেখিব কি করে॥
ভালবাসা দিয়া এত তুষিনু যে প্রাণ।
বিরহ-অনল বুঝি তার প্রতিদান॥
প্রেম ভক্তি দিঞা যারে গড়িনু ঈশ্বর।
লভিনু বিরহ-বহ্নি এ কি তার বর॥
কেবা সেই চণ্ডীদাস এ তিনের মাঝে।
গালি দিব দেখি তার বাজে কিনা বাজে॥
যে ডালে যে আছে বসি কাটিলে তাহায়।
সে কেমনে নিরাপদ জিজ্ঞাসিব তাঁয়॥
কতক্ষণ বাঁচে মীন শূন্য জলধারে।
কতক্ষণ বাঁচে ডুবি চকোর সাগরে॥
জিজ্ঞাসিব আমি কহ কেবা চণ্ডীদাস।
এত কহি ধরে বামা ঘোটকের রাশ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন গুণময়ী।
আমিই সে দুরাচার চণ্ডীদাস হই॥

যত গালি দিবা মোরে দেহ সুভাষিণী।
জগতের গালি খাইতে জন্মিয়াছি আমি॥
কিন্তু কহ চারুশীলে জিজ্ঞাসি তুমায়।
পতি-প্রেমে যুবতীর বিচ্ছেদ কোথায়॥
পুরুষ-প্রকৃতি যোড়া রমণী-রমণ।
প্রকৃতি শরীরভাগ পুরুষ চেতন॥
প্রকৃতির ভালবাসা প্রকৃতির ধ্যান।
কেবল বিরহ-দুঃখ তার পরিণাম॥
যতক্ষণ রবে তোর সম্ভোগের আশা।
কোথায় পাইবি তুই ভক্তি-ভালবাসা॥
জান কি রমণী তুমি ইথে কিবা হয়।
সুধার চেষ্টায় হয় গরল-সঞ্চয়॥
তেয়াগিলে পতি তোর প্রকৃতির ভাগ।
না রবে পতির প্রতি তোর অনুরাগ॥
তা হলে প্রকৃত তুমি পতিরতা নহ।
মায়ার মোহন ফাঁদে বদ্ধ তুমি রহ॥
অটল পতির প্রেম যার মনে আছে।
বিরহ মিলন বলি নাহি তার কাছে॥
কিছুই না জান তুমি পতির সাধন।
তাহলে হৃদয়ে তার পাইতে দরশন॥
৪৪৶ ] অনন্ত তুমার ****বিলে সতী।
বিরহের হাত হতে নাহি অব্যাহতি॥
হেনভাব যতক্ষণ না জন্মায় যথা।
পতিভক্তি পতিপ্রেম মুখের সে কথা॥
যথায় যে ভাবে তুমি কর পতি ধ্যান।
তাহলে পাইবা তুমি প্রেমের সন্ধান॥
যে দিন হেরিবা তায় জগৎ ব্যাপিয়া।
তোমার তুমায় তুমি না পাবে খুজিঞা॥
জগৎ তুমাতে আসি হইবা মিলন।
তখন বুঝিবা তুমি প্রেম যে কি ধন॥
কমলকুমারী কহে বুঝিলাম আমি।
নারীর পরমারাধ্য একমাত্র স্বামী॥
পুরুষ-প্রকৃতি যোগে নরনারী যবে।
ভূতাত্মার উপাদানে কেবল সম্ভবে॥

স্ব-ইচ্ছায় ত্যজি নর আপনার নারী।
সন্ন্যাস-গ্রহণে যদি হয় অধিকারী ॥
রমণীর অধিকার নাহি কেন তায়।
কহ ওহে দ্বিজবর জিজ্ঞাসি তুমায় ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন গুণবতী।
বিস্তারিয়া কহি তবে বুঝহ সম্প্রতি ॥
যথার্থ যথায় রয় প্রেমিক প্রেমিকা।
কে কারে ছাড়িতে নারে দুয়ে মিলি একা ॥
অনন্ত প্রেমিক সতী প্রেমিকা অনন্ত।
কিন্তু দুটি অনন্ত হইলে সীমাবন্ত ॥
এই হেতু দুই নহে এক আত্মা দোঁহে।
জগৎ তাহাতে সদা নিমীলিত রহে ॥
একাধিক হয় তনু খোলোসের ভাগ।
তাহাদেরি রয় মাত্র সম্মিলন ত্যাগ ॥
আদৌ সম্ভাগ নরে ব্রহ্মভাগ স্বতঃ।
যোগায় প্রকৃতি ভাগ মায়া স্বভাবতঃ ॥
ত্রিলোক মায়ার নিত্য হয় লীলাভূমি।
তাহার মোহন ফাঁদ একমাত্র তুমি ॥
ব্রহ্মের বাসনা জীব হোক ব্রহ্মময়।
মায়ার যতন লিতে* মায়ার আশ্রয় ॥
জীবের সদাই চেষ্টা লিতে ব্রহ্মভাব।
এইমাত্র হয় সতী তিনের স্বভাব ॥
রবির তাপনে তার গুণ ধরে সব।
কিন্তু নাহি ধরে গুণ কুমুদবান্ধব ॥
যতই কিরণ ঢালি দেন অংশুমান।
ততই শশাঙ্ক করে শীতলতা-দান ॥
তেন নারী ব্রহ্মচর্য্যে হলেও নিপুণ।
কখনও না ধরে তাহে ব্রহ্মের যে গুণ ॥
এই হেতু শুন মাগো জগতের নাথ।
পতিরূপে ধরে আসি রমণীর হাত ॥
ভাবে ভাব মিলাইঞা আপন স্বভাবে।
কামিনীরে লয় টানি ব্রহ্মের প্রভাবে ॥†

কিন্তু কর্ম্ম অনুকূল না রয় যেখানে।
দুয়ে মিলি মরে ডুবি অকূল তুফানে ॥
৪৫/] কমলকুমারী কহে কহ দ্বিজবর।
দাসীর কর্ত্তব্য কিবা হয় অতঃপর ॥
চণ্ডীদাস কহে কিবা কব গুণবতী।
তুমিহঁত বুঝ ভাল তুমার শকতি ॥
যথাশক্তি তথা হয় কর্ত্তব্য কেবল।
অন্যে তাহা কহিলেও নহে অবিকল ॥
হইবা যবে পতি তব দৃষ্টির বাহির।
তুমার কর্ত্তব্য তুমি করি লবে স্থির ॥
অভাবী না হৈলে সতী কে কুথায় পায়।
সে দুঃখ করিতে দূর তার সদুপায় ॥
তখন কহিলা বালা যাহ তবে নাথ।
লঞা যাহ দাসীর এ শেষ প্রণিপাত ॥
প্রণমি স্বামীরে সতী নমি চণ্ডীদাসে।
অদৃশ্য হইঞা গেল ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে ॥
অশ্ব চতুর্দ্দোল তবে চলিলা ত্বরিত।
শঙ্খনাদ জয়ধ্বনি হয় চতুর্ভিত ॥
যতক্ষণ দেখা যায় দেখে চাঞা সবে।
ফিরঞে তাপরে তারা নিরানন্দ ভাবে ॥
কত পল্লী কত মাঠ কত বনরাজি।
পলকে পশ্চাতে ফেলি ছুটি চলে বাজী ॥
অস্তাচলে যবে রবি আবরিলা ছটা।
পশ্চিম গগনে উঠে ঘোর ঘনঘটা ॥
নিকটে কোথাও গ্রাম নাহি দেখা যায়।
আশ্রয় লইতে কিছু না আছে উপায় ॥
ঝঞ্ঝারব হয় দূরে সন্ সন্ সন্।
থাকি থাকি কড়কড় মেঘের গর্জ্জন ॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ঝলসঞে আঁখি।
সৈন্যগণ চলে দ্রুত অশ্বগণে হাঁকি ॥
রহমন কহে প্রভু উপায় কি হবে।
পাথর* ঝঞ্ঝায় প্রাণ কেমনেতে রবে ॥

* লিতে লইতে।

† প্রত্যেক জীবে ব্রহ্ম ও মায়া আছে। নরে স্বতঃ ব্রহ্মভাগ, নারীতে মায়া-ভাগ আছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবের বাসনা। নর সহজে ব্রহ্মে উপস্থিত হইতে পারে, নারী পারে না। বিবাহের প্রয়োজন পতি নারীকে ব্রহ্মে লইয়া যায়।

* পাথর, হিমশিলা।

চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন রহমন।
না পারে লঙ্ঘিতে কেহ দৈবের ঘটন ॥
প্রাণ প্রাণ বল যারে প্রাণ সে কেবল।
ভূতাত্মার মাত্র হয় সংযোগের ফল ॥
দৈব হতে চাহ যদি রাখিবারে প্রাণ।
সাধন করহ তবে নিত্য প্রাণায়াম ॥
পূরক কুম্ভক আদি করঞা অভ্যাস।
ওঙ্কার জপিতে থাক যতক্ষণ শ্বাস ॥
যোনিমুদ্রা মহামুদ্রা ত্রাটক যে রীতি।
হঠ-যোগের অঙ্গ তাই করণীয় তথি ॥
সুষুম্না নামে যে নাড়ী মেরুদণ্ডে রহে।
বীজমন্ত্র ষট্‌চক্রের ধ্যান কর তাহে ॥
এই মতে সিদ্ধ তুমি হইলে রহমন।
হইবা তুমার তবে ওঙ্কার দর্শন ॥
জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্পাঘাতে।
তখন তুমার মৃত্যু নাহি কোন মতে ॥
রহমন কহে এ যে সাধকের কাজ।
চণ্ডী কহে কর তবে কি হেতু নমাজ ॥
৪৫✓] শুন বৎস রহমন না ভাবিহ আন।
নমাজ তোমার যেই সেই মোর ধ্যান ॥
ধারণার বস্তু তায় একই জিনিস।
তোমার আমার দ্যো* সেই জগদীশ ॥
তাঁর কৃপাবলে শিবা জিনএ্যে কেশরী।
দুর্ব্বলে অলকা লুটে পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি ॥
সাক্ষাৎ প্রমাণ তার কহি রহমন।
না হও চঞ্চল এবে শুন দিঞা মন ॥
ভারত করিল গ্রাস প্রায় তব জাতি।
তথাপি স্বাধীন হের মল্ল নরপতি ॥
রহমন কহে প্রভু যথার্থ এ কথা।
ত.র মত মহাবীর না হেরিনু কোথা ॥

আক্রমিঞা দিল্লীরাজ মল্লরাজ-পুরী।
পরাস্ত মানিঞা গেছে শতবারা+ ফিরি ॥
বিশেষ নাহিক সৈন্য সেনাপতি তার।
তথাপি সমরে প্রভু নাহি কভু হার ॥
তার রণে মৃত্যু আমি গণিঞা নিশ্চয়।
গিঞাছিনু বিষ্ণুপুরে শুন গুণময় ॥
আপনার কৃপাগুণে না বাধিল রণ।
তেঁই আজি অভাগার রহিল জীবন ॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহ মোরে প্রভু।
এমন সুযোগ আর না পাইব কভু ॥
শুন তবে রহমন কহে চণ্ডীদাস।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু করি যে প্রকাশ ॥
কভু গর্ভবতী এক ক্ষত্রিয়ের নারী।
জগন্নাথ দরশনে যাইতেছিলা পুরী ॥
নাহি ছিল সঙ্গে কেহ আপন বলিতে।
প্রসব যন্ত্রণা তার হয় অর্দ্ধপথে ॥
প্রসবিলা পুত্র এক মৃত হেন জ্ঞানে।
ফেলিঞা পলায় তায় মন্দারণ বনে ॥৫৬
উর্ম্মিলা নামেতে এক জালিয়ার নারী।
কাষ্ঠ কুড়াইঞা তথা বুলে ঘুরিফিরি ॥
শুনিতে পাইল তবে শিশুর ক্রন্দন।
ভয় পাইঞা কিছুদূর করে পলায়ন ॥
পশ্চাতে কে ডাকি কয় শুনরে উর্ম্মিলে।
রাজার মা হবি তুই শিশুরে বাঁচালে ॥
তখন ফিরিলা-নারী আসি মনসুখে।
শিশুরে অঞ্চলে ঢাকি ধরিলেন বুকে ॥

* পুথীতে দ্যো এই বানান আছে। আর্বী দোআ, প্রার্থনা। অশিক্ষিত মুসলমান 'দ্যো' বানান করে। পুথীর লিপিকর ওকার দিয়া সং দ্যো স্বর্গ করিয়াছেন।

+ 'শতবার' অত্যুক্তি। দিল্লীরাজ ফিরোজ খাঁ একবার আসিয়াছিলেন।

৫৬) বন মান্দারণ বিষ্ণুপুর হইতে ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান হইতে মান্দারণ ও মেদিনীপুর দিয়া পুরীর পথ ছিল। এখানে কবি মল্লেশ্বর গোপাল-সিংহের পরিচয় দিতেছেন। আদি মল্লের উৎপত্তি কাহিনীও প্রায় এইরূপ। কিন্তু আদি মল্লের কালে ৬১৬ শকে পুরীর জগন্নাথ দেশবিদেশে খ্যাত ছিলেন না। মল্লভূমের ইতিহাসে গোপাল-সিংহের নাম কানু মল্ল। ইনি ১২৬৭ শকে রাজা হইয়াছিলেন। গোপাল ও কানু দুইই ডাকনাম। একটু পরে ইহার নাম নৃসিংহবাহন আছে।

আবার কে বনমাঝে কহিলা তখন।
এই শিশু হয় মাগো ছত্রির নন্দন ॥
না দিবি উচ্ছিষ্ট কভু না চুম্বিস মুখ।
কালে শিশু রাজা হবে যাবে তোর দুখ ॥
সেই কথা শুনি নারী আকুল ভাবিঞা।
কেমনে বাঁচাব শিশু কি আহার দিঞা ॥
বনবিষ্ণুপুর গ্রামে এক বিচক্ষণ।
আছিলা ভরতমল্ল নামেতে ব্রাহ্মণ ॥
উর্ম্মিলা তাহার ঘরে ছিলা চাকরাণী।
শিশুরে অর্পিলা সেই ব্রাহ্মণেরে আনি ॥
কহিলা শিশুরে তুমি পালহ ঠাকুর।
৪৬/ ] নিশ্চয় সময়ে সব দুঃখ হইবা দূর ॥
মল্ল কহে এই শিশু হয় কেবা শুনি।
উর্ম্মিলা কহিল আমি কিছুই না জানি ॥
কুড়াঞে পাঞাছি আমি মন্দারণ বনে।
এই শিশু হবে রাজা আইলাম শুনে ॥
কে কহিলা এই কথা দেখি নাঞি তারে।
সব কথা প্রকাশ পাইবা পরে পরে ॥
মল্ল কহে আমি দিব অশন-বসন।
তুমি এরে কাখে করি করহ পালন ॥
অপুত্রক ছিলা মল্ল শিশু পাঞা ঘরে।
পুত্রসম দেখে তায় সদা স্নেহভরে ॥
দশ বৎসরের শিশু হইল যখন।
বনে বনে ফিরে সদা করি গোচারণ ॥
শুন বৎস রহমন এই হেতু লোকে।
গোপাল গোপাল বলি ডাকে সে বালকে ॥
মল্লে কহে বাবা সেহ উর্ম্মিলারে মা।
দোঁহার নাহিক তাহে আনন্দের সীমা ॥
বিহানে গোপাল কভু ঘুগী* লইঞা করে।
গিঞাছিলা মল্লস্রোতে মৎস্য ধরিবারে ॥
পাতি ঘুগী থাকে তার বসিঞা নিকটে।
ক্ষণে পূর্ণ হয় তাহা সুবর্ণের ইঁটে ॥

* বর্ষাকালের জলস্রোতে ছোট মাছ ধরিবার শ্যামালতা নির্ম্মিত লম্বা খালই। যন্ত্রটি বাঁকুড়ায় প্রচলিত ঘুগী। ঘোগ গর্ত, ঘুগী গর্ত-স্বরূপ।

এইরূপে বিশবার ঘুগী এড়ে ঝাড়ে।
সমান ভাবেতে ইঁট আসি তায় পড়ে ॥
ব্রাহ্মণে কহিল আসি দোঁহে মিলি তবে।
গোপনে আনিল ঘরে বহিয়া সে সবে ॥
রাজার ঘটিলা তবে অকালে মরণ।
মহিষী করিল তার চিতা-আরোহণ ॥
একটিও পুত্র নাঞি কে হইবা রাজা।
ভাবিয়া আকুল যত নগরের প্রজা ॥
সিংহাসন তরে তবে দায়াদের দল।
দিনরাত অবিশ্রাম করএ কন্দল ॥
এই স্থির হইলা শেষ ভূশুণ্ডা* করিণী।
ছেড়ে দাও যাক চলি পৃষ্ঠেতে আপনি ॥
যারে আনি বসাইবা সিংহাসন পরে।
এ রাজ্যের রাজা বলি মানি লইব তারে ॥
ছাড়ি দিলা তায় তবে ছুটিলা করিণী।
সিংহাসনে বসাইলা গোপালেরে আনি ॥
হইল তার সংস্কার উপবীত বিয়া।
একদিন গেল রাজা করিতে মৃগয়া ॥
সারাদিন ঘুরিফিরি বনের ভিতর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় হইল কাতর ॥
নিকটেতে নাহি কেহ না জানে কারণ।
কেমনে কোথায় সবে করিল গমন ॥
ঘুরি ফিরি দেখে রাজা কোন বৃক্ষতলে।
বসি আছে সাধু এক মৃগ লঞা কোলে ॥
রাজা কহে এই মৃগ শিকার যে মম।
রক্ষ তুমি কাঁদিতে কি বসিষ্ঠের সম ॥[৫৭]
সাধু কহে কাঁপি ঘন শুন ওরে পাজী।
মৃগহেতু লঙ্কাকাণ্ড ঘটাবি কি আজি ॥
তুমিও ত হও রাজা সিংহের শিকার।
কেন নাহি যাও তবে সমুখে তাহার ॥

* বোধ হয় পূর্ব্বকালের যুদ্ধাস্ত্র ভুশুণ্ডী হইতে ভুশুণ্ডা। সে হস্তিনী শুণ্ডদ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপে শিক্ষিত।

৫৭ ) কামধেনু লইয়া বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদে বসিষ্ঠকে কাঁদিতে হইয়াছিল।

শুনরে গোপাল যার মৃগয়া ধরম।
ব্যাধাচারী হয় সেই নরের অধম॥
দন্তে তৃণ ধর রাজা ত্যজ ধনুর্ব্বাণ।
ভজ রাধাকৃষ্ণ পদ পাইবা নির্ব্বাণ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি তবে কহে নরমণি।
নির্জ্জন এ বনে প্রভু কে হন আপনি॥
দীক্ষা দিঞা মোরে এবে দেহ পদে স্থান।
এ ভব-বন্ধন হৈতে কর পরিত্রাণ॥
[৪৬৮/] বুঝিলাম প্রভু মোর হন অন্তর্য্যামী।
নহিলে জানেন কিসে হই কে যে আমি॥
দেহ অগ্রে দাসে প্রভু কিছু অন্নজল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় হঞাছি চঞ্চল॥
কহে হাঁক দিঞা মদনা কোথা গেলি।
অতিথিরে অন্ন চাই জ্বালে দাও চুলি॥
থর থর আসে এক প্রকাণ্ড বিগ্রহ।
শুষ্ক কাষ্ঠ দিঞা চুলা জ্বালি দিল সেহ॥
সে কহে আমি কি কবে করেছি রন্ধন।
কি হেতু আছিস তবে তুইরে মদন॥
এই কথা চণ্ডীদাস কহি কিছুক্ষণ।
স্তব্ধভাবে রহে স্থির ধ্যানেতে মগন॥
বাক্‌-শূন্য রহে * * জলপূর্ণ আঁখি।
ফুলি ফুলি উঠে নাসা প্রভুপানে তাকি॥
সামালিঞা কহে প্রভু শুন রহমন।
চাল দাল আদি সব আনিলা মদন॥
রন্ধন করিঞা তবে কহে পাতা পাতি।
কহ কুশধ্বজ কোথা তুমার অতিথি॥
অবাক হইঞা রাজা পাচকে নেহালে।
না পান শুনিতে কিছু কে কোথা কি বলে॥
ঘন ঘন হাঁক দেন মদন-মোহন।
খাও আইসে অন্ন রাজা নৃসিংহবাহন॥
তখন আসিয়া রাজা বসিলা ভোজনে।
ভোজনান্তে কহে চাহি কুশধ্বজ পানে॥
পবিত্র করিতে হবে অধমের পুরী।
কৃপা করি চল প্রভু চরণেতে ধরি॥

সাধু কহে পুরীধাম যাইব সত্বরে।
বাহুড়ি আসিব যবে যাব তব পুরে॥
কিন্তু এক কাজ তুমি করহ রাজন।
লঞা যাহ পুরে তব মদন-মোহন॥
ফিরি আমি লইব তায় জান রাজা স্থির।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা পাতি বৈসে শির॥
কুশধ্বজ আনি তবে মদন-মোহনে।
রাজার মস্তকে ধরে হঞা সাবধানে॥
অশ্ব পৃষ্ঠে চড়ে রাজা বুকে ধরি তারে।
উপস্থিত হৈল ক্ষণে রাজ অন্তঃপুরে॥
এইরূপে মল্লবাসে মদন-মোহন।
অধিষ্ঠিত হইল আসি শুন রহমন॥[৫৮]
রাজ-কাজে মন্ত্রী তিনি যুদ্ধে সেনাপতি।
পড়িলে তাহার হাতে নাহিক নিষ্কৃতি॥
দল-মাদল নামে এক অদ্ভুত কামান।[৫৯]
তাহার প্রধান অস্ত্র দেবের নির্ম্মাণ॥
তুমার প্রভুর পিতা সাজি রণসাজে।
একদিন গিয়াছিলা সেই মল্লরাজ্যে॥[৬০]
বহু অর্থ আছে শুনি মল্লরাজপুরে।
আক্রমিতে পুরী তার লুটিতরাজ তরে॥
শেষে তার পুরে যবে লঞা সৈন্যগণ।
সবে বন্দি করে বাঁকা মদনমোহন॥
থাকি তথা তিন দিন অনাহারে তবে।
হার মানি ক্ষমা চাহি মুক্ত হইলা সবে॥
দৈব-বলে বলী যেই তার সহ রণে।
না পারে হইতে জয়ী কেহ ত্রিভুবনে॥

---

৫৮) প্রচলিত কিম্বদন্তী, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস-আচার্য্যের নিকট চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর এক ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে মদন-মোহন-বিগ্রহ চুরি কিম্বা বল প্রয়োগ করিয়া রাজধানীতে আনিয়াছিলেন। কথাটা অবিশ্বাস্য। কারণ (১) বৈষ্ণবের চৌর্য্যকর্ম্ম অসম্ভব, (২) সে ব্রাহ্মণের বহুমূল্য বিগ্রহ-প্রাপ্তি অসম্ভব। বীর হাম্বীর ১৫০৭—১৫৪২ শক রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৭৫ শকে উদয় সেন "চণ্ডীদাস চরিতামৃতম্‌" লিখিয়াছিলেন। তিনি বীর হাম্বীরের এই কীর্ত্তি শুনেন নাই। তিনি শুনিয়াছিলেন মল্লেশ্বর গোপালসিংহ কুশধ্বজ নামে এক সাধুর

কই বৎস রহমন সেই ঘনঘটা।
মেঘের গর্জ্জন আর বিদ্যুতের ছটা॥
না হইল ঝড়-বৃষ্টি না পড়িল শিলা।
যার দেঞা প্রাণ বৎস তাঁরি এই লীলা॥
৪৭/] রহমন কহে মরা বাঁচে উঠে যথা।
তথায় জীয়ন্ত বাঁচা সে কি বড় কথা॥
রুষ্ট হঞা চণ্ডীদাস কহিলেন তারে।
মানুষেব নীচে কেন টানি ফেল মোরে॥
মানুষের কাছে নাই মানুষের যশ।
তার গুণ গাও যার নাহি রূপরস॥
তারি কার্য্য এই সব জানিহ নিশ্চয়।
মানুষ কেবলমাত্র উপলক্ষ হয়॥
শুন রহমন আমি কহিতেছি সার।
মানুষের নিন্দা আছে যশ নাহি তার॥
যার নিন্দা নাঞি সেই মানুষ কেবল।
সুখ্যাতি করিলে তার বৃথা সে কেবল॥
যে কর্ম্মের তরে কর গুণের কীর্ত্তন।
নরের কর্ত্তব্য সে ত শুন রহমন॥
যে জন কর্ত্তব্যে সদা হয় অনলস।
তাহারে মানুষ বল এই তার যশ॥
কায্য ব্রহ্ম হয় নর গুণ-অবতার।
ছোট হঞা যায় সেই গুণগানে তার॥
রহমন কহে প্রভু নিন্দা আছে যার।
সেও ত মানুষ কিবা অন্য কেহ আর॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস নিন্দা যার আছে।
জানিহ পুরুষকার নাহি তার কাছে॥

না থাকিলে তেন গুণ সত্য নাহি রয়।
কর্ত্তব্য-বিমুখ সেহ জানিহ নিশ্চয়॥
তা হলে মানুষ তারে কিসে বলা যায়।
সেই সে মানুষ যে মানুষ ধরি খায়॥
পুন কহে রহমন নিন্দা ছাড়া প্রভু।
এমন মানুষ আমি দেখি নাই কভু॥
সত্য বটে রহমন কহে চণ্ডীদাস।
কেহ কয় সত্য কথা কেহ মিথ্যাভাষ॥
সত্যমিথ্যা যদি কভু হয় একমত।
তা হলে এ হেন কথা নহে অসঙ্গত॥
মানুষের গণ্য তুমি রবে যতক্ষণ।
সত্য হতে মিথ্যা হবে করিতে বর্জ্জন॥
কিন্তু যবে হইবে তব ব্রহ্মময় আঁখি।
তখন হইবে মিথ্যা সত্যে মাখামাখি॥
মানুষ হইতে হয় ব্রহ্মেতে সঙ্গতি।
মানুষ হইতে হয় নিরয়েতে স্থিতি॥
সবাই মানুষ নয় অবশ্য তা হলে।
বুঝিবে চরিত্র তার ঘাঁটিয়া দেখিলে॥
যেমন মুন্সেবদারি করে একজন।
তার বংশে সবাই মুন্সেবদার* হন॥
হতে পারে কেহ কেহ সেই পদ পায়।
তা বলে মুন্সেবদার হয় কি সবাই॥
মানুষো তেমনি বৎস কহিলাম তোরে।
হাঁকাও চৌদোল অশ্ব আরো কিছু জোরে॥
রহমন কহে আমি বহু পুণ্য ফলে।
পাইঞাছি স্থান প্রভু-চরণ-কমলে॥
হানিঞাছি বহু নর সমর মাঝার।
বহু অর্থ হরণ করেছি বহুবার॥
বৃত্তি বলি ধর্ম্ম মোরে না করিবা ক্ষমা।
আমার পাপের প্রভু নাহি পরিসীমা॥
কিবা হয় প্রায়শ্চিত্ত বলি দাও এবে।
কহ কিসে হইব পার এই ভবার্ণবে॥

নিকট পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর নামেই প্রকাশ বীর হাম্বীরের পূর্ব্বপুরুষেরা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

৫৯) দল-মাদল (দল-মর্দন) কামানটি কত কালের তাহা অজ্ঞাত। বীর হাম্বীরের পূর্ব্ব হইতে ছোট ছোট কামান, প্রকৃত নাম গাঠিয়া, নির্ম্মিত হইত। দলমাদলও গাঠিয়া. ইহার নির্ম্মাণে বিশেষ কিছু নাই। ইহা ঢালা নয় লোহার পাটি জুড়িয়া নির্ম্মিত। তথাপি বোধ হয়, দলমাদলের নাম কৃষ্ণ-সেন আনিয়াছেন। কামানটি দীর্ঘে ১২ ফুট সুষিরে ১ ফুট ভারে ২০০ মণ।

৬০) রহমানের প্রভু সিকন্দর শাহ। তাঁহার পিতা সমসুদ্দিন মল্লভূমে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। ৩২এর টীকা পশ্য।

* মনসবদার (ফার্সী), রাজ-কর্ম্মচারী, ক্ষুদ্রদেশ-শাসক।

রণ-অস্ত্র ত্যজিলাম চরণে তোমার।
মানুষ করিঞা তুল মোরে এইবার ॥
[৪৭৵] কুশধ্বজ যা কহিলা নৃসিংহবাহনে।
ভুলি না সে কথা আমি সব আছে মনে ॥
পরের জীবন-নাশ বৃত্তি হয় যার।
নরাকারে হয় সে নারকী নর-বার* ॥
এখন আমি যে সেই নরমাংসভোজী।
কহ প্রভু এ স্বভাব কেমনেতে ত্যজি ॥
জানি না আকাঙ্ক্ষা এই কেবা দিলা মোরে।
নিজে না খাইয়া আজ খাওাতে সে নরে ॥
প্রাণ দিঞা প্রাণ তার রক্ষিতে সদাই।
কে দিলা আকাঙ্ক্ষা মোরে প্রভুরে সুধাই ॥
হাসি হাসি চণ্ডীদাস রহমন-শিরে।
হস্ত বুলাইঞা কিছু কহে ধীরে ধীরে ॥
শুন বৎস অস্ত্র তুমি না ত্যজ এখন।
আমারে রক্ষিতে তোর হইবে প্রয়োজন ॥
ভাগ্যক্রমে হয় যার জ্ঞানের উদয়।
কাহারেও পথ তারে দেখাতে না হয় ॥
যে দিন যে কর্ম্ম হেতু ঘটে পরিতাপ।
থাকিতে না পারে তার পাপের সন্তাপ ॥
রহমন কহে সত্য আমার যে প্রভু।
নরের আচার তার দেখি নাই কভু ॥
অতিভক্তি হয় যথা চোরের লক্ষণ।
সেই মত হয় তার নিত্য আচরণ ॥
ভক্তি ভালবাসা তার মধুর যে বাণী।
ঠিক যেন মণি-শিরে কাল-ভুজঙ্গিনী ॥
না যাওাই ছিল ভাল প্রভুর পাণ্ডুআ।
মোর মৃত্যু ছিল ভাল বিষ্ণুপুরে গিঞা ॥
যে-তক না হয় তব পুনরাগমন।
না ছাড়িবা অস্ত্র তবে এই রহমন ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন ভাবি দেখ মনে।
জীবের কি আছে কাজ যাওা আসা বিনে ॥

কার জন্ম কার মৃত্যু আমিই বা কে।
আত্ম চিন্তি পার যদি ধরিবারে তাকে ॥
এখন প্রাণের মায়া এই মৃত্যুভয়।
কখনো তুমার মনে না হবে উদয় ॥
আসিবে পুরুষকার যার তীক্ষ্ণধারে।
সকল বন্ধন তব টুটিবে অচিরে ॥
দশদণ্ড প্রায় এবে বিগত রজনী।
পরিশ্রান্ত হইঞাছে অশ্ব অনুমানি ॥
অতঃপর লভি সবে রজনী-বিশ্রাম।
পরদিন পঁহুছিলা সুরপুব গ্রাম ॥৬১
পঞ্চজন মোল্লা* তথা ঘেরি চারিধার।
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে ক'রছে প্রহার ॥
হাঁক দেয় দেখি তোর রাধাকৃষ্ণ নাম।
কেমনে কাফেরা† আজি রাখে তোর জান‡ ॥
রহমন যান হইতে নামি তাড়াতাড়ি।
দাণ্ডাইলা গিঞা তথা তরবার কাড়ি ॥
কহিলা নিরস্ত হও দুর্বৃত্ত সকল।
কি হেতু এ বৃদ্ধ সাঁথে বাধালি কন্দল ॥
প্রহার করিস এত বল কেন তায়।
বীরত্ব দেখাস বুঝি পেয়ে নিঃসহায় ॥
মহা গর্ব্বে মোল্লা এক কহিলা তখন।
নিতান্ত ঘটিল বুঝি তোর মতিভ্রম ॥
নবাবের মোল্লা মোরা সম্মানী সবার।
আসেছি ইসলাম ধর্ম্ম করিতে বিস্তার ॥
যো সবার কর্ম্মে বাধা ঘটায় নির্ব্বোধ।
[৪৮৴] তেঁই তারে মারি মোরা লব প্রতিশোধ ॥
বেকুব না হইলে তুই হঞিএ যবন।
কাফেরে রক্ষিতে আইলি কিসের কারণ ॥
সিকন্দর নবাবে শমন শঙ্কা করে।
থানা লঞা হানা দিতে চাস তার ঘরে ॥

---

* নরবার, নরবারক, নর-শত্রু।

৬১) বর্ত্তমান নাম সেরপুর, মুর্শীদাবাদের নিকট, ও নান্নুর হইতে আট ক্রোশ উত্তরে। এখান হইতে পাণ্ডুআ ছত্রিশ ক্রোশ উত্তরে।

* মোল্লা, মুসলমানদের পুরোহিত। † কাফের, অবিশ্বাসী, ইসলামে অবিশ্বাসী। ‡ জান, প্রাণ।

একবার তাঁরে যদি কহি কোন কথা।
নিশ্চয় তা হলে তোর না রহিবে মাথা॥
রহমন কহে যদি বধি তুমা সবে।
তা হলে একথা তায় কে আর কহিবে॥
হবে ইথে প্রভুর শিক্ষার অপমান।
এই হেতু তুমাদের না লইব প্রাণ॥
কিন্তু কহ কোরানে কোথায় যায় পাওা।
অনিচ্ছায় জোরে কোন ধর্ম্মে দীক্ষা দেওা॥
যতক্ষণ শিক্ষা তব মনে নাহি লয়।
জোর করি গুজি দিলে তাহাতে কি হয়॥
জোর করি ধর্ম্মদান করিতে যে চাহে।
মনে না ধরিলে যেবা ইচ্ছে নাহি তাহে॥
এ দোঁহার মধ্যে কেবা ধার্ম্মিক সুজন।
কহ দেখি মোল্লানাথ করি নিবেদন॥
রোষাবেশে কহিলা সে শুনরে পাগল।
নির্ব্বোধের মত কথা কহিস কেবল॥
হজরত* মহম্মদ ধর্ম্ম-অবতার।
কেমনে আরবে ধর্ম্ম করিলা বিস্তার॥
কাফেরের রণে হইলে পরাণ বিয়োগ।
হয় তার চিরকাল স্বর্গসুখ-ভোগ॥
বলরে যবনাধম যদি থাকে মনে।
বল দেখি এই কথা নাহি কি কোরানে॥
ঔষধ না খাইলে রোগী জোর করি তারে।
সেবন করালে তায় কে দোষিতে পারে॥
যথার্থ ক্ষুধার্ত্ত শিশু তবু দুগ্ধপানে।
কাঁদিয়া আকুল হয় ভাব দেখ মনে॥
জোর করি জননী যে করান সেবন।
এই কি শিশুর প্রতি হয় উৎপীড়ন॥
এই কথা শুনি তবে প্রভু চণ্ডীদাস।
মোল্লার নিকটে আসি করিলা সম্ভাষ॥
মোল্লা তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচারক।
কিন্তু কহ কথা যথা নির্ব্বোধ বালক॥

কি যে ধর্ম্ম কিবা মোক্ষ কিবা হয় জ্ঞান।
কথায় বুঝিনু তার না জ্ঞান সন্ধান॥
ধর্ম্মে শূন্য জ্ঞানে শূন্য ত্যাগে শূন্য যার।
হেন দাতা গ্রহীতার শূন্য চারি ধার॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছু নাহি যায়।
কি হইবা হেন দানে এ হেন ভিক্ষায়॥
হজরত মহম্মদ কর্ম্ম-পন্থা ধরি।
চলিবার মত সে কি তুমি অধিকারী॥
ধর্ম্ম দানে তার তুল্য হয় কোন জনা।
প্রস্তুত যে দিতে প্রাণ দানের দক্ষিণা॥
একদিন তরুতলে করিঞা শয়ন।
মহম্মদ হইয়াছে নিদ্রায় মগন॥†
আসিয়া ঘাতক এক জাগাইঞা তায়;
কহিলা কাতর আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়॥
শুনহে পথিক-বন্ধু ধরি দুই করে।
যদি কিছু থাকে ভাই দাও খাইতে মোরে॥
তিষ্ঠ বলি মহম্মদ গ্রাম মধ্যে গিঞা।
খাদ্য জল লঞা দ্রুত আইল ফিরিঞা॥
খাইল ঘাতক যবে পুরিয়া উদর।
জিজ্ঞাসিল মহম্মদ কহ বন্ধুবর॥
কোথা হইতে আইলা তুমি কোথা নিবসন।
খাঁড়া হাতে ভ্রম তুমি কিসের কারণ॥
ঘাতক কহিল তায় শুন তবে বলি।
যবনের ধর্ম্মকর্ম্ম সব গেল চলি॥
আছে হেথা একজন মহম্মদ নাম।
প্রচার করএে দেশে ধর্ম্ম সে ইসলাম॥
৪৮৵] পিতৃপিতামহ যেই পথে গেছে চলি।
সে পথ করিব ত্যাগ আমরা কি বলি॥
প্রতিজ্ঞা করেছি তাই বধিতে তাহায়।
কিন্তু কোথা তারে ভাই খুজিঞা না পাই॥
দিনরাত ঘুরি ফিরি ওষ্ঠাগত প্রাণ।
তথাপি না পাই তারে এ হেন শয়তান॥

* হজরত, মহানুভব, মহাত্মা।

† হজরত মহম্মদের চরিতগ্রন্থে এই ঘটনা লিখিত আছে

যদিও তুমার সাঁথে ক্ষণিকের দেখা।
প্রাণের দোসর ভাই তুমি প্রাণ-সখা ॥
তেঁই এই গুপ্ত কথা কহিনু তুমায়।
কহ বন্ধু থাকে যদি তার সদুপায় ॥
এতক্ষণ মহম্মদ বৃক্ষের শাখায়।
ব্যজন করিতেছিলা ঘাতকের গায় ॥
কহিলেন অতঃপর শুন ভাই মিতা।
দুঃখ হল শুনি তোর দুঃখের বারতা ॥
দেশের কণ্টক যদি হয় সেই জন।
উচিত তাহার মুণ্ড করিতে ছেদন ॥
তুমি মিতা তারে বধি থাক যদি সুখে।
আমিই সে মহম্মদ তুমার সম্মুখে ॥
আমারে কাটিঞা যদি তুষ্ট হও আজ।
বুঝিব জীবনে মোর হইল কিছু কাজ ॥
ঘাতক কহিলা অহো এত দয়া তব।
তুমি সেই মহম্মদ অনাথ-বান্ধব ॥
এতই উদার তুমি তুমার বন্ধুর।
প্রাণ দিঞা চাহ দুঃখ করিবারে দূর ॥
পাপী আমি পরিত্রাণ কর মোরে প্রভু।
তুমার চরণ আর না ছাড়িব কভু ॥
মহানন্দে বক্ষে তারে ধরে মহম্মদ।
দরিদ্র পাইল যেন অতুল সম্পদ ॥
হজরত মহম্মদ কত গুণ ধরে।
পাপিষ্ঠে করিলা বশ দেখ কি প্রকারে ॥
আরবের কথা ভাই যা কহিলা তুমি।
ছিল সেটা অন্যমত সব জানি আমি ॥
আরবীর সঙ্গে তিনি করিলা যে রণ।
দুষ্টের দমন সেটা শিষ্টের পালন ॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ মাত্র হয় তার তুলা।
জান তুমি মোল্লা ভাই একেরি এ খেলা ॥
ঘটে তার ধর্ম্ম-পন্থা রকম রকম।
গ্রহণ করয়ে লোক যার যে মনন ॥
ধর্ম্ম ছাড়া কেহ নাই কর্ম্ম অনুসারে।
আপন আপন পথে সতত সঞ্চরে ॥

মনে মাত্র কর্ম্মই গঠন করি তুলে।
সেই মত কর তুমি মন যাহা বলে ॥
সাধু সঙ্গে শাস্ত্রালাপে বিভুর লীলায়।
মনের মতন তব যে কিছু জুআয় ॥
কর তার চর্চ্চা তুমি বুঝি সুসময়।
এই মতে হয় তব জ্ঞানের উদয় ॥
মন যদি মুদে আঁখি কার সাধ্য আছে।
দেখাইতে তারে কিছু আনি তার কাছে ॥
তাই বলি সেই মন না হইলে রুজু।
কি হইবা মারি-পিটি দেখাইঞা জুজু ॥
ক্ষেত্র বীজ উভয়ের আছএ প্রকার।
আদৌ করিবা তুমি তাহার বিচার ॥
৪৯/] তারপর বীজ হবে করিতে বপন।
তুমার আমার এই শাস্ত্রের লিখন ॥
পাপী রণে ভক্ত প্রাণ হইলে বিয়োগ।
করে যে অনন্ত কাল স্বর্গসুখভোগ ॥
কহ দেখি মোল্লা ভাই করিঞা চিন্তন।
কাফেরের রণ সে কি তাহার কারণ ॥
যেখানে যে রূপে যাক ভক্তজন-প্রাণ।
পায় সে আপন গুণে মুক্তি সে নির্ব্বাণ ॥
শাস্ত্র বাক্য আদি অন্ত মানি লহ যদি।
সর্ব্বত্র রাখিবা মিল তার মর্ম্ম ভেদি ॥
অসমর্থ হইলে না করিবা বিবাদ।
ত্যজিবা শাস্ত্রের সেহ বলি অর্থবাদ ॥
মুসলমানের অর্থ ভক্ত বলে শুনি।
সর্ব্ব জীবে দয়া হইলে ভক্ত বলে গণি ॥
যদ্যপি মুসলমান তুমি মোল্লা ভাই।
কি হেতু বৃদ্ধের সাঁথে করিছ লড়াই ॥
যার যেই ধর্ম্ম তার যে রাখে বাজায়।
তার মত ধর্ম্মশীল কে আছে কোথায় ॥
মোল্লা কহে বাক্যে তব পেঞেছি আভাস।
নিশ্চয় হইবে তুমি কবি চণ্ডীদাস ॥
শুনেছি গুণের কথা শুনিয়াছি নাম।
চক্ষে দেখি হৈল মোর পূর্ণ মনস্কাম ॥

কিন্তু সাধু উঠ রথে ফিরহ সত্বর।
যেও না যেও না তুমি পাণ্ডুআ নগর॥
পাপীর সমুখে গেলে পাপী হঞা যাবে।
আসিতে বসিতে শেষ পরাণ হারাবে॥
কি নাম তুমার ভাই কহ সেনাপতি।
ছেড়ে দাও চণ্ডীদাসে এ মোর মিনতি॥
অস্ত্রাঘাতে হেন সাধু হারাইলে প্রাণ।
প্রেতপুরী হইবা পৃথ্বী মানুষ শয়তান॥
তুমার মহত্ত্ব আছে বুঝিয়াছি আমি।
ব্রাহ্মণে বাঁচাতে যবে আইলে ছুটি তুমি॥
সেনাপতি কহে শুন প্রেমিক সুজন।
আবদুর রহমন হয় মোর নাম॥
কহিয়াছি প্রভুরে ফিরিতে বহুবার।
বড়ই পাঞেছি লজ্জা উত্তরে তাঁহার॥
যে হানে প্রভুরে অস্ত্র শুন মোল্লা-নাথ।
তারি অঙ্গে সেই অস্ত্র করএ আঘাত॥
প্রভুর মহিমা কিছু বলা নাহি যায়।
চরণে আশ্রয় আমি লইয়াছি তাই।
প্রেমে গদগদ কণ্ঠ কহে মোল্লানাথ।
শুভক্ষণে প্রভু সাঁথে হইল সাক্ষাৎ॥
করুণার সিন্ধু তুমি ভক্তচূড়ামণি।
সবাই সমান তব শত্রু মিত্র জানি॥
পুরাও তাহলে দাদা মোল্লার প্রার্থনা।
সদা সঙ্গে রব আমি না করিলে ঘৃণা॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি বহু ভাগ্য ফলে।
প্রবাসে তুমার মত বন্ধু আসি মিলে।
তুমায় করিব ঘৃণা একি বল ভাই।
বলিয়া ধরেন বক্ষে জড়াইঞা তায়॥
চল মোর সাঁথে তুমি পাণ্ডুআ নগর।
কোন ভয় নাই তব আছেন ঈশ্বর॥
অতঃপর চলে সবে রথে অশ্বোপরে।
আশীস্ করিয়া বৃদ্ধ চলি গেলা ঘরে॥
৪৯/৴] সদ্‌বৈদ্য উদয়-সেন নীলকণ্ঠ-সুত।
পর-পিতামহ পদে হইঞে প্রণত॥
আশ্রয় করিয়া তার চণ্ডীর চরিত।
রচিলা পয়ার ছন্দে কৃষ্ণ গাতাইত॥[৬২]

* | * | *

হেথায় সঙ্কুলিপুরে কমলকুমারী।
শূন্য ঘরে বসি কাঁদে গুমরি গুমরি॥
বলে মাগো বিশালাক্ষী তোর পদ সেবি।
তার ফলে এই কি মা সাজালি ভৈরবী॥
কুলবধূ আমি মোরে করিলি বাহার।
শ্মশান করিয়া দিলি সোনার সংসার॥
হোক তবে পূর্ণ তোর আদৌ বাসনা।
কিন্তু মোরে কিছু শক্তি দে মা শবাসনা॥
সেই পথ ধরি তবে চলি যাক দাসী।
যে পথে গিঞাছে পতি সাজিঞা সন্ন্যাসী
এত কহি বিরহিণী এলাইয়া কেশ।
রক্তবাস পরি ধরে ভৈরবীর বেশ॥
খুলি দ্বার দ্রুত পদে আইলা বাহিরে।
পলকে ডুবিঞ' গেলা ঘোর অন্ধকারে॥
পশ্চাতে কে কয় যদি থুইলি জাতিকুল।
আর কেনে আয় ফিরে নিঞে যা ত্রিশূল॥
দূর হইতে হইল প্রশ্ন কেবা হও তুমি।
উত্তর হইল আমি তোর মা ভবানী॥
প্রশ্নে কয় মিথ্যা কথা আমার যে মাতা।
ভবানী তিনি ত এবে পরলোকগতা॥
উত্তর হইল তবে বল দেখি শুনি।
মা বলিয়া কাহারে ডাকিতেছিলা তুমি।
আর্ত্তস্বরে কহিলা সে কমলকুমারী।
বিশালক্ষী মা আমার বিশ্বের ঈশ্বরী॥
আমি সেই মাতা তোর কহিলেন দেবী।
আয় ফিরে আয় মাগো একা কোথা যাবি॥
কমলা কহিলা মাগো যাব কার কাছে।
কে মোর যাইবা সাঁথে আর কেবা আছে॥

---

৬২) (কবি) কৃষ্ণ-গাতাইত প্রপিতামহ উদয়-সেনের পদে প্রণত হইয়া তাঁহার চণ্ডী-চরিত আশ্রয় করিয়া এই গ্রন্থ রচিলেন। উদয়-সেনের পিতার নাম নীলকণ্ঠ ছিল। তিনি সদ্‌বৈদ্য ছিলেন।

সমান সর্ব্বত্র আজি ভিতর বাহিরে।
আমার ভরসা ভয় কি করিব ফিরে ॥
ধর মা ত্রিশূল তবে কহিলেন মাতা।
যখন যেখানে রবে আমি রব তথা ॥
যতক্ষণ এই শূল রহে যার করে।
আমার সমান শক্তি তাহাতে সঞ্চারে।
দে মা তবে বলি সতী হয় আগুয়ান।
শূল দিঞা বিশালাক্ষী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
শূল করে বামা যবে প্রণমিতে যায়।
সমুখে শ্যামারে আর দেখিতে না পায় ॥
কহিলা করিলে কি মা বিদায়ের কালে।
প্রণাম না নিলে কেন আশীস না দিলে ॥
এত কহি শূল হস্তে শ্যামা-পদ স্মরি।
চলি গেলা দ্রুত পদে কমলকুমারী ॥

* | * | *

প্রভাত হইল নিশি পাখী করে রব।
মন্দ মন্দ বয় বায় কাঁপাঞে পল্লব ॥
দূর্ব্বাদলে ঝলমলে শিশিরের বিন্দু।
অরুণ-কিরণ-পাতে প্রভাহীন ইন্দু ॥
প্রিয়াগমে কমলিনী হাসে মন-সুখে।
কুমুদ কৌমুদী-হারা রহে অধোমুখে ॥
বার দিঞা বসিলেন সিকন্দর শাহ।
সমুখে উজীর পীর কাজী ওমরাহ ॥*
শাহিজাদা মসনদে দাহিনে আসীন।
মুখামুখি বসি তার সাজাদিনসিন ॥
৫০/ ] হাকিম উকিল আমলা বসিয়াছে কত।
পাইক পিয়াদা পট্টিদার শত শত ॥
কোনসুলি কারকুন মুনসী পাটআরি।
ঘাটআল সদিআল পুলিশ প্রহরী ॥
হো আল্লা বিমোল্লা বলি মোল্লা দরবেশ।
হাঁক দিঞা দরবারে করে পরবেশ ॥
তহবিল-দার হঞা হুজুরে হাজির।
করিতেছে ইরসাল হিসাব জাহির ॥
দরখাস্ত লঞা কেহ করে দরপেশ।
রোকশোদ লয় কেহ কেহ করে পেশ ॥
হুঁড়াহুঁড়ি করি কত আসে উমেদার।
ধাক্কা দিয়া কতোয়াল করিছে বাহার ॥
ইত্তালা করিলা দূত দুয়ারে হাজীর।
রহমন-সহ চণ্ডীদাস বাহগীর ॥
শুনিঞা বাদশাহ সবে উঠিয়া দাঁড়ায়।
উজীরে যাইতে সাথে ইঙ্গিতে জানায় ॥
সিকন্দর চলে আগে পশ্চাতে উজীর।
চারিদিক লোকারণ্য ভিতর বাহির ॥
বাজি উঠে নহবৎ ঢোল ঢক্কা তুরী।
এ পড়ে উহার গায়ে ঠেলাঠেলি করি ॥
পুলিশ প্রহরী আসি ছুটাছুটি তবে।
তফাত করিয়া দেয় ধাক্কা মারি সবে ॥

সিকন্দর শাহ রামিনীর সহ
হেরি প্রভু চণ্ডীদাসে।
রহমনে ডাকি কহে দেখি একি
নারী সাধু-সহবাসে ॥
রহমন কহে যে সে নারী নহে
ইনি শক্তি-স্বরূপিণী।
ইহারে যে চিনে শমনে সে জিনে
এই মাত্র আমি জানি ॥
শুন জাঁহাপনা যে তারে চিনে না
বৃথায় জনম তার।
যে পীড়ে তাহাকে পড়ে ঘোর পাকে
নাহি কোন মতে পার ॥
কহে সিকন্দর ঈশ্বর দোসর
এই নারী বুঝি তবে।

* এখানে কোনসুলি ও পুলিশ শব্দ দুইটি ইংরেজী। আমীর শব্দের বহু বচনে ওমরাহ। শাহাজাদা বাদশাহের পুত্র। সাজাদিনসিন—(ফার্সী) সাজ্জাদা+নশীন—যে পীর বর্ত্তমানে গদিতে আছেন। হো আল্লা বিমোল্লা—হু আল্লা বেসমল্লা ঐ আল্লার নাম স্মরণ করিয়া। দরবেশ, মুসলমান সাধু। ইরসাল, নায়েব কর্ত্তৃক প্রেরিত খাজনা, চালান। দরপেশ, পেশ, উপস্থিত। রোকসং, বিদায়। বাহগীর, ফার্সী অভিধানে শব্দটি নাই। বোধ হয়, ফাং বাহ ইচ্ছা, গীর যে আয়ত্ত করিয়াছে বৈরাগী। জাঁহাপনা, পৃথিবীর লোকের আশ্রয়দাতা।

হঞা মুসলমান হেনতর জ্ঞান
জন্মিল তুমার কবে ॥
শুনহ জনাব যার যেই ভাব
পোষণ করঞে মন।
জোর করি তারে কে বুঝাতে পারে
হাসি কহে রহমন ॥
বাদশাহ কন শুন রহমন
ঘুরি ফিরি তিনলোক।
দেখহ চরচি ভিন্ন ভিন্ন রুচি
পোষণ করএ লোক ॥
তাহলে কিমতে এক ধর্ম্ম পথে
চলিতেছে এত জনা।
হইঞা সত্বর ইহার উত্তর
দেহ করি বিবেচনা ॥
রহমন বলে সত্য যা বলিলে
শির পাতি মানি তাই।
কিন্তু আছে জানা সবার ঠিকানা
দুটি পথ বিনা নাই।
দেখিতেছ সব এই যে মানব
পাপ পুণ্য পথ ধরি।
শুন জাঁহাপনা করে আনাগনা
দেখ বিবেচনা করি ॥
রুচি অনুসারি করি রকমারি
চলনে ঘটায় ভেদ।
নইলে নরনাহু দুই ছাড়া বহু
নাহি পথ পরভেদ ॥
যে মুসলমান বড় ভাগ্যবান
সুজান উজান বাহী।
জীবে দয়া তার বহয়ে সাঁতার
জীব হিংসা তার নাহি ॥
হেনতর যারা তারা কি আমরা
দেখ প্রভু ভাবি মনে।
আল্লা বলে ডাকি দিই তারে ফাঁকি
কাজে সাজে নিশিদিনে ॥

১০০/] তেঁই আমি ভাবি সে ধর্ম্মের দাবি
কেন করি সবে মোরা।
অন্যে করে ভোগ মোর কিন্তু রোগ
আমার আমার করা ॥
হিন্দুর সে কাছে কোন জাতি আছে
বলিতে পারে এহেন।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সেবা চিরসভ্য তারা
আছে শাস্ত্র বেদ যেন ॥
ক্ষমিবা জনাব যেমন স্বভাব
তেমনি কহিছি মুই।
এই অবনীতে ঈশ্বর বলিতে
পুরুষ প্রকৃতি দুই ॥
যতক্ষণ মোর আছে মায়া ঘোর
আমি বলা রব আছে।
ততক্ষণ পর দুইটি ঈশ্বর
রহিবে আমার কাছে ॥
যখন ছাড়িবা প্রকৃতির সেবা
ভজিবা পুরুষ হরি।
তখন সুজান হইব মুসলমান
ইসলামের অধিকারী ॥
আচারে বিচারে আহারে বিহারে
প্রকৃতির সেবা করি।
কিন্তু বলি তায় মানি গণি নাই
মুখে বলি হরি হরি ॥
জগতের সাঁথে দেহ মায়া পাতে
যেদিন পাতিব খেলা।
সেদিন বুঝিব রণে জয়ী হব
বাঁধিব ভবের ভেলা ॥
শুন নরমণি এই যে রমণী
সহ প্রভু চণ্ডীদাস।
প্রকৃতি-বিরত পুরুষেতে গত
বুঝি কর উপহাস ॥

•|•|•

মনে মনে রহমনে নিন্দিয়া রাজন।
প্রভুর নিকটে তবে করিলা গমন॥
বাহিরেতে করে তার বহু সমাদর।
মনে মনে করে শত্রু মুঠার ভিতর॥
ইসলাম ধর্ম্মের হানি ঘটায় যে জন।
তাহারে নাশিলে হইবে সার্থক জীবন॥
হাসিভরে চণ্ডীদাসে কহে নরমণি।
কহ সাধু সঙ্গে তব কে অই রমণী॥
উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রভু কহিলেন এবে।
রমণীর পরিচয় মুখে না সম্ভবে॥
শ্রোতা যদি করে প্রশ্ন সমীর কিরূপ।
পটে আঁকি বক্তা তারে বুঝায় যেরূপ॥
অন্ধ কভু রত্নকান্তি দেখিবার আশে।
যায় যদি দীন-হীন-দরিদ্রের পাশে॥
শ্রোতার বক্তার তাহে পূরে যেন আশ॥
তেমনি ফলিবে ফল কহে চণ্ডীদাস॥
পুন কহে সিকন্দর রমণীর সাথে।
পারি কি কহিতে কথা সবার সাক্ষাতে॥
প্রভু কন রমণীরে সুধাহ সে কথা॥
তার জন্য মোর পাশে অনুরোধ বৃথা॥
বাদশার পাশে আসি রাসমণি কয়।
কি কর জিজ্ঞাসা মোরে রাজা মহাশয়॥
ইতস্ততঃ করি তবে কহে সিকন্দর।
কি হেতু আইলা তুমি পাণ্ডুআ নগর॥
কে তুমি সুবাদ কিবা চণ্ডীদাস সহ।
সর্ব্বাগ্রে আমারে তুমি সেই কথা কহ॥

শুন রাজা মহাশয় হাসিয়া রামিনী কয়
সুধার স্বরগে উরগের মেলা
ঘন ঘন গরজয়।
রাজা ইথে কার কিবা হয়॥*
বল বল মহাবল ইথে কি ফলিবে ফল
ভাবের তরঙ্গে উঠিয়াছে ফুটি
স্বভাবের শতদল।
সখা কেমনে তুলিব বল॥
শুনহে সুধার বাঁধ ধরিতে গগন চাঁদ
বসিয়াছ পাতি দিবস রজনী
ধরণীর বুকে ফাঁদ।
বলিহারি খোদাবান্দ॥
মৃগ যায় নাচে নাচে কেশরী চলেছে এঁচে
ধরি শরাসন কিরাতের দল
ছুটি চলে তার পিছে।
[৫১/] দেখি কেবা মরে কেবা বাঁচে॥
আমি কে যে জন জানে আমি কে সে জন জানে
তুমিও সে জন আমিও সে জন
কত কব জনে জনে।
রাজা ভাবি দেখ মনে॥
চণ্ডীদাস মোর যেই তুমিও আমার সেই
তুমি তিনি আমি একেরি প্রকাশ
কর্ম্মেরি ফের যেই।
সখা ভেদমাত্র কিছু নেই॥
কৃষ্ণপ্রসাদ কয় তাও কি কখনো হয়
যার নামে ক্ষয় ত্রিতাপের জ্বালা
দূর হয় ভব-ভয়।
তবে একি তার পরিচয়॥

* | * | *

---

* রামিনী বক্রোক্তি দ্বারা সিকন্দর শাহের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সহাস্যে বলিতেছেন,—রাজা মহাশয়, আপনার বাক্যে সুধার স্বর্গ কিন্তু অন্তরে উরগের (সর্পের) মেলা গর্জ্জন করিতেছে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র হানি হইবে না। হে মহাবল আপনার মনোমধ্যে যে ভাবতরঙ্গ বহিতেছে তাহাতে আপনার কোন ফল হইবে না, পরন্তু তাহাতে আপনার পঙ্কিল স্বভাব, সরোবরে শতদলের ন্যায় প্রস্ফুট হইয়াছে। সে স্বভাব কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ; তাহার পরিবর্ত্তন আমার অসাধ্য। (ব্যঙ্গোক্তি) হে সুধার 'বান্ধ' (সাগর), আপনি সুদূরস্থিত আকাশের চাঁদ ধরিবার নিমিত্ত (অর্থাৎ আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত) ধরাতলে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছেন, হে খোদাবন্দ (প্রভু) আপনার বুদ্ধির বলিহারি! চণ্ডীদাস মৃগরূপে মনের আনন্দে চলিয়াছেন, আপনি সিংহরূপে তাহার বিনাশ চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু জানিবেন, মারকের মারক আছে শরাসন লইয়া ব্যাধের দল সিংহের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। (এটি ভবিষ্যৎবাণী।)

সিকন্দর মনে মনে করএঃ চিন্তন।
রূপসম কণ্ঠস্বর অতি-মনোরম ॥
কি শুন্দর অঙ্গ-জ্যোতি বয়সে ষোড়শী।
না হেরি নয়নে কভু এরূপ রূপসী ॥
বেগমের যোগ্যা বটে যদি হয় রাজি।
না হয় করিতে হইবা যা হয় কারসাজি।
যাক কিছুদিন আগে এইরূপে চলি।
তারপর সব কথা বলা যাবে খুলি ॥
এত ভাবি সিকন্দর করিলা সম্ভাষ।
চল অন্তঃপুরে দেবী সহ চণ্ডীদাস ॥
কহিলেন রাসমণি শুনহ নরেশ।
অন্তঃপুরে কভু মোরা না করি প্রবেশ ॥
চরিত্র সবার আগে জানি ভাল মতে।
করিব বুঝিএঃ কার্য্য যা হয় পশ্চাতে ॥
নরপতি কন তবে শুন শুলোচনা।
যাহার চরিত্র মোর নাহি কিছু জানা ॥
তবে যদি অন্তঃপুরে করিছি আহ্বান।
বল দেখি সেই জন কত ভাগ্যবান্ ॥
রামী কহে বুনি জাল মাকড়সা যে তাহে।
যে ভাব লইএঃ বসি নীরবেতে রহে ॥
সেই মত ভাব তব হলে মতিমান্।
করিবা সে অন্তঃপুরে কেননা আহ্বান ॥
রাজা কহে তা হইলে আমি মহারাজ।
এই দণ্ডে পারি না কি করিতে সে কাজ।
রামী কহে একটি সোনার কান্তি পাখী।
সুললিত স্বরে গান করিতেছে দেখি ॥
মারিতে অথবা রাজা ধরিতে তাহারে।
কোন ইচ্ছা হয় আগে কহ দেখি মোরে ॥
যেই ইচ্ছা লইয়া রাজা স্বর্ণমৃগ পানে।
ছুটেছিলা সীতানাথ পঞ্চবটী বনে ॥
না পুরিলা ইচ্ছা যবে তবে রঘুবীর।
মৃগ লক্ষি ক্রোধ-বশে ছুড়িলেন তীর ॥
সেই ইচ্ছা লইএঃ যারে করিছ আহ্বান।
কহ রাজা সে কেমনে হবে ভাগ্যবান্ ॥

তুষ্ট হইএঃ সিকন্দর ভাবে মনে মনে।
হেন বুদ্ধিমতী নারী না হেরি নয়নে ॥
বেগম হইলে মম এ হেন রমণী।
একদিনে পারি আমি জিনিতে অবনী ॥
কিন্তু না সহজ হবে ফিরাইতে গতি।
ভরসা কেবল মাত্র হয় নারীজাতি ॥
জহরাত পাইয়া হাতে যদি গলে মন।
ছাঁচে ঢালি গড়ন করিতে কতক্ষণ ॥
এত চিন্তি কহে রাজা যদি রবে একা।
বাগিচার মধ্যে আছে এক অট্টালিকা ॥
তথায় থাকিতে তব হইলে মনন।
তা হলে বেআরা* সঙ্গে কর আগমন ॥
রাসমণি কহে তবে করিয়া সুহাস।
একা আমি নাহি থাকি বিনা চণ্ডীদাস ॥
না থাকেন চণ্ডীদাস ভক্তজন বিনা।
হেন ছাড় দিলে তথা রব জাঁহাপনা ॥
রাজা কহে তুমি নারী এ কি ব্যবহার।
তাহে লোকলজ্জাভয় নাহি কি তুমার ॥
রামী কহে গেলে মারে কৌশল্যা-নন্দন।
না যাইলে মারে রাজা লঙ্কার রাবণ ॥
তেঁই এই ভাল বলি বুঝিয়াছি ধারা।
[১০/] যার সাঁথে আইনু হেথা তার হাতে মরা ॥
রাজা কহে নারীর স্বভাব করি লক্ষ্য।
বাঙ্গালীর পর্দা নাই এই বড় দুঃখ ॥
রামী কহে স্বভাবতঃ বাঙ্গালী সুশীল।
তেঁই নয় তার নারী পরদানশিল † ॥
বাঙ্গালী কপোত পাখী কুক্কুট তুমরা।
তাই রাগ তুমাদের এইমত ধারা ॥
রাজা কহে জানি সে ত তুমাদের হাল।
তা না হলে হবে কেন এ হেন বাচাল ॥
চণ্ডীদাস কহে তবে শুনহ রাজন।
বিশ্রাম লভিব মোরা কোথায় আশ্রম ॥

* বেআরা, ওড়িয়া বেহারা. ভৃত্য। বিহার. বেহার শব্দ হইতে।
† পর্দ্দানশীন।

সিকন্দর কহে অই বাগিচা ভবন।
আশ্রমের যোগ্য তব করুন গমন ॥
সঙ্গে করি রহমন লইঞা যাহ তথা।
পরিচর্য্যা কর তার না কর অন্যথা ॥
কোন মতে কষ্ট তার না হয় যেমন।
দিবা তায় যখন যা হইবা প্রয়োজন ॥
প্রভু সঙ্গে শম্ভুনাথ৬৩ রামী রুদ্রমালী।
উপনীত হইল যথা নাদীর-শা মালী ॥
কহিল সে থাড়া রহো যত সব গোঁড়া।
এদিকে কোথায় যাস দেখেছিস খাঁড়া ॥
রহমন কহে চোপ আরেরে বুড়বক*।
সভয়ে নাদীর-শা নুয়ায় মস্তক ॥
হুজুর কিজিএ মাপ মালীকা গোস্তাকি।
কহিলা গদ্‌গদ স্বরে জোড়করে থাকি ॥
রহমন কহে খোল বাগানের বাড়ী।
নাদীর-শা ছুটি গিঞা খুলে তাড়াতাড়ি ॥
পশি তাহে চণ্ডীদাস সহচর সহ।
রহমনে কয় এথা থাকে না ত কেহ ॥
কেহ না জবাবদিহি করে রহমন।
প্রভু কহে স্থান বটে মনের মতন ॥
শুন বৎস রুদ্রমালী শুনিয়াছি আমি।
বহুরূপ সাজিতে বড়ই পটু তুমি ॥
যখন বাহিরে যাইতে হইবা প্রয়োজন।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজি করিবে গমন ॥
থেকো তুমি রহমন প্রস্তুত সদাই।
কখন কি করে রাজা কিছু ঠিক নাই ॥
কোথায় করিম-পীর আর চারিজন।
তাদের যা ইচ্ছা তা শুনেছ রহমন ॥
করিবে না আর তারা ধর্ম্মের প্রচার।
আত্মচিন্তা লইঞা কাল কাটিবা এবার ॥

কিন্তু ইথে তাহাদের রাজভয় আছে।
যাক কোথা কিংবা আসি থাক মোর কাছে ॥
এই কথা রহমন বলো সবে ফুটে।
যাক কিংবা থাক আসি আমার নিকটে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে কহে রহমন।
এক কথা প্রভু আমি করি নিবেদন ॥
হোক বা না হোক কিছু কিন্তু মনে হয়।
মার প্রতি অত্যাচার ঘটিবে নিশ্চয় ॥
তাঁর অঙ্গ পরশিলে কি রহিল তবে।
তাই ভাবি মার ধর্ম্ম কিসে রক্ষা পাবে ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন রহমন।
তার অঙ্গ পরশিতে নাহি হেন জন ॥
তোমার সে ক্ষেপা মাতা উঠে যদি মাতি।
না রবে রাজার কেহ বংশে দিতে বাতি ॥
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হয় রে যেজন।
তার ধর্ম্ম নষ্ট করে কে সে রহমন ॥
ধর্ম্ম-অস্ত্রে মন-জয় নিত্যকর্ম্ম তার।
দেহের উপর কারো নাহি অত্যাচার ॥
হেন ব্রত-ভঙ্গ যদি হয় কদাচন।
কে আর করিবা তার গুণের কীর্ত্তন ॥
সত্য কথা রহমন কহি তবে খুলি।
দুনিয়ার লোক মাত্র তারই বলে বলী ॥
শক্তি-স্বরূপিণী রাই তার কাছে গেলে।
যে যা ভাব লঞা যাক সব যায় ভুলে ॥
কথায় কথায় বেলা উঠিয়াছে বাড়ি।
বিশ্রাম করগা এবে অস্ত্র শস্ত্র ছাড়ি ॥
আজ্ঞা পায়া রহমন চলি গেলা তবে।
ভক্ত সঙ্গ ছাড়ি প্রভু দুঃখ অনুভবে ॥
ক্ষণেক নীরবে থাকি কহিলেন রাই।
দুঃখ হইল রহমনে করিঞা বিদাই ॥
রাই কহে শিষ্য তব পুত্র সমতুল।
তাহার বিরহে দুঃখ সে ত বড় ভুল ॥
গুরু সদা চিদানন্দ-স্বরূপ কেবল।
যদি হয় রহমন বিরহে পাগল ॥

৬৩) নানুরের শ্রীকান্তের পুত্র ও কমলকুমারীর স্বামী পার্ব্বতীচরণ গৃহত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহারই দ্বিতীয় আশ্রমে নাম শম্ভুনাথ।

* বুড়বক, বোকা। কি শব্দ ?

গুরুর সে হেন দুঃখে মোহ করে খেলা।
শিষ্যের মত্ততা সেহ ঈশ্বরের লীলা॥
তা হলে কি চণ্ডীদাস অন্ধ তুমি মোহে।
নতুবা কাতর কেনে শিষ্যের বিরহে॥
তুমার বিরহে যদি কাঁদে রহমন।
নহে সে কি মোহচ্ছেদ তাহার কারণ॥
একদিন তুমারি সে চরণে ধরিঞা।
যেই দাবী করেছিলা শম্ভুনাথ-জায়া॥
বিচার-নিষ্পত্তি তার করিলা যেমন।
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত তার কি হেতু এখন॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন রাসমণি।
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি তবুও রমণী॥
কহ তেঁই হেন কথা কিন্তু শুন রাই।
ভক্ত ভগবান যথা তথা মায়া নাই॥
গুরু যদি হয় সে ভক্তের ভগবান।
মায়ামুক্ত বিনা তারে না ভাবিও আন॥
লঙ্কার রাবণ যবে হরিলা জানকী।
কাঁদিঞা বেড়ান বনে শ্রীরাম ধানুকী॥
হেরি শিবা ভাবে মনে একি দেখিলাম।
কে বলে কমলাপতি সীতাপতি রাম॥
পরীক্ষার হেতু তবে সীতারূপ ধরি।
রামের সমুখে গিয়া দাঁড়ান শঙ্করী।[৬৪]
নমি পদে রঘুনাথ কহিলেন শিবে।
সীতার সন্ধান বলি বাঁচা মা রাঘবে॥
লজ্জা পাইঞা মহেশ্বরী পলাইতে চান।
পথ নাই যথা যান তথা সীতারাম॥
কাঁদেন যে রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশে।
শিবারো পরীক্ষা মাত্র সংস্কার বশে॥
কেবল বিশোক ত্যাগ ন্যায়-নিষ্ঠা ধরি।
রামকৃষ্ণে কয় লোক নররূপে হরি॥

যতক্ষণ বহে জীব এই দেহ-ভার।
নাহি যায় ততক্ষণ জাতির ব্যভার॥
এই হেতু বিরহে আমিও দুঃখ পাই।
তুমিও এহেন বাক্য কহ মোরে রাই॥
হাসি হাসি রাসমণি করিলা গমন।
হইলেন চণ্ডীদাস ধ্যানেতে মগন॥
রুদ্রমালী আসি হেথা নাদীর-শা পাশে।
বাম করে ধরি তার কহে মৃদুভাষে॥
রুদ্রমালী আমি তুমি নাদীর-শা মালী।
আজ ভাই তোর সাথে পাতাব মিতালী॥
নাদীর-শা বলে আমি সামান্য নোকর।
মিতা হইবার কভু যোগ্য নহি তোর॥
তবে তোর মনগত হলে এই কথা।
[২৯/] আজ হইতে রুদ্রমালী আমি তোর মিতা॥
দেখিস ভাই মিতা বই না ভাবিস আন।
তোর তরে দিব আমি দিতে হইলে জান॥
রুদ্রমালী কহে মিতা কোন চিন্তা নাই।
মনের মতন লোক তুমি মোর ভাই॥
ধর লহ শতমুদ্রা ফর্দ্দ জায় মতে।
আন গিঞা দ্রব্যগুলি বাজার হইতে॥
বহুলাভ হইবা ইথে তুমার আমার।
মুদ্রা লইঞা নাদীর-শা চলিল বাজার॥

* | * | *

এথায় মন্ত্রণাগারে বসি সিকন্দর।
উজীরের সাথে কথা কহে বহুতর॥
রাজা কহে ধর্ম্মপথে কণ্টক যে জন।
তাহারে নাশিলে হয় ধর্ম্মের রক্ষণ॥
উজীর কহিলা সত্য কিন্তু জাঁহাপনা।
ধর্ম্ম রক্ষা হয় কি সে জীবে দিলে হানা॥
অধর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম রক্ষা পায় যদি।
উল্টি দিতে হইবা তবে আল্লার সে বিধি॥
আমার তুমার ধর্ম্ম বলা হয় যথা।
সনাতন ধর্ম্ম রাজা নাহি রয় তথা॥

৬৪) গোস্বামী তুলসীদাস-কৃত রামায়ণে এই রাম-পরীক্ষা আছে। কবি অনুবাদ করিয়াছেন। ১৬৩১ সম্বৎ ১৪৯৩ শকে রামনবমী তিথিতে তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করেন।

মোর শাস্ত্র হয় রাজা মোর মনোমত।
আল্লার শাস্ত্রের সহ মিলে কি সর্ব্বতঃ॥
ছনিয়াটা হয় তার শাস্ত্র এক পাতা।
এই যে জনাব তব সম্মুখেতে পাতা॥
তাঁর শাস্ত্রে যার আঁখি একবার খুলে।
সেই মাত্র জানে রাজা ধর্ম্ম কারে বলে॥
চণ্ডীদাস সে শাস্ত্রের হয় সে পাঠক।
ধার্ম্মিক সত্যই তিনি নহে প্রবঞ্চক॥
ধর্ম্মদ্রোহী বলি তায় যার শাস্ত্রে কয়।
তার শাস্ত্র তারি শাস্ত্র আর কারো নয়॥
রাজা কহে আগে তুই ছিলি ভেড়িয়াল।
তেঁই তোর জ্ঞানবুদ্ধি এহেন বিশাল॥
না জানিস রাজধর্ম্ম হয় সে কিরূপ।
কথায় কথায় ভাই ঘটাস বিদ্রূপ॥
পূজার সামগ্রী যার মৃত্তিকা পাথর।
ধ্যান-ধারণার বস্তু হয় যার নর॥
ধার্ম্মিক সুজন যদি হয় সেই জন।
তোর মতে অধার্ম্মিক হয় সে কেমন॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ কেন কর রোষ।
নোকরের গুণ কোথা সকলি ত দোষ॥
হেন কর্ম্মে কোন দিন নাহি মোর মাথা।
যারে দিঞা হইবে কাজ তার সঙ্গে কথা॥
রহমনে ডাকি রাজা যুক্তি কর সার।
তার মত বিচক্ষণ কেহ নাহি আর॥
রাজা কহে সত্য কথা যাহ তবে তুমি।
৫৩/] দূতেরে পাঠাঞে তায় ডাকি দেহ আনি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী চলে দ্রুততর।
আইল তবে রহমন রাজার গোচর॥
সমুখে বসায় রাজা সমাদরে তায়।
খুলিলা মনের ভাব কথায় কথায়॥
সুচতুর বুদ্ধিমান তুমি রহমন।
যুক্তি দিতে কেহ নাঞি তুমার মতন॥
এই যে ভারত মোরা কৈনু অধিকার।
এ দেশের নানা ধর্ম্ম হেতু মাত্র তার॥
শৈব শাক্ত গাণপত্য বৌদ্ধের লড়াই।
ঘটে নিত্য এ ভারত পরহস্তে তাই॥
শুন বৎস রহমন যদি পারি আমি।
কোন মতে হিন্দুগণে করিতে ইস্লামী॥
অবিরোধে রবে তবে যবনের করে।
সোনার ভারত এই চিরদিন তরে॥
হেন কালে লছমনী আসি কহে বাবা।
কি চাল চালিছ এ যে মন্ত্রী গেল দাবা॥
বড়্যার কিস্তিতে মাত্ হও ঘরে বসি।*
বলি চলি গেলা বালা খল-খল হাসি॥
রহমন কহে একি কন্যা আপনার।
কি কথা বলিয়া গেল মানে কিবা তার॥
রাজা বলে এই কন্যা আমার পালিতা।
পিতৃমাতৃহীনা বীরসিংহের দুহিতা॥
দিল্লীরাজ-রণে হত হইল তার পিতা।
অহল্যা জননী তার হইল সহমৃতা॥
কেহ নাই দেখি তবে আনিলাম ঘরে।
কন্যার অধিক তায় পালি স্নেহ-ভরে॥
মাঝে মাঝে রহমন দেখিয়াছি তায়।
আবল তাবল বলে পাগলের প্রায়॥
এই মতে বহু পীর মোল্লা বহুতরে।
রাখিনু ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের তরে॥
দক্ষিণ পশ্চিমে যারা করিল গমন।
কৈল যা ইত্তালা তারা শুন রহমন॥
চণ্ডীদাস নামে এক নান্নুর-নিবাসী।
রাধাকৃষ্ণ গুণগান করে অহর্নিশি॥
পশু পক্ষী কাঁদে শুনি শুনিয়া সে গীতি।
তাহাতে দেশের লোক আছে সদা মাতি॥
রবে এই চণ্ডীদাস বাঁচি যতক্ষণ।
কেহ না ইস্লাম ধর্ম্ম করিবা গ্রহণ॥

* লছমনীর উক্তি—বাবা, আপনি রাজা বিচারপতি হইয়া যে অবিচারের কথা বলিতেছেন, তাহাতে আপনার মন্ত্রী থাকিয়াও নাই। আপনি অন্তঃপুর মধ্যে বড়্যার কিস্তিতে মাৎ হইবেন, অর্থাৎ একটি রমণীর দ্বারা অপমানিত হইবেন পরে আপনার প্রাণান্ত হইবে। (লছমনী কে পরে প্রকাশ পাইবে।)

তেঁই বৎস এই মতে আনিয়াছি তায়।
হত্যা করা বিনা তারে কি আছে উপায়॥
আগাগোড়া কথা মোর ভাবি দেখ তুমি।
ঠিক কিনা যে মতলব আঁটিয়াছি আমি॥
রহমন কহে হাসি ধর্ম্মে দিয়া ছুট।
ভারতে যবন রাজ্য রাখিবে অটুট॥
৫৩/ ] চির স্থির না করিলে আপনার স্থিতি।
কিসে রবে তুমি রাজা ভারতে ভূপতি॥
মুসলমান যদি ভালবাসে মুসলমানে।
তবে কেনে হয় যুদ্ধ মোগলে পাঠানে॥
পাঠানে পাঠানে তবে হয় কেনে রণ।
কেনে কৈল জুনা খাঁ পিতার নিধন॥
মোরাও ত সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান।
চারি শ্রেণী পরস্পর হিংসা বলবান॥
কার দুঃখে কার বুক কবে যায় ফাটি।
ঘরে ঘরে নিত্যই ত করি কাটাকাটি॥
চাহ যায় চিরদিন ভুঞ্জিতে ভারত।
খুল তায় চিরতরে নরকের পথ॥
বর্ত্তমান হয় তব জলবিম্ব-সম।
ভবিষ্যত হয় রাজা অতি দীর্ঘতম॥
তেন ভবিষ্যত সুখে করি পদাঘাত।
হেন বর্ত্তমান সুখে বাড়াইছ হাত॥
অমৃত ফেলিঞা তুমি খাও যদি ছাই।
কি করি বলিব রাজা ভাল বলি তায়॥
যে দিন ভারত-বাসী দিঞেছিলা মন।
ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান সুখের কারণ॥
তখন পৃথিবী তার ছিলা করতলে।
শুনিলে হিন্দুর নাম কাঁপিত সকলে॥
কিন্তু যবে ভবিষ্যত কল্যাণ কারণ।
বর্ত্তমানে ত্যজি রাজা দিলা সবে মন॥
মরুবাসী দীন হীন যে যথায় ছিল।
মরীঞা হইঞা আসি ভারত জিনিল॥
ভুঞ্জিতেছ তুমি রাজা যেই সুখহাল।
দেখিছ ত তার মাঝে কতই জঞ্জাল॥

কিন্তু চণ্ডীদাস প্রভু ইহ পরলোক।
ভুঞ্জিছে ভুঞ্জিবা সুখ অনন্ত বিশোক॥
পরমন্দ করে যেই আত্মসুখ লাগি।
তার মত আছে কেবা অধর্ম্মের ভাগী॥
রাজার কর্ত্তব্য কিবা জান ত রাজন।
শিষ্টের পালন হেতু দুষ্টের দমন॥
যেই অর্থবলে তুমি রাজা নামে খ্যাত।
সেই অর্থ কার ঘামে হতেছে অর্জিত॥
যার কাছে পাও অর্থ বিনিময়ে তার।
তুমারো দিবার আছে শান্তি সুবিচার॥
তা না দিলে হয় দান নয় লুঠতরাজ।
এ ছাড়া কি বলা যায় কহ মহারাজ॥
দান দয়া ভূতযজ্ঞ পরউপকার।
এমন পরমধর্ম্ম নাহি রাজা আর॥
তুমি রাজা তেন ধর্ম্ম সহজে সাধিতে।
সুযোগ তুমার মত কার এ জগতে॥
এ সুযোগ যদ্যপি হারান মহারাজ।
রাজসিংহাসনে বসি হইল কি কাজ॥
কুথায় পুষেন রাজা সাজাদিনশীন।
যান কি তাহার পাশে ভুলি কোন দিন॥
ধর্ম্মের দোহাই দিঞা অধর্ম্ম-সঞ্চয়।
আর না করিহ রাজা করি অনুনয়॥
রাজা কহে রহমন এই কি সে তুমি।
কখনো করে না যেই নিমকহারামী॥
যার নুন খাও তুমি গাও তার গুণ।
ভালমন্দ না বিচারি পালিবা হুকুম॥
এই ত তুমার ধর্ম্ম তাহে অবহেলি।
কার ধর্ম্ম কারে তবে শুনাইতে আলি॥
প্রভুভক্ত নহে যেই নাহি মানে তায়।
তার মত অধার্ম্মিক কে আছে ধরায়॥
তোর এ বিচারবুদ্ধি যদি চলি গেল।
৫৪/ ] হেঙ্গল* তাহলে তবে তোর চেঞে ভাল॥

* হেঙ্গল—হেঙ্গলা কুকুর। 'বিশ বলদা তের ছাগলা, সাতে পাচে মরে হেঙ্গলা।"

ফকীর বলায় যেই তার কার্য্য কিবা।
বনে বসি ইষ্টচিন্তা কইবে নিশি দিবা॥
রাজা যেই তার কার্য্য শুন রহমন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারি রাজ্যের রক্ষণ॥
ধনরত্ন সৈন্যবল সকলি আমার।
আমি যা করিব তায় যে করে বিচার॥
জান কি দুর্গতি তার ঘটে পরিণামে।
নিশ্চয় সে রহমন যায় জাহন্নামে॥
পশুহিংসা মৃগয়ায় নরহত্যা রণে।
প্রাণদণ্ড অর্থদণ্ড বিচার-বিধানে॥
যার ধর্ম্ম তারে তুমি দেখাইছ ভয়।
চণ্ডীরে নাশিলে হইবা পাপের সঞ্চয়॥
হেন ভীরু হয় কি সুযোগ্য নরপতি।
হয় কি এহেন ভীরু দক্ষ সেনাপতি॥
রণশাস্ত্রে সুনিপুণ তুমি রহমন।
তোর মুখে হেন কথা দুঃখের কারণ॥
রুষ্ট হইঞা রহমন কহিলেন তবে।
ধর্ম্মভীরু হওা চাই রাজাপ্রজা সবে॥
ধর্ম্ম তব ন্যায়-নিষ্ঠা প্রজার পালন।
আপনার রাজ্যপাট সদা সংরক্ষণ॥
আমার কর্ত্তব্য রাজা সম্মুখ সমরে।
শত্রুনাশ যদি সেহ আক্রমণ করে॥
হোক শত্রু চোরাঘাতে তাহার নিধন।
কখনই নহে রাজা ধর্ম্মের নিয়ম॥
সবাই মানুষ মোরা মূলে এক জাতি।
এক কর্ম্ম করিবারে নামিয়াছি ক্ষিতি॥
যা করি পেটের তরে সেহ কর্ম্ম নয়।
কর্ম্ম মাত্র হয় যাহে ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
রাজ্যলাভ রাজসেবা যা কিছু রাজন।
পেটের পিঠের দায় অর্থের কারণ॥
তার মাঝে যাহে ধর্ম্ম হইবা সঞ্চয়।
রাজা প্রজা সকলেরি করণীয় হয়॥
ন্যায় সত্য সাধুসঙ্গ দয়া সদালাপ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় রাজা বিদূরয়ে পাপ॥

বহু কাজ করে লোক বৃত্তি অনুসার।
কিন্তু এই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবার॥
ভারতে যবন রাজ্য রাখিতে অটুট।
তাই বলি পর কালে কেন কর ভুট*॥
থাকুক ভারত চির যবনের ঠাঁই।
তথাপি হিন্দুর দেশ কহিবা সবাই॥
যে জন হরিঞা লয় পরগৃহ-বাস।
যে জন পরের রাজা কাড়ি খায় গ্রাস॥
সেই ত পরম পাপী তাহে যদি পুন।
বৃত্তি বলি করে রাজা কুকর্ম্ম এহেন॥
সেই পাপ রাখিবার স্থান হইবা কোথা।
একবার ভাবি তুমি দেখ এই কথা॥
রাজা কহে নীতি কথা শুনিবার তরে।
শুনরে বর্ব্বর আমি ডাকি নাঞি তোরে॥
যদি না হুকুম মোর করিবি পালন।
নিশ্চয় তুমার মুণ্ড করিব ছেদন॥
কোন্ জন তাড়া দিঞা সিংহে ফেলি ফাঁদে।
দয়াল সাজিয়া তারে কোলে করি কাঁদে॥
আপনার প্রাণ যদি রাখিবারে চাও।
চণ্ডীর সে কাটামুণ্ড আনিয়া দেখাও॥
রহমন ভাবে তবে মনে মনে হাসি।
আমি মইলে প্রভুপক্ষে কে ধরিবে অসি॥
উপস্থিত করে মোর কোন অস্ত্র নাঞি।
কাটিতে আইলে রাজা কিসে রক্ষা পাঞি॥
এত চিন্তি রহমন কহে কর জুড়ি।
এক কথা জাঁহাপনা নিবেদন করি॥
তব পাশে চণ্ডীদাসে করি আনয়ন।
স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ড করুন ছেদন॥
এই কথা শুনি রাজা কোপে কাঁপি কন।
নিতান্ত ঘটেছে বুঝি তোর মতিভ্রম॥
আমি যদি তোর কাজে করি ছুটাছুটি।
তা হলে কি হেতু তুই খাস রাজ্য লুটি॥

* ভুট, ভূত।

এই দণ্ডে মুণ্ড তার কর আনয়ন।
নতুবা তুমার মুণ্ড করিব ছেদন॥
রহমন কহে রোষে শুনহ রাজন।
প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে রহমন॥
যদি প্রভু চণ্ডীদাসে দেন আগে ছাড়ি।
[৪৮/] তা হলে স্বহস্তে প্রাণ দিব বক্ষ ফাড়ি॥
রাজা কহে বাঁচিলে সে তোর লভ্য যেন।
শত গুণে লভ্য মোর মরিলে সে তেন॥
লছমনী আসি কহে হাসি হাসি
এমনি কপাল মন্দ।
আছে সব ঠাঁই দেখিতে না পাই
নয়ন থাকিতে অন্ধ॥
দিবা দেয় খুলি নয়নের ঠুলি
নিশি পুন বাঁধে তায়।
কি করি উপায় পথ নাহি পাই
হায়রে হায়রে হায়॥
ঘেরে তম জাল আকাশ পাতাল
এ পড়ে উহার ঘাড়ে।
করি গালাগালি কেরে কেরে বলি
ছুনিয়াটা হাঁক ছাড়ে॥
আঁধোআর টুটি দীপিলা দেউটি
ফুটি উঠে আঁখি তায়।
মরে অঙ্গ ঢালি পতঙ্গ সকলি
হায়রে হায়রে হায়॥*

এই কথা বলি তবে লছমনী আসি।
ছুটি চলি গেলা পুন খল-খল হাসি॥
রাজা কহে দূর হও পাগ্‌লী বেটী তুই।
লছমনী ফিরি কহে দক্ষিণেতে পুই॥
উত্তরে ভেরেণ্ডা রাজা দক্ষিণেতে পুই।
মনসা লজ্ঘিয়া যায় তব চালের টুই॥
গিন্নী তব বাঁধে রাজা নিত্য উবু ঝুটি।
কি করিবা দধিমুখা এই বিরালছা-টি॥†
নিমক-হারাম পাজী কোন হোয় তুম।
তামিল না কর কাহে রাজার হুকুম॥
ধর এই তরোয়াল কাটি চণ্ডীদাসে।
তার মুণ্ড আনি দেহ রাজার সকাশে॥
এত কহি রহমনে দিয়া তরবারি।
হাসি চলি গেলা বীরসিংহের কুমারী॥
উদ্দেশে প্রণাম করি বিভুর চরণে।
অস্ত্র পাইঞা রহমন ভাবে মনে মনে॥
কে অই বালিকা এত অলপ বয়সে
ন্যায় ধরমকরম-রতা কে কবে সে কথা মোরে
কাহারে সুধাই
আমি কাহারে সুধাই।
নবাব নিঠুর প্রাণ প্রাণে বধিবারে মোরে
উদ্যত দেখিয়া বালা দিলা আসি তাই
ফিকির বনাই
কিবা ফিকির বনাই॥
চণ্ডীচরণ-দাস দীন এ রহমনে

---

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ-সেন এই অর্থ করিয়াছেন।—এক বিরাট পুরুষ সর্বত্র বিরাজমান, আমরা চক্ষুষ্মান হইয়াও দেখিতে পাই না আমাদের কপাল এমন মন্দ। দিবাভাগে আমাদের চক্ষুর দৃষ্টি থাকে, রাত্রি সমাগমে লুপ্ত হয়। ক্রমে নিশার ঘনান্ধকার আকাশ পাতাল ব্যাপিতে থাকে, আমরা কাহাকেও চিনিতে পারি না, পরের ঘাড়ে পড়িয়া বেদনায় জগৎ জুড়িয়া গালি বর্ষণ করি। তাহার ফল বিষময় হইলে বুঝিতে পারি এক জ্যোতির্ময় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত রজনীর তমোরাশি-ভেদ অসাধ্য। আমরা প্রদীপের শিখার আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় আত্ম-বিসর্জন করি। অর্থাৎ বৃহৎ জ্যোতির্ময় পদার্থ উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র দেব দেবীর প্রতিমা পূজিয়া এই লাভ করি।

† ছড়াটি এক প্রবাদবাক্য ছাতনা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। "উত্তরে ভেরেণ্ডা দক্ষিণে পুই। মনসা দেখিছে চালের টুই। গিন্নী বেধেছেন উবঝুটি। কি করিবে দধিমুখা বিড়াল ছা টি।" এক গৃহস্থের দধিমুখা (শ্বেতমুখ) বিড়াল-ছা দেখিয়া এক বিদেশী ভাবিতেছিল গৃহস্থ লক্ষ্মীমন্ত তাহার কোন কষ্ট নাই। দধিমুখা বলিতেছে এত দুর্লক্ষণে আমি একা কি করিতে পারি তার উপরে আমি বড় নই ছা। গৃহের উত্তরে ভেরেণ্ডা (এরণ্ড) গাছ, দক্ষিণে পুইশাগ, (পশ্চিমে) তে-শিরা মনসা গাছ বড় হইয়া ঘরের চালের টুই (মট্‌কা) ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গিন্নী উবঝুটি হইয়া কলহে প্রবৃত্তা। লছমনী বলিতেছে, রাজা, তোমার বিজ্ঞ ও হিতৈষী মন্ত্রী ও আজ্ঞাধীন ও বিশ্বাসী সেনানী তোমায় ত্যাগ করিতেছে; সাবধান, আমি একা তোমার কি করিতে পারি।

রাখিতে বালিকারূপে বাসলী ত্রিশূলী-জায়া
তুমি লছমনী
কিম্বা তুমি লছমনী।
ভূপতি সিকন্দর খরতর অসি ঘায়
কি ভয় তাহলে তার স্নেহময়ী মাতা যার
তুমি ত্রিনয়নী
মাগো তুমি ত্রিনয়নী॥
দৌলত-হৃত-মতি* নৃপতি নরাধম
ভ্রমতম কর দূর দুর্গে দুঃখ-হরে
মাগো দুর্গে দুঃখ-হরে।
সাজি রাজা দীনহীন নিশিদিন গায় যেন
প্রেম ভক্তি ভরে মাগো
হরে মুরারে মধুকৈটভারে॥

রাজা কহে রহমন কর্ত্তব্য লঙ্ঘিলে।
না আসে তাহার কাছে ধর্ম্ম কোন কালে॥
লছমনী পাগলী অতি অল্প বয়সী।
বালিকাও ধর্ম্ম-জ্ঞানে তোর চাএে বেশী॥
বক্ষ বাঁচাইতে যদি দিস পৃষ্ঠ পাতি।
বজ্রাঘাতে তাহাতেও পাবি কি নিষ্কৃতি॥
কি উদ্দেশে লছমনী দিলা তোরে অসি।
অক্ষম বুঝিতে যদি গলে দাও রশি॥
রহমন কহে রাজা সত্য করে বলি।
এ জন্মও গেল তব বৃথা কাজে চলি॥
রাজ্যলাভে মানবের কার্য্য হইলে হারা।
কেবল ফলিল ফল খাওা মাখা পরা॥
ধার্ম্মিক যেজন রাজা রত্নসিন্ধু-মাঝে।
ডুবিয়াও দীনভাবে থাকে নিজকাজে॥
খাওা মাখা পরা তিনি অন্যে করি দান।
কৌপীন সম্বল করি ভিক্ষা মাগি খান॥
তারি গুণে সর্ব্বনাশী দৈব যায় টুটে।
এখনও আকাশে তেঁই চন্দ্র সূর্য্য উঠে॥
নম্রশীলতায় তিনি সবার অগ্রণী।
চণ্ডালেও মিত্রভাবে ধরে বক্ষে টানি॥

এহেন ধার্ম্মিক রাজা থাকে যদি কেহ।
একমাত্র চণ্ডীদাস নাহিক সন্দেহ॥
লছমনী পাগলী নয় ইঙ্গিতে জানায়।
প্রতিক্ষণ পাপপথ ত্যজিতে তুমায়॥
আত্মরক্ষা হেতু মোরে দিলা সেই অসি।
চণ্ডীর জীবন-দণ্ড নহে অভিলাষী॥
যতদিন রবে প্রভু এই পাণ্ডুআয়।
তার রক্ষা হেতু মোরে প্রাণে বাঁচা চাই॥
সিকন্দর কহে রোষে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ঘোর জাদুকর তোর প্রভু চণ্ডীদাস॥
মোর আজ্ঞাধীনে তুই আছিলি দেবতা।
চণ্ডীর চরণে ধরি বন্যে গেলি গাধা॥
দেখি আজি রক্ষে তোরে কেমনে সে আসি।
বলি রাজা নিষ্কোষিলা তীক্ষ্ণধার অসি॥
রহমন ভূমিতলে ফেলি তরবারি।
কহিলা সঙ্কটে ত্রাণ কর মা শঙ্করী॥
তৎক্ষণে মাভৈঃ রব উঠে দ্বারদেশে।
সিকন্দর চমকিয়া কাঁপি উঠে ত্রাসে॥
রাজার সম্মুখে আসি শূল লক্ষ্য করি।
দাণ্ডাইলা নারী এক ভীমা ভয়ঙ্করী॥
লছমনী নাচি নাচি আসে আর হাসে।
কালিকার স্তব করে অসম উল্লাসে॥

* | * | *

কালিকার স্তব।

ত্রিশূলধারিণী মা অসি-ধরা অসীমা
মা মা মা।
মেদুরাম্বর-বরণী ত্রিপুর-ত্রিতাপহারিণী
ভূলোক দ্যুলোক ত্রিলোক পালক
চন্দ্রশেখর-ঘরণী
হে ভবভয়-বারিণী॥
তাক তেরেখিটি তাক তাখিটি তাখিটি তাক
খিটি তাক তাক খিটি তাক তাক
তাক তেরেখিটি তাক
তাক তেরে তাক তাক॥

* দৌলতে ধনে ছন্ন-মতি।

তুমি কল-নাদিনী গঙ্গে তুমি ভূত-যোগিনী-সঙ্গে
রুদ্রাণীশানী সর্ব্বাণী শিবা গৌরী গিরীশনন্দিনী
হে সুরনর-বন্দিনি।
তাথিটি তাথিটি থিন্না তাধিনি তাধিনি ধিন্না
তেরেখিটি তাক তেরেখিটি তাক
তাক তেরে খিটি ধিন্না
খিটি ধিন্না খিটি ধিন্না ॥
জগত-জননী মা অশিব-নাশিনী মা
মা মা মা।
শঙ্কর-মনোরমা ওঙ্কার-মধুরিমা
সুপুত কুপুত তোমারি এ দোঁহা
দেমা দুরিতে ক্ষমা
মা মা মা ॥

ভৈরবীর করে ধরি কহে তবে বালা।
আমিই তুই যে মা একি তোর খেলা।
যার যা অভাব ঘটে তার তরে সেহ।
যা করে তা কষ্টভোগ নাহিক সন্দেহ ॥
অধর্ম্মের হেতু রাজা ভুঞ্জে নানা রোগ।
ধর্ম্মের অভাবে তার এই কষ্ট-ভোগ ॥
তুই যদি দয়াময়ী পরদুখে দুখী।
রাজারে বধিতে আইলি হেন দুঃখ দেখি ॥
ধর্ম্মভাব দিঞা তার দুঃখের হৃদয়ে।
করুণার কার্য্য কিছু কর মা অভয়ে ॥
ভৈরবী কহিল বালা কেবা তোর রাজা।
সুধাময়ী তুই যে মা কাহার তনুজা ॥
শঙ্করী-কিঙ্করী আমি নহি মা শঙ্করী।
পাপীর পীড়নে হই ভীমা ভয়ঙ্করী ॥
প্রভুর পরম ভক্ত তুমি রহমন।
বৃথা আর না সহিবা পাপীর পীড়ন ॥
৫৫/ ] বাজিল হৃদয়ে রাজা বালার ক্রন্দন।
তেঁই আজি করিলাম শূল-সম্বরণ ॥
যাও বৎস রহমন যেথা রহে প্রভু।
পাপীর সম্মুখে আর না আসিবা কভু ॥

আয় মাগো সুধাময়ী আয় মোর সঙ্গে।
ভাসিঞা বেড়াস কেনে পাপের তরঙ্গে ॥
বালা কহে আপ্তপর পাপ পুণ্য দুটি।
পাশাপাশি থাকি সদা করে কাটাকাটি ॥
এক দিকে পুণ্য করে পাতকের ক্ষয়।
অন্যদিকে করে পাপ পুণ্যের বিলয় ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি হয় এই কাজ।
সে কর্ম্মের কর্ত্তা হয় মানব-সমাজ ॥
এক হতে অন্য যদি ছুটিয়া পলায়।
কে না করে তা হলে মা রণভঙ্গ তায় ॥
অথবা না হয় কভু সঙ্গত এ কথা।
রণ ছাড়ি পলাবার স্থান আছে কোথা ॥
ভৈরবী কহিলা তুই থাকি রাজবাসে।
শিখেছিস এত কথা এ অল্প বয়সে ॥
সত্য বটে পাপপুণ্য পাশাপাশি চলে।
তত্রাপি না মিশে তারা যেন তেলেজলে ॥
কিন্তু পুণ্য পাপে ঠেলি বর্দ্ধমান হয়।
পাপের সে শক্তি নাই একথা নিশ্চয় ॥
বালা কহে পাপপুণ্যে ভরা বিশ্বধাম।
ঠেলিলে সে যাবে কোথা আর কোথা স্থান ॥
তেলে জলে পূর্ণপাত্র তৈলবৃদ্ধি পাইলে।
কেমনে রহিবে তায় পড়িবে উথলে ॥
যতটুকু যে যাহার করিবেক ক্ষয়।
ততটুকু যে তা মাগো বর্দ্ধমান হয় ॥
ভৈরবী কহিলা পাপপুণ্যের লাঘব।
এ দোঁহার দ্বন্দ্বে কভু না হয় সম্ভব ॥
পাশাপাশি রয় যেন আলোক আঁধার।
সেইমত পাপপুণ্যে করঞে বিহার ॥
ঠেলি ফেলে অন্ধকারে আলোক যেমতি।
আঁধারের নাহি মা গো তেমন শকতি ॥
সঙ্কুচিত হঞা রহে তাহে অন্ধকার।
তাহার অভাবে হয় বর্দ্ধিত আবার ॥
কিন্তু এ কথার কথা শুন মাগো বলি।
ভাবিলে বুঝিতে পারি মিথ্যা এ সকলি ॥

আলোক অভাব যেই সেই স্বভাবতঃ।
সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার তমঃ নামে খ্যাত ॥
পুণ্যের অভাব যেই সেই হইল পাপ।
শান্তির অভাব যেই সেই মা সন্তাপ ॥
আয় মা নির্জ্জনে মোরা দুই জনে বসি।
কহিব ধর্ম্মের কথা সুখে অহর্নিশি ॥
এত কহি যবে দেবী ফিরয়ে পশ্চাতে।
হো আল্লা হো আল্লা রব পাইল শুনিতে ॥
কহিলেন দ্বারদেশে একি রব শুনি।
আক্রমিলা আসি বুঝি রাজার সেনানী ॥
নিতান্ত নির্ব্বোধ এই বঙ্গের ঈশ্বর।
সুধাভ্রমে বিষ-পানে হয় অগ্রসর ॥
রহমন বীর তুমি না হও সন্ত্রস্ত।
আত্মরক্ষা হেতু তুমি ধরিবে কি অস্ত্র ॥
রহমন কহে মাতঃ ক্ষমা কর দাসে।
অস্ত্র ত্যজিয়াছি আমি প্রভুর আদেশে ॥
কেবল ধরিব অস্ত্র তাঁর রক্ষা-তরে।
এহেন আদেশ পুনঃ দিঞাছেন পরে ॥
ভৈরবী কহিলা হাসি আজিকার রণে।
মরিলে আদেশ তাঁর পালিবে কেমনে ॥
চণ্ডীদাস মহাপ্রভু ভক্ত তুমি তার।
প্রাণের দোসর তেঁই তুইরে আমার ॥
একা আমি সংহারিব লক্ষ লক্ষ বীর।
থাক তুমি মোর পাশে না হও অধীর ॥
কোথা রবি তুই মাগো বল এই বেলা।
মার কাছে রব আমি উত্তরিলা বালা ॥
দেবী কহে থাক তবে নির্ভয় অন্তর।
পলকে নাশিব শত্রু আমি একেশ্বর ॥
আরে আরে সিকন্দর দাম্ভিক যবন।
বিধাতার ভাগ্য-লিপি কে করে খণ্ডন ॥
মোর হাতে তোর মৃত্যু অদৃষ্টের লেখা।
[ ৬৩/ ] এইবার চক্ষে মোর স্পষ্ট যায় দেখা ॥
দয়া করি ভিক্ষা তোরে দিনু যেই প্রাণ।
সেই প্রাণ দিবি মোরে তার প্রতিদান ॥

হয় সাধু নয় তুই অতীব নির্ব্বোধ।
প্রাণ দিয়া হীনতার চাস প্রতিশোধ।
লম্ফ ঝম্প দিয়া তবে রাজদরবারে।
পশিলা অসংখ্য সৈন্য কাতারে কাতারে ॥
রাজা কহে ওসমান শুন কান দিঞা।
সর্ব্বাগ্রে নারীর মুণ্ড ফেলহ কাটিয়া।
তারপর দুরাচার রহমনে বধি।
পোড়াও অনলে দোঁহে এক সঙ্গে বাঁধি ॥
চণ্ডীদাসে আনি তবে করহ বিনাশ।
পূর্ণ কর তুমি মোর এই অভিলাষ ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মাথা নোয়ায় ওসমান।
দেবী কহে মূর্খ নাঞি তুমার সমান ॥
রাজা ইচ্ছে সুধা মূর্খ কে পাড়িবা ইন্দু।
রত্নমালা ইচ্ছে রাজা কে শুষিবা সিন্ধু ॥
বামন হইয়া তুমি ধরিবে কি চাঁদ।
মক্ষি হঞা ভাঙ্গিবে কি সাগরের বাঁধ ॥
শত কি সহস্র লক্ষ কিবা অক্ষৌহিণী।
হউ যত দেখ একা সংহারিব আমি ॥
রাজা কহে বাতুল হইলে জগদীশ।
বিচূর্ণিত হইবা তবে কমলে কুলিশ ॥
পণ্ডিত হইবা মূর্খ জ্ঞানহীন অতি।
মূর্খ হইবা মহামান্য বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
পুরুষ হইবা তবে বলবীর্য্যহীন।
নারী হইবা মহাবীর্য্যা সমরে প্রবীণ ॥
বহু উচ্চে রবে সেই অবশ্য তাহলে।
পুরুষ পড়িয়া রবে তার পদতলে ॥
ভৈরবী কহিলা সত্য কিন্তু ভগবান।
বাতুল যাহার মতে সে হয় অজ্ঞান ॥
রমণীর রূপে বাঁধা যাহার নয়ন।
তার বাক্যচ্ছটা যার শ্রুতি-রসায়ন ॥
যাহার রসনা মত্ত নারী-গুণগানে।
মুগ্ধ সদা নাসা যার তার অঙ্গঘ্রাণে ॥
নারীঅঙ্গ-স্পর্শে যার স্বর্গসুখ-জ্ঞান।
নারী-প্রেমে বদ্ধ যার নিত্য আত্মারাম ॥

রমণীর এ সংসার-কারাগৃহে পড়ি।
মায়াপাশে বদ্ধ যেই যায় গড়াগড়ি॥
সেইত পুরুষ আর এইত রমণী।
কে কাহার জেতা এবে বলরে নৃমণি॥
কমল কুলিশ কিবা হয় নারী জাতি।
এইবার ভাবি তুই দেখরে দুর্ম্মতি॥
কি আছে কোমল তেন স্নিগ্ধ জলবত্।
তত্রাপি সে ভেদি চলে পাহাড় পর্ব্বত॥
ওসমান কহে কেবা হয় বলহীন।
দেখা যাবে আজি তার পরীক্ষার দিন॥
দেবী কহে প্রতিদ্বন্দ্বী একটি রমণী।
তারে আক্রমিলা লইঞা অসংখ্য সেনানী॥
তুমিই দিতেছ ইথে প্রশ্নের উত্তর।
পরীক্ষার কথা তবে কি হেতু বর্ব্বর।
পুন কহে ওসমান না জানার ফল।
পতঙ্গে ঘেরিল এই মাতঙ্গের দল॥
রাজবৈরী সংহারিতে আজ্ঞা হইল মোরে।
তেঁই আইনু রণসাজে সংগ্রামের তরে॥
কে জানে যে মহারাজ মরীচিকা হেরি।
স্মরিলেন তরীসহ সহসা কাণ্ডারী।
দেবী কন যে না শুনে বজ্রের কাহিনী।
দেবতা সুন্দরী সেই বলে সৌদামিনী॥
যাবত পতঙ্গ দীপে পুড়িয়া না মরে।
সুরম্য শীতল বলি মনে করে তারে॥
ধর অস্ত্র এইবার দেখিবি অচিরে।
জীবনের সঙ্গে তোর ভ্রান্তি যাবে দূরে॥
এত কহি শূল লক্ষি রুষে এলাকেশী।
ঘোর নাদে ওসমান তুলি ধরে অসি॥
চৌদিকে সেনানী আসি ঘিরি ফেলে তায়।
তার মাঝে যুঝে বালা অভিমন্যু প্রায়॥
[৫৬৮] একাকিনী হানে শূল অসংখ্য যবনে।
শম্ভু-সোহাগিনী যথা নিশম্ভুর রণে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে অস্ত্র ভৈরবীর গায়।
শক্তির প্রভাবে সব চূর্ণ হঞা যায়॥

রমণীর পরাক্রম হেরি সৈন্যগণ।
চৌদিকে পলায় ছুটি ভঙ্গ দিয়া রণ॥
তত্রাপি না ছাড়ে ভীমা বায়ুবেগে ধায়।
পথরুদ্ধ করি গিঞা সম্মুখে দাঁড়ায়॥
ইতস্ততঃ ধাওা-ধাই করি এইরূপে।
পড়ি গেলা রামা এক ঘোর অন্ধকূপে॥
হস্ত ছিড়ি ত্রিশূল পড়িলা একদিকে।
হো আল্লা হো আল্লা বলি সৈন্যগণ হাঁকে॥
অস্ত্র ফেলি ব্যস্ত হঞা আসে সবে ফিরে।
ভৈরবীর শিরে শিলা ফেলিবার তরে॥
কুড়ায়ে লইল শূল লছমনী আসি।
কূপের সমুখে গিঞা দাণ্ডাইল হাসি॥
প্রভুপদ স্মরণ করিয়া রহমন।
কূপের নিকটে আসি আরম্ভিলা রণ॥
এক কালে বহু সৈন্য আক্রমিলা তায়।
ক্ষণমধ্যে অসি তার চূর্ণ হঞা যায়॥
লছমনী কইল তায় শূল সমর্পণ।
অযুত হস্তীর বল ধরে রহমন॥
ওসমান কহে হের সেই সে ত্রিশূল।
সংহার-মূরতি এই বজ্র সমতুল॥
এ শূলাস্ত্র ছিনাইতে পার যদি কেহ।
নিপাত হইবা শত্রু নাহিক সন্দেহ॥
প্রাণভয়ে ধায় সবে কে শুনে সে কথা।
কে যাবে কাড়িতে শূল কার দুটা মাথা॥
পশ্চাৎ ফিরিয়া তবে দেখে ওসমান।
কেহ নাঞি সবে তারা হইল অন্তর্দ্ধান॥
পশে তবে সিকন্দর অন্দরমহলে।
ওসমানে পাইঞা একা রহমন বলে॥
ক্ষণেক তুমায় মোর আছে প্রয়োজন।
কি জানি পলাও তাই করিব বন্ধন॥
এত কহি রজ্জু দিয়া বাঁধে ওসমানে।
কূপমুখে মুখ দিয়া ডাকয়ে সঘনে॥
মা মা মা ভৈরবী মোর বিপদ-তারিণী।
রহমন কাঁদে মাগো কাঁদে লছমনী॥

নিরাশ্রয় দাসে তব করি প্রাণদান।
এইরূপে তবে কি মা গেলি নিত্যধাম ॥
কূপ মধ্যে ভৈরবী কহিলা একি শুনি।
কেরে কেরে রহমন বেঁচে আছ তুমি ॥
শুনিতাম যদি তুমি মরেছ সমরে।
ত্যজিতাম তনু আমি এই কূপোদরে ॥
রহমন কহে মাগো তোরি কৃপা-গুণে।
অসংখ্য হলেও শত্রু জিনিয়াছি রণে ॥
ভৈরবী কহিলা বৎস কোথা লছমনী।
লছমনী কহে হাসি এই যে মা আমি ॥
দেবী কয় খাঁজে পদ পড়িছে পিছলি।
একটা আশ্রয় কিছু দাও ত মা ফেলি ॥
লছমনী ত্রিশূল ধরায়ে দিল তায়।
কূপ হতে বামা তবে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
বালা কহে কূপজলে ছিলে এতক্ষণ।
তথাপি তোমার কেন ভিজে না বসন ॥
ভীমা কয় যে ঘটায় হেন সংঘটন।
না পায় সে খুজি কেন কার্য্যের কারণ ॥
ত্রিশূল পরশে তোর হই অন্তর্য্যামী।
চুপ করে থাক মাগো সব জানি আমি ॥
এই কথা শুনি বালা চলি গেলা হাসি।
দেবী কন রহমন আমি তবে আসি ॥
সজল নয়নে বীর নমি তার পায়।
নীরবে থাকিয়া ঘন মুখ পানে চায় ॥
বিদ্যুতের বেগে ভীমা দ্রুত পদে চলে।
ওসমানে চাহি তবে রহমন বলে ॥
৫৭/] রাজ-অন্নে পুষ্ট তুমি তার উপকার।
প্রাণপণ করি হয় কর্ত্তব্য তুমার ॥
পাপে মগ্ন হয় রাজা না পায় যে কূল।
শুনিয়াছি ওসমান তুমি তার মূল ॥
সুখ শান্তি আশে দেশ পড়ি যার পায়ে।
লক্ষ লক্ষ জীব যার আছে মুখ চায়ে ॥
তারে যদি গড়ি তুল বজ্রহুতাশন।
ধিক্‌রে তা হলে তোর বৃথায় জীবন ॥

ওসমান কহে এই ধর্ম্মের কাহিনী।
হাসি পায় রহমন তোর মুখে শুনি ॥
করয়ে নির্ধন যদি ধনরত্ন-দান।
হস্ত পাতি মহীপতি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
সতীর ধর্ম্মের কথা কহে দ্বিচারিণী।
শুনয়ে সাবিত্রী সতী জনকনন্দিনী ॥
উরগ উগরে সুধা শুনি দেবগণ।
ফণীমুখে মুখ দিঞা চুম্বে ঘনে ঘন ॥
কর্ত্তব্যবিমুখ তুমি তুমার বদনে।
ধর্ম্মের কাহিনী তবে না শুনিব কেনে ॥
রাজ-অন্নে পুষ্ট আমি রাজ-সেবা করি।
যার অন্ন খাও তুমি তারি অত্যাচারী ॥
সতত স্বধর্ম্ম আমি করি সংরক্ষণ।
কাফেরের ধর্ম্ম তুমি করিলে গ্রহণ ॥
তা হইলে কহ দেখি তুমি কিম্বা আমি।
কেবা হই ধর্ম্মশীল পুণ্যপথগামী ॥
রহমন কহে হাসি যেবা হই মুই।
ধন-মদে অন্ধ রাজা লোভে অন্ধ তুই ॥
পাপের সন্তাপ তার দীপ্তহুতাশন।
তাহে তুমি দিবারাতি যোগাও ইন্ধন ॥
এই কিরে রাজসেবা একি ওসমান।
সতত তুমার নিজ ধর্ম্মের রক্ষণ ॥
থাকিলে ধর্ম্মের লেশ তুমার অন্তরে।
পাপ-পথে যাইতে কভু নাহি দিতে তারে ॥
ন্যায় এক সত্য এক এক আল্লা হয়।
এই তিন যার মনে চিরবদ্ধ রয় ॥
মানবের মধ্যে সেই ধার্ম্মিক সুজন।
আত্মপর ধর্ম্ম তাহে কি আছে ওসমান ॥
আত্মপর বলি ধর্ম্মে যে দেয় আখ্যান।
নাহি তার সাম্যভাব নাহি ধর্ম্মজ্ঞান ॥
একটি সাগর আছে জগত জুড়িয়া।
বহু করি তুলে লোকে বহু নাম দিয়া ॥
একই মানব তার একই ধরম।
হতে পারে ধর্ম্ম-পন্থা কিঞ্চিৎ রকম ॥

পারস্যের লোক মোরা তবে কি কারণ।
পররাজ্য এ ভারত করিনু গ্রহণ ॥
বাঙ্গালীর মত মোরা খাই মাখি পরি।
তাহাদের রীতি নীতি নিত্য অনুসরি ॥
বাঙ্গালীর ভাষা এবে মাতৃভাষা মোর।
বাঙ্গালী পড়শ মোর বাঙ্গালী দোসোর ॥
নিত্য আমি ঘুরি ফিরি বাঙ্গালীর সাজে।
মুখেতে পাঠান আমি বাঙ্গালী যে কাজে ॥
যাহা হতে অভিরুচি অথবা যেমন।
ধারণ করহ তুমি সেইত ধরম ॥
কিন্তু বিভুর অর্চ্চনা হয় একই সে কাজ।
বাঙ্গালী কহয়ে ধ্যান আমরা নমাজ ॥
এখন ওসমান তুমি দেখ মনে বুঝে।
কে নয় বাঙ্গালী এবে মো সবার মাঝে ॥
আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন।
রাজ-সেবী হলে তার কর্ত্তব্য কেমন ॥
গজনীর মহমুদ দুরন্ত শয়তান।
শ্মশানে যে পরিণত করে হিন্দুস্থান ॥
ধন-লোভে ভগ্ন-করা দেবতা-মন্দির।
অতিপ্রিয় ছিল তার বিচার বুদ্ধির ॥
তার অস্ত্রে হত বহু সমূলে নৃপতি।
নাছিল তাদের কেহ বংশে দিতে বাতি ॥
এই কথা রাজ্যে তার হইলে জাহির।
শুনি মর্ম্মে ব্যথা বড় পাইল উজীর ॥
দিবারাতি ধর্ম্ম-শিক্ষা দেন তারে তিনি।
চোরা না শুনয়ে কিন্তু ধরম কাহিনী ॥
তত্রাপি অটল মন্ত্রী ভয় নাহি তার।
নিত্য নিত্য সহে কত রাজ-অত্যাচার ॥
[৭৫/] কোনমতে ক্ষান্ত নহে মন্ত্রীমহাশয়।
রাজার হইল ইথে চিন্তার বিষয় ॥
একদিন কহে রাজা উজীরের স্থানে।
চল মোরা যাই দোঁহে কানন-ভ্রমণে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী সায় দিলা তায়।
কোন বনে গিঞা দোঁহে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥

কুকর্ম্মের অনুতাপ জুটিয়াছে আসি।
এই হেতু নৃপতির মুখে নাই হাসি ॥
কথা কন কিন্তু মুখে বিষাদের রেখা।
উজীরের নেত্র-পথে আসি দিল দেখা ॥
মন্ত্রী ভাবে শ্রম মোর হইবা সফল।
এই ম্লানমুখ তার ঘোষণা কেবল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাজা করে দরশন।
জনশূন্য ভগ্ন এক ইষ্টক-ভবন ॥
ছোট বড় দুইটি পেচক বসি তায়।
চীৎকার করি দোঁহে করিছে লড়াই ॥
বহুক্ষণ শুনি রাজা কহিলা উজীরে।
পার কি বলিতে ওরা কি বলিছে কারে ॥
পারি বলি কহে মন্ত্রী সহাস্য বদনে।
সে কথা বলিতে কিন্তু ভয় হয় মনে ॥
মহমুদ কহে আমি দিলাম অভয়।
কহ তুমি পক্ষী দুটি কে কি কথা কয় ॥
করপুটে কহে মন্ত্রী শুন জাঁহাপনা।
এই ভগ্ন বাড়ী হয় ছোটটির থানা ॥
বড়টি এ বাড়ী তার নিতে চায় কাড়ি।
ছোট কহে মোর থানা কেনে দিব ছাড়ি ॥
বড় কহে জোর যার তার এ মুলুক।
ছোট হঞা বড় কথা এত বড় বুক ॥
একটি সাপট যদি মারি তোর গায়।
বল তোর বাঁচিবার কি আছে উপায় ॥
ছোট কহে যদি তুমি করেছ মনন।
একটি বিশাল রাজ্য করিতে গঠন ॥
যাওনা ভারতে যথা মহমুদ বীর।
ভাঙ্গে কত রাজ-বাস দেবের মন্দির ॥
বলুক জগৎ তায় অদ্ভুত শয়তান।
আমাদের পক্ষে কিন্তু তিনি ভগবান্ ॥
যাহ তুমি না হয় চলিনু আমি তথা।
বিবাদ করয়ে তারা বলি এই কথা ॥
মহমুদ কহে মন্ত্রী না ভাবিহ আন।
যথার্থই আমি এক অদ্ভুত শয়তান ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি কহি বারে বার।
না করিব কারো প্রতি কভু অত্যাচার॥
পর-উপকার শুনি হয় পর ধর্ম্ম।
আজ হতে হইল তাই মোর নিত্যকর্ম্ম॥
অতঃপর মহমুদ পর-উৎপীড়ন।
না করিলা কোন দিন যাবত জীবন॥*
শুন ওসমান তুমি উজীরের মত।
যে দিন হইবা হেন ধর্ম্মে কর্ম্মে রত॥
প্রকৃত রাজার সেবা স্বধর্ম্ম কেমন।
বুঝিতে পারিবে তবে তুমি ওসমন॥
কেমন হইল মন কহে ওসমন।
মনের মতন এবে তুমি রহমন॥
আমিও শপথ করি কহি তব ঠাঁই।
রাজারে ধর্ম্মের পথে চালিব সদাই॥
সত্য বটে রহমন যা কহিলা তুমি।
মুখে যাই বলি কিন্তু অন্তরেতে মানি॥
যত দেশ পরমেশ হয় যদি তত।
কোনটিই পরমেশ না হয় সঙ্গত॥
আল্লা যবে এক মাত্র জগতের পতি।
যবে সে জগৎ জুড়ি মোসবার স্থিতি॥
একই ঈশ্বর তবে এক জাতি মোরা।
৫৮/] আত্মপর-ধর্ম্ম বলা পাগলের পারা॥
বুঝি সব কিন্তু ভাই কহি তব পাশে।
দীনের দারিদ্র্য-দোষ শতগুণ নাশে॥
বন্ধন খুলিয়া পরে কহে রহমন।
জানি আমি বহুদিন তুমি বিচক্ষণ॥
কিন্তু অর্থাভাবে কভু উচিত না হয়।
জ্ঞানী হঞা গ্রহণ সে পাপের আশ্রয়॥
চির দিন দীনহীন সুখশান্তি-হারা।
পুণ্যাত্মা পরমসুখী চিরানন্দে ভরা॥
যাও ভাই আজি হইতে তুমি মোর সখা।
যাই আমি আবার সময়ে হবে দেখা॥

এত কহি রহমন করিল গমন।
বিমনা হইয়া তবে চলে ওসমন॥

* | * | *

পরদিন সিকন্দর ঘাতকে ডাকিয়া।
সঙ্গোপনে কহে কথা অন্দরে থাকিয়া॥
দুটি কাজ করিতে হইবে তোমা দোঁহে।
পুরস্কার দিব আমি তুষ্ট হও যাহে॥
এক কাজ চণ্ডীর সে মস্তক-ছেদন।
অন্য কাজ ভৈরবীর ত্রিশূল-হরণ॥
ধর এবে শত মুদ্রা গিঞা চুপে চুপে।
সাধন করহ কার্য্য পার যেইরূপে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে মুদ্রা লইয়া করে।
হুজুরে সেলাম দিঞা চলি গেলা ঘরে॥

* | * | *

দ্রুতপদে শাহিজাদা আসিয়া তখন।
রাজপদে যথোচিত করিলা বন্দন॥
শুধাইলা সিকন্দর কহ বৎস মোরে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবা আর কতদিন পরে॥
শাহিজাদা কহিলেন আজ্ঞা হইলে দাসে।
এই দণ্ডে বিনাশিতে পারি চণ্ডীদাসে॥
পর লঞা হইলে এই কর্ম্মের বাঁধনি।
হইবা বৃথা কালক্ষয় লোকে জানাজানি॥
সিকন্দর কহে বৎস আমার আদেশে।
তা হলে ত্বরায় তুমি বধ চণ্ডীদাসে॥
উত্তরিলা শাহিজাদা দিন দুই পরে।
শুনিবেন চণ্ডীদাস গেছে লোকান্তরে॥
বিনাশিব তারে আমি এহেন কৌশলে।
সন্ধান না পাবে তার কেহ কোন কালে॥
মুহূর্ত্তে অসীম সিন্ধু করে যে শোষণ।
গোষ্পদ শুষিতে তার লাগে কতক্ষণ॥
কত বড় কার্য্য সেটা যার জন্য এত।
রাজ্যেশ্বর হঞা তুমি চিন্তায় জড়িত॥
পর-পুষা অর্থক্ষয় বালুরাশি প্রায়।
সর্ষপ সমান লাভ তাহাতেও নাই॥

* গজনীর সুলতান মাহমুদ ও পেচকের এই গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু মূল কোথায়?

এই কার্য্যে পুত্র যবে ধরিয়াছে অসি।
নিশ্চিন্তে থাকুন পিতা আমি তবে আসি।
এত কহি যুবরাজ করিলা গমন।
কি জানি কি ভাবে রাজা হাসে কতক্ষণ।
হেন কালে লছমনী আসি দ্বার খুলি।
নাচি নাচি হাসি কয় দিঞা করতালি॥
গ্রাসিতে অবনী উথলে সিন্ধু গর্জ্জনে কাঁপে হিয়া।
গণ্ডূষ তরে কুম্ভজ কত তাণ্ডবে তাথিয়া থিয়া॥
এড়ি ফুলশর স্মর সদম্ভে লম্ফে কম্পে ধরা।
জাগি উঠে তায় স্মর-নিসূদন লোচন-দহন-ভরা॥
দংশিতে ব্যাল বিলোল-রসনা বিস্তারি ফণা ধায়।
গর্জ্জন করি উরগ-নাশন ভক্ষিতে আসে তায়॥*
মন্থনে ক্ষীর-সিন্ধু-সলিলে পন্নগবিষ ঢালে।
কটি আঁটি ধায় ধূর্জ্জটি তায় পুরিতে আপন গলে॥
ধুম তেরে খিটি ধিন্না তাক তেরে খিটি ধিন্না
তাক তেরে খিটি তাখিটি তাখিটি তাক তেরে খিটি ধিন্না
খিটি ধিন্না খিটি ধিন্না খিটি ধিন্না॥
এত কহি লছমনী নাচি নাচি আসি।
ছুটি চলি গেলা এবে খল খল হাসি॥

* | * | *

বকুলের মূলে দুকূল পাতিয়া শায়িতা কমলকুমারী।
প্রাণমন তার করয়ে বিহার সহিত অটলবিহারী॥
স্থাণু-অনুমিতা মৃতা কি জীবিতা কে বুঝিবে সে তা নয়নে।
হেনতর ভাবে বিহরে ভৈরবী আদিনা কুসুম-কাননে॥[৬৫]

বাম করতলে ত্রিশূল তাহার ধক-ধক করি জ্বলিছে।
লখি তায় কেবা উকি-ঝুকি মারি পাটি-পাটি করি চলিছে॥
চুপে-চাপে গিঞা ধরিল ত্রিশূল দ্রুতপদে গেল ভাগিয়া।
ক্ষণকালপরে কমলকুমারী চমকি উঠিল জাগিয়া॥
নিহারে সুন্দরী শূল গেল চুরি নীরবে ক্ষণিক দাঁড়ায়ে।
বাটপাড়ীরূপে চলে চুপে চুপে স্মরি শ্যামা-পদ হৃদয়ে॥

* | * | *

শূল লঞা চলে চোর দোঁহে মনসুখে।
কে যায় কে হাঁক দিঞা দাঁড়ায় সমুখে॥
চমকি উঠিল দোঁহে শূল ধরে আঁটি।
পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে পলাইতে ছুটি॥
দ্রুতপদে গিঞা দোঁহে ধরে হাঁকদার।
চিনিতে পারিয়া কহে কহ কি ব্যাপার॥
৫৮৵] সেলাম করয়ে দোঁহে চিনি যুবরাজে।
কহে মোরা গিঞাছিনু হুজুরের কাজে॥
এই সেই দুশ্চারিণী ভৈরবীর শূল।
এইবার লাগে দায় চণ্ডীর নির্ম্মূল॥
শাহিজাদা কহে এই ত্রিশূল লইঞা।
রাজার কি হইবে কাজ না পাই ভাবিঞা॥
শূলপাণি কহিলা আমিও ভাবি তাই।
না মরিবা পতঙ্গও এই অস্ত্র-ঘায়॥
শাহিজাদা কহে থাক সে সকল কথা।
আজি রাত্রে কাটি ফেল কাফেরের মাথা॥
হের এই সঙ্গে মোর আছে চারিজন।
তুমা দোঁহে মিলি কর কার্য্যের সাধন॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি প্রায় হইল গত।
অবশ্যই চণ্ডীদাস আছে নিদ্রাগত॥
স্থানান্তর করি তারে যেরূপে সম্ভবে।
সাধন করহ কার্য্য এই মতে সবে॥

---

* লছমনীর গীত গূঢ়ার্থ। ইহার দুই পক্ষ আছে। এক পক্ষ সিকন্দর, অন্য পক্ষ চণ্ডীদাস। সিকন্দর আক্রামক, চণ্ডীদাস আক্রান্ত। কিন্তু আক্রামকের বাহুবল আক্রান্তের সিদ্ধিবলের নিকট পরাজিত হইবে। (সিকন্দর পক্ষে) সিন্ধু গর্জ্জনপূর্ব্বক লোক-হৃদয় কম্পিত করিয়া অবনী (চণ্ডীদাসকে) গ্রাসিতে উথলিতেছে। কিন্তু (চণ্ডীদাস পক্ষে) কত কুম্ভজ, অগস্ত্য ঋষি, সে সিন্ধু গণ্ডূষ করিবার নিমিত্ত তাথিয়া-থিয়া তাণ্ডবিতেছে। (সিকন্দর পক্ষে) স্মর, মদন, শরাসন ধারণ করিয়া দম্ভে লম্ফে ধরাকে কম্পিত করিতেছে, কিন্তু (চণ্ডীদাস পক্ষে) স্মর-নিসূদনের দহনভরা লোচন জাগিয়া উঠিতেছে। (সিকন্দর পক্ষে) বিলোল-রসনা ব্যাল, সর্প, দংশিতে ফণা বিস্তার করিতেছে। (চণ্ডীদাস পক্ষে) উরগ-নাশক গরুড় তাহাকে ভক্ষিতে গর্জ্জনপূর্ব্বক ধাবিত হইতেছে।

৬৫) পাণ্ডুআ নগরের উপকণ্ঠে আদিনা মসজিদ বিখ্যাত আছে। পূর্ব্বে এখানে হিন্দু মন্দির ছিল। সে মন্দিরের প্রস্তর লইয়া সিকন্দর শাহ এই মসজিদ করাইয়া ছিলেন। পৌণ্ড্র শব্দ হইতে পাণ্ডুআ। পূর্ব্বকালে এখানে পৌণ্ড্র রাজধানী ছিল। বোধ হয় মহাভারতের পৌণ্ড্র-রাজ বাসুদেব এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্ধন প্রসিদ্ধ হয় নাই। মালদহ, গঙ্গার চর হইতে উৎপন্ন। এই চর-হেতু গঙ্গা দুই ভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

হেথা প্রভু চণ্ডীদাস বাগিচা-ভবনে।
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মগ্ন সুগভীর ধ্যানে॥
শম্ভুনাথ রুদ্রমালী আদি ভক্তগণ।
প্রভুপাশে অঙ্গ ঢালি নিদ্রায় মগন॥
সুপ্তিঘোর জীবের চৈতন্য নিল কাড়ি।
নীরব নিস্তব্ধভাব সারা বিশ্ব জুড়ি॥
এই ভাব ভাবুকের মনের মতন।
সাধু ভক্ত প্রেমিকের হৃদয়-রঞ্জন॥
ঘাতক দস্যুর কাজে অনুকূল হয়।
বিষ কি অমৃত সেই কে করে নির্ণয়॥
চাহেন যে যোগে প্রভু প্রেমের সন্ধান।
ঘাতক সে হেন যোগে ইচ্ছে তার প্রাণ॥
চুপি চুপি আসি তারা প্রভুর নিকটে।
তক্তা সহ তুলি তাঁর স্কন্ধে করি ছুটে॥
জানিনা জানিতে প্রভু পারিলেন কিনা।
কে বুঝিবে তাঁর ভাব অন্তর্য্যামী বিনা॥
লছমনী ছুটা-ছুটি আসি কহে তবে।
আগুন লাগেছে ভাই উঠ জাগি সবে॥
শম্ভুনাথ উঠি কহে কোথায় আগুন।
বালা কয় করে রাজা প্রভুরে যে খুন॥
যাও যাও তুমাদের জীবন-সম্বল।
এই পথে গেছে লইঞা ঘাতকের দল॥
যাহ ত্বরা নইলে তার ফুরাইবে খেলা।
এত কহি লছমনী হাসি চলি গেলা॥
উঠি তবে শম্ভুনাথ আর রুদ্রমালী।
দ্রুতপদে সেই পথ ধরি গেলা চলি॥
একটা দুর্গম স্থান বড়ই ভীষণ।
চৌদিকে বিকট মুদ্রা কঙ্কালের বন॥
পড়ি কত রাশি রাশি মানুষের হাড়।
কৃমিপূর্ণ কদাকার মড়ার পাহাড়॥
দুর্গন্ধে মায়ের দুগ্ধ পেটে নাহি রয়।
বিকট চীৎকার শুনি কাঁপয়ে হৃদয়॥
সেই স্থানে চণ্ডীদাসে নামাইল আনি।
হো আল্লা বিমোল্লা বলি করে উচ্চ ধ্বনি॥

প্রভুরে ধ্যানস্থ তবু হেরি রাজপুত।
মনে মনে কিঞ্চিত সে মানিলা অদ্ভুত॥
বিলম্বে হইতে পারে লোকে জানাজানি।
আজ্ঞা হইলে এই দণ্ডে ফতে করি আমি॥
কহিলা ঘাতক এক শাহিজাদা কয়।
হেন কর্ম্ম কখনই উচিত না হয়॥
নিদ্রিতে বিনাশ করা সে ত বড় সোজা।
না জানি মরিল যদি তাহাতে কি মজা॥
ধ্যানভঙ্গ করি আগে করহ জ্ঞাপন।
আমরা করিব তার মস্তক-ছেদন॥
তাহে যে ঘটিবা তীব্র হৃদয়-বেদনা।
তার চেঞে কিছু নয় মৃত্যুর যন্ত্রণা॥
এত কহি প্রভু অঙ্গ করে সঞ্চালন।
তাহাতে করেন তিনি নেত্র-উন্মীলন॥
শাহিজাদা কহে আমি নবাব-কুমার।
শত্রু তুমি শিরশ্ছেদ করিব তুমার॥
কি বলিতে চাহ তুমি হইলেও বাদী।
কহ এবে করিব তা সম্ভবয়ে যদি॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসি তুমায়।
আশ্রম ছাড়ায়ে কেন আনিলে হেথায়।
লোক-নিন্দা-ভয়ে যদি অথবা কুমার।
আমার সমান বল নাহিক তুমার॥
নিন্দাভয় হলে তুমি বুঝিয়াছ মনে।
অযথার্থ কার্য্য হইবা আমার নিধনে॥
তবে এই হীনকর্ম্মে ঘটিলে সন্তোষ।
কেনে না কহিব তোর জন্মে আছে দোষ॥
না থাকিলে মম সম সহায় সম্পদ।
আমার প্রাণান্তে তোর সমূহ বিপদ॥
পাগলের মত কেন কহ তবে শুনি।
আপনার মৃত্যু-পথ খনিছ আপনি॥
আমারে নাশিবি কিরে আমি যে অমর।
চিরস্থির আমি মোর কর্ম্মের ভিতর॥
একে একে একদিন সবে হবে ছাই।
কল্প-কল্পান্তরে কিন্তু আমি মরি নাই॥

খণ্ড খণ্ড কর মোর আপাদমস্তক।
মরায় হইবা মারা শুনরে বালক॥
না জানিস গুপ্তাঘাতে কার মৃত্যু হয়।
যেই মারে সেই মরে কহিনু নিশ্চয়॥
ঈশ্বরের গড়া জীব যেই ফেলে ভাঙ্গি।
৫৯/] তার চেঞে কেহ নাঞি অধর্ম্মের ভাগী॥
এই পথ ধরি যায় পাপে আসি ধরে।
এ সংসারে সেই মাত্র বাঁচিয়াও মরে॥
কুমার কহিল যার বাক্যশর-ঘায়।
ভস্ম হঞা যায় লোক থাকিতে উপায়॥
কেহ হয় পঙ্গু কেহ কীটে পরিণত।
তোর মধ্যে এ প্রবাদ চিরতরে খ্যাত॥
সত্য হইলে এই কথা পৃথিবীর মাঝে।
কে আছে এমন বীর হিন্দুসহ যুঝে॥
মিথ্যার উপর যার অটল বিশ্বাস।
সেই মূর্খ হিন্দু এক তুই চণ্ডীদাস॥
তোর মত হেথা কত জন্মেছিল গোঁড়া।
তেঁই এ ভারত আজি তোর হাত-ছাড়া॥
গোঁড়ামির গুরু তোরা বুড়ালেও শিশু।
জঙ্গলে থাকিলে তোরা এক জাতি পশু॥
মোর অস্ত্রে হোক আজি তোর অবসান।
জন্মিবি ইহার পরে হঞা মুসলমান॥
এত কহি শাহিজাদা তুলি ধরে অসি।
রুদ্রমালী শম্ভুনাথ ধরে তায় আসি॥
কুমার কহিলা দীপে পতঙ্গের পারা।
যমঘণ্টযোগে* পদ বাড়াইলি তোরা॥
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে আসিয়াছি মুই।
আমারে রোধিতে চাস শম্ভুনাথ তুই॥
নির্ব্বীর্য্য ব্রাহ্মণ তুই কৌপীন সম্বল।
সিংহ-জয়ে বিধি দিলা তোর অঙ্গে বল॥
ক্ষত্রিকুলজাত বটে বীর রুদ্রমালী।
কিন্তু সে দুর্ব্বল এবে মসিজীবী বলি॥

শম্ভুনাথ কহে তবে শুনরে অজ্ঞান।
হেঙ্গল বুঝিবে কিসে তুলসীর মান॥
ক্ষত্র হতে যেই জন লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
তিনিই ভারতে মাত্র ব্রাহ্মণ মহান॥ †
হীনবীর্য্য বলি তারে বলিস যে কথা।
সে তোর মূর্খামি অতি ঘোর বর্ব্বরতা॥
তোদের সে একমাত্র শর-নিক্ষেপণ।
একটি জীবের হয় মৃত্যুর কারণ॥
কিন্তু এই ব্রাহ্মণের এক বাক্য-বাণে।
জীবশূন্য বসুন্ধরা হঞা যায় ক্ষণে॥
করিস প্রভুর পুনঃ যদি অপমান।
হানিব তুমার বক্ষে সেই বাক্যবাণ॥
রুদ্রমালী কহে তুই চাস যদি প্রাণ।
যা চলি সত্বরে মূঢ় ছাড়ি এই স্থান॥
নতুবা প্রভুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত হলে।
কোন মতে রক্ষা না পাইবি জলে স্থলে॥
শাহিজাদা কহে শম্ভু শুন তোরে বলি।
প্রভুভক্ত বলি তোরা প্রাণ দিতে আলি॥
পিতৃভক্ত পুত্র হই আমিও তেমতি।
পিতৃ-আজ্ঞা মতে তেঁই হেন কর্ম্মে ব্রতী॥
পড়ুক মস্তকে মোর সহস্র অশনি।
তত্রাপি পশ্চাৎপদ না হইব আমি॥
আসিয়াছে যেই জন হেন প্রাণপণে।
সে কেন ডরিবা তোর বৃথা বাক্যবাণে॥
দেখ তবে বলি শম্ভু যজ্ঞসূত্র ধরি।
উর্দ্ধপথে চাহি যবে কাঁপে থরথরি॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি প্রভু উঠি অকস্মাৎ।
ধরেন সজোরে তার মুখে দিয়া হাত॥
উন্মত্তের মত শম্ভু ধরি তাঁর করে।
অপসরি স্ফীতবক্ষে কহে উচ্চ স্বরে॥

* যমঘণ্টযোগ এক অশুভকাল। সে যোগে যাত্রায় মরণ হয়।

† ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয় জ্ঞানদাতা ও ব্রাহ্মণ শ্রোতা।

পিতৃভক্ত বলি তুই বলিস যে দাপে।
হইবা সে চূর্ণ তোর পিতৃহত্যা-পাপে ॥৬৬
ব্রাহ্মণ অসত্যবাদী নিতান্ত দুর্ব্বল।
এত বলি মোরে গালি দিস যে কেবল ॥
সেই সে ব্রাহ্মণ করে করি অস্ত্রাঘাত।
এই হেতু তোর বংশ করিবা নিপাত ॥
প্রভু কহে কি করিলি দিলি অভিশাপ।
হায় কি করিলি শম্ভু এ যে মহাপাপ ॥
স্ত্রীহত্যা করিলে তুই জীবন যাবৎ।
তাতেও আছিল তোর উদ্ধারের পথ ॥
মিথ্যা নাহি হয় কভু কয় যা ব্রাহ্মণ।
আশীসের কর্ত্তা সেই এই সে কারণ ॥
জীবের কল্যাণ হেতু জনম যাহার।
অভিশাপ হয় কিরে কর্ত্তব্য তাহার ॥
ব্রাহ্মণের অভিশাপ মিথ্যা নাহি হবে।
উলিয়াজ বংশ* তথা ছারখারে যাবে ॥
কিন্তু ইথে তুমার কি হইবা শম্ভুনাথ।
ভাবি আমি মর্ম্মে বড় পেঞেছি আঘাত ॥
ভুঞ্জিবা সে সবে যবে কুকর্ম্মের ফল।
তার জন্য তোর চক্ষে না শুখাবে জল ॥
যতদিন সে সবার উদ্ধার না হবে।
সবার পশ্চাতে তুমি কাঁদিয়া বেড়াবে ॥
শম্ভুনাথ কহে প্রভু ধরি তব পায়।
বলে দাও তবে আমি করি কি উপায় ॥
চণ্ডীদাস কহে শম্ভো তার প্রতিকার।
যা হয় তা করা নহে সম্ভব তোমার ॥
ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় যেই মহামতি।
যার ভার্য্যা তার সম-গুণে গুণবতী ॥
সস্ত্রীক সহস্র দণ্ড থাকি অনশনে।
ব্রহ্ম-ধ্যানে রত সদা নির্জ্জন কাননে ॥
যার যাহে অভিরুচি করাঞে ভোজন।
[১৯/] নিত্য নিত্য সেবা করে জীবনারায়ণ ॥
শ্বাপদ ভোজনে যদি ঘটে থাকে ত্রুটি।
তখনি যে দেয় নিজ গাত্রমাংস কাটি ॥
নিয়মান্তে ফলাহারী হইঞা চতুর্দ্দিক।
করি হরিসংকীর্ত্তন ভ্রমঞে সস্ত্রীক ॥
এমতে দ্বাদশবর্ষ করিলে নিয়ম।
তারি হঞা থাকে এই পাপের খণ্ডন ॥
শম্ভুনাথ কহে প্রভু করি নিবেদন।
করুন দাসের এক সন্দেহ ভঞ্জন ॥
সূচি-দন্ত জীব তারা আমিষেতে রাজী।
ফলক-দশন জীব শাকশস্য-ভোজী ॥
এই হইল প্রকৃতির সনাতন রীতি।
বিপরীত ভোজ্যে কারো না জন্মিবা প্রীতি ॥
চাই যদি পলাশীর† তৃপ্তির সাধনে।
জীবহিংসা বিনা তাহা সম্ভবে কেমনে ॥

---

৬৬) বঙ্গের ইতবৃত্তে আছে সিকন্দর-শাহের দুই বেগম ছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন, প্রথম বেগমের এক পুত্র। দ্বিতীয় বেগমের বহু পুত্র (১৭টি) ছিল। গিয়াস্-উদ্দীন প্রথমে পিতার প্রিয় ছিলেন, এবং পূর্ব্ব দেশের শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বেগম ঈর্ষাবশে পিতা-পুত্রের মনান্তর ঘটাইলেন। গিয়াস্-উদ্দীন স্বীয় অধিকারে স্বাধীন হইয়া স্বীয় নামে মুদ্রা চালাইতে লাগিলেন। শেষে পিতা-পুত্রে যুদ্ধ হইল, সিকন্দর-শাহ্ পরাজিত ও নিহত হইলেন। জয়ী শাহজাদা এখন গিয়াস্-উদ্দীন আজম্‌শাহ্ নামে গৌড়েশ্বর হইলেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। এক মুসলমান ঐতিহাসিক সিকন্দরকে সদাশয় ও ধর্ম্মভীরু বলিয়াছেন।

কবির মতে সিকন্দর-শাহ্ গৌড়েশ্বর হইবার পর ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচার নিমিত্ত হিন্দুর প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। হত্যার অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাসকে পাণ্ডুআয় আনাইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের উদার চরিত মহান্ অনুভব ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-বিদ্বেষ দমন করেন। বেগমও চণ্ডীদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শাহজাদা পিতৃআজ্ঞাকারী ছিলেন, কিন্তু পিতা-মাতার মতি পরিবর্ত্তনে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু হন, পরে রণক্ষেত্রে পিতাকে নিহত করেন। সিকন্দর বাদশাহ হইবার প্রথম বৎসরে চণ্ডীদাস পাণ্ডুআ গমন করেন। কবির মতে তখন সিকন্দরের একটি বেগম ছিলেন।

শমস্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্ মল্লভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে পুথীর ১৭/ পত্রাঙ্কে পাইয়াছি। তিনি ইলিয়াস্ বংশের আদি। তৎপুত্র সিকন্দর; তৎপুত্র পুথীর শাহজাদা গিয়াস্-উদ্দীন। ইঁহার পৌত্রে এই বংশের অবসান হয়।

* ইলিয়াস্ বংশ।

† সং পল, মাংস। পলাশী, মাংসাশী।

যদি পাপ বলি তায় করিয়া বর্জ্জন ।
নিজগাত্রমাংস কাটি করিলে অর্পণ ॥
মাসাধিক কাল তাহে চলিবে কেমনে ।
এহেন সন্দেহ মোর জন্মিয়াছে মনে ॥
প্রভু কহে ব্রতী যে সে অনন্তমহিম ।
সবি তার জটিলের দধিভাণ্ড-সম ॥৬৭
জোগান যেমতে দধি জটিলের মিতা ।
তেমনি জোগাবে মাংস তার বিশ্বপিতা ॥
অদূর অলক্ষ্যে থাকি কহে কে রমণী ।
ধন্য তুই চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি ॥
রক্ষা হেতু তেঁই তোরে সব পরিহরি ।
ফিরে ফিরে তোর পিছে জগত-ঈশ্বরী ॥
যার যা কর্ত্তব্য এবে বুঝি এই কালে ।
করি ফেল শাহিজাদা তুমরা সকলে ॥
কর্ম্মের কল্পনা করি পাইলে যে ফল ।
সেই ভাল আর কেনে যাবে রসাতল ॥
শাহিজাদা কহে বুঝি তুই লছমনী ।
না চিনে পুষিল রাজা কাল-ভুজঙ্গিনী ॥
যাই আমি ঘরে তবে দেখিব কেমন ।
আমার পিতার তুই আদরের ধন ॥

৬৭) জটিলের দধিভাণ্ড নামক উপাখ্যান পুরাতন। লোকমুখে বহুপ্রচলিত ছিল। ইংরেজী ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ছিল না, ইংরেজীশিক্ষিত লোকে জানিতেন না। কিছুদিন হইল উপাখ্যানটি নাটকে উঠিয়াছে। আমি বাঁকুড়ায় এইরূপ শুনিয়াছি। এক পাঠশালার গুরু-মশায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মণাদি গ্রামস্থ সকলে ভোজন করিবেন। গুরু-মশায় পড়ুয়া দেখিয়া যাহার যাহা সাধ্য তাহা আনিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু জটিলকে কিছু বলিলেন না। সে এক দুঃখিনী বিধবার পুত্র। জটিলের মনে দুঃখ হইল। সে ঘরে গিয়া মাকে বলিল "মা গুরুমশায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে সবাই দিবে, আমি কি দিব?" "তুই কি আর দিবি, তোর গোবিন্দ দাদা যা দেয়, তাই দিবি। বনের ধারে মাঠে যেয়ে ডাকবি।" পরদিন প্রাতঃকালে জটিল বনের ধারে যাইয়া কাতর-স্বরে গোবিন্দ দাদাকে ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে এক ব্রাহ্মণ এক দধিভাণ্ড জটিলকে দিয়া চলিয়া গেলেন। জটিল সে ভাণ্ড লইয়া গুরুমশায়ের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি হাস্য করিয়া ভাণ্ডটি উঠানের এক পাশে রাখিতে বলিলেন। ভাণ্ডের দধি এক জনেরও পর্য্যাপ্ত হইবে না, দুই শত আড়াই শত লোক ভোজন করিবে! দৈবাৎ এক কাক দধিভাণ্ডে বসিলে ভাণ্ডটি কাত হইয়া পড়িল, দধি উঠানের অনেক দূর গড়াইতে লাগিল। গুরুমশায় এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ভাণ্ডটি সোজা করিয়া দিলেন, আর দেখিলেন ভাণ্ডটি দধিপূর্ণই আছে। নিমন্ত্রিতেরা সে ভাণ্ডের দধি নিঃশেষ করিতে পারিলেন না। গুরুমশায় বলিলেন "বাবা জটিল, তুই এই দধিভাণ্ড কোথায় পেলি?" "গোবিন্দ দাদা দিয়াছে।" পরে গুরুমশায় গোবিন্দ দাদার উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্যের বাহিরে নাচি কহে লছমনী ।
শুনা যায় স্পষ্টভাষা নূপুরের ধ্বনি ॥
শুনরে রাজার পো    আমিই সবার সো
আমি সে সবার বাবার বাবারও ভব পাবার নৌ
আমি দোহিন তোদের দ্বৌ
এত বড়াই কিসের তোর ॥
আমি সবারি চাই সু    এত সয়াস কেনে মু
মায়ে পোয়ে বাবার হয়ে কাটিস্ কেবল কু
আর বাঁধব কত মু ॥
চণ্ডী কে তা চিনলি নে। ধিক ধিক তোর জীবনে ॥
রাজা হওা সহজ কি। হয় কুলা না হয় ঢেঁকি ॥*
তুই যদি সে রাজার কোঁর। বিচার বুদ্ধি কোথায় তোর ॥
ভালয় ভালয় ঘরকে যা।  যা পারিস তা করগা যা ॥
নইলে এবার দেখবি মজা দেখবি মজা দেখবি মজা
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ॥
শাহিজাদা কহে ধর এককালে অসি ।
ধর্ম্মরক্ষা কর সবে নাশি সর্ব্বনাশী ॥
পাগ্‌লীর কথায় কেহ নাহি দাও কান ।
আমরা কাক্ষের নহি নহি হীনপ্রাণ ॥
শূলধারী ত্রিশূল ফেলিয়া ভূমিতলে ।
সবাকার সহ অস্ত্র ধরে এক কালে ॥

লছমনী কুপিত হইয়া বলিতেছে, ওরে রাজার পো, আমি সবাকার সো, সুয়ো। আমি বাবার বাবারও পিতামহগণ হইতে সকলের ভবপারাবারের নৌকা। আমি দোহিন (?) তোদের দৌ (দোআ, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ?)। তোর এত বড়াই কেন? আমি সবার সু, মঙ্গল চাই। তবে এত মু, মুখ, বাক্য সহাস কেন? মায়ে-পোয়ে বাবার সিকন্দরের পক্ষ হইয়া কেবল কু, অমঙ্গল চিন্তা করিতেছিস আমি আর কত মুখ বুজিয়া থাকিব? রাজা হওয়া সহজ নয়। কোন রাজা কুলার ন্যায় অসার উড়াইয়া সার সংগ্রহ করেন। কোন রাজা ঢেঁকি, সার অসার মিশ্রিত করিয়া শিষ্ট ও দুষ্ট, উভয়কে পিষ্ট করেন।

সুদিব্য মশাল-শিখে সেহ লক্ষ্য করি।
ধরিলা আসিয়া শূল কমল-কুমারী ॥
ত্রস্ত হঞা চারি জন ছুটিয়া পালায়।
আর দোঁহে শূলাঘাতে জীবন হারায় ॥
তারপর শাহিজাদা-মস্তক লক্ষিয়া।
ধরিলা সরোষে শূল শম্ভুনাথজায়া ॥
লছমনী ছুটি আসি শূল ধরি কয়।
দাদা মোর শাহিজাদা দাও মা অভয় ॥
লক্ষ্য ত্যজি কহে হাসি শম্ভুনাথজায়া।
তাহার কি ভয় যার ভগিনী বিশ্বয়া ॥
কিন্তু এক কথা মোরে কহত মা শুনি।
কখন কোথায় ফুটে নীহারে নলিনী ॥
বালা কহে বিধির বিধান বাঁচামরা।
সার্থক করিয়া দিই হেতুরূপে মোরা ॥
শপিলা যে শম্ভু তাও বিধির নিয়ম।
না জীইলে মিথ্যাবাদী হয় যে ব্রাহ্মণ ॥
সুখদুঃখ বাঁচামরা যত ঘুরফের।
জীবের কেবলমাত্র অদৃষ্টের ফের ॥
অনুকূল প্রতিকূল হওা মোসবার।
কার্য্যের কৌশল মাত্র সেই সে ধাতার ॥
প্রভু কহে মা আছে মাতুল মোর নাই।
তা হলে কেমন করে থাকে তোর ভাই ॥
বালা কহে তাই চণ্ডী তাই তাই তাই।
আইস মা ভৈরবী আর থাকি কাজ নাই ॥
এত কহি ভৈরবীর হাতে ধরি বালা।
ঘোর অন্ধকারে ক্ষণে অদৃশ্য হইলা ॥
ধ্যানে মগ্ন হন তবে প্রভু অকস্মাৎ।
পদতলে বসি রুদ্র সহ শম্ভুনাথ ॥
৬০/] আচম্বিতে শাহিজাদা পাগল হইঞা।
হাসি হাসি নাচি কয় করতালি দিঞা ॥
কোন খশুরা লিখারে ভাই কোন খশুরা লিখা।
কানার জুটে দানা পিনা রাজার বেটা ভুখা ॥
রে ভাই কোন খশুরা লিখা ॥

বলিতে বলিতে চলে গৃহ-অভিমুখে।
কুহরে কোকিল তবে উষার আলোকে ॥
মুখরিত তরুরাজি কলকণ্ঠ-রবে।
আমোদিত করে নাসা কুসুম-সৌরভে ॥
পূর্ব্বাকাশে দেখা যায় ঘন তমোনাশী।
স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর অরুণের হাসি ॥
জাগি উঠে জীবগণ একে একে সবে।
ক্ষণে পূর্ণ বন গ্রাম ঘোর কলরবে ॥
যখন হইল বেলা দুইদণ্ড প্রায়।
উঠে এক জনরব চণ্ডীদাস নাঞি ॥
যে যাহার কাছে যায় কহয়ে সবাই।
যথার্থ আশ্রমে আজ চণ্ডীদাস নাই ॥
রাসমণি আছে মাত্র কেহ নাহি আর।
জানি না কোথায় গেল কি হইল তার ॥
কেহ কহে সে খবর রাখি কিবা ফল।
কেহ কহে কোথা তিনি দেখে আসি চল ॥
প্রভুর বিরহে কেহ করিছে রোদন।
অপার আনন্দে কেহ হয় নিমগন ॥
কেহ ছুটি চলে তার সংবাদ লইতে।
কেহ ছুটে হেথা সেথা সুসংবাদ দিতে ॥
ধরি বক্ষে স্বভাবের ভাব হেনতর।
সুখে দুঃখে মগ্ন আজি পাণ্ডুআ নগর ॥
রাজা কহে ধন্য পুত্র ধন্য তোর পিতা।
তোর মত হেন পুত্র কে পেয়েছে কোথা ॥
শুন রাণী বার্ত্তা এক কহি তব স্থান।
কেহ নাই রত্নগর্ভা তুমার সমান ॥
মহা-মহা বীর যেই কর্ম্মে অপারক।
আজ্ঞা মাত্র করে সে তা তুমার বালক ॥
রাণী কহে তাই হোক নইলে ছিলা মন।
বড়ই চঞ্চল আজ দেখি কুস্বপন ॥
কি করিলা পুত্র মোর কহ মহারাজ।
বড় বড় বীর নারে এমন কি কাজ ॥
হাসি হাসি সিকন্দর কহিলা তখন।
কহ রাণী আগে কিবা দেখিলে স্বপন ॥

রাণী কহে মনে হইলে কাঁপি উঠে প্রাণ।
পুত্র যেন গেছে কারো লইবারে জান॥
উল্টি তার প্রাণ লিঞা হয় টানাটানি।
রক্ষিলা তাহারে তবে গিঞা লছমনী॥
কিন্তু পুত্র কি জানি সে কোন দৈববলে।
পাগল হইয়া হায় নাচে নাচে বুলে॥
তারপর কিছুদিন পরে বাছাধন।
তুমারে নাশিতে রাজা করে মহারণ॥
নিদ্রাভঙ্গ হইলা তবে না জানি কারণ।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ ধরি বহুক্ষণ॥
সেই হইতে এতক্ষণ ছিনু ম্রিয়মাণ।
পুত্রের প্রশংসা শুনি ঘটে আইল প্রাণ॥
কহ এবে কি করিলা পুত্র প্রিয়তম।
শুনিতে আগ্রহ বড় জন্মিয়াছে মম॥
রাজা কহে কহি তবে করিয়া প্রকাশ।
ধর্ম্মবৈরী ছিলা মোর কবি চণ্ডীদাস॥
ফিকির করিয়া বহু এনেছিনু তারে।
কেবল সে গুপ্তাঘাতে বধিবার তরে॥
প্রসিদ্ধ ঘাতক কত কৈনু নিয়োজন।
কিন্তু না পারিল কেহ করিতে নিধন॥
বুদ্ধিমান পুত্র মোর এমত বিধানে।
নাশিলা তাহারে সে তা কেহ নাহি জানে॥
এই হেতু অই শুন গোঠে ঘাটে বাটে।
সব কাজ ফেলি আজ অই কথা রটে॥
পাতি পাতি করি মুদ্রা* খুজে তার দল।
সাবাসি রে পুত্র তোর বুদ্ধির কৌশল॥
সহসা শার্দ্দুল শত পড়িলে নয়ানে।
যেমন উঠয়ে লোক কাঁপিয়া সঘনে॥
কাঁপিয়া উঠিল তেন সিকন্দর জায়া।
কহিতে লাগিল তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
এ কি কথা হে রাজন্ কুমার আমার।
করিয়াছে চণ্ডীদাস প্রভুর সংহার॥

ধিক ধিক হেন পুত্রে ধিক ধিক তারে।
মোর গর্ভে জন্ম তার শত ধিক মোরে॥
হোক হেন কুপুত্রের অচিরে মরণ।
ফিরি দাও চণ্ডীদাসে তুমি ভগবন্॥
আয় মাগো লছমনী তোরে বক্ষে ধরি।
নির্দ্দয় জগত হইতে যাই আমি সরি॥ ৬০০/।
জয়মাল্য দিয়া রাজা পুত্রে লহ ঘরে।
আর না রহিব আমি তব পাপ পুরে॥
ও কে লছমনী কোথা ছিলি এতক্ষণ।
যাই বলি চলি গেলা ছুটিয়া বেগম॥
রাজা কহে পয়ঃপাত্রে পড়ি গেলা টক।
কেবল ধর্ম্মের পথে রমণী কণ্টক॥
এ কথা বেগমে বলি করেছি অন্যায়।
কি জানি সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হঞা যায়॥
দেখি রাণী কোথা গেল হইয়া উতালা।
এত কহি সিকন্দর দ্রুত চলি গেলা॥
প্রভুর বিরহে লোক হইয়া পাগল।
বাগিচা-ভবন-মুখে ছুটে অবিরল॥
কিন্তু তথা প্রভুর না পাইয়া সাক্ষাৎ।
রোদন করয়ে শিরে করি করাঘাত॥
সান্ত্বনা দিতেছে রামী কত মতে সবে।
তবু কহে প্রভু নাই হায়রে কি হবে॥
ক্ষণপরে কহে সবে হঞা কিছু স্থির।
কহ মাগো কোথা মৃত প্রভুর শরীর॥
রামী কহে তুমাদের মৃতদেহ যথা।
প্রভুর নির্জীব তনু ধরা আছে তথা॥
সবে কয় প্রভুর বিচ্ছেদ মনে জাগে।
এখন ওসব কথা ভাল নাহি লাগে॥
জানি সে ত শোকদুঃখে রামিনী অটল।
কেমনে কি হইল মাগো সত্য করি বল॥
রামী কহে সত্যই পরম ধর্ম্ম হয়।
সত্য বই মিথ্যা কথা রামী নাহি কয়॥
নিবিল বিরহানল ত্যজ মন-ব্যথা।
অই হের চণ্ডীদাস আসিছেন হেথা॥

* মুদ্রা, চিহ্ন।

পশ্চাৎ ফিরিয়া সবে দেখিলা তখন।
আসিছেন প্রভু অতি মন্থরগমন॥
মহানন্দে সবে তাঁর পড়ে পদতলে।
পড়য়ে হৃদয়সিন্ধু আনন্দে উথলে॥
প্রভু সাথে বহু কথা কহি ভক্তগণ।
ছুটিলা নগরে বার্ত্তা করিতে ঘোষণ॥
রাসমণি কহে তবে চাহি চণ্ডীদাসে।
এই সব কষ্ট তব নিজ কর্ম্মদোষে॥
দেখিতেছি পরিশ্রান্ত হইয়াছ সবে।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর কথা নাহি কবে॥
প্রভু কহে প্রবাহে যে ভাসি ভাসি যায়।
ঠিকানা না পাইলে তার বিশ্রাম কোথায়॥
কর্ম্মস্রোতে পড়ি মোরা ভাসি যাই সবে।
প্রাণান্ত না হইলে শান্তি কেমনে সম্ভবে॥
অই হের রহমন ওসমান সঙ্গে।
নাচিছে সদলবলে সমর প্রসঙ্গে॥
বিপক্ষ বাদশাহ আমি বিবাদের মূল।
এই হেতু দুর্ব্বলের হইব অনুকূল॥
যাই আমি রুদ্রমালী আইস মোর সাথে।
সাজিঞা মক্কার লোক কিঞ্চিৎ পশ্চাতে॥
এত কহি গেলা প্রভু দ্রুতপদে চলি।
সাজিলা মক্কার লোক হাসি রুদ্রমালী॥
হাসিলেন শম্ভুনাথ হাসি কহে রাই।
তফাতের মধ্যে হাতে ছাই-ভাণ্ড নাই॥
রুদ্র কহে যাত্রী হইলে হইবা ভস্মসাজ।
মক্কাবাসী হইলে মাগো তাহাতে কি কাজ॥
রাই কহে তা না হলে প্রভুর উদ্দেশ।
সিদ্ধ না হইবা রুদ্র কহিনু বিশেষ॥
রুদ্র কহে পালটিতে হইবা কিছু বেশ।
সাজিব এবার তবে তুর্কী দরবেশ॥
শুভ্রশিলাস্ফটিকের মাল্য ধরি গলে।
ছাই ভস্ম লইয়া মোটে রুদ্রমালী চলে॥

* | * | *

পাত্র মিত্র সহ রাজা বসি এতক্ষণ।
কুমারের আসা-পথ করে নিরীক্ষণ॥
উৎসবের কার্য্য কিছু না হয় বাহিরে।
আয়োজন হয় তার কেবল অন্তরে॥
মুখে বলে তাইত সে সম্মানী সবার।
হেন চণ্ডীদাস-নাশে সাধ্য হইল কার॥
তুমার তুমার বলি পশে রহমন।
রাজদরবারে যেন দ্বিতীয় শমন॥
পুন কহে সত্য কথা অসাধ্য সবার।
চণ্ডীদাসে বিনাশিতে বিনা সে তুমার॥
ধর্ম্মরক্ষা হেতু তুমি হঞা অপ্রকাশ।
ধর্ম্মের সুদিব্য মূর্ত্তি করিলে বিনাশ॥
চোরাঘাতে হত্যা করি জল্লাদ যেমন।
কোন্ দেশী ধর্ম্ম রাজা করিলে অর্জ্জন॥
যা-য় হইতে হইল রাজা কলঙ্কিত দেশ।
পুত্র শত্রু প্রজা শত্রু শত্রু পরমেশ॥
এই যদি ধর্ম্ম তবে এই রাজস্থান।
জলন্ত নরক তুমি দুরন্ত শয়তান॥
যাঁর জন্য কাঁদে আজি পাণ্ডুআ নগর।
তাঁর জন্য নাহি কাঁদে যাদের অন্তর॥
সে সকলে ধরা আজ অতি বড় সোজা।
শৃগাল কুক্কুর আর পাণ্ডুআর রাজা॥
অর্থাভাবে কাঁদি যদি তুমার সাক্ষাতে।
অর্থ দিঞা মোরে তুমি পার ভুলাইতে॥
দরিদ্র কাঁদিলে রাজা অন্নের বিহনে।
অদৈন্য করিতে পার তুমি একদিনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে আজ করি যে ক্রন্দন।
কি দিয়া ভুলাতে তুমি পারহে রাজন॥
কিঞ্চিৎ ভুলাতে হইবে দিঞা নিজ প্রাণ।
এত কহি পাশে আসি দাড়ায় ওসমান॥
প্রভু আজ্ঞা স্মরি যদি নীচু কর মন।
৬১/। কেমনে সাধিবে কার্য্য তুমি রহমান॥
প্রতিশোধ লিতে হইলে এইত সুযোগ।
তা না হলে হইবা ভাই বড় কষ্টভোগ॥

প্রতিশোধ প্রতিহিংসা বৈরনির্য্যাতন।
মনে মনে করি অসি ধর রহমন ॥
প্রভু সহ ভক্তে যেন বধিলা অবোধ।
পাত্রমিত্র-সহ বধি লহ প্রতিশোধ ॥
প্রতিফল লহ রাজা বলি রহমন।
দুই করে ধরি করে অসি উত্তোলন ॥
যেমন ঠেকিবে অস্ত্র নৃপতির গায়।
আসি অসি চণ্ডীদাস ধরিল ত্বরায় ॥
বিদ্যুতের বেগে আসি বিদ্যুৎবরণী।
রাণী কহে চণ্ডীদাসে হঞা উন্মাদিনী ॥
চণ্ডীদাস হত আজি হন্তা সে আমার।
পাপগর্ভজাত এক ক্রূর কুলাঙ্গার ॥
আজ্ঞা দিলা তেন কর্ম্মে আমারি সে আধা।
কে প্রভু এ প্রায়শ্চিত্তে দিতে চান বাধা ॥
নহি আমি রাজরাণী পরদানশীল।
পাপিনী পাপিনী আমি বড়ই দুঃশীল ॥
নাশ মোরে রহমন সর্ব্বারম্ভে তুমি।
তারপরে ছারখারে দাও রাজ্যভূমি ॥
দুনিয়ার পূজ্য অহো প্রভু চণ্ডীদাস।
গুপ্তাঘাতে করে পুত্র তাঁহার বিনাশ ॥
মরণমঙ্গললাভে এই ত সুযোগ।
পাপিষ্ঠের প্রাণে বাঁচা শুধু কষ্টভোগ ॥
দয়া করি যাও প্রভু অপসরি এবে।
নইলে এ পাপের দায় তুমায়ে লাগিবে ॥
প্রভু কহে কেন মাতা হও ব্যগ্র এত।
আমিই সে চণ্ডীদাস তুমার আশ্রিত ॥
মরি নাই মা, মারে নাই তুমার কুঙর।
মিথ্যা এ মরণে আমি হইনু অমর ॥
যা করিলা পুত্র তব আর এ-সংসারে।
তেন উপকার মোর কেহ নাহি করে ॥
যতটুকু এ সম্বাদ হইল বিস্তার।
ততটুকু হইল মোর পাপের সংহার ॥
যে ধর্ম্মে দীক্ষিত মাতা বঙ্গের ঈশ্বর।
তাহার প্রচারহেতু অতীব তৎপর ॥
স্বধর্ম্মে মরণপণ করিলা নৃমণি।
তার চেয়ে কেবা আছে প্রকৃত ইস্‌লামী ॥
যবে মাতা মিলে দুটি প্রবাহ-আসার।*
ঝাঁকা ঝাঁকি করে আগে পরে একাকার ॥
সেইমত ধর্ম্ম তব হিন্দু ধর্ম্ম সহ।
মিলন কালেতে দোঁহে বাধায় কলহ ॥
কিন্তু গত হইবা যবে কিঞ্চিৎ সময়।
অভিন্ন ভাবেতে তার হইবে সমন্বয় ॥
উদ্দেশ্য মহৎ হইলে হীনকর্ম্ম তথা।
ধার্ম্মিকের মতে সেহ গৌরবের কথা ॥
তাহলে কি হেতু মাতা কর পরিতাপ।
পাপ না থাকিলে তার কিসের সন্তাপ ॥
সন্তানে নাশিলে যদি ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
এক পুত্র হইলেও বিনাশিবে তায় ॥
দাতাকর্ণ নামে ছিলা এক নরপতি।
ধর্ম্মহেতু নাশে পুত্র মিলিয়া দম্পতি ॥
পবিত্র হোসেন শির-রক্ষার কারণ।
অজরের কীর্ত্তি মাগো করেছ শ্রবণ ॥
স্ত্রীপুত্রের সহ করে আত্ম-প্রাণদান।
আছে কেবা পুণ্যশীল তাহার সমান ॥৬৮
রাণী কয় যদি সেটা সকলের মতে।
ধর্ম্ম বলি বিবেচিত না হয় পশ্চাতে ॥
প্রভু কন জীব লক্ষ্যে সবে একমত।
প্রাপ্তি-হেতু গড়ি তুলে ভিন্ন ভিন্ন পথ ॥
জীব লক্ষ্য-লাভে মাতা এই ধর্ম্ম হয়।
অতি গাঢ় তন্ময়তা যার যাতে রয় ॥
রাণী কয় ধর্ম্ম তবে ধার্ম্মিকে নিধন।
পুণ্যাত্মার কাজ এ কি পুণ্যের লক্ষণ ॥

---

* স° আসার, বৃষ্টিপাত।

৬৮) হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনকে বধের নিমিত্ত কাফেররা সভা ডাকিয়াছিল। আজর অগ্নিপূজক হইলেও হোসেনকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিলেন। ইহাতে কাফেররা তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল।

প্রভু কন দেখ তুমি করি বিবেচনা।
স্বর্ণ দিয়া স্বর্ণমাতা যায় না কি কেনা॥
রাজা কহে এতক্ষণে ফুটিল নয়ন।
দেখিতেছি আমি কি বা তুমি বা কেমন॥
না হইলে তুমি প্রভু হেন গুণান্বিত।
ধর কি পাপিষ্ঠে টানি চুম্বকের মত॥
প্রভু প্রভু পাপী আমি নরের অধম।
কি বলি চাহিব ক্ষমা তুমি নরোত্তম॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুনহ রাজন।
দীনতাই একমাত্র ধর্ম্মের লক্ষণ॥
রাজরাজেশ্বর তুমি রাজ্যেশ্বরী মাতা।
আমি দীন হীন অতি সম্বল দীনতা॥
সেই রাজা রাণী যদি ধরে মোর পায়।
ধার্ম্মিক তাদের সম আছে কে কোথায়॥
হেনকালে আসি তথা পশে লছমনী।
আনন্দে বিহ্বলা হঞা কহে মৃদু বাণী॥

* | * | *

কিবা এ মিলন ঘটা।
গভীর কূপের অন্তরতমে
রবির কিরণছটা॥
অমার তমসে পূর্ণমাসী শশী
হাসি সুধারাশি ঢালিছে।
নাকে* কি নরকে ভূলোকে গোলোকে
একাকার করি তুলিছে॥
ত্যাগে ভোগে কিবা অসীমে সসীমে
কেমন জড়ায়ে রয়েছে।
সংসারের পাশে পরম সন্ন্যাস
এ কোন্ বিধাতা গড়েছে॥
সুখে দুঃখে আজি প্রণয়ের বাঁধে
কোন্ সুরসিক বেঁধেছে।
বিষামৃতে কিবা করি মাখামাখি
৬১৫] কি উদ্দেশে কেবা রেখেছে॥
ভেক ভুজঙ্গ সনে উরগনাশন
মুখচুমাচুমি খেলিছে।
ঘৃতের বাঁধনে খর হুতাশন
আর না লতায়ে চলিছে॥
কামী কামাহত ব্রহ্মচর্য্য রত
কামিনীরে বুকে ধরিয়া।
ব্যাধের হৃদয়ে করুণার বাসা
অবাক হইনু দেখিয়া॥
বাহবা কপাল মোর
দুঃখনিশি হল ভোর।
এবার তুমায় বাঁধিব হে সখা
হাতে দিয়া প্রেমডোর।
আমার দুঃখনিশি হল ভোর॥
পূরিল আমার বাসনা
সখা একবার কাছে এস না।
যুগান্তের হাসি লইয়া অধরে
একবার কাছে বস না।
সখা এতই কিসের ভাবনা॥
দেরে দেরে দেরে না
তাদেরে তাদেরে না
মা মা মা।
তোর গুণের নাহিক সীমা
তোর কে বুঝিবে মহিমা
রজতমণির খরতরঙ্গে
কেবা তোর উপমা।
মা মা মা॥

এত কহি লছমনী পলাইল ছুটে।
বাক্যশূন্য চণ্ডীদাস নমে করপুটে॥
সিকন্দর কহে প্রভু ভক্তচূড়ামণি।
আমার পালিতা কন্যা অই লছমনী॥
নাহি তার পিতামাতা নাহি আপ্তপর।
সবাই আপন নইলে সকলেই পর॥

---

* সং নাক, স্বর্গ। গোলক, সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ।

কেহ নাঞি শত্রুমিত্র সবাই সমান।
কখনই নাহি জ্ঞান মান অপমান ॥
সুখেদুঃখে মুখে তার লাগে আছে হাসি।
তেঁই প্রভু আমি তারে বড় ভালবাসি ॥
কখন ঘুমায় বালা মোরা নাহি জানি।
ডাকিলেই সাড়া দেয় দিবসরজনী ॥
এইরূপ অলৌকিক ভাব তার দেখি।
পাগ্‌লী বেটী বলি তারে হই বড় সুখী ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস কহ হে রাজন্।
তুমার সে পূর্ব্বকথা হয় কি স্মরণ ॥
যেই মুখে রহমনে কইলে ব্যঙ্গ করি।
তাহলে রামিনী এই দ্বিতীয় ঈশ্বরী ॥
সেই মুখে এই তব পালিতা কন্যায়।
পরম ঈশ্বরী বলা নহে কি অন্যায় ॥
পিতামাতা নাহি যার নাহিক দোসর।
নাহি যার শত্রু মিত্র নাহি আপ্তপর ॥
মান অপমান কভু যারে নাহি বাঁধে।
সদানন্দময়ী যেই বিপদে সম্পদে ॥
সবাই তুমার মত ভালবাসে যারে।
সজাগ সতত যেই আলোকে আঁধারে ॥
ডাকিলে ডাকার মত পাই যার সাড়া।
লোকাতীত ভাব যার করে থাকি খাড়া ॥
আপাততঃ পাগ্‌লী বলি যারে মনে করি।
সেই রাজা জ্ঞানযোগে জগত-ঈশ্বরী ॥
যা বল বালার কথা তুমি নরমণি।
সত্য হলে সত্যই সে সত্যসনাতনী ॥
রাজা কহে স্নেহচক্ষে দেখি তার মুখ।
অতটা ভাবিলে প্রভু নাহি পাই সুখ ॥
প্রভু কহে সে চক্ষু যে নাহি তব আর।
থাকিলে করিতে খোজ কুমারে তুমার ॥
রাজা কহে কি জানি কি মন্ত্রের প্রভাবে।
আমারে ভুলালে তুমি কুমার অভাবে ॥
পুত্রাভাবে কন্যাভাবে ধনরত্নাভাবে।
আশীস করুন যেন থাকি এই ভাবে ॥

মহিষী তুমার মত হয় কি বা শুনি।
রাণী কহে আমি তব জীবনসঙ্গিনী ॥
ঘটিল যদ্যপি তব পাতক-সংযম।
মিত্র তুমি শত্রু মোর পুত্র নরাধম ॥
অতিসত্য মিথ্যা নয় পুত্র শত্রু তোরি।
বলি রোষে শাহিজাদা প্রবেশিলা পুরী ॥
পুন কহে কুপুত্রের এইমাত্র দোষ।
গিয়াছিলা সাধিবারে পিতার সন্তোষ ॥
রক্তমাংস দিঞা যারে গড়িয়াছ মাতা।
প্রাণের প্রতিষ্ঠা যার করিলেন পিতা ॥
রূপগুণ দিলা যারে তুল্য আপনার।
তবু সে কুপুত্র কিবা কারণ তাহার ॥
জানি আমি জানে সে তা সাজাদিনশীন।
তুমাদের মতে আজ কেন আমি হীন ॥
কাফেরের ধর্ম্ম দোঁহে করিলে গ্রহণ।
স্বধর্ম্মী ইস্‌লামী আমি এই সে কারণ ॥
তুমিই না দিলে বিধি ওহে চণ্ডীদাস।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু পুত্রে করিতে বিনাশ ॥
তুমার সে বিধিশাস্ত্রে খুঁজিলে কি মিলে।
পিতৃমাতৃ-হত্যা করা স্বধর্ম্ম ত্যজিলে ॥
সে কথা তুমার শাস্ত্রে নাহি লেখে যদি।
ধ্বংস করি দোঁহে আজ গড়িব সে বিধি ॥
এত কহি জননীর শির লক্ষ্য করি।
৬২/ ] তুলি ধরে শাহিজাদা তীক্ষ্ণ তরবারি ॥
অসি করে আসি তবে কহে লছমনী।
সংগ্রাম করিতে দাদা আমি ভাল জানি ॥
আইস দেখি আজি এই সম্মুখে সবার।
তুমায় আমায় যুদ্ধ করি একবার ॥
শাহিজাদা কহে তোয় বধিতাম পরে।
আগেই না হয় তোরে দিই যমঘরে ॥
এত কহি দোঁহে তবে তুলি ধরে অসি।
অপূর্ব্ব ভাবের রণ দেখে সবে বসি ॥
দ্বাদশবর্ষীয়া বালা এক পক্ষ হয়।
এক পক্ষ মহাবীর ভূপেন্দ্র-তনয় ॥

এক দিকে ঘন ঘন গর্জ্জিছে অশনি।
এক দিকে সুমধুর কোকিলের ধ্বনি॥
এক দিকে বর্ষে ভাষা গরলের পারা।
এক দিকে বহিতেছে অমৃতের ধারা॥
এক দিকে সবার হৃদয় ফেলে ছিঁড়ে।
এক দিকে সবার হৃদয় লয় কেড়ে॥
এক দিকে পুষ্পবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
অন্য দিকে উল্কাপাত অতি অলক্ষণ॥
এক দিকে দেখা যায় পুর্ণেন্দুর ছটা!
অন্য দিকে রবিশশী-সঙ্গমের ঘটা॥
এক দিকে দেবতার নন্দন কানন।
অন্য দিকে হয় ঘোর নরক দর্শন॥
শাহিজাদা কহে তবে আরে লছমনী।
এখনও আমার সঙ্গে টেকি আছ তুমি॥
বালা কহে লছমনী না হবে কাতর।
যুঝ যদি তার সঙ্গে কল্পকল্পান্তর॥
রাজা কহে হায় এ কি হইল সর্ব্বনাশ।
কোন ভয় নাঞি বৎস কহে চণ্ডীদাস॥
বালা কহে অস্ত্র তব ভাজি পড়ে দাদা।
নিরস্ত্র হইয়া তবে কহে শাহিজাদা॥
বুঝিলাম চণ্ডীদাস ঘোর জাদুকর।
এই হেতু হতজ্ঞান বঙ্গের ঈশ্বর॥
তেঁই মাতা পুত্র-নাশে উন্মত্তা কেবল।
এই হেতু বালিকার অঙ্গে এত বল॥
একটা রাজার রাজ্য হইলে ছারখার।
কহ হে ব্রাহ্মণ তাহে কি স্বার্থ তুমার॥
চলিলাম ত্যজি এই রাজ-অবরোধ।
নিশ্চয় সময়ে আসি লইব প্রতিশোধ॥
যাই পিতা হইবা দেখা কিছুদিন গেলে।
তুমায় আমায় এক সংগ্রামের স্থলে॥*
এত কহি শাহিজাদা করিলা গমন।
নির্ব্বাক হইয়া সবে রহে কিছুক্ষণ॥

অতঃপর বেগম কহিলা অতি ধীরে।
কে মা তুই লছমনী বল সত্য করে॥
কে বলে মানবী তুই তোর কায্য যত।
সকলই দেখিতেছি দেবতার মত॥
একমাত্র তুই মোর জীবন-সম্বল।
মাতৃসম আমি তোর, সত্য করি বল॥
লছমনী কহে সে কি কহ দেখি মাত।
কোন কায্য হয় মোর দেবতার মত॥
ক্ষত্রিয়ের কন্যা আমি জান ত সবাই।
তেঁই পিতা রণ-বিদ্যা শিখাল আমায়॥
ইথে কি দেখিলে মাতা দেবতার কাজ।
অতটা বাড়ায়ে মোরে কেনে দাও লাজ॥
বেগম কহিলা মাগো যে বা হও তুমি।
রাখ সুখে থাক সুখে এই চাহি আমি॥
অলোকসুন্দর রাজা নাগকন্যাসম।[৬৯]
হরষে বিষাদ মাগো নাহি ঘটে যেন॥
আয় তোরে বুকে ধরি যাই অন্তঃপুরে।
আসি প্রভু বলি রাণী চলিলা সত্বরে॥
নবাবে সেলাম দিয়া প্রভুরে প্রণমি।
ওসমন রহমন মাগিলা মেলানি॥
আর আর ছিলা যত সভাসদগণ।
রাজ-আজ্ঞা লঞা সবে করিলা গমন॥
অবসর পাইয়া রাজা কন চণ্ডীদাসে।
না মিলিবা শান্তি আর থাকি রাজ-বাসে॥
পিতাপুত্রে মতভেদ ঘটিলে এমতে।
সুযোগ কোথায় প্রভু কর্ত্তব্য সাধিতে॥

৬৯) অলোকসুন্দর রাজা। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার কাশীতে সিকন্দর ও এস্কেন্দর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অশোকের গিরিলিপির ত্রয়োদশ লিপিতে নাম অলিকসুদর। ন অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে। অলিকসুন্দর অলিকস্নন্দর নামের অর্থ দিতে গিয়া নাম অলোকসুন্দর হইয়াছিল। অলিকযুন্দর সুন্দরও ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে অলোকসুন্দর এই নাম আছে। কিন্তু 'নাগকন্যাসম', কোন্ নাগকন্যা?

* পুথীর ৫৯/ অঙ্কপত্রের টীকা পদ্য।

এই যে পলায় পুত্র করিয়া কলহ।
নিশ্চয় ঘটাবে সেই তুমুল বিদ্রোহ॥
এখন কি করি আমি বলে দাও প্রভু।
চিন্তার তরঙ্গে মন করে উঠুডুবু॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুনহ রাজন্।
বিষম-সমস্যাপূর্ণ সংসার-আশ্রম॥
অপর আশ্রমে শুধু করণীয় এক।
গার্হস্থ্য আশ্রমে হয় কর্ত্তব্য অনেক॥
রাজা হঞা রাজপাট রক্ষার কারণ।
পুত্রও বিপক্ষ হলে করিবে সে রণ॥
রাজ-সিংহাসনে যবে লইলে আশ্রয়।
এই চিন্তা তুমার সে নিত্যক্রিয়া হয়॥
কখন কে আক্রমণ করে কি কৌশলে।
তেন চিন্তা রাজারে সুযোগ্য করি তুলে॥
যে কর্ম্মে সম্ভবে রাজা তাহার নিধন।
রাজধর্ম্ম নহে সেই কর্ম্ম কদাচন॥
পিতাপুত্র সহোদর রাজদ্রোহী হলে।
সকলেই শাস্তিযোগ্য সংগ্রামের স্থলে॥
রাজার এ চিরপ্রথা তবে কি কারণ।
চিন্তায় কাতর এত তুমি হে রাজন॥
রাজা কহে পড়ে যেই চণ্ডালের পায়।
আবার কি করি সেহ স্কন্ধে চড়ি যায়॥
প্রভু কহে ধুলি মাত্র থাকে পদতলে।
বাতাহত হইলে সেহ মস্তকেতে বুলে॥
আত্মরক্ষাহেতু অস্ত্র করহ ধারণ।
তাহে যদি ঘটে থাকে শত্রুর নিধন॥
ধূলির মস্তকে উঠা শত্রুর বিনাশ।
নহে সে অধর্ম্ম তথা কহে চণ্ডীদাস॥
রাজা কহে বন্ধ্যা হেতু মহৌষধি পিঞা।
পরে সে সন্তান-ইচ্ছা করে কি করিয়া॥
প্রভু কন হয় তা সে ইচ্ছাদাতা দিলে।
কে রোধিবা সেটা তার থাকিলে কপালে॥
স্বইচ্ছা না হয় যদি কার্য্যের কারণ।
সে কর্ম্মের হেতু হইলে ফলভোগী জন॥
কুকর্ম্ম হলেও তব দোষ নাহি তায়।
বাধ্য করি ফলভোগী যদিচ করায়॥
রাজা কয় শৈশবে শুনিনু মার কাছে।
ঈশ্বরের বড় বড় হাত দুটা আছে॥
বড় বড় চোখ তার বড় বড় কান।
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তার হয় দেহখান॥
না ধরায় পদ দুটা এই ধরাতলে।
পৃথিবী ভেদিয়া গিঞা ঠেকিল পাতালে॥
মস্তকটা শূন্য ছেড়ে গেছে উর্দ্ধে চলে।
শুনি ভয়ে ঝাঁপায়ে পড়িনু মার কোলে॥
এখন বুঝিনু আমি সকলই ঠিক।
কিন্তু ভয় নাহি তায় ভক্তি সমধিক॥
সেই মত পেয়েছিনু তব পরিচয়।
ধর্ম্মবৈরী বলি তাহে করিনু নির্ণয়॥
এখন হঞাছে মোর জ্ঞানের গোচর।
তুমার সে ধর্ম্মজ্ঞান সত্যের উপর॥
তুমারি এ ধর্ম্ম মোর ধর্ম্ম সে ইসলাম।
এই হেতু যাচি প্রভু তব পদে স্থান॥
প্রভু কহে ধন্য আমি ধন্য তুমি রাজা।
ধন্য ধন্য শত ধন্য পাণ্ডুআর প্রজা॥
কি আর কহিব বৎস তুমি বুদ্ধিমান্।
জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ নাই তুমার সমান॥
সুবিচার করি কর প্রজার পালন।
শত্রু নাশি কর সদা রাজ্য-সংরক্ষণ॥
ইহ মর্ত্ত্যে কর্ম্ম-কর্ত্তা তুমি সে কেবল।
জগৎপিতার হাতে তার ফলাফল॥
যাহোক তাহোক ফল বাঁচ যতক্ষণ।
নিঃস্বার্থ ভাবেতে কার্য্য করহ সাধন॥
আর এক কথা বলি শুন নর-রায়।
বহুদিন আসা হইল এই পাণ্ডুআয়॥
একটা বিশেষ কাজ আছে মোর হাতে।
তেঁই শীঘ্র মানকরে ফিরে হইবা যেতে॥
রাজা কহে কহ প্রভু কি কাজ এমন।
আজ্ঞা হইলে আমিই তা করি সমাপন॥

প্রভু কন মানকরে করে অবস্থিতি।
রমা রূপচাঁদ নামে নবীন দম্পতি ॥
এই হেতু মোরে বৎস গিঞা মানকর।
পাঠাইতে হইবা দোঁহে চন্দননগর ॥
ভূপাল কহিলা তবে যাক রহমন।
আনিতে সে রূপচাঁদে তুমার সদন ॥
দিনেক দুদিন দোঁহে রাখি নিজ ঘরে।
পাঠাইব আমি প্রভু চন্দননগরে ॥
ভক্তের সমান প্রিয় কে আছে কোথায়।
তেঁই প্রভু সায় দিলা ভক্তের কথায় ॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রহমন।
ব্যস্ত অতি মানকর-যাত্রার কারণ ॥
শুভক্ষণ বুঝি তবে চড়ে চতুর্দ্দোলে।
দশজন অশ্বারোহী সঙ্গে তার চলে ॥
দেখিতে দেখিতে হৈল দৃষ্টির বাহির।
রাজপথে চলে পুন তুর্কী বাহগীর ॥
সম্মুখে দেখিয়া তবে নবাবকুমার।
নিভৃতে লইয়া গেল হাতে ধরি তার ॥
বৃথা চেষ্টা হইল মোর কহে শাহিজাদা।
দরবেশ কহে তবে যা করেন খোদা ॥
আপনারে জয় যেবা না পারে করিতে।
অপরে করিবা জয় সে জন কি মতে ॥
তুমার অবাধ্য যদি তুমার সে মন।
কেমনে করিবে তুমি কার্য্যের সাধন ॥
শাহিজাদা কহে পীর বন্ধনে কি ফল।
যখন ছুটিয়া চলে নদীভরা জল ॥
আমার মনের গতি বুঝি কহ কথা।
নতুবা দিও না আর হৃদয়েতে ব্যথা ॥
বাহগীর কহে তবে তুমি ছন্নমতি।
জাহান্নমে যাও তাতে আমার কি ক্ষতি ॥
বলি পীর রোষাবেশে পলাইতে চায়।
জোর করি শাহিজাদা ধরিল তাহায় ॥
কহে সাধু ভাসি আমি অকূল পাথারে।
করিয়া মেহেরবানি ত্রাণ কর মোরে ॥

পীর কহে আমিও করিতে চাই তাই।
কিন্তু কই উঠিতেছে আমার নৌকায় ॥
শাহিজাদা কহে মোর জনক-জননী।
বিধর্ম্মী সে কাফেরের দেখিয়া ভণ্ডামি ॥
স্নেহ ভক্তি বিনিময় ব্রহ্মাণ্ডেই চলে।
একটি অভাবে কিন্তু অন্যটি না মিলে ॥
মোসবার সঙ্গে সাধু ঘটিয়াছে তাই।
স্নেহ বিনা ভক্তি আমি পাইব কোথায় ॥
বাহগীর কহে পুত্র শৈশবের কালে।
৬৩/ ] জনক জননী যেই স্নেহ দিয়া পালে ॥
তার বিনিময়ে পুত্র দিয়াছে তখন।
ক্ষণেক মধুর হাসি ক্ষণেক রোদন ॥
সেই স্নেহঋণ তোর না হইবা শোধ।
আজীবন দিলে ভক্তি শোনরে নির্ব্বোধ ॥
তাহাদের দোষগুণ করিয়া সন্ধান।
ভক্তি দিতে চাহ তুমি এহেন অজ্ঞান ॥
পরপুত্রকরে ধরি কন্যা হয় পর।
পুত্রও তদ্রূপ হয় বিবাহের পর ॥
তত্রাপি নিঃস্বার্থভাবে জনক জননী।
স্নেহ দিঞা পালে পুত্রে দিবস রজনী ॥
যদি মর্ত্ত্যে থাকে কিছু সাক্ষাৎ দেবতা।
শুন রাজপুত্র মাত্র এই পিতামাতা ॥
দেবদ্রোহী রাজদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী তুমি।
তুমার পরশে হয় অপবিত্র ভূমি ॥
কোথাও না পাইবে সুখ দুনিয়া ভ্রমিলে।
মর্ত্ত্যের কি কথা সুখ স্বর্গে নাহি গেলে ॥
পিতৃ-তাড়নায় যার হয় জ্ঞানোদয়।
তার সম ভাগ্যবান্ কেহ নাহি হয় ॥
অতএব যুবরাজ শুনহ বচন।
যাহ ঘরে পুত্র গিয়া পিতার চরণ ॥
বিরস বদনে তবে শাহিজাদা কয়।
জানি না তুমার মতে সুখ কি বা হয় ॥
লক্ষ্য বস্তু পায় যবে এই সে মানব।
চিত্ত তাহে করে থাকে যার অনুভব ॥

সেই মাত্র সুখ বলি জগতে আখ্যান।
কিন্তু সুখ বহুরূপ সর্পের সমান ॥
তুমি যারে সুখ বলি করে থাক জারি।
আমি কিন্তু দুঃখ বলি নাম দিনু তারি ॥
এক মতে এ সংসার নন্দনকানন।
অন্য মতে অসার সে মায়ার বন্ধন ॥
তুমি বল মুক্তি মাত্র হয় প্রাণারাম।
আমি বলি প্রাণারাম খোদার সে নাম ॥
কেহ হয় ধর্ম্মবেত্তা-বাক্যে নিমগন।
কেহ বলে কি যে বকে ভাটের মতন ॥
তুমার আমার মন এক নাহি হলে।
তুমার সুখের কথা মানিব কি বলে ॥
যেই ধর্ম্ম আচরিলা পিতামহগণ।
ত্যজি তায় পরধর্ম্ম যে করে গ্রহণ ॥
আমি তারে হে ফকীর মারি কিংবা মরি।
কোরান কি কবে তাহে আমি পাপাচারী ॥
পীর কহে তুমার সে পিতামহগণ।
করিতেন পৌত্তলিক ধর্ম্ম-আচরণ ॥
হজরত মহম্মদ ধর্ম্ম-অবতার।
যে দিন ইসলাম ধর্ম্ম করিলা প্রচার ॥
পইত্‌ক ধর্ম্মে তারা দিঞা জলাঞ্জলি।
নবীন ধর্ম্মের ভাবে পড়িলেন ঢলি ॥
আলী ছিল সে ধর্ম্মের পোষক-প্রধান।
মহম্মদ সম তার আছিল সম্মান ॥
সঙ্গোপনে জনেক আবদুর রহমন।
বিনাশিলা অস্ত্রাঘাতে আলীর জীবন ॥৭০
পিতামহগণ এই আলী রহমন।
কহ রাজপুত্র লোক ছিল কে কেমন ॥
এক হইতে শূন্য বই অঙ্ক নাহি আর।
তাহাতেই সীমাবদ্ধ অনন্তত্ব তার ॥

সেই মত সীমাবদ্ধ সত্ত্ব রজ তমে।
অনন্ত জীবের ভাব জনমে জনমে ॥
জীবমাত্র ভিন্নরুচি এই সে কারণ।
রুচিমত লক্ষ্যে সবে হয় সযতন ॥
নিজ নিজ ইচ্ছামত ফলাফল লাভে।
কভু তুষ্ট কভু রুষ্ট এই মতে সবে ॥
তাহে যদি সুখ বলি বল হে কুমার।
বুঝিব তাহলে জ্ঞান নাহিক তুমার ॥
উঠুডুবু করে যেবা অতল সলিলে।
উত্থান সুযোগে তার যেই শ্বাস মিলে ॥
বারংবার তাহার সে বিচ্ছেদের তরে।
দারুণ যন্ত্রণা ভুগে যেন ডুবে মরে ॥
সেই মত মায়ার শৃঙ্খল পরি পায়।
সুখদুঃখ লঞা যেবা জীবন কাটায় ॥
পুনঃ পুনঃ সে সুখের ছিন্ন ভাব তরে।
চিরানন্দহারা হয় জন্মজন্মান্তরে ॥
আসে যায় খাটে শুধু মায়ার খাটুনি।
ক্ষণসুখদুঃখ লঞা খেলে ছিনিমিনি ॥
অতএব মোর বাক্যে না হও বিমুখ।
পাইবি তা-হলে বৎস অবিচ্ছিন্ন সুখ ॥
কুমার কহিলা পীর যত বল তুমি।
যে পথে এসেছি আর না ফিরিব আমি ॥
পীর কহে আমি হই মক্কার সুজান*।
বারম্বার করিস আমার অপমান ॥
বুঝিনু তা হলে তুইই কাফের-অধম।
নিন্দিস পিতারে তোর এই সে কারণ ॥
দূর হও হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
বলি পীর চলি গেলা অতি দ্রুতগতি ॥
কুমার কহিল † পীরে হাতে রাখা চাই।
কিন্তু বড় সুচতুর কেমনে বাগাই ॥
ধর্ম্মদ্রোহী পুত্রত্যাগী পিতৃনিষ্পেষণে।
একসূত্রে গাঁথা চাই যত মুসলমানে ॥

৭০। হজরত আলী হজরত মহম্মদের জামাতা ছিলেন। তিনি নমাজ করিবার কালে চোরাঘাতে নিহত হন। হত্যাকারীর নাম ইবন্-মলজাম। পুথীতে নাম ভুল আছে। ঘটনার বিবরণ "The Caliphate, its decline and fall" by Muir গ্রন্থে বিস্তারিত আছে।

* সুজান সুজ্ঞান জ্ঞানী। হিন্দী শব্দ।

† মনে মনে কহিল, ভাবিল।

মক্কার মৌলবী এই তাহে দরবেশ।
৬৩০ ] সময়ে সুযোগ আসি মিলিয়াছে বেশ ॥
বঙ্গের ইস্‌লামীগণ এক বাক্যে যার।
পলকে মুষ্টির মধ্যে আসিবা আমার ॥
এই হেতু তারে মোর হাতে রাখা চাই।
কিন্তু বড় সুচতুর কেমনে বাগাই ॥
যাই যাই কোথা গেল দেখি একবার।
এত বলি চলি গেলা রাজার কুমার ॥
দেখে তবে কিছুদূর গিঞা দ্রুতপদে।
নমাজ পড়িছে পীর আদিনা মসজিদে ॥
শুনিতে পাইল লা এলাহি এল আল্লা।
হজরত মহম্মদ রসুল আল্লা ॥*
স্পষ্ট করি বলি পীর বিড়ি বিড়ি বকে।
কভু উঠে বৈসে কভু ভূমে শির ঠুকে ॥
নমাজান্তে কহে পীর হেথা কি কারণ।
কুমার কহিল এক আছে নিবেদন ॥
আপুনি মহান্ গুরু সিদ্ধ মহামনা।
বলুন আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে কিনা ॥
পীর কহে পূর্ণ হবে স্পষ্ট যায় দেখা।
শুনরে দুর্ভাগ্য তোর ভাগ্যের সে লেখা ॥
যদি মোর বাক্যে না করিবি কর্ণপাত।
সেই পাপে তোর বংশ হইবা নিপাত ॥
কুমার কহিল বংশ হোক ধ্বংস তবে।
একদিন অবশ্য মরিতে হবে যবে ॥
মোর হাতে হয় যদি পিতার নিধন।
তা হলেই হইল মোর সার্থক জীবন ॥
পীর কহে পীর নহি তবে অতঃপর।
আমি সেই রুদ্রমালী প্রভু-পার্শ্বচর ॥
এত কহি ত্যজিলেন পীরের পোষাক।
নরেশনন্দন দেখে হইয়া অবাক ॥

পুনঃ কহে এসেছিনু প্রভুর আদেশে।
শাঁপে মুক্তি দিতে তোরে ফকীরের বেশে ॥
বুঝিলাম ব্রহ্মশাঁপ না হয় নিফল।
তেঁই সে প্রতিজ্ঞা তোর এহেন অটল ॥
যাও রাজপুত্র তব শাঁপে হইল বর।
এত কহি রুদ্রমালী চলে অতঃপর ॥

* | * | *

একদিন সিকন্দর বাগিচা ভবনে।
বসি কহে বহু কথা চণ্ডীদাস সনে ॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে রাই রাসমণি।
পাশেতে ভৈরবী তার কোলে লছমনী ॥
সুযোগ বুঝিয়া তবে শম্ভুনাথ কয়।
চিন্তার অনলে মোর দহিছে হৃদয় ॥
যতদিন প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা না হবে।
শান্তিহারা হইয়া দাস কাঁদিয়া বেড়াবে ॥
সক্ষম করিতে সেহ আমি একেশ্বর।
সস্ত্রীক হইলে প্রভু বড়ই দুষ্কর ॥
বিশেষে লোকের মুখে শুনিবারে পাই।
কমলকুমারী বুঝি এজগতে নাই ॥
থাকিলেও দয়া করি কহ মোরে প্রভু।
দম্পতির সমগুণ সম্ভবে কি কভু ॥
আপনার রূপাগুণে ত্যাগী আমি আজ।
কমলার নিত্য নব বিলাসের সাজ ॥
ত্যাগী ভোগী সমগুণে গুণী কভু নয়।
ভাবি চিন্তানলে মোর চিত্ত দগ্ধ হয় ॥
সস্ত্রীক ব্যবস্থা ছাড়া নামাতে এ ভার।
অপর ব্যবস্থা কিছু আছে কিনা আর ॥
তাড়াতাড়ি লছমনী হাসি হাসি কয়।
সস্ত্রীক না হইলে সেটা একা নাহি হয় ॥
শুন দাদা শম্ভুনাথ ইহার উপায়।
দ্বিতীয় বিবাহ করা লেগেছে তুমায় ॥
ভৈরবীর করে ধরি কহিছে দেখায়ে।
এই দেখ মা আমার টক্‌টকে মেঞে ॥

---

* লা এলাহা ইল্‌লাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা—এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত দূত। ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রথম কল্‌মা ( বাক্য )।

দেখ কিবা হেমগৌরী তুমার সমান ।
মিলিবে তাহলে দাদা সমানে সমান ॥
মুখে বস্ত্র দিয়া কেহ উঠিল হাসিয়া ।
মৃদুমৃদু হাসে কেহ জিব কাড়া দিয়া ॥
সিকন্দর কহে ছি ছি বলিতে এ নাই ।
মোর এই বেটী পাগ্‌লী জানেন সবাই ॥
বয়সে বালিকা তায় নিতান্ত সরলা ।
কি বলিলে কি যে হয় নাহি জানে বালা ॥
তেঁই তার বাক্যে কেহ না লইবা দোষ ।
না হও ভৈরবী মাতা ইথে অসন্তোষ ॥
অধোমুখে ভৈরবী হাসিল মৃদু হাসি ।
বসি পড়ে শম্ভুনাথ লজ্জা ভয় বাসি ॥
প্রভু কন সত্য বালা পাগ্‌লী বলি তাই ।
কখন কি বলে তার কিছু ঠিক নাই ॥
শুন বলি হে রাজন এই লছমনী ।
যা বলে তা আমি কিন্তু সত্য বলে মানি ॥
কি মা লছমনী এ কি বিবাহের স্থান ।
তোরে কিন্তু করা চাই কন্যা-সম্প্রদান ॥
উঠ বৎস শম্ভুনাথ কর দরশন ।
ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র রহস্য কেমন ॥
এই যে ভৈরবী ভীমা শূল করে ধরি ।
এই তোর ভার্য্যা সেই কমলকুমারী ॥
চমকি উঠিল শম্ভু ভৈরবীর পানে ।
অনিমিষে চেয়ে থাকে সজল নয়নে ॥
বালা হস্তে শূল দিয়া কমলকুমারী ।
বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি বসিলেন ফিরি ॥
লছমনী কহে শম্ভু তোর পাপ যত ।
মোর কৃপাগুণে আজ হইল সংযত ॥
শম্ভুনাথ কহে মাগো কেবা হও তুমি ।
৬৪/ ] লছমনী কহে কি কি কেবা হই আমি ॥
অই হের বিল্বমূলে দ্বিভুজা রমণী ।
বাসলী ত্রিশূলি-জায়া আমি লছমনী ॥
দেখ অই শম্ভুনাথ ভবেশ-ভাবিনী ।
চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী আমি লছমনী ॥

এইরূপে ছুড়ি বামা চৌদিকে তামসী ।
শূন্য পথে চলি গেলা অট্ট অট্ট হাসি ॥
সাষ্টাঙ্গ লুটিয়া ভূমে নমে সবে তায় ।
মাত্র সিকন্দর রাজা করে হায় হায় ॥
হইলেন চণ্ডীদাস ধ্যানেতে মগন ।
প্রেমের উচ্ছ্বাস সবে ছাড়ে ঘনে ঘন ॥
কমলারে কোলে করি রাই রাসমণি ।
যতনে সাজাঞে দিলা কুলের কামিনী ॥
কমলকুমারী তায় প্রণমি কহিলা ।
নারী রূপে তুমি মাগো সাক্ষাৎ কমলা ॥
কৃপা করি কন্যা রূপে স্নেহ কর যবে ।
পরম সৌভাগ্যবতী হই মোরা সবে ॥
ধ্যান-ভঙ্গে চণ্ডীদাস উঠি ততক্ষণ ।
করিলেন শম্ভুনাথে প্রিয় সম্ভাষণ ॥
এই বার কর তুমি নান্নুরেতে গতি ।
সংসার করগা বৎস ধর্ম্মে রাখি মতি ॥
বলেছেন বিশালাক্ষী জননী আমার ।
তোর বংশে মোর জন্ম হইবা এবার ॥
প্রেমের পাগল চণ্ডী না চাহে নির্ব্বাণ ।
জন্ম জন্ম গাইবে সে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
জানে যেন এই কথা তোর বংশাবলী ।
রইবা যার বাম করে ছয়টি অঙ্গুলী ॥
সেই আমি বলি তবে পাইবা আভাস ।
থুইবা তাহার নাম পুন চণ্ডীদাস ॥
সাষ্টাঙ্গে লুটায়ে ভূমে করি প্রণিপাত ।
প্রেমে গদ-গদ কণ্ঠ কহে শম্ভুনাথ ॥
প্রভু প্রভু কে বুঝিবে মহিমা তোমার ।
সন্ন্যাসের পথে পুন দেখান সংসার ॥
মম কুলে তুমি প্রভু লইবে জনম ।
গ্রহণ করিব তেঁই সংসার-আশ্রম ॥
আয়রে সৌভাগ্যবতী কমলকুমারী ।
আমি মাত্র ভাগ্যবান তোর করে ধরি ॥
কোন গুণ নাই আমি ঘোর পাপাচারী ।
তোরি গুণে আমি যেন ভবার্ণবে তরি।

কমলকুমারী আসি দাঁড়াইল পাশে।
করে ধরি শম্ভুনাথ সাদরে সম্ভাষে॥
আইস পুণ্যবতী সতী তোমারে লইঞা
আবার বাঁধিব নীড় নান্নুরেতে গিঞা॥
প্রভুর আদেশ কভু না হইবা আন।
পিতৃবংশ পুন মোর হইবা বর্দ্ধমান॥
কি সৌভাগ্য মোর বংশে হইবে প্রকাশ।
ভকত-বৎসল এই প্রভু চণ্ডীদাস।
নবাবের পানে চাহি কহিলেন তবে।
বিনা যানে যাওা আর মেনে সম্ভবে॥
আদেশ করুন প্রভু কথন কি মতে।
করি মোরা শুভ যাত্রা নান্নুরের পথে॥
প্রভু কহে ফিরিয়া আসুক রহমন।
দেখি রমা রূপচাঁদে করিবে গমন॥
কমলা কহিলা তারা কেবা আপনার।
প্রভু কহে তুল্য তারা তোমা সবাকার॥
কমলা কহিলা কেন রাখ মানকরে।
কেন বা পাঠাবে তবে চন্দননগরে॥
কোথায় কিরূপে দোঁহে পাইলে বাবা শুনি।
প্রভু কহে শুন তবে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রূপচাঁদ ছিলা এক অদ্ভুত তান্ত্রিক।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অতি দুরন্ত দাম্ভিক॥
করি এক শ্যামা-মূর্ত্তি পাষাণে নির্ম্মাণ।
করিত তাহার স্থানে নরবলি-দান॥
রমারে পাইয়া কভু জাহ্নবীর তটে।
আনে ধরি শিলামূর্ত্তি শ্যামার নিকটে॥
যখন মস্তক তার করিবে ছেদন।
জোর করি আমি তারে কইনু নিবারণ॥
শুদ্ধ ঝিঁ-ঝিঁকুল তার কথার দাপটে।
ফুল ফল পড়ে খসি গিরি-শৃঙ্গ ফাটে॥
ধর্ম্মের বিচারে শেষ মানে পরাজয়।
তাহাতে হইল তার জ্ঞানের উদয়॥
যাচিল সে মোর পাশে প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
রমারে লইয়া তার হাতে দিনু বাঁধি॥

রাখিয়া এসেছি আমি দোঁহে মানকরে।
জয়াকর নামে বৈদ্য ব্রাহ্মণের* ঘরে॥
পুত্র কন্যা সম দোঁহে করে থাকি স্নেহ।
পিতা বই পর মোরে নাহি ভাবে কেহ॥
কমলা কহিল প্রভু নরহত্যাকারী।
সবার ঘৃণিত সে ত ঘোর পাপাচারী॥
পুত্রবৎ স্নেহ তারে করেন আপনি।
এও ত প্রভুর এক অদ্ভুত কাহিনী॥
রাজা কহে সত্য কথা অপাত্রেতে স্নেহ।
দান দেওা প্রভু সুযোগ্য নহে সেহ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস আসি তুমি হেথা।
নারী হঞা নরহত্যা করেছ যে মাতা॥
যেই রাজা সায় দিলা কথায় তুমার।
নরহত্যা করেছে সে হাজার হাজার॥
আমিও ত হই নরহত্যার কারণ।
কে নই আমরা তবে রূপের মতন॥
তত্রাপি যে নিজ দোষ দেখিতে না পাই।
দেখিবার মত চক্ষু আমাদের নাই॥
অবশ্য অন্যের প্রাণ-রক্ষার কারণ।
করিয়াছ তুমি মাতা ঘাতকে নিধন॥
রাজ্যের রক্ষণ হেতু করেছেন বহু।
নরহত্যা রণে মাগো এই নরনাহু॥†
রূপের আছিল এক ধারণা অটল।
মায়ে দিলে নরবলি পুণ্য সে কেবল॥
ছিলা তার সেই কালে এহেন বিশ্বাস।
দান দাতা উভয়ের হয় স্বর্গবাস॥
সকলেই ধর্ম্ম ভেবে করেছ যে কাজ।
তা হলে মা রূপে একা নিন্দ কেন আজ॥
স্নেহ ভক্তি দান যেবা করয়ে সুজনে।
৬৪৮ ] দান নয় কেড়ে লয় সে আপন গুণে॥

* জাতিতে বৈদ্য মানকরের বিবরণে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে ব্রাহ্মণ।

† সং নাথ, নাহু।

যার যা অভাব সেই করিলে পূরণ।
তারে মাত্র দান বলে পণ্ডিত সুজন ॥
নিরুত্তরে শম্ভু-জায়া অধোমুখে রয়।
সে ভাব নিরখি পুন চণ্ডীদাস কয় ॥
কি হেতু নীরব মাতা বিরস বদন।
হইল না একথা বুঝি মনের মতন॥
কমলা কহিলা প্রভু শ্রীমুখের বাণী।
নয়নের দেখা চেঞে সত্য বলে মানি ॥
কথার প্রসঙ্গে কিছু হইল স্মরণ।
অকস্মাত তাই মন হইল কেমন॥
প্রভু কহে কিছু কথা কহ মা আমারে।
কমলা কহিলা প্রভু কি কব তুমারে ॥
প্রমীলা নামেতে মোর কনিষ্ঠা ভগিনী।
হরণ করিলা তায় এই নৃপমণি ॥
কলঙ্ক এড়াতে পিতা করেন প্রচার।
বিসূচিকা-রোগে কন্যা মরিলা আমার ॥
অতুল সম্পদ তাঁর সবে করে ভয়।
তেঁই তারা জানি শুনি নীরবেতে রয় ॥
আমি আজ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে বলি।
মোর পিতৃকুলে রাজা দিয়াছেন কালী ॥
তেঁই প্রভু সেই কথা করিয়া স্মরণ।
বিমনা হইয়া আমি ছিনু কতক্ষণ ॥
সিকন্দর কহে সাধ্বী এ কি কথা শুনি।
হরণ করিনু আমি তুমার ভগিনী ॥
কে বলে সে কথা আমি শুনিবারে চাই।
কমলা কহিলা সে তা আমি জানি নাই ॥
সকলেই এই কথা করে কানাকানি।
শুন রাজা সিকন্দর তেঁই আমি জানি ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ যেথা নাহি হয় মাতা।
রাজা কহে সে কি কভু বিচার্য্যের কথা ॥
করে যেই রাজা হঞা রমণী-হরণ।
উদ্দেশ্য তাহার মাত্র সম্ভোগ কারণ ॥
কিন্তু মোর এক ভার্য্যা যবন-কুমারী।
তা ছাড়া বেগম মোর নাহি হিন্দুনারী ॥
সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখ মাতা।
রাজা হঞা হৈনু চোর অসম্ভব কথা ॥
অনেক যবন রাজা জোর করি আনি।
বেগম করেছে সত্য হিন্দুর রমণী ॥
বুঝি সেই দোষে আজ আমি অপরাধী।
কিন্তু মা তাহলে তোর এ কি ন্যায়-বিধি ॥
ধর্ম্ম বল্যে কুকর্ম্ম করেছি কিছু বটে।
তত্রাপিও হীন ভাব নাহি মোর ঘটে ॥
সত্য যা কলঙ্ক সব ফেলিয়াছি ঠেলি।
মিথ্যা এ কলঙ্ক কেন দিলে মাথে তুলি ॥
প্রভু কন রজনী প্রভাত হয় যবে।
তমিস্রার তম কিছু বেড়ে উঠে তবে ॥
সেই ভাব দেখি পারে বুঝিতে সবাই।
অরুণ-উদয় আর বেশী দেরি নাই ॥
অচিরে তুমার হবে যশ-সমুদয়।
তেই এ কলঙ্ক কিছু ঘনীভূত হয় ॥
ব্যথিত না হও বৎস আমি জানি ভালে।
মৃন্ময়ীর* বুকে কোথা মরীচিকা খেলে ॥
রাজা কহে সর্ব্বপাপ হরেছেন প্রভু।
মিথ্যা পাপে ডুবি যেন মরি নাই কভু ॥
প্রভু কন কুলোকের পাতা এই ফান্দ।
আসিয়া করিবা ছিন্ন রমা রূপচাঁদ ॥
পাইবে চোরের সহ চুরির বমাল।
এখন হইতে বৎস কেন গোলমাল ॥
কিন্তু শুন যার ধন সেই কইল চুরি।
ক্ষতি-বৃদ্ধি ইথে আর কে করিবে জারি ॥
তুমার দুয়ারে কিন্তু দণ্ডনীয় যেই।
সে বিনা এ পাপে মুক্তি দিতে কেহ নেই ॥
সাজা দিলে তায় হবে মিত্র-উৎপীড়ন।
মুক্তি দিলে রাজনীতি হইবে লঙ্ঘন ॥
পূর্ব্ব হতে শুনে থাকি কহ নর-রায়।
কি রূপে রাখিবে তুমি দুদিক বজায় ॥

* মৃণ্ময়ী, পৃথিবী।

হাসি কহে সিকন্দর কি কহিব আমি।
প্রভুর মতন কভু নহি অন্তর্য্যামী ॥
জাতির বিচার নাই ঠিকানায় গেলে।
আইন কানুন নাই রাজা প্রার্থী হলে ॥
এই মাত্র প্রভু পদে করি নিবেদন।
আজ্ঞা হলে যাই তবে অন্দর ভবন ॥
সহাস্য বদনে প্রভু কহিলেন তারে।
যাহ তবে নরপতি এবে অন্তঃপুরে ॥
আজ্ঞা পাঞা নর-রায় চলিলা ত্বরিত।
রচিলা পয়ার-ছন্দে কৃষ্ণ গীতাইত ॥

* | * | *

যাহে কভু মানুষের নাহি মৃত্যুভয়।
বল দেখি বন্ধুবর সেটা কিবা হয় ॥
জগতটা একবার দেখ দেখি ঘাঁটি।
জীবন জীয়াতে হয় কোন বস্তু খাঁটি ॥
তুমি যাই বল কিন্তু আমি বলি ভাই।
মাতৃ-স্নেহ বিনা আর খাঁটি কিছু নাই।
কত যে মহিমা তার বলা নাহি যায়।
না আছে তেমন গুণ তার তুলনায় ॥
সন্তান প্রবাসী হলে শুভাশুভ তার।
বৎসলতা-বীণা-তারে উঠয়ে ঝঙ্কার ॥
বলিতে সে কথা মন স্বপনের ছলে।
নিদ্রিতা হলেও মাতা ধাক্কা মারি তুলে ॥
আদরে পালিতা হায় লছমনী আজি।
জনমের মত গেছে বেগমেরে ত্যজি ॥
জানে না মহিষী কিন্তু স্নেহের জ্ঞাপন।
তার তরে করে তার মন উচাটন ॥
পাগলিনী সম করে অন্দর বাহির।
কোন মতে চিত্ত তার না হয় সুস্থির ॥
হেন কালে রাজা আসি কহিলেন রাণী।
চির দিন তরে গেছে ত্যজি লছমনী ॥
৬৫/ ] মানবী না ছিল সেহ শুন প্রাণেশ্বরী।
নারী-রূপে মোর ঘরে ছিলেন শঙ্করী ॥

কেবল সে চণ্ডীদাসে রক্ষিবার তরে।
মুগ্ধ করি আমা দোঁহে ছিলা মম পুরে ॥
শুনি রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে শোকে।
দাসীগণ ছুটি আসি তুলি ধরে বুকে ॥
তাড়াতাড়ি করি কেহ দেখয়ে নিশ্বাস।
মুখে জল দিঞা কেহ করয়ে বাতাস ॥
ভয় নাই ভয় নাই কেহ আসি কয়।
কেহ কেহ কহে না না কি জানি কি হয় ॥
সত্বরে হাকিমে কেহ জানাহ সংবাদ।
না না বলি কেহ তার করে প্রতিবাদ ॥
চেতন পাইয়া রাণী কহিলেন কাঁদি।
লছমনী বিনা আমি কিসে ধৈর্য্য বাঁধি ॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মনে তার মুখ খানি।
যে হোক সে কন্যা আমি তাহার জননী ॥
স্নেহ দিঞা আমি তারে করেছি পালন।
পারি কি কখনো তার পূজিতে চরণ ॥
কোথা মাগো ব্রহ্মময়ী জগত-জননী।
প্রাণাধিকা তুই মোর নয়নের মণি ॥
করালি মা যারে তুই অমৃত-সেবন।
তার কাছে ঘটিয়াছে মৃত্যুর মরণ ॥
অমরত্ব দিয়া চাহ মৃত্যু প্রতিদান।
বিশ্ব-বিধায়িনী তোর এই কি বিধান ॥
হেন মতে বিলাপিয়া কান্দিছেন রাণী।
ততক্ষণে আইলা তথা রামী রজকিনী ॥
আসন গ্রহণ করি কহিলেন তবে।
কি হেতু কাঁদিছ মাগো কিসের অভাবে ॥
রাণী বলে শুন মাগো অপূর্ব্ব কাহিনী।
শূন্য পথে উড়ি গেছে মোর লছমনী ॥
যে হোক জীবনাধিক ভাল বাসি তারে।
নির্ম্মম হইয়া কিন্তু ত্যজিলা আমারে ॥
রামী কহে ছিলে সুখে কি দেখিয়া তার।
এখন কাঁদিছ তুমি বিরহে কাহার ॥
অবিকল মূর্ত্তি তার মৃত্তিকায় গড়ি।
দিব আমি কাঁদ না মা ধরাতলে পড়ি ॥

রাণী কহে তাই কি মা তুমার সে জাতি।
মাটির দেবতা গড়ি পূজে দিবা রাতি॥
কথা নাহি কয় যেই নাহি নড়ে চড়ে।
যারে হেরি গত প্রিয়ে মাত্র মনে পড়ে॥
ইথে কিবা শান্তি মাগো শুধাই তুমায়।
ববঞ্চ বিরহ-দুঃখ বাড়ি উঠে তায়॥
রামী কহে কবে কথা, রাণী কহে মাতা।
মৃত্তিকায় গড়া জ্ঞান সেটা যাবে কোথা॥
মধুর সঙ্গীত গায় বাঁশের বাঁশরী।
গন্ধ বুলে দিবা রাত্রি ছুটাছুটি করি॥
তথাপি নির্জীব নহে চৈতন্যের বাসা।
শেত জলে মিটে কি মা দুগ্ধের পিপাসা॥
রামী কহে আছে এক বালিকা আমার।
লছমনী সম হয় গুণ কর্ম্ম তার॥
কিন্তু মাগো ভিন্ন-রূপ রূপ সেহ ধরে।
ইচ্ছা হলে তারে আমি এনে দিই তোরে॥
রাণী কয় ভিন্নরূপ তুমার দুহিতে।
লছমীর বিরহ তায় পারি কি ভুলিতে॥
রামিনী কহিল একি কহিলে যে আগে।
অচৈতন্যে ভালবাসা কেমন মা জাগে॥
এখন কহিলে যে মা বিপরীত কথা।
রূপ বিনা নাহি যাবে বিরহের ব্যথা॥
বুঝিলাম স্নেহ তব রূপে বদ্ধ হয়।
সত্যে ভালবাসা তব হৃদয়ে না রয়॥
যাবত্ করিবে তুমি রূপে প্রেমদান।
তাবত্ রজ্জুতে তব রবে সর্প-জ্ঞান॥
এই রূপে তুমি যদি কাটাও জীবন।
না টুটিবা তবে মাগো মিথ্যার বন্ধন॥
আসিয়াছি যবে মোরা সত্যের সন্ধানে।
বিচিত্র সংসার এই মায়ার কাননে॥
সত্যের সন্ধানে তবে সত্য পথে চল।
অসত্যের গড়া এই রূপে কেন ভুল॥
নিত্য যেই সত্য সেই নিত্য যাহা নয়।
রূপে গুণে মনোহরা সেই মিথ্যা হয়॥

যতক্ষণ রবে স্নেহ মিথ্যার উপর।
বিরহ-অনলে দগ্ধ হইবা অন্তর॥
কিন্তু সে চৈতন্যে ভাল বাসিবে যে কালে।
জগৎ চৈতন্যময় দেখিবে তাহলে॥
সর্ব্বত্রই স্থিতি যার গতি তার নাই।
তারে ভালবাসা দিলে বিরহ না পাই॥
অনিত্যে অপাত্রে প্রেম দিও না মা আর।
দাও প্রেম তারে যার স্থিতি চারিধার॥
কেঁদ না কেঁদ না রাণী ওই লছমনী।
ওই ওই বলি চলি গেলা রাসমণি॥
চকিতে মহিষী তবে মুখ তুলি চায়।
সত্য সত্য লছমনী দেখিবারে পায়॥
বিস্ময়ে যেমন রাণী মুদিল নয়ন।
তখনি হইলা সুখে নিদ্রায় মগন॥

* | *

যুক্তি মতে চলে পৃথ্বী হইয়া কুণ্ডলী।
সচল সহস্র-অংশু মোরা কিন্তু বলি॥
এখনো বলিব তাই সূর্য্য নাম স্মরি।
স্থিরা মহী অচলা কি স্থিরা নাম ধরি॥[৭১]
৬৫৮/ ] জম্বু কুশ ক্রৌঞ্চ শাক শাল্মলী পুষ্কর।
প্লক্ষ দ্বীপ চুম্বি কত চলিছে ভাস্কর॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কসেরু তাম্রবর্ণ।
নগ কুরু কুমারিক রুমনান সৌম্য॥
গভস্তিম উপদ্বীপ লঙ্ঘিয়া বিস্তর।
চলিতেছে অবিশ্রাম বিশাল ভাস্কর॥
ইক্ষু নিম্ব সুরা সর্পী ক্ষীর জলধর।
লবণ সমুদ্র চুম্বি চলিছে ভাস্কর॥
জাহ্নবী কাবেরী কৃষ্ণা প্রভাস পুষ্কর॥
সিন্ধু নদ নদী চুম্বি চলিছে ভাস্কর॥

---

৭১) পৃথ্বী এক স্থানে থাকিয়া বলয়ের তুল্য আবর্ত্তিত হইতেছে, এই মত আর্যভটের নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এখানে উদয়-সেন 'চলে' লিখিয়াছিলেন কি-না, সন্দেহ। সং সৃ ধাতু গমনে হইতে সূর্য্য শব্দ হইয়াছে।

রুদ্র হিমাচল সানু সুবর্ণ পর্ব্বত।
মাল্যবান নেরুনিল (?) কলিঙ্গ রজত ॥
হেমকূট চিত্রকূট সৌরত্রিশিখর।
শ্বেতগিরি চুম্বি কত চলিছে ভাস্কর ॥৭২
শোকোচ্ছ্বাস ঢালে মহী তবু হৃষ্টচিত।
হাসি হাসি অংশুমান হইল অস্তমিত ॥
প্রকৃতি প্রণয়-বেশ পরি তারপর।
ক্রমে ক্রমে ধরাবক্ষে হন অগ্রসর ॥
নগর সাগর শৈল বন উপবন।
একাকার হইল সব না চলে নয়ন ॥
সুপ্তির শাসন-দণ্ড-প্রহারের ফল।
জ্ঞানশূন্য জীবগণ নীরব নিশ্চল ॥
মানবের চিত্তপাট করি অধিকার।
স্বপন শাসন-দণ্ড ধরিল এবার ॥
ঠেলিয়া ফেলিছে কারে গৌরীশৃঙ্গ হতে।
কারেও বা ফেলে ছুঁড়ি দূর শূন্য পথে ॥
সজীব সন্তানে দেয় মৃত্যু-মুখে ডালি।
মৃত পুত্রে আনি দেয় মার বক্ষে তুলি ॥
কারেও অদৈন্য করে দিঞা রাজ্যধন।
জোর করি করে কারো সম্পদ-হরণ ॥
চুপি চুপি বিশ্ব-পিতা বসিয়া নির্জ্জনে।
বিশ্বপ্রেম পুরস্কার দেন প্রিয়জনে ॥
দস্যু ধায় পরস্বের হরণ-কারণ।
ক্রূর চলে শত্রুপক্ষ করিতে নিধন ॥
বিধির ইচ্ছায় এক সরসীর মাঝে।
শ্বেত শতদল পাশে ইন্দিবর সাজে ॥
কোকনদ শুষ্ক হইল তুষারের ঘায়।
বিষধর চন্দ্রচূড় শিবের গলায় ॥

সুখী সবে হঞা অন্ধ বধির নির্ব্বাক।
অসুখী কি হেতু তবে এক চক্রবাক ॥
নয়ন মুদিয়া কেন কাঁদে কমলিনী।
শুধাইলে উত্তর কি দিবে পদ্মযোনি ॥
চৈতন্যও মানি লয় সুপ্তির তাড়না।
কিন্তু তবু নাহি মানে কবির কল্পনা ॥
পাঠান বারিতে রবি হেন অত্যাচার।
চন্দ্রে দিঞা সমধিক শক্তি আপনার ॥
কিন্তু ইথে হেন ফল না ফলিলা যবে।
আরক্ত নয়নে নিজে দেখা দিলা তবে ॥
উঠিয়া দাঁড়ায় জীব সুপ্তি ঘোর টুটি।
নয়নে বিশ্বের শোভা পুন উঠে ফুটি ॥
কর্ণ-পথে পশে আসি কল-কল ধ্বনি।
রসনা-ঝঙ্কারে পুন উঠে প্রতিধ্বনি ॥
পলায় তমিস্রা ঘোর সুপ্তি-সহ ভাগি।
হেন কালে সিকন্দর উঠিলেন জাগি ॥
কুর্ণিশ করিয়া দূত করে আসি জারি।
রূপ সহ রহমন আসিয়াছে ফিরি ॥
পাত্র-মিত্রে নররায় হইয়া বেষ্টিত।
বাগিচা-ভবনে গিঞা হইল উপনীত ॥
তাড়াতাড়ি নাদীর-শা কুর্সী দিলা আনি।
সম্মুখেতে আছে পাতা একটি চাউনী ॥
বসি রাজা দেখে চাহি আসিছেন প্রভু।
তেমন সুন্দর ভাব না দেখিলা কভু ॥
আসে সঙ্গে রাসমণি মুখে মন্দ হাস।
চলিছেন উমা যেন ছাড়িয়া কৈলাস ॥
পশ্চাতে চলেন রুদ্র শম্ভুনাথ-কর।৭৩
নন্দী ভৃঙ্গী সাথে যেন আসে গঙ্গাধর ॥
চাউনীর বাহির তবে হইল রহমন।
জনে জনে যথোচিত করিলা বন্দন ॥

৭২) কোন পুরাণে এই ভূ-গোলবর্ণন অবিকল নাই। সকল নাম বুঝিতে পারা গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সপ্তসমুদ্র মধ্যে এখানে নিম্ব সমুদ্র একটি। বোধ হয় নিম্বু সমুদ্র পাঠ ছিল। কিন্তু এটি পুরাণে দধি-সমুদ্র। অন্য ছয়টির নাম ঠিক আছে। জলধর, স্বাদু-উদক সমুদ্র, বর্ত্তমান ইংরেজী নাম ইউফ্রেটীস নদী।

৭৩) কবির মতে দ্বিতীয় চণ্ডীদাস কর-বংশোদ্ভব ছিলেন। বীরভূমে বর্ণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে 'কর' পদ্ধতি আছে। পূর্ব্ব কালের সদ্ ব্রাহ্মণেরা নানা কারণে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। উড়িষ্যায় 'কর' পদ্ধতি সদব্রাহ্মণের আছে।

কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করি পরস্পর।
রমা রূপচাঁদ কোথা কহে সিকন্দর ॥
করি তারা কয়দিন রাত্রি জাগরণ।
এখনো নিদ্রিত দোঁহে কহে রহমন ॥
ক্ষণ পরে জাগি উঠে রূপচাঁদ রমা।
কাহারো নাহিক আজ আনন্দের সীমা ॥
রূপচাঁদ রূপবান্ হয় রে যেমতি।
তেমনি রূপের ডালি হয় রমাবতী ॥
মহানন্দে দোঁহে তবে প্রণমে সকলে।
নীরবে বসিল গিয়া প্রভুপদতলে ॥
প্রভু কহে কহ রূপ কিরূপে কেমনে।
আছিলে তুমরা দোঁহে জয়াকর স্থানে ॥
রূপ কহে স্বর্গসম সুখের আকর।
অতিমনোহর স্থান হয় মানকর ॥
জয়াকর পিতার তুলনা নাহি পাই।
একাধারে এত গুণ কভু দেখি নাই ॥
লক্ষ্মীরূপা পত্নী তার জননী আমার।
তেন নারী ইহ মর্ত্তে না দেখিনু আর ॥
শুন প্রভু দয়াময় ভাবি আমি তাই।
আমা দোঁহে ছাড়ি তারা বাঁচে কিবা নাই ॥
বিদায়ের কালে যবে মাতার চরণে।
প্রণাম করিনু মোরা সজল নয়নে ॥
৬৬/] মুরছি পড়িল মাতা আছাড় খাইয়া।
কি হবে তাহার প্রভু না পাই ভাবিয়া ॥
কেঁদুলী পর্য্যন্ত সাথে আইলেন পিতা।
ছিলাম দুদিন তাঁর বন্ধুগৃহে তথা ॥
সেখানেও পিতার সম্মান সমধিক।
সকলেই ভক্তি করে পিতার অধিক ॥
পূজ্যপাদ জয়াকর তথা হইনু জ্ঞাত।
জয়দেব কবি কবিরাজ-কুল-জাত ॥[৭৪]
তেঁই তারে পাইয়া সবে বহুদিন পরে।
না ছাড়িলা দুইদিন সহ সবাকারে ॥

সকলেই হরি-ভক্ত প্রেমিক সুজন।
কৃষ্ণ নাম তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ ॥
ঘরে ঘরে দিন রাত উঠে হরিধ্বনি।
কেন্দুবিল্ব সম আর নাহি পুণ্য ভূমি ॥
পিতৃ সঙ্গ ছাড়ি মোরা সে সবার সহ।
করিলাম যাত্রা সহি বেদনা দুঃসহ ॥
প্রভুর দর্শন-ইচ্ছা না হইলে প্রবল।
হইত তবে মোসবার মরণ মঙ্গল ॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ তুমি যে পণ্ডিত।
তা হইলে ঘটিল কেন হিতে বিপরীত ॥
সত্য ভালবাসা তার না দিই আখ্যান।
দুঃসহ বিরহ বৎস যার পরিণাম ॥
জানি আমি জয়াকার পণ্ডিত সুজন।
তত্রাপি ঘুচে না তার মায়ার বন্ধন ॥
ইন্দ্রিয়ের পথে আনি মনে দিলে স্থান।
অবিচ্ছিন্ন হয় সেই অন্তরীণ জ্ঞান ॥
কিন্তু যাহে রহে বৎস বিরহ মিলন।
নহে সেই ভালবাসা প্রণয়-বন্ধন ॥
রমা রমা কেন মাগো ম্লান হেরি তোরে।
নীরবে আছিস বুঝি অভিমানভরে ॥
রমাবতী কহে তবে করিয়া সুহাস।
এখনো কি বারো তব পুরে নাই মাস ॥
দুই পক্ষ পরে ছিল ফিরিবার কথা।
বৎসর হইল গত কোন্ কাজে এথা ॥
প্রভু কহে বল মা গো আসিবার দিনে।
কোন্ কাজে দিবা-রাতি ছিনু মোরা বনে ॥
বিশ্বপিতা যন্ত্রী মা গো যন্ত্র মোরা যত।
যেমন চালান তিনি চলি সেই মত ॥
সিকন্দর কহে প্রভু করি নিবেদন।
কখন হইবা মোর কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥
প্রভু কন যে কহিলা কলঙ্কের কথা।
কমলকুমারী সেই দেখি তবে কোথা ॥
আশ্রমের পানে প্রভু চাহিলেন ফিরি।
দেখিলেন আসিতেছে কমলকুমারী ॥

---

৭৪ ) কবির মতে জয়দেব কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইহা এক নূতন কথা।

হাঁক দিয়া কন তবে আয় মা গো ধেয়ে।
রমা যে বসিয়া তব আসা-পথ চেয়ে ॥
কমলকুমারী আসি চমকিয়া কয়।
এই বুঝি রমা না না এ ত রমা নয় ॥
এ যে মোর প্রাণাধিকা প্রমীলা ভগিনী।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি নরমণি ॥
দোষিনু কুজন-বাক্যে মিথ্যা আপনারে।
জ্ঞানহীনা নারী আমি ক্ষমা কর মোরে ॥
চমকিয়া কহে রাজা প্রভু এ কি লীলা।
এই রমা কমলার ভগিনী প্রমীলা ॥
প্রভু প্রভু দয়াময় পতিত-পাবন।
কি দিয়া পূজিব আজ তুমার চরণ ॥
করিলেন দাসের এ কলঙ্ক ভঞ্জন।
কি দিঞা পুজিবে আজ তুমার চরণ ॥
দেখ রে পাণ্ডুআ-বাসী সভাসদগণ।
হইল আজি আমার সে কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥
বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি প্রভু।
কোন ধর্ম্মে হিংসা আর না করিব কভু ॥
এত কহি সিকন্দর বিদাই লইয়া।
পাত্রমিত্রসহ চলে হরসিত হঞা ॥
প্রভু কহে শম্ভুনাথ শুধাই তুমায়।
চিনিতে নারিলে তুমি কি হেতু রমায় ॥
হাসি কহে শম্ভুনাথ বিবাহ-বাসরে।
একবার মাত্র আমি দেখেছিনু তারে ॥
বিবাহের পর কভু না যাই সেখানে।
রমা যে প্রমীলা সে তা বুঝিব কেমনে ॥
হাসি পুন চণ্ডীদাস কহিলেন রমা।
শম্ভুনাথে চিনিতে পারিয়াছিলে কি না ॥
রমা কহে একবার কাহারে দেখিলে।
নারীর স্বভাব তায় কখনো না ভুলে ॥
যেমনি দেখিনু আমি চিনিলাম তাঁরে।
ইচ্ছা ছিল ব্যক্ত না করিব আপনারে ॥
কিন্তু এবে কহি আমি সবার গোচর।
আমার পিতার নাম হয় পুরন্দর ॥
হয় তাঁর ভদ্রাসন রঙ্গনাথপুর।[৭৫]
সেখান হইতে গঙ্গা নহে বহুদূর ॥
যাইতাম স্নান হেতু নিত্য তার নীরে।[৭৬]
তথা তেঁই পড়ি এই তান্ত্রিকের করে ॥
এখন আমার তিনি হৃদয়-দেবতা।
সাক্ষী তার চণ্ডীদাস রাসমণি মাতা ॥
কিন্তু আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনের মেঞে।
অকুলীন পাত্র-সহ হইল মোর বিয়ে ॥
কুলে ধনে পিতা মোর সবার সম্মানী।
আমি গেলে তথা তার হইবা মানহানি ॥

---

৭৫) রঙ্গনাথপুর. বোধ হয়. বর্ত্তমান লোকনাথপুরের নিকটে গঙ্গার পূর্ব পার্শ্বে পলাশীর কিছু উত্তরে ছিল।

৭৬) উদয়-সেনের "চণ্ডীদাসচরিতামৃতম্" পুথীর মাত্র একখানি জীর্ণ ও ছিন্ন পত্র পাওয়া গিয়াছে। দুই পিঠে লিখিত। শ্রীযুক্ত রামশরণ-ঘোষ বহুযত্নে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এখানে মুদ্রিত হইল। এই মূলের সহিত কৃষ্ণ-সেন-কৃত বঙ্গানুবাদ মিলাইতে পারা যাইবে।

স্নাতুং নিত্যমগচ্ছঞ্চ গঙ্গায়া নির্মলোদকে।
তদর্থং হি ধৃতা চাহমনেন তান্ত্রিকেণ চ ॥
স মে হৃদ্দেবতা সত্যমধুনা কথয়ামি চ।
সাক্ষী তচ্চণ্ডিদাসশ্চ মাতা রাসমণি তথা ॥
কিন্তুংকৃষ্ণকুলে চাহং জাতাস্মি বিধিনা ততঃ।
অকুলীনবরেণাভূদুদ্বাহং বিহিতং মম ॥
সমৃদ্ধকুলশীলশ্চ পিতা সর্বমানাঞ্চ মে।
প্রাপ্তেতু ময়ি তদ্বাসং পিতুর্মানং বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥
বীক্ষ্য মামীদৃশীং (পিতুঃ ?) ন সুখঞ্চ ভবিষ্যতি।
শ্বশুরস্য পুরং গত্বা স্বাস্থ্যম্যাজ্জীবনস্তথা ॥
জ্ঞাতং পত্যুরভিধানং চন্দননগরং তথা।
মং পিত্রো কুশলঞ্চাতো মামেব জ্ঞাপয়িষ্যসি ॥
তত্রাহং তীরোভূতা চ সম্ভূতাত্র মদাগ্রজে।
রামী চণ্ডিদাসাবস্মিন্ কালে চ পিতরৌ মম ॥
আদৌ যৌ পিতরৌ তাভ্যাং বিস্মৃতাহংদ্বিতীয়েচ।
রোদিতীন্দুমতি মাতা জনকশ্চ জয়াকরঃ ॥
সন্ত্যত্র চ তয়োঃ প্রাণাস্তস্মুস্তত্র সুনিশ্চিতম্।
মাতা নাস্তি পিতান্যৈকশ্চন্দ্রনাথ ধরোস্তি মে ॥

আমায় দেখিয়া কারো না জন্মিবা সুখ।
তেঁই তথা এ জনমে না দেখাব মুখ॥
দিদি দিদি দয়াময়ী কমলকুমারী।
ভুল না আমারে তুমি চরণেতে ধরি॥

৬৬৮/] আজীবন রব আমি শ্বশুরের ঘরে।
সুবিখ্যাত গ্রাম সেই চন্দননগরে॥
আমার স্বামীর নাম আছে তব জানা।
ভুল না কখনো দিদি দাসীর ঠিকানা॥

যন্তং প্রাপ্তং মদুদ্দেশং সহসা পিতুরাশ্রমে।
তত্তেসাহং কনিষ্ঠাস্মি ভগিনীস্নেহপালিতা॥
বিধাতুরেকনেত্রেপি চুস্থেয়ং শূলসন্নিভা।
তথাপি তন্নেত্রান্তে সানন্দদায়িনী ধ্রুবম॥
যদা চণ্ডিদাসেণাহং সুপাত্রায়াপিতা ততঃ।
ব্রূহি মাঞ্চ তবাশ্রিতাং কিমর্থং রোদিসি স্বসা॥
প্রমীলাং কমলোবাচ প্রমৃজ্যাশ্রু প্রিয়তমে।
মিলনান্তে ফলঞ্চাহং লপ্স্যে বা কিমতঃপরম্॥
তত্ত্বৈকং পিতরং ত্বংহি প্রাপ্নোসি জনকত্রয়ং।
একাপি দুহিতা নাস্তি ত্বাস্মাং বিনাধুনা পিতুঃ॥
যদ্যপি ত্বং ন গচ্ছসি কস্মিন্নেব তদীক্ষণে।
ততস্তে বিরহক্লেশং কথং স বিস্মরিষ্যতি॥
ক্ষিপ্তাব্ধৌ সন্তা (নং ?) কশ্চাগচ্ছৎ স্বর্গে কুলক্রোড়ং।
জাতিঃ শ্রেয় কুলাং বংসে কুলং নাস্তি জাতিং বিনা॥
অনেন কর্মণা হৃতং কুলিনস্য কুলং যদি।
জ্ঞাস্যামি তং সু ( বিচারং ? ) নাস্তীতি ব্রাহ্মণেষু চ॥
অকুলীন সুপাত্রায় দত্তাপি ত্বা নিপীড়িতাং।
ততশ্চ তং জাতি রক্ষ (          ) ম্ পূর্ব্ব জ্ঞা (          )॥
পুনরেষ ন মে পিতা জ্ঞানহীনঃ কদাচ ন।
সংপূজ্যং তৎকুলীনত্বমপত্যং ত্যাজ্যমেব হি॥
প্রভূ নো (          ) নিপাতাঞ্চা (          ) রালয়ে ত্বয়ি।
ততো ক্ষুণ্ণমবশ্যঞ্চ ভবেত্তস্য কুলদ্বয়ম্॥
প্রত্যাখ্যাতং ন তদ্বাক্যং কেনাপি চ বরাননে।
ধৃত্বা তচ্চরণাম্বুজং গন্তং তত্র যতস্ব ত্বম্।
চণ্ডিদাসো হব্রবীৎ বৎসে ন ভেতব্যং পরাঙ্কি চ।
রঙ্গনাথপুরং নিত্বা যাস্যামি ত্বামতঃপরম্॥
স (···) দ্বিত্তমঃ পিতা জন্মদাতাত্র ভূতলে।
যৎ সেবয়া মনসি চ ব্রহ্মানন্দং প্রজায়তে॥
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা॥

সাসি ধন্যা পিতা যস্যা বিদ্যমানশ্চ ভূতলে।
পতি সাধ্যং যদ্যপি স্যাৎ পূজ্য পিতা তথাপি তে॥
স্বস্য চাত্মা শোণিতাভ্যাং (          ) দাতা ধ্রুবং।
বিশ্বশ্রষ্টাসমোপি চ পৃথিব্যাং স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পিতৃসেবা তথা যত্নং তৎপাদ দর্শনং তথা।
(          ) যৎ ফলঙ্কিরং সন্ততের্হিতকারণম্॥
পাণ্ডুয়া নগরং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সুনিশ্চিতং।
ভবত প্রস্তুতাঃ সর্বে গন্তুমদ্য তথা কিল॥
জ্ঞাপয় ত্বং রুদ্রমালি বঙ্গাধিপতি মেব চ।
রক্ষণায় চেদং রাত্রাবশ্বারোহিং শ্চতুর্দ্দলান্॥
গচ্ছ তং মাত্তরো তর্হি সাম্প্র (          ) শ্রয়ং।
গতমহ্ন স্তথা বাচঃ প্রসঙ্গাৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ইত্থমাকর্ণ্য ভূপশ্চ চণ্ডিদাসমুবাচ স।
অদ্য কিঞ্চিদ্ধনং তুভ্যং দাতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো॥
সংসারেণ সহ ত্যক্তমর্থসঙ্গং ময়েতি চ।
প্রত্যুবাচ নরাধীশং চণ্ডিদাসঃ স্মিতাননঃ॥
উপবিশ ক্ষণং রাজন্নস্মিন্নেব তরোস্তলে।
পৃচ্ছাম্যহং (          ) স্তাবৎ কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্॥
আদিষ্টশ্চণ্ডিদাসেন নরানামধিপস্তথা।
তস্মিংস্তরুতলে গত্বা সোহত্যদ্ভুতং দদর্শ চ॥
অদৃষ্টানীতি পূর্ব্বাণি রত্নানি বিবিধানিচ।
স্থিতান্যাবর্জনায়াঞ্চ বিলোক্য স্তম্ভিতো ভবৎ॥
তে নোক্তং পুনরাগম্য দীনহীনশ্চাহং প্রভো।
ধনাধিপাঙ্কনেশৈব দানেচ্ছা ক্ষিপ্ততা ধ্রুবম্॥
হসিতং চণ্ডিদাসেন গতং সিকন্দরেণ চ।
আব্রহ্ম চণ্ডালাঃ সর্বে মগ্নাশ্চাদ্য মনোদুঃখে॥
সবিতা ন চ সংক্ষুব্ধঃ কস্যাপি সুখদুঃখয়োঃ।
অস্তাচল চূড়ায়াঞ্চ তামাদ্ধসন্ জগাম সঃ॥
অন্ধকারাগতা রাত্রি কোপি সুপ্ত কদাচন।
সর্বেক্ষিতা যুতা সাপি ক্ষণস্থাং স্তদ্বিভাব্য চ॥
প্রাতরেবাত্ত······

জানাইবে মনে করি করি নিবেদন।
থাকে মোর পিতা-মাতা কখন কেমন ॥
মরিয়াছি তথা আমি জন্মিয়াছি হেথা।
রামী চণ্ডীদাস মোর এবে পিতা-মাতা ॥
এক পিতা-মাতা মোর ভুলেছে আমায়।
আর পিতা-মাতা মোর কাঁদিয়া বেড়ায় ॥
পিতা মোর জন্মাকর মাতা তার জায়া।
হেথায় তাদের প্রাণ সেথা আছে কায়া ॥
আর এক মাতা নাই পিতা আছে মোর।
চন্দননগরে শ্বশ্রু* চন্দ্রনাথ-ধর ॥
আমার সন্ধান যবে পাইয়াছ তুমি।
সেই আছি আমি তব কনিষ্ঠা ভগিনী ॥
এক চক্ষে ধাতার অভাগী চক্ষুশূল।
আর চক্ষে বিধাতা দাসীর অনুকূল ॥
যোগ্য করে পিতা মোর কইল সমর্পণ।
মোর তরে কেন তবে করিছ ক্রন্দন ॥
কমলা কহিলা এবে নয়ন মুছিয়া।
কি ফল লভিনু তবে তুমারে পাইয়া ॥
এক পিতা ছাড়ি তুমি পাইলে তিন পিতা।
মোরা ছাড়া নাহি আর পিতার দুহিতা ॥
তুমি না যাইবে যদি তাঁহার সাক্ষাতে।
তুমার বিরহ দুখ ভুলিবে কি মতে ॥
পুত্র-কন্যা ভাসায়ে অকূল দরিয়ায়।
কুলে কোলে করি স্বর্গে কে গেছে কোথায় ॥
আগে জাতি পরে কুল শুনরে প্রমীলে।
কোথায় কাহার কুল থাকে জাতি গেলে ॥
সেই জাতি-রক্ষা হেতু অকুলীনে দান।
করিলেন প্রভু তোরে কিবা তাঁর জ্ঞান ॥
ইহা হতে কুলীনের কুলীনত্ব গেলে।
বুঝিব বিচার নাই ব্রাহ্মণের কুলে ॥

* 'শ্বশুর' হইবে। ব্রাহ্মণের ধর পদ্ধতি এখন শুনিতে পাই না।

কখনই নহে পিতা এমন অজ্ঞান।
কুলীনত্বে ভজি সেহ ত্যজিবে সন্তান ॥
প্রভু যদি যান তথা লইয়া তোমায়।
তা হলে রহিবে তার দুকুল বাজায় ॥
তাঁর কথা অন্যথা করিতে কার সাধ্য।
পায়ে ধরি তারে আজ যাইতে কর বাধ্য ॥
প্রভু কহে মা আমার চিন্তা কর দূর।
কালি তোরে লঞা যাব রঙ্গনাথপুর ॥
জন্মদাতা পিতা হন সকলের আগে।
তাঁর সেবাগুণে মনে ব্রহ্মানন্দ জাগে ॥
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পরন্তপ পিতা।
পিতার তুষ্টিতে তুষ্ট সকল দেবতা ॥
সেই মাত্র এ জগতে হয় ভগবান।
জন্মদাতা পিতা যার রয় বর্ত্তমান ॥
অবশ্য নারীর পতি পরম দেবতা।
তত্রাপি তাহারো হয় পূজ্যপাদ পিতা ॥
রক্ত-মাংস দিঞা যারা জন্ম দিলা তোরে।
স্রষ্টার স্বরূপ তারা এই মর্ত্তাপুরে ॥
তাঁহাদের সেবা-যত্ন চরণ দর্শন।
সন্তানের সর্ব্বকাল কল্যাণ কারণ ॥
আজি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাক সবে।
পাণ্ডুআ নগর কাল ছাড়ি যাইতে হবে ॥
জানাইয়া আইস রুদ্র বঙ্গের বাদশাহে।
চতুর্দ্দোল অশ্বারোহী ঠিক যেন রহে ॥
যাও মা তুমরা এবে আশ্রম ভিতর।
বেলা প্রায় হইল আসি দ্বিতীয় প্রহর ॥
আইস বৎস শম্ভুনাথ রূপচাঁদে লঞে।
স্নানের সময় আজ গেল বুঝি বঞে ॥
এত কহি যান প্রভু আশ্রমের পানে।
তখনি লাগিল ধাক্কা পাণ্ডুআর প্রাণে ॥
বার্ত্তা পাইয়া সিকন্দর করিল ঘোষণা।
কল্য প্রাতে চণ্ডীদাস তুলিবেন থানা ॥
শুনিয়া পাণ্ডুআ-বাসী সব কাজ ফেলি।
রাশি রাশি গাঁথে মালা নানা ফুল তুলি ॥

প্রভুর আশ্রমে আসি সিকন্দর বলে।
কি দিঞা পূজিব পদ বিদায়ের কালে॥
দিতে চাহি প্রভুরে কিঞ্চিৎ রত্ন ধন।
অনুমতি হইলে প্রভু করি আনয়ন॥
হাসি তবে চণ্ডীদাস কহে নরনাথে।
অর্থ সঙ্গ ত্যজিয়াছি সংসারের সাঁথে॥
পূর্ণ করা তোমার বাসনা ঠিক কিনা।
দেখি তবে মনোমধ্যে করি বিবেচনা॥
যাহ অই বৃক্ষ-মূলে বস গিঞা তুমি।
চিন্তা করি একবার দেখি তবে আমি॥
আজ্ঞা পাঞা যান রাজা সরি বৃক্ষতলে।
স্তম্ভিত হইয়া পড়ে দেখি সেই স্থলে॥
আবর্জ্জনা সহ পড়ি রাশি রাশি ধন।
প্রবাল মাণিক মুক্তা রজত কাঞ্চন॥
কখনো যা দেখে নাই চক্ষে নরমণি।
পড়ি রহে তথা তেন কত রত্নমণি॥
তখনি প্রভুর পাশে বাহুড়ি ভূপতি।
৬৭/] কহিলেন প্রভু আমি দীন হীন অতি॥
কুবের জিনিয়া যার হয় ধন-বল।
তারে ধন দিতে চাও পাগ্‌লামি কেবল॥
হাসিলেন চণ্ডীদাস চলি গেল রাজা।
প্রতি গৃহ-চূড়ে আজ উড়ে নীল ধ্বজা॥
আব্রহ্মচণ্ডাল আজ মগ্ন মনোদুখে।
পাণ্ডুআ-বাসীর কারো হাসি নাঞি মুখে॥
কারো দুখে দুখী নয় দেব অংশুমালী।
হাসিতে হাসিতে গেল অস্তাচলে চলি॥
আইলা রজনী ঘিরি ঘোর অন্ধকারে।
না পারে পশিতে আজ নিদ্রা কারো ঘরে।
শিশুর নিকটে সেহ রহে সঙ্গোপনে।
সমান হলেও রাতি পুহাইল ক্ষণে॥
খাড়া রহে চতুর্দ্দোল বাগানের দ্বারে।
অবিশ্রান্ত আসে লোক কাতারে কাতারে॥
অসংখ্য লোকের মেলা ঠেকে মাথে মাথে।
সর্ষপ সমান স্থান নাহি রাজপথে॥

আসোয়ারী চড়ি তবে আইলা বেগম।
গজ-পৃষ্ঠে নৃপতির হইল সমাগম॥
আশ্রম ছাড়িয়া তবে হলেন প্রকাশ।
রূপ রুদ্র শম্ভুনাথ সহ চণ্ডীদাস॥
কমলা প্রমীলা সহ আইলা রাসমণি।
উঠিল চৌদিকে তবে জয়-জয়-ধ্বনি॥
জয় প্রভু চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি।
জয়-জয় শক্তি-রূপা রাই-রাসমণি॥
বেগম আসিয়া ধরি প্রমীলারে কোলে।
একটি হীরার হার পরি দিলা গলে॥
রত্নের বলয় দিল কমলার করে।
নানা জাতি পুষ্প ঢালে রামিনীর শিরে॥
তৎপর হইয়া সবে নিকটেতে আসি।
প্রভু অঙ্গে খই পুষ্প ছুড়ে রাশি রাশি॥
পুরুষ প্রভুর গলে রামী গলে নারী।
ফুল-মালা পরি দেয় হঞা অগ্রসারি॥
উঠি যবে বসিলেন সবে চতুর্দ্দোলে।
প্রলয়ের সিন্ধু যেন সহসা উথলে॥
লক্ষ মুখে জয়-ধ্বনি ভেদিল গগন।
অগ্রে চলে চৌদোল পশ্চাতে বাতায়ন*॥
সজল নয়নে এবে বাজী পৃষ্ঠে চড়ি।
পাশে চলে রহমন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি॥
পাণ্ডুআর সুধাময় চণ্ডীর চরিত।
রচিলা পয়ার-ছন্দে কৃষ্ণ-গাঁতাইত॥
কর্ত্তা কর্ম্ম যে এক নামেতে ব্যক্ত হয়।
গৃহ-শূন্য বুদ্ধদেব যেই ঘরে রয়॥
বৎসরের সেই মাস শুক্ল পঞ্চমীতে।
করিলেন যাত্রা প্রভু পাণ্ডুআ হইতে॥[৭৭]

* | * | *

*বাতায়ন. অশ্ব। যথা, বাতায়নশ্চৈকশফো—ত্রিকাণ্ডশেষঃ। বাতস্যেব শীঘ্র ময়নংগতির্যস্য। কবি আরও কয়েকটি শব্দ ত্রিকাণ্ড-শেষ হইতে লইয়াছেন।

৭৭) শ্রীযুক্ত রামশরণ-ঘোষ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—ধনু শব্দ কর্তৃ বা কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন। অতএব ধনু মাস। বুদ্ধদেব গৃহ-

আজি কালি করিয়া বৎসর হইল শেষ।
তত্রাপি সে প্রমীলার না হয় উদ্দেশ॥
এক কন্যা হরিল কে সন্ধান না পাই।
এক কন্যা চলি গেল কুলে দিয়া ছাই॥
মাসান্তেও কেহ যার নাহি পায় ভেট।
রে বিধি তাহার মাথা করে দিলি হেঁট॥
কুলীনের শ্রেষ্ঠ আমি তাহে ধনবান।
ভেবে দেখ ছিলা মোর কতই সম্মান॥
অমর করিলি দিয়া সুধা-সঞ্জীবনী।
মস্তকে হানিতে সে কি সহস্র অশনি॥
এত চিন্তি পুরন্দর মৌন ভাবে রয়।
ম্লানমুখী ইন্দিরা আসিয়া কিছু কয়॥
এই শুক্ল পক্ষে হবে খোকার ভুঞ্জনা। *
কল্য প্রাতে একবার ডাক ষোল-আনা॥
যা হবার হইয়াছে ভাবিয়া কি ফল।
কর এবে হয় যাতে বাছার মঙ্গল॥
পুরন্দর কহে প্রিয়ে ভাবিতেছি তাই।
যা দেখি তাদের ভাব খায় কিবা নাই॥
ইন্দিরা কহিলা দাও চাহে যত টাকা।
তা বলে কি খাবে ভাত খোকা মোর একা॥
সবাই খাতক তব ভয় কি তুমার।
সে কথা বলিয়া উঠে সাধ্য আছে কার॥
যদি বলে বলো আমি সমাজের পতি।
কোনমতে আমার না যাইতে পারে জাতি॥
নদীর প্রধান গঙ্গা তার পূতবারি।
নহে অপবিত্র কভু দেখহ বিচারি॥
পুরন্দর কহে প্রিয়ে করিলে বিচার।
প্রায়শ্চিত্ত বিনা মোর নাহিক নিস্তার॥

শুচি কি অশুচি হোক প্রবাহ সকল।
গঙ্গায় পড়িয়া হয় সবি গঙ্গাজল॥
কিন্তু সেই গঙ্গোদক সিন্ধুগত হলে।
তখন তাহারে প্রিয়ে পবিত্র কে বলে॥
ইন্দিরা কহিলা তবে খুয়াবে কি মান।
মস্তক-মুণ্ডনে বুঝি বড়ই সম্মান॥
যুবক হাসিবে দেখি দিঞা কুলুকুলি।
বালক হাসিবে নাচি দিঞা করতালি॥
এর চেঞে জাতি যায় সেও তব ভাল।
৬৭/০] যা হোক একবার সবে ডাকে তুমি বল॥
বলি সতী চলি গেল হাত নাড়া দিঞা।
পুরন্দর ভাবে পুন নীরবে বসিয়া॥
নারু পারু শ্যাম রাম কত নামে কত।
এক স্থানে জুটি লোক কহে কত মত॥
নারু কয় পারু তোর বুদ্ধি বড় মোটা।
সমাজের চেঞে বড় হয় কোন্ বেটা॥
দুই দুটা বিটী যার কুলে দিলা কালী।
আবার সমাজ তারে বুকে লিবে তুলি॥
পারু কয় আড়ে* বল সেটা কোন্ কথা।
কাছে হলে হাতে তোর কাটি দিবে মাথা॥
নিশ্চয় নিশ্চয় বলি সায় দেয় শ্যামা।
কভি নয় কভি নয় হাঁকে কয় রামা॥
পারি তার ঘাটে দিতে সাত গুষ্টি কুল।
কিন্তু কিছু ধারি তার এই হইছে শূল॥
চাঁপীর মা উমাদাসী কুড়ানীর বোন।
সবাই সবারে বলে শোন শোন শোন॥
মন্দামাসী আসি কহে কি করিস সবে।
সবাই বলিবি যদি শুনিবে কে তবে।
আমি বলি কান দিয়া শুন সবে তোরা।
তুমিই সে কথা তবে বল কহে তারা॥
কহিতে লাগিল তবে মন্দাকিনী বুড়ী।
গাং সিনানে গিঞাছিল যবে পমি* ছুঁড়ী।

ত্যাগের পর আডারকালাম নামক এক উপাধ্যায়ের শিষ্য হইয়া-ছিলেন, গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন। ধনু রাশির অধিপতি গুরু। অতএব দুই পক্ষেই ধনু বা পৌষ মাস। চণ্ডীদাস সে বৎসরের বৈশাখ মাসে কিম্বা পূর্ববর্তী চৈত্র মাসে পাণ্ডুআ যাত্রা করিয়াছিলেন।

* অন্নপ্রাশন। ষোল আনা, গ্রাম ষোলআনা, গ্রামস্থ যাবতীয় লোক, যাবতীয় লোকের মুখ্য।

* আড়ে, আড়ালে।

* প্রমীলা।

মুছলমানে ধরি তারে লঞা গেছে জানি।
সবাই এখন সেটা করে কানা-কানি॥
কমলী ছুঁড়ী কি করিল বুঝি শুন নাই।
সেটাও চলিয়া গেছে কুলে দিঞা ছাই॥
সবাই বলিয়া উঠে সত্যি নাকি বুড়ী।
মরুক মরুক সে গলায় দিঞা দড়ী॥
বুড়ী কহে আর বুঝি কেহই শুন না।
এই মাসে পুঁরুর যে বেটার ভুজনা॥
শুনিলাম বহু অর্থ করিবেক ব্যয়।
বড়ই উঠিবে মজা দেখিব কি হয়॥
খাঁদীর মা কহে মাসী হয় যদি তাই।
তাহলে চলিবে দেব দত্যির লড়াই॥
গরীব হলেও কি মা দিতে পারি জাত।
ধারী বলে খাইব কেনে অজাতের ভাত॥
মন্দা কহে সত্যই ত, না না চল নড়ে।
এখনো অনেক কাজ আছে মোর পড়ে॥
অম্না বেটা কি যে হইল কাজ-বাজ ছাড়ি।
সাধুর আড্ডায় আছে দিন-রাত পড়ি॥
একা তোর অম্না কেন অমনি ত সবাই।
খাঁদীর মা উমাশশী কহে এক রায়॥
শুনেছি একটা তার বড় অসম্ভব।
যে যা মনে করি যায় বলে দেয় সব॥
অনেকে তাহার শিষ্য হইয়াছে তাই।
আমার গ্রামের লোক কেহ বাকী নাই॥
বলিতে বলিতে সবে চলি গেল ঘরে।
রবিও বসিল গিঞা অস্তাচল-চূড়ে।

* | * | *

পোহাইল বিভাবরী পূর্ব্বাকাশে রবি।
উদিল অঙ্কিত করি শূন্যে রক্ত ছবি॥
প্রিয়া সঙ্গে মিলে যবে পুন চক্রবাক।
গ্রাম্য ষোল-আনা পুরু করিলেন ডাক॥
বৈঠক করিয়া সবে বসিলা যখন।
কত মতে অভ্যুত্থান করি তবে কন॥
শুনেছেন সবে মোর দৈবের ঘটনা।
বিধি দেন এড়াতে সে এ মোর প্রার্থনা॥
অন্নাশন হইবা মোর খোঁকার এ মাসে।
ডাকি আমি সবে তার অনুমতি আশে॥
যা হয় করুন এবে ব্যক্ত অকপটে।
এই নিবেদন আমি করি করপুটে॥
এ চায় উহার পানে কথা নাহি কয়।
মহাজন পুরন্দর যে সে লোক নয়॥
কহিলেন একজন সরল-হৃদয়।
শুনুন আমার মত ধর-মহাশয়॥*
চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত করি তারপর।
অন্নপ্রাশনের কার্য্যে হউন তৎপর॥
আর জন কহে তুই না জানিস স্মৃতি।
সর্ব্বক্ষেত্রে অগ্র-বক্তা এ কি তোর রীতি॥
তুই ছুটা কন্যা যাব কুলের বাহির।
তার প্রায়শ্চিত্ত তুই এই কইলি স্থির॥
নাহি যার প্রতিকার বেদে কি বিধানে।
তার পাপ খণ্ডিবে কি শুধু চান্দ্রায়নে॥
কিঞ্চিৎ হইতে পারে এমন বিধান।
চান্দ্রায়ন সহ যদি করে তুলা দান॥
হেরম্ব রুষিয়া কয় মূর্খ কিনা তুমি।
৬৮/] এ পাপের মুক্তি নাই দিলে রাজ্য-ভূমি॥
চান্দ্রায়ন তুলাদান করা সে ত চাই।
ভোজন-দক্ষিণা চাই তাহাতে যা চাই॥
তাহলে কতক পাপ খণ্ডিতে বা পারে।
হেন কালে রুদ্রমালী দাণ্ডাইল দ্বারে॥
কহিলেন প্রণমামি কহ মহাশয়।
এর মধ্যে পুরন্দর কার নাম হয়॥
হেরম্ব কহিল মরি কে হে বাপু তুমি।
মানুষের হেনতর না দেখি পাগ্‌লামি॥
রুদ্র কহে থাকে যদি বিধি-কর্ত্তা হেন।
পাগল আমার মত না থাকিবে কেন॥

* পুরন্দর-ধর, এই পূর্ণনাম।

কমলা প্রমীলা কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী।
জনক উদার ভোলা জননী পার্ব্বতী ॥
তাঁরা যে উভয়ে নিত্য বেদ-বিধি-পার।
পাপ নাহি পাবে কোথা তার প্রতিকার ॥
বিধির দোহাই দাও বিধি কি জান না।
বিধি বিধি কর কিন্তু বিধি ত মান না ॥
তোর কথা শুনি আজ রুষ্ট হইনু মুই।
যার বাপ বিধি-কর্ত্তা তার বেটা তুই ॥
পুরু কহে কে আপুনি যোগিবর বেশ।
কি হেতু এ অভাগার করেন উদ্দেশ ॥
বোধ করি পুরন্দর হবে অন্য কেহ।
সুজনের কাজ কিবা দুর্জনের সহ ॥
চন্দ্রনাথ নাম আমি ধরি যে নিস্ফল।
তৃতীয় গ্রহের নাম যেমন মঙ্গল ॥*
রুদ্র কহে চন্দ্রে বই সুধা মিলে কোথা।
সজ্জন ব্যতীত রহে কোথায় দীনতা ॥
তুমিই সে পুরন্দর অতি ভাগ্যবান।
রঙ্গনাথে কেহ নাই তুমার সমান ॥
দুর্জনের কাছে কোথা পাবে সুবিচার।
পাগলের মত সব করিছে চীৎকার ॥
অমরত্ব-লাভে আজ চন্দ্র সুধানিধি।
বিষধর পাশে আসি চায় বর বিধি ॥
হেরম্ব কহিল এ যে অসম্ভব কথা।
কোথা হতে আইলে তুমি যাবে তুমি কোথা ॥
দুই দুটা কন্যা যার কুল ছাড়ি যান।
তুমার বিচারে সেহ অতি ভাগ্যবান ॥
মদ্য-সেবী বলে সুরা মর্ত্ত্যে সঞ্জীবনী।
যে পিয়ে তাহার ভাগ্য ধন্য বলে গণি ॥
গৃহত্যাগী তুমি যবে নাহি জাতি কুলে।
কি দোষ তুমার মতে কুলত্যাগী হলে ॥
রুদ্র কহে দ্বিজ দস্যু পূজে শ্যামা মায়।
সুতরাং ব্রাহ্মণেও দস্যু বলা যায় ॥

পিতৃকুল ত্যজি যেবা গেছে স্বামী-কুলে।
তাহারেও কুলত্যাগিনী বলা চলে ॥
এ হেন বিচার-বুদ্ধি যার ঘটে রয়।
নরকুলে একমাত্র তুমি মহাশয় ॥
হেরম্ব কহিল তুমি কি যে বল কথা।
কন্যা তার প্রমীলা যে নহে বিবাহিতা ॥
রুদ্র কহে প্রমীলার শুভ পরিণয়।
তুমি না দেখিলে বুঝি বিবাহ সে নয়।
শকুন্তলা-পরিণয় কেহ দেখে নাই।
নয় কি দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রের জামাই ॥
উষার বিবাহ হইল অনিরুদ্ধ সহ।
দেখে নাই বলি কেহ নয় কি বিবাহ ॥
শুন কহি প্রমীলার পরিণয় বাণী।
তাহারে সুপাত্রে দান করিয়াছি আমি ॥
আচার্য্য ছিলেন তায় চণ্ডীদাস কবি।
সাক্ষী তার পিতা শম্ভু মাতা সে ভার্গবী ॥†
পুরন্দর কহে প্রভু কে আপুনি তবে।
স্বপনের মত এ যে কেমনে সম্ভবে ॥
হেরম্ব কহিলা পুন শুন পুরন্দর।
এ সকল কথা আমি জানিব অতঃপর ॥
অসম্ভব কথা এ যে কহিছ ঠাকুর।
কোথা হইতে আইলে তুমি রঙ্গনাথপুর ॥
মাসাবধি কাল আমি ছিনু পাণ্ডুআয় ॥
মহাপ্রভু চণ্ডীদাসে দেখেছি তথায় ॥
যেদিন ভৈরবী মাতা রণ-উন্মাদিনী।
সমরে জিনিলা একা অসংখ্য সেনানী ॥
রক্ষিলা যেদিন মাতা ঘাতকের করে।
প্রভু চণ্ডীদাস সহ তার পার্শ্বচরে ॥
তৎকালেও ছিনু আমি কিন্তু হে দেবতা।
এতদিন ধরি তবে তুমি ছিলে কোথা ॥
রুদ্র কহে যেই দিন হিড়িম্বা রাক্ষসী।
গ্রাসিতে তোমারে পথে আক্রমিল আসি ॥

---

* পুরন্দর, ইন্দ্র। কিন্তু শিব অর্থও আছে। তৃতীয় গ্রহের নাম মঙ্গল, কিন্তু তিনি অমঙ্গলকারক।

† শম্ভু, শিব। ভার্গবী, পার্ব্বতী।

করে ধরি তুমি মোর করিলে ক্রন্দন।
তত্রাপি আমারে তুমি চিন না ব্রাহ্মণ॥
দীর্ঘপুচ্ছ উর্দ্ধে তুলি বীর হনুমান।
যে দিন তুমারে ধরি বস্ত্রে দিলা টান॥
৬৮/] উলঙ্গ হইয়া মোরে অর্পিলে বসন।
তত্রাপি আমারে তুমি চিন না ব্রাহ্মণ॥
দশে মিশি যেই দিন বসি দেবালয়ে।
প্রভুর সে নিন্দাবাদে ছিলে মত্ত হয়ে॥
আসি তথা আলাপিলা জনেক অতিথি।
প্রভুর রচিত প্রেম-রস-ভরা গীতি॥
প্রশংসিয়া মোরে কইলে প্রভুর বন্দন।
তত্রাপি আমারে তুমি চিন না ব্রাহ্মণ॥
যে ভৈরবী উগ্রচণ্ডা রণ-উন্মাদিনী।
বিমুখিলা একাকিনী সহস্র সেনানী॥
যার নামে কাঁপি উঠে পাণ্ডুআ নগরী।
সেই সে ভৈরবী হয় কমল-কুমারী॥
অজ্ঞাতে আছিলা তার স্বামী-সহবাসে।
সেই কথা এতদিনে আপনি প্রকাশে॥
তার সঙ্গে আছে সে প্রমীলা গুণবতী।
সহ তার গুণবান রূপচাঁদ পতি॥
আনন্দে বিহ্বল-চিত্ত পুরন্দর কয়।
কে আপুনি কৃপা করি দেন পরিচয়॥
কোথায় সে মা আমার কমলকুমারী।
কহ কোথা প্রাণাধিক প্রমীলা সুন্দরী॥
নিজগুণে প্রভু যদি হন অনুকূল।
তাহলে এ ব্রাহ্মণের থাকে জাতিকুল॥
কোথা প্রভু শম্ভুনাথ নবীন জামাতা।
প্রকাশ করিয়া এবে কহ সেই কথা॥
রুদ্রমালী কহে মোর সাঁথে যদি যাবে।
গ্রামের সীমান্তে সব দেখিবারে পাবে॥
তুমা হেন ব্রাহ্মণের কল্যাণ কারণ।
রঙ্গনাথ-পুরে প্রভু কইলা আগমন॥
মোর পরিচয়ে তব কোন কাজ নাই।
চণ্ডীদাস-দাস আমি জানে রাখা চাই॥
সকলের মুখ পানে চান পুরন্দর।
হেরম্ব কহিল চল প্রভুর সাক্ষাৎ॥
তাঁর পদধূলি ভাই পড়ে যার ঘরে।
তার সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে॥
তরণীর সহ যদি জুটিল কাণ্ডারী।
তুমারে তারিতে গিঞা কেন ডুবে মরি॥
যা করেন করিবেন প্রভু চণ্ডীদাস।
হলে হইবা তারি কাছে সত্যের বিকাশ॥
ভৈরবী যদ্যপি হন তুমার নন্দিনী।
তাহলে সে নারীরূপে নগেন্দ্রনন্দিনী॥
অবগাহি প্রমীলা সে নিত্য গঙ্গাজলে।
আরাধিত হর-গৌরী বসিয়া বিরলে॥
শুনিতেছি এবে তার সুপাত্রের সহ।
বিশ্বেশ্বরী মা আমার দিলেন বিবাহ॥
আচার্য্য ছিলেন তায় প্রভু চণ্ডীদাস।
এই কথা মোরা সবে করিলে বিশ্বাস॥
অবশ্য প্রমীলা তবে নারী-শিরোমণি।
জাতির গৌরব মাতা কুল-কুণ্ডলিনী॥*
প্রার্থনা সবার কাছে কহিলাম যেই।
বলুন বিচার করি ঠিক কিনা সেই॥
পেটুক ব্রাহ্মণ যারা কহিলা তখন।
তত্রাপি উচিত হয় ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
কিন্তু সে ভোজন শুদ্ধ নহে অর্থ বিনা।
দশ দশ মুদ্রা চাঞি প্রত্যেকে দক্ষিণা॥
পুরোধা কহিল হাসি কি যে কহ সবে।
কারণ ব্যতীত কার্য্য কেমনে সম্ভবে॥
প্রায়শ্চিত্ত হেতু হইবে ব্রাহ্মণ-ভোজন।
দক্ষিণার দাবী মাত্র ভোজন কারণ॥
বিশ্বশ্রবা-মুনি-পুত্রে বধিয়া শ্রীরাম।
নির্ব্বাসন করিলেন বৈজয়ন্ত-ধাম॥[৭৮]

---

* কুল-কুণ্ডলিনী, কুলের শক্তি।

৭৮) রাম রাবণকে বধ করিয়া বৈজয়ন্তধাম স্বর্গে। তথাপি তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

তত্রাপি তাপস-শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌গণ।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু তারে দিলেন মন্ত্রণ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ রাম করিলেন তবে।
কিসের বড়াই ভাই করি মোরা সবে॥
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ বাঁধা যার প্রেমে।
হেন যুধিষ্ঠির রাজা ভাবি দেখ মনে॥
জ্ঞাতি-বধ কভু তার দোষ নাহি গণি।
তবু প্রায়শ্চিত্ত দেখ করিলেন তিনি॥
কাজেই সে কর্ম্ম ভাই আগে হওা চাই।
তত্‌পর বলিতে পার যাহারে যা চাই॥
পুরন্দর কহে সবে করুন বিশ্বাস।
শুভক্ষণে সকলের পূর্ণ হইবে আশ॥
এখন চলুন তবে প্রভুর সন্ধানে।
চরিতার্থ হইবে চিত্ত তাঁর দরশনে॥
তুষ্ট হঞা দ্বিজগণ কহিলা নিশ্চয়।
তাঁর দরশনে হইবা পুণ্যের সঞ্চয়॥
৬৯/] এত কহি অনেকে চলিল ছুটাছুটি।
রুষ্ট হইয়া দুষ্টগণ পলাইল উঠি॥
হেথা প্রভু চণ্ডীদাস স্নানান্তে বসিঞা।
পূজেন প্রমথ-নামে বিল্বদল দিঞা॥
পূজা সাঙ্গ করি শেষ বোম বোম রবে।
সুধাকণ্ঠে শিবাষ্টক আরম্ভিলা তবে॥

শিবাষ্টক।

১॥ বপুপ্রাদুর্ভাবাদনুমিত মিদং জন্মনি
সুরাপুরা বেনপ্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তং
নমোমুক্ত সম্প্রাত্যহমতনুরগ্রে প্রণত
ভ্যাম মহেস ক্ষন্তব্য তদিদপরাধ
দয়মপি॥ ২॥ হে গোউরিনাথ
ত্রিপুরহরসম্ভোত্রিনয়ন প্রসীদেতি
ক্রোসন্নিমিসমিবনেস্বামী দিবাবসানে
কদা বারানস্যামিহযুরধনী বোধসি
বসনব্যাসনে কোপিনে সিরসি
নির্ব্বাণঞ্জলীপুট॥ ৩॥ কিং মাং
কৃপামঅগতা দুঃখ দুরম বন্ধনং
মোচঅসি কন্দুকবতপতন্তং
কর্ম্মানিভুক্তং মম সন্তি পুরা
কৃতানি ভক্তেষুতেষু হরহে তবক
প্রসাদ॥ ৪॥ বাচশ্চটু যুলোচনে
পরবধুবক্তেষ্‌ু চিত্রং ধনশোক
সাধুজনাপবাদ কথনে চাখাভি
রাআসিতং নধ্যাতোসিন কর্ম্মতো
সিনমনাকদৃষ্ট্রোসিনা কর্ণিতকং
ক্রমো জগদীস সংকর পরিহারে
বিলজ্জামহে॥ ৫॥ শ্রীবিশ্বনাথ
করুনামঅযুলপানি সম্ভো
গিরিস সিব সংকর চন্দ্রমৌলি
শ্রীনীলকণ্ঠ মদান্তক গৌরিপতে
মঞি নিদেহি কৃপা কটাক্ষং॥
৬॥ অহোবাহারেবা বণবন্ত্রি
পোবযুহৃদো বা মনো বা লোষ্ট্রে
বা ইযুমসঅনে বা দসদিবা
তনে বা স্ত্রোইনে বামনসমদৃশো
জাস্তি দিবসা কচিত পুন্যারন্যে
সিবহ সিবেতি প্রনপিতঃ॥ ৭॥
হে বিশ্বনাথ করুণামঅ মানসসি
কিং মাং মোহং ক্ষিপসি দুঃখমত্র
সরিরে মত কর্ম্ম তাদৃগতি চেনর্থচন্দ্র
চূড়মত কর্ম্মকারঅসি কিং হতচেতনং মাং॥
৮॥ জদ্বামার্দ্ধনিতম্বিনী তবহরপ্রক্ষতে
কৃত্বা কিম স্বেচ্ছাহার বিহারমপিতব হে
জোগীশ্বর সংযমী বদ্ধে কিম তব মাঅআ
ত্রিজগতংসম্মোহন ধর্ত্তে মূর্ত্তির পুর্ব্বিকা
স্মরহর পুরোদ্যাত নেত্রপ্রভো॥

[ উদঅসেন লিখিআছেন এই শিবাষ্টক মহাপ্রভু চণ্ডিদাসের সচরিত। বহুস্থানে অর্থবোধ না হইবাত্ম অবিকল স্তবটি লিখিত করিলাম। ] *

* কৃষ্ণ-সেন উক্ত শিবাষ্টক বুঝিতে পারেন নাই। আমরাও

রূপ কহে একে মোর অন্তর কুটিল।
প্রভুর চরিত্র তাতে বড়ই জটিল ॥
পরম বৈষ্ণব যেই ভক্ত-চূড়ামণি।
হরগৌরী পূজা তাঁর আশ্চর্য্য কাহিনী ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস কফ পিত্ত বায়ু।
এতিনের সাম্য ভাব মাত্র পরমায়ু ॥
শিব শক্তি বিষ্ণু নাহি হইলে অনুকূল।
একাইক কেহ নহে সাধনের মূল ॥
অবিচ্ছেদ শক্তি শুভ না হলে সম্বল।
ফলে না সে হরিপ্রেম সাধনের ফল ॥
জ্ঞান লাভে শ্রেষ্ঠতর হয় বটে মন।
তথাপি সহায় তার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ॥
অতএব তাহাদের সাধনের ক্রমে।
উপনীত হওা চাই আদৌ সংযমে ॥
সেই মত শিব শক্তি না হলে সহায়।
কোন ফল নাহি বৎস বিষ্ণু সাধনায় ॥
অনলে পোড়াবে তোরে ডুবাইবে জলে।*
তীক্ষ্ণাস্ত্রে কাটিবে কভু জারিবে গরলে ॥

সিংহ আসি ধরি খাবে উড়াবে পবন।
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড রশ্মি করিবে বর্ষণ ॥
হিমাদ্রি অজস্র ধারে ঢালিবে হিমানী।
পড়িবে মস্তকে খসি সহস্র অশনি ॥
দুর্ভিক্ষ চৌদিকে ঘিরি রহিবা তোমার।
হইবা পরম শত্রু পুত্র পরিবার ॥
ইথে শিব সিঞ্চিবেন সর্ব্বত্র কল্যাণ।
শক্তি করে আতাইরা† উত্তর বিধান ॥
পঞ্চাগ্নিতে ঘেরা রবে ধ্যানেতে মগন।
হইবা যবে অরুণের উত্তরাগমন ॥
পলাইবা রবি যবে সুদূর গগনে।
রহিবে অলক্ষ্যে তার বসি নিরাসনে ॥
পর্ণের কুটীর তব রহিবা অটল।
পবন দেউল ভাঙ্গি দিলে রসাতল ॥
সিংহের গুহায় বসি রবে ধ্যানে।
৬৯৮ ] পালাইবা সিংহ সিংহবাহিনীর গুণে ॥
যখন আসিবে বজ্র ধরা লক্ষ্য করি।
তৎকালে রাখিবে প্রাণ প্রাণায়ামে পুরি ॥
আসি যবে আশীবিষ করিবে দংশন।
তুমার সে অমরত্ব করিবে জ্ঞাপন ॥
কোমল কুসুমাদপি হইবে অস্ত্রধার।
জীবনের পুষ্টিকর দৈব নিরাহার ॥
পুত্র হতে লইবে যবে ভালবাসা ফিরি।
তবে হরি-সাধনের হইবে অধিকারী ॥
রূপ কহে করিতাম শক্তির পূজন।
কি হেতু তাহলে প্রভু কইলে নিবারণ ॥
প্রভু কহে ছিল তব পূজার যে সাজ।
ঘাতকের মত ছিল পাতকের কাজ ॥
মূর্ত্তি-পূজা নহে কভু শক্তির সাধন।
নহে বৎস শিবার্চনা বিষ্ণু-আরাধন ॥
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি যাঁহার সমাজ।
তাঁর মূর্ত্তি গড়ি পূজা এ কেমন কাজ ॥

---

পারিলাম না। অবিকল লিখিত করিলাম। শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষ এই মন্তব্য করিয়াছেন।—অষ্টক স্তব সাধারণতঃ এক ছন্দেই লিখিত হইয়া থাকে। এই অষ্টকের ১, ২, ৬ শ্লোক শিখরিণী ছন্দে, ৩, ৫, ৭ শ্লোক বসন্ততিলকে এবং ৪ ও ৮ শ্লোক শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত। মনে হয় স্তবটি এক কবির নহে, এটি সংগ্রহ। ২য় শ্লোকটি বিপর্য্যস্ত ভাবে পড়িলে অর্থাৎ উত্তরার্দ্ধ প্রথমে পড়িয়া পূর্ব্বার্দ্ধ পরে পড়িলে বৈরাগ্য-শতকের ৮৭ শ্লোকের সহিত অভিন্ন হইয়া দাড়ায়। এই শ্লোকটি সাহিত্য-দর্পণে শান্তরসের উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ শ্লোকটি কাব্য-প্রকাশের শান্তরসের উদাহরণ। ১, ৩, ৭, ৮ শ্লোক অত্যন্ত বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার হইল না। ৪ ও ৫ শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪। বাচশ্চাটুষু লোচনে পরবধূবক্ত্রেষু চিত্তং ধনা-
শায়াং সাধুজনাপবাদ কথনে চাস্মাভি রায়াসিতম্।
ন ধ্যাতোঽসি ন কম্মতোঽসি ন মনাক্ দৃষ্টোঽসি
নাকর্ণিতঃ
কিঃ ব্রুমো জগদীশ শঙ্কর পরিহারেপি লজ্জামহে ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ করুণাময় শূলপানে
শম্ভো গিরিশ শিব শঙ্কর চন্দ্রমৌলে।
শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বরূপ
গৌরীপতে ময়ি নিধেহিকৃপাকটাক্ষম্ ॥

* যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে বিভীষিকার বর্ণন।

† আতাই, বিভীষিকা। আতাই দেখা। বোধ হয় সং আততায়ী হইতে।

এক বই দুই নাঞি এ বিশ্বের মাঝে।
মাত্র সেহ ত্রিধা হঞা তুমাতে বিরাজে ॥
সাধনের কার্য্য তব করিতে সফল।
ত্রিধা হইবার তার উদ্দেশ্য কেবল ॥
আত্মা চিন্তি আপনারে জগতের সাঁথে।
যে দিন মিলাবে তুমি সাধনের পথে ॥
দেখিবে সে যম-স্বসা গঙ্গা সরস্বতী।
সবে মিলি হইয়াছে এক ভাগীরথী ॥
কি কারণে কহ তবে শুধাইলা রূপ।
দেখি তবে এত লোক পূজে কেন রূপ ॥
এ কর্ম্মের ফল প্রভু হয় কিবা শেষে।
কহ তবে কৃপা করি জ্ঞানহীন দাসে ॥
প্রভু কহে ফল তার যা চাঞি তা-হারা।
আছাড় কাছাড় দিঞে কেঁদে শুধু মরা ॥
মূর্ত্তি হয় এক মাত্র মায়ার জিনিস।
অনশ্বর নিত্য আত্মা হন জগদীশ ॥
কিন্তু কোন পক্ষে বৎস হয় কতজন।
একবার দেখ তুমি করিয়া চিন্তন ॥
মায়া পক্ষে উনশত আত্মা পক্ষে এক।
মূর্ত্তি-পূজা তেঁঞি লোক করয়ে অনেক ॥
রূপ কহে একে পিতৃগুরুর আদেশ।
তার উৎপীড়নে প্রাণ কণ্ঠাগত শেষ ॥
তত্রাপি তারার নাম প্রহ্লাদ না কয়।
এ রহস্য ভেদ তবে কেমনেতে হয় ॥
বিরুদ্ধ হইলে কভু ধর্ম্ম-সমবায়।
বহুলের মতে তবে ধর্ম্ম বলা যায় ॥
তা হলে স্বল্পের মতে ন্যায়-ধর্ম্ম বলি।
কেমনে বহুর মতে দিই পদে ঠেলি ॥
প্রভু কন আত্মমত কাম-কল্পতরু।
ধর্ম্ম পক্ষে শাস্ত্র হয় উপদেষ্টা গুরু ॥
তা ছাড়া সে পক্ষে আর গুরু কেহ নাই।
বাকী মাত্র করে লোক ধানাই কানাই ॥
পূর্ব্ব জন্মে সাধি শক্তি প্রহ্লাদ বালক।
ইহ জন্মে হইল আসি বিষ্ণু-উপাসক ॥

রাজা হইতে মহারাজা হয়রে যে জন।
পুন সে কি রাজা হইতে করয়ে মনন ॥
বেদজ্ঞ হইলে পরে একটি ব্রাহ্মণ।
তারি বাক্য ধর্ম্ম বলি করিবে গ্রহণ ॥
বেদহীন অব্রাহ্মণ কোটি কোটি হইলে।
সে সবার বাক্য না মানিবা কোন কালে ॥

* | * | *

রুদ্রমালী সাঁথে আসি গ্রামবাসী-গণ।
বন্দিলেন যথোচিত প্রভুর চরণ ॥
সমাদর করি প্রভু বসাইলা সবে।
কার নাম পুরন্দর জিজ্ঞাসেন তবে ॥
করপুটে পুরন্দর কহিলা তখন ॥
আমিই সে দুরাচার অতি অভাজন ॥
তুমিই সে পুরন্দর কহিলেন প্রভু।
মঙ্গল করুন তব কৃপাময় বিভু ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গুণে যাহার দুহিতে।
প্রতিক্ষণ যত্নবতী জগতের হিতে ॥
যার দরশন হয় নয়নাভিরাম।
তার সম এ জগতে কেবা ভাগ্যবান ॥
এই সেই রূপচাঁদ রঙ্গনাথ-পুর।
এই রূপচাঁদ তব শ্বশুর ঠাকুর ॥
পুরন্দর প্রণাম করহ বৎস ভ্রাতা।
শুন পুরু এই তব কনিষ্ঠ জামাতা ॥
রূপচাঁদ নমে তাঁর লুটি পদতলে।
শির চুম্বি পুরন্দর বক্ষে ধরে তুলে ॥
প্রভু কন উপনীতা শম্বরের ধামে।
দৈব-বাণী শুনি রতি মায়াবতী নামে ॥[৭৯]

---

৭৯) ভাগবতপুরাণে দশম স্কন্ধে ৫৫ অধ্যায়ে প্রদ্যুম্ন-দর্শন। শম্বর নামে এক কামরূপী দৈত্য রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে শত্রু জানিয়া শৈশবাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এক বৃহৎ মৎস্য শিশুকে গ্রাস করে, পরে শম্বরের গৃহে আনীত হয়। মায়াবতী কামদেবের পত্নী রতি শম্বরের গৃহে পাককার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শিশুকে পাইয়া লালন পালন করেন, এবং শিশু বড় হইলে তিনি কাম এবং মায়াবতী রতি জানিতে পারেন। ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্ন হরিয়া দৈত্য সমুদ্রে ভাসায়।
ক্ষণ পরে মৎস্য এক তারে গিলি খায়॥
ধরিলা ধীবর পরে সেই মহামীনে।
বেচিবার তরে যায় শম্বরের স্থানে॥
মৎস্য লঞা দৈত্য দিলা মায়াবতী-করে।
সেহ তারে লঞা গেল আপনার ঘরে॥
উদর চিরিয়া তার দেখিবারে পায়।
একটি মনুষ্য-শিশু তাহাতে জুয়ায়॥
লঞা তারে স্মর-জায়া বহু যত্নে পালে।
১০/ ] আসুরিক বিদ্যা যত শিক্ষা দেয় কালে॥
হইল যৌবন প্রাপ্ত বালক যখন।
পূর্ব্ব কথা গোপনে সে করিল জ্ঞাপন॥
তৎপর দোঁহার হইল গন্ধর্ব্ব বিবাহ।
কাম রতি বলি দোঁহে না চিনিলা কেহ॥
প্রদ্যুম্ন সমরে শেষ সংহারি শম্বরে।
রতি সহ আইল ফিরি আপনার ঘরে॥
শ্রীকৃষ্ণ হেরিয়া দোঁহে অতি হৃষ্ট মন।
সমাদরে পুত্রবধূ করেন গ্রহণ॥
প্রমীলা সে রমা নামে ধাতার ইঙ্গিতে।
পতি-অন্বেষণে গেল দেব-চক্রপথে॥*
রূপচাঁদ পতি তার ছিল ঘোর বনে।
অপরের সাধ্য নাঞি যায় সেই স্থানে॥
শিলাময়ী শ্যামা মূর্ত্তি করি প্রতিষ্ঠান।
তার স্থানে দিত সেই নরবলি দান॥
রঙ্গনাথ হইতে সেই দুর্গম কানন।
ঘুরি ফিরি হয় প্রায় বিংশতি যোজন॥
আছিলা প্রমীলা তব জাহ্নবীর তীরে।
তথা হইতে আসি রূপ ধরিল তাহারে॥
কেমনে বিধাতা পাতি নিয়তির ফাঁদ।
মিলায় একত্রে ধরি রমা রূপচাঁদ॥
কোথাকার কেবা আমি ডোর-কৌপীনধারী।
যাইতেছিনু সেই কালে পাণ্ডুআ নগরী॥

দৈব-চক্র উদ্ধবেরে উড়ালে বাতাসে।
যেমন ফেলিল নিয়া গো-সিংহের দেশে॥†
সেই মত দৈব মোরে পথ ভুলাইয়া।
ছুটায় আমার রথ সেই পথ দিয়া॥
বামা-কণ্ঠে আর্ত্তরব শুনি আচম্বিতে।
শ্যামার মন্দিরে গিঞা পাইনু দেখিতে॥
একটি রমণী আছে যূপ-কাষ্ঠে জুড়া।
খড়্গ-হস্তে যুবা এক তার পাশে খাড়া॥
মোরে দেখি যুবক তর্জ্জয়ে ঘোরতর।
ছুটি গিঞা আমি তার ধরিলাম কর॥
কহিলাম কেবা তুমি একি তব জ্ঞান।
মার কাছে বধিবে কি মায়ের সন্তান॥
গর্জ্জন করিয়া যুবা উত্তরিলা তবে।
নিগূঢ় তন্ত্রের মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে॥
উভয়ের মধ্যে ঘটে বিচার বিভ্রাট।
ঘন ঘন রূপচাঁদ মারে মালসাঁট॥
সর্ব্বক্ষণ মোরে কিন্তু দেখিয়া নির্ভয়।
মনোমধ্যে হইল তার জ্ঞানের উদয়॥
চাহিল যুগল মন্ত্রে দীক্ষা অকপটে।
দিনু তাই, রমা তবে কহে করপুটে॥
বাঁচালে আমায় প্রভু বৃথা কোন্ কাজে।
কে দিবে দীনারে স্থান মানব-সমাজে॥
জ্ঞান-তন্ত্রী হতে মম উঠিল ঝঙ্কার।
পরম দেবতা রূপ মাত্র প্রমীলার॥
সাক্ষী রাখি শিলা-মূর্ত্তি শ্যামা মাতা শিবে।
বিবাহ-বন্ধনে দোঁহে বাঁধিলাম তবে॥
আচার্য্য ছিলাম আমি দানী রুদ্রমালী।
শুন পুরন্দর এই সত্য করে বলি॥
সত্যই পরম ধর্ম্ম যাহার বিশ্বাস।
আমি সেই দীন হীন দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

* দৈবগতিকে যেখানে দেবতার চক্র মণ্ডল আছে, সেখানে।

† ২১/ অঙ্ক-পত্রের টীকায় গো-সিংহের বধোপাখ্যান পশ্য। কিন্তু উপাখ্যান উদ্ধবের নয়. সাত্যকীর রথ পবনে উড়িয়া গো-সিংহের দেশে পড়িয়াছিল।

কৃতাঞ্জলি-পুটে তবে পুরন্দর কয়।
আমার পরম বন্ধু প্রভু দয়াময় ॥
হেরম্ব কহিল তবে করি বহুস্তুতি।
কহ প্রভু রুদ্রমালী হয় কোন্ জাতি ॥
প্রমীলা না জানে তার গোত্র-বিবরণ।
পিতৃ-পিতামহ নাম কুল-আচরণ ॥
প্রভু না করেন কভু আচার্য্যের কাজ।
বিবাহ মানিয়া লইবে কিরূপে সমাজ ॥
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতি অগ্রণী সবার।
সে জাতির মধ্যে যদি ঘটে ব্যভিচার ॥
কে আর মানিবে তারে কে ধরিবে পায়।
এহেন সঙ্কটে মোরা করি কি উপায় ॥
বড়ই বিশুদ্ধ এই ব্রাহ্মণ-সমাজ।
প্রভুই পরম বন্ধু এ বিপদে আজ ॥
হাসিয়া কহেন তবে শুন হে ব্রাহ্মণ।
জাতিতে কায়স্থ রুদ্র অতি বিচক্ষণ ॥
হেরম্ব কহিল সে যে ব্রাহ্মণের দাস।
দ্বিজ-কন্যাদান তার মাত্র উপহাস ॥
কান্যকুব্জ হতে তারা এই গৌড় দেশে।
আসেছিল দাস ভাবে ব্রাহ্মণের পাশে ॥
প্রভু কন ব্রাহ্মণ যে জাতি হইতে হয়।[৮০]
সে জাতি দ্বিজের দাস বলা ঠিক নয় ॥
গো-যানে চড়িয়া বিপ্র আইল গৌড় দেশে।
[১০৴] ঘোষ মিত্র বসু তুরঙ্গমে চড়ি আসে ॥
দত্ত মত্ত-গজে আর গুহ নর-যানে।
আইল সবে এই ভাবে আদিশূর স্থানে ॥
রাজ-কুল-জাত তারা ক্ষত্রের তনয়।
জোর করি আজ সবে দাস বলা হয় ॥
কিন্তু বৎস রাখ মান সত্যের উপর।
নাহি তায় ক্ষতি বৃদ্ধি উত্তর উত্তর ॥
মিথ্যা বলি কতদিন রাখিবে সম্মান।
তেমন সম্মানে হয় পাপ বর্দ্ধমান ॥
সর্ব্বক্ষেত্রে এই কথা রাখিবে স্মরণ।
সত্যের সন্ধানী যেই সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
সে হেন ব্রাহ্মণ বলি পরিচয় দিলে।
বুঝিব সর্ব্বোচ্চ তুমি এই নরকুলে ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ তুমি কহ যদি শুনি।
বুঝিব ব্রাহ্মণ হতে অতি নীচ তুমি ॥
হেরম্ব কহিল প্রভু একি কথা শুনি।
অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ যে সবার অগ্রণী।
কায়স্থের জাতি প্রভু সবার বিদিত।
অন্তর-প্রভব* হীন অনুলোম-জাত ॥
তারাই ক্ষত্রিয় যদি পুন ক্ষত্র হতে।
ব্রাহ্মণ হইল যদি আপনার মতে ॥
আমার সে শাস্ত্র-লব্ধ অতি বড় জ্ঞান।
বিচূর্ণ হইল আজ তব বিদ্যমান ॥
প্রভু কহে শাস্ত্র-জ্ঞান প্রকৃত না হলে।
গড়িতে ভাঙ্গিতে তব জন্ম যাবে চলে ॥
কৃত যুগে এক বর্ণ ছিলা যবে নর।
পশুবৎ ছিলা প্রায় সহস্র বৎসর ॥†
স্বল্প বুদ্ধি লভে তবে বিভুর ইচ্ছায়।
কৃষিকর্ম্ম করি করে খাদ্যের উপায় ॥
সেই অবধি আর্য্য নামে সবে হয় খ্যাত।
এই কথা ইতিহাস-পুরাণ-সম্মত ॥
তৃণ-পত্র দিয়া করে কুটীর নির্ম্মাণ।
বল্কল-বসন সবে করে পরিধান ॥
এমতে রচিল বহু পল্লী পরিবার।
ক্রমে ক্রমে হিংসা দ্বেষ জন্মিল সবার ॥
গো-রক্ষা বাণিজ্য কৃষি বৃত্তি যার হয়।
বিশেষিয়া তারে সবে বৈশ্য বলি কয় ॥

[৮০]) চৈতন্য-দেবের দুই-এক কায়স্থ তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণব হইয়া ঠাকুর নাম পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, এখানে নরোত্তম ঠাকুরের উল্লেখ।

* অন্তর-প্রভব, সবর্ণজাত নহে, শঙ্কর।

† কৃতযুগ, সত্যযুগ। কবির মতে ইহার পরিমাণ সহস্র বৎসর। ইহা কবিকল্পিত নয়। চারি যুগের সমষ্টি চারি সহস্র বৎসর। ইহাই প্রাচীন গণনা। এই বৎসর, মানুষ-বৎসর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পশ্য।

জ্ঞান-বুদ্ধি-বাহু-বলে যেই বলবান।
ক্ষস্তারে* শাসিয়া ক্ষতে করে পরিত্রাণ॥
ক্ষত্র রাজা বলি তার হয় ডাকনাম।
ব্রহ্ম-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যেই ব্রাহ্মণ বলান॥
বর্ণের বিভাগ যবে ঘটিল ত্রেতায়।
পরস্পর হিংসা দ্বেষ বাড়ি উঠে তায়॥
সেকালেও কর্ম্মগত ছিল বর্ণ-চয়।
দ্বাপরে কিঞ্চিৎ তার ঘটে বিপর্য্যয়॥
কলিকালে হইল মাত্র জন্মগত জাতি।
তেঁই আজি তুমাদের এহেন দুর্গতি॥
শূদ্র সদা চাটুবাক্যে মুনিরে ভুলায়।
কৃপণ হইল বৈশ্য স্বার্থপরতায়॥
পর-মন্দকারী হইল ক্ষত্রিয় সকল।
শাস্ত্র-চোর হইল তবে ব্রাহ্মণ মণ্ডল॥
দিতে পারে যেই এই চুরির সন্ধান।
তারিই প্রকৃত বৎস হয় শাস্ত্র-জ্ঞান॥
গেল রাজ্য গেল মান গেল জাতি কুল।
তবু না বুঝিলি তুই আপনার ভুল॥
না ঘটিবা সমাজে উন্নতি যত দিন।
ধর্ম্ম-রক্ষা করা বৎস বড়ই কঠিন॥
আছিল মিত্রাবরুণ ক্ষত্রিয়ের জাতি।
তারি পুত্র হয় সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
অরুন্ধতী পত্নী তার ক্ষত্রিয়ের নারী।
তার পুত্র শক্তি্র বৎস দেখ মনে করি॥
চিত্রমুখ বৈশ্যকন্যা করে সে বিবাহ।
করে তায় পরাশর জন্মপরিগ্রহ॥
ক্ষত্রিয় ভৃগুর বংশে দেখ মনে আঁচি।
জন্মিলেন বিশ্বামিত্র কৌশিক মরীচি॥
অত্রি ঔর্ব্ব জমদগ্নি ভার্গব চ্যবন।
শাণ্ডিল্য সাবর্ণ বাত্‌স্য ঔর্ব্ব সৌপায়ন॥
নইধ্রুব (?) অপসার আদি মুনি কত।
হয় বৎস জান তুমি ক্ষত্রকুলজাত॥

অনুলোম হত যদি অন্তর-প্রভব।
তা হইলে শাস্ত্র-জ্ঞান কই বৎস তব॥
অনুলোম বিবাহ না হলে বিধিমত।
আদৌ আমরা তবে সবার ঘৃণিত॥
চ্যবনের পত্নী হয় ক্ষত্রিয়ের জাতি।
জান তুমি তার গর্ভে জন্মিলা প্রমতি॥
গাধিরাজ-কন্যা হয় ঋচিকের নারী।
জমদগ্নি জন্মে তায় দেখহ বিচারি॥
[১১/] অগস্ত্য ক্ষত্রিয়-বালা করিল বিবাহ।
জন্মিলেন পিণ্ডদাতা তাহে ইধ্মবাহ॥
জমদগ্ন-জায়া হয় ক্ষত্রিয়-সন্ততি।
তার গর্ভ-জাত সে বিখ্যাত ভৃগুপতি॥
চিত্রমুখ-বৈশ্য-কন্যা শক্তি্র রমণী।
জন্মিলেন তাহে পরাশর মহামুনি॥
এই রূপে মো সবার গোত্র কি প্রবর।
অনুলোম-জাত প্রায় নহে অন্যতর॥
তা হইলে এই কি সে শাস্ত্র-জ্ঞান তব।
অনুলোম-জাতে কহ অন্তর-প্রভব॥
কেন কর পরনিন্দা কথার প্রসঙ্গে।
আকাশে ফেলিলে থুতু পড়ে নিজ অঙ্গে॥
বিবাহ যদ্যপি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
মানুষের গড়া মন্ত্রে কি তার সম্বন্ধ॥
সময়ে আপুনি ফুটে বিবাহের ফুল।
খুজে না সে কোন পক্ষে গাঁই গোত্র কুল॥
পরিণয়-কর্ত্তা যবে হন প্রজাপতি।
কে নয় মানিতে বাধ্য তাঁহার নিয়তি॥
এ বিবাহে সাধ্যমত করেছি যে কাজ।
ঠিক কি না দেখুন তা চর্চ্চিয়া সমাজ॥
হেরম্ব কহিল প্রভু করি নিবেদন।
ফুটি উঠে বাক্যে তব অন্ধের নয়ন॥
প্রভু যবে প্রমীলার বিবাহের মূল।
স্বর্গ ছাড়ি আসি সাক্ষ্য দিবে দেবকুল॥
তার জন্য মোরা আর নাহি করি ভয়।
লইলাম সবে প্রভু চরণে আশ্রয়॥

* সং ক্ষস্তৃ হইতে ক্ষস্তা, আক্রামক।

পুরন্দর কহে তবে চরণেতে ধরি।
কোথা প্রভু মা আমার প্রমীলা সুন্দরী ॥
প্রভু কন স্নানে গেছে সরসীর জলে।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর এল এই বল্যে ॥
কে কহিলা দেখিলাম প্রবেশিলা পুরী।
প্রমীলার সহ দিদি কমলকুমারী ॥
সঙ্গে আছে লক্ষ্মীরূপা একটী রমণী।
সৌদামিনী-সম কান্তি জানি না কে তিনি ॥
পুরন্দর কহে তবে গদ্‌গদ স্বরে।
তা হলে চলুন প্রভু অধীনের ঘরে ॥
আইস বৎস শম্ভুনাথ রূপ রুদ্রমালী।
বিপদের বন্ধু মোর তুমরা সকলি ॥
নবাবের সেনাধ্যক্ষ পীর রহমান।
সাদরে তুমারে আমি করিছি আভান ॥
হাসি প্রভু চণ্ডীদাস চলিলেন তবে।
একে একে হইল তার অনুগামী সবে ॥

* | * | *

ক্ষণপরে জনরব উঠে ঘরে ঘরে।
প্রমীলা আইলা ফিরি এতদিন পরে ॥
কেহ বলে পার করি রঙ্গনাথ-পুর।
সবে মিলি ঢাড়ে* ধরি করি দেক দূর ॥
কেহ বলে দুই গালে দিঞা চূণ কালি।
মস্তক মুণ্ডন করি ঘোল দেক ঢালি ॥
কেহ বলে মারি পিঠে দশ দশ ঝাঁটি।
সূর্পনখা-সম তার নাক কান কাটি ॥
তারপর সবে মিলি করি দেক দূর।
একেবারে পার করি রঙ্গনাথ-পুর ॥
হেথায় রামিনী সহ কমলা প্রমীলা।
যখন সলজ্জ ভাবে গৃহে প্রবেশিলা ॥
ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটি উঠে শত।
ক্ষণিকের তরে তায় চপলার মত ॥
এক দিকে পাইল হাতে আকাশের চাঁদ।
অন্য দিকে বাধে তাহে সমাজের বাঁধ ॥
এই দুই ভাবে মন করে টল-মল।
বিরস বদন মাতা আঁখি ছল-ছল ॥
কোলে বসাইয়া দোঁহে মুছে অশ্রুনীর।
রাসমণি মাতা কহে হও মা সুস্থির ॥
যার ভয়ে আজ তুমি আনন্দের দিনে।
নিরানন্দে বসিয়াছ সজল নয়নে ॥
সে ভয় করিবা দূর দয়াময় হরি।
সম্বরণ কর মাতা নয়নের বারি ॥
ইন্দিরা কহিল আমি বড় অভাগিনী।
কে মা তুমি দয়াময়ী অমৃত-ভাষিণী ॥
বড়ই দুরন্ত এই ব্রাহ্মণ-সমাজ।
বিচার-বিহীন মাগো নিত্য তার কাজ ॥
এই যে পাইনু হাতে ফিরে হারানিধি।
সমাজের চক্ষে মা ঘটিল মহাব্যাধি ॥
ধন যাবে মান যাবে যাবে জাতি কুল।
তত্রাপি না হইবা কভু এ ব্যাধি নির্ম্মূল ॥
দেখ মা সম্পদে কিবা ঘটিল প্রমাদ।
সম্ভবে কি রূপে মোর হরষে বিষাদ ॥
রাসমণি কহে মাগো কোনও চিন্তা নাই।
ব্যর্থ হইবা সব তার ধানাই কানাই ॥
কিন্তু মা সমাজ হোক যতই নিঠুর।
সকলের হিতকর মাথার ঠাকুর ॥
তাহার বিবেক বুদ্ধি এক হয় যবে।
সবার সমুখে সত্য ফুটি উঠে তবে ॥
সমাজ হইতে হয় বিশ্ব চরাচর।
পাতক বর্জ্জিয়া লোক কর্ত্তব্যে তৎপর ॥
ইহ মধ্যে যদি কভু ঘটে ব্যভিচার।
[১১৮/] সহজেই হঞা থাকে তার প্রতিকার ॥
এই যে জন্মিল তব সমাজের ভয়।
ইহাই এক্ষেত্রে মাগো শোভনীয় হয় ॥
দুইটি সন্তান-হারা শোকাতুরা নারী।
তুমি মাগো পাইলে দোঁহে অকস্মাৎ ফিরি ॥
আনন্দে জীবন তব হইত সংশয়।
না থাকিলে তুমার এ সমাজের ভয় ॥

* ঢাড়ে, ঘাড়ে।

তার জন্য কেন আর হও মা কাতর।
সমাজের ভয় তব শাঁপে হইল বর॥
ইন্দিরা কহিলা সে তা সত্য বলে মানি।
কিন্তু জাতি-কুল মোর রবে কি কল্যাণী॥
চিন্তার উপর চিন্তা উঠে যে মা বেড়ে।
ভাঙ্গিয়া পুত্তলী এই প্রতিমা কে গড়ে॥
নিশিথে নিশ্চয় কোন দিনমণি উঠে।
নতুবা কমল-কলি কেমনেতে ফুটে॥
বলি সে তা জননী সংশয় কর দূর।
কে পরাল প্রমীলার সিঁতায় সিন্দূর॥
রামিনী কহিল হাসি শুন সেই কথা।
বর্ষ প্রায় প্রমীলা যে হইল বিবাহিতা॥
এ বিবাহে সাক্ষী আছে শিব শম্ভু-জায়া।
পাত্র স্থির কইলা ইথে নিজে মহামায়া॥
আচার্য্য ছিলেন চণ্ডী দানী রুদ্রমালী।
তেঁই মাগো ফুটিয়াছে কমলের কলি॥
তেঁই মাগো গন্ধ এত ছোটে ভরপুর।
তেঁই মাগো প্রমীলার সিঁতায় সিন্দূর॥
ইন্দিরা কহিল মন না মানে প্রবোধ।
সম্পদ কি হয় ইহা বিষম বিপদ॥
কানে কানে কহিলা কি কমলকুমারী।
সেই কথা শুনি মাতা উঠিল শিহরি॥
প্রেমে পুলকিত কায়া কহিলা তখন।
কোন্ পুণ্যফলে মাগো দিলি দরশন॥
অভয়া সদয়া হঞে করিলে অভয়।
আর কি মা রাখি আমি সমাজের ভয়॥
প্রমীলার পরম সৌভাগ্য বলে মানি।
মহাভাগ্যবতী আমি তাহার জননী॥
বল মা কি বলে আমি সম্ভাষিব তোরে।
তুষিব তুমার মন বল মা কি করে॥
রামী কহে আমি হই তুমার ভগিনী।
দিদি বলি ডাকিবে আমারে নিত্য তুমি॥
সবার তুষ্টিতে তুষ্ট হয় মোর মন।
সকলে রাখিব তুষ্ট যাঁচি যতক্ষণ॥

ইন্দিরা কহিল তবে জুড়ি দুই করে।
সেই মত শক্তি তবে দিও দিদি মোরে॥
প্রমীলার পানে চাহি কহিলেন তবে।
কি হেতু আছিস মাগো বসিয়া নীরবে॥
এমন কখনো আমি না দেখি না শুনি।
লক্ষ্মীর কপালে দুঃখ লিখে পদ্মযোনি॥
প্রমীলা কহিল তবে বল মা তা হলে।
লক্ষ্মী কি ছিলেন সুখে ডুবি সিন্ধুজলে॥
রাসমণি মাতা না করিবা যতক্ষণ।
সবার সাক্ষাতে মোর লজ্জা-নিবারণ॥
না হাসিব না আসিব জনকের পুরী।
সুখের জীবনে আমি আছি যে মা মরি॥
রামী কহে সর্পদ্বীপে কালিকার স্থানে।*
এয়ো জাত দেওা রীতি আছে এই গ্রামে॥
তুমিও যে ডালি ধরি যাইবে তখন।
করিব তুমার আমি লজ্জা-নিবারণ॥
কিন্তু তুমি যাও আজ বেড়াইতে পাড়া।
দেখিব তুমার পক্ষে উঠে কিবা সাড়া॥
প্রভু সহ পুরন্দর আইলা তখন।
রূপ রুদ্র শম্ভুনাথ সঙ্গে রহমন॥
যথাযোগ্য স্থান সবে দিঞা পুরন্দর।
ভোজনের আয়োজনে হইলা তৎপর॥
আহারান্তে সবে মিলি লভয়ে বিশ্রাম।
প্রমীলা চলিল তবে বেড়াইতে গ্রাম॥
সঙ্গে আছে রাসমণি কমলকুমারী।
চিত্রলেখা ইন্দিরার প্রিয় সহচরী॥
হেরম্বের গৃহে পশি চণ্ডী চণ্ডী বলে।
ডাকিলা প্রমীলা কিন্তু উত্তর না মিলে॥
কতক্ষণ পরে তবে নিস্তারিণী আসি।
প্রমীলাকে দেখি কিছু কহিলেন হাসি॥
প্রমীলা একি মা কোথা এতদিন ছিলি।
কমলকুমারী এ যে তুই কবে আলি॥

* পরে বর্ণনা আছে।

এ আবার কে কভু দেখি না ত আমি।
সেই কথা শুনি তবে উত্তরিলা রামী॥
নারী মধ্যে যেবা হয় সতী পতিব্রতা।
কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আমি রই তথা॥
নিস্তারিণী কহে তবে তাই কি মা তুমি।
কমলার প্রমীলার জীবন-সঙ্গিনী॥
রামিনী কহিল মুই সেই সে কারণ।
কমলা প্রমীলা সঙ্গ করেছি গ্রহণ॥
১২/] নিস্তারিণী কহে হাসি দুনিয়াটা খাঁটি।
ভাল সতী পাইয়াছ তুমি এই দুটি॥
চাঁপীর মা আসি কয় কে গো সতী ইনি।
কমলা প্রমীলা যার জীবন-সঙ্গিনী॥
ভাল ভাল বুঝা গেল তোর সতীপনা।
সমানে সমানে বই হয় কি যোটনা॥
হাসি হাসি উমাশশী আসি কহে কেরে।
কে সতী সাবিত্রী দিদি আইল তোর ঘরে॥
কমলা প্রমীলা এ যে কবে আইলি তোরা।
ছোঁয়া যাবে দেখিস মা একটুকু সরা॥
দেখ দেখি বাছা তোরা কি কাজ করিলি।
মা-বাপের মুখে ছিছি চূণ কালী দিলি॥
হেমী উমী শ্যামী রামী কত কত নারী।
আসি দাঁড়াইল সবে রামিনীরে ঘেরি॥
যার যা আইসে মুখে সেই তাই বলে।
টিপাটিপি করি সবে হাসি পড়ে ঢলে॥
রামী কহে চাঁপীর মা কেন মর বকি।
চাঁপীর জন্মের কথা বল্যে দিব নাকি॥
ওলো উমী ওপাড়ার শম্ভু তোর কে সে।
জন্মিল কাণাঞ্চা তোর কাহার ঔরসে॥
নিজ নিজ গুপ্ত লীলা শুনিবা কি সবে।
বল ভাই বলে যাই একে একে তবে॥
চাঁপীর মা বলে ওমা এ কি বলে রাঁড়ী।
উমা কহে তাইত মা কে বটে এ ছুঁড়ী॥
সবে বলে না গো না সে কথা কিছু নয়।
তবে কিনা মেয়ে দুটি কিছু দুষ্ট হয়॥

রামী কহে বাড়াবাড়ি কর যদি সবে।
ছিদ্র কুম্ভ লইয়া জল আনাইব তবে॥
নিস্তারিণী কহে যে মা কুলে শীলে থাকি।
তেন ভুল করে তায় দেখে নাহি দেখি॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী।
তাঁদের চরিত্র কিবা দেখ মা বিচারি॥
কিন্তু কুল শীল ছাড়ি যেবা চলি যায়।
সে সবার চক্ষে পড়ি সতীত্ব খুয়ায়॥
সমাজের চক্ষে সতী দেব-চক্ষে সতী।
এ দোঁহার নহে মাগো একই প্রকৃতি॥
তবে যারে দেব সাক্ষ্য দেন সাধ্বী বলি।
তা হলে সমাজ তারে লয় উচ্চে তুলি॥
উমী কহে শাস্ত্র কি মিথ্যা হয় বাছা।
যা তা বলি বাদাবাদি করা সে ত মিছা॥
শ্যামা কহে সত্যই ত স্বয়ামীর কোলে।
এ সকল দোষের মা বিচার কি চলে॥
রামী কহে অবগাহি নিত্য গঙ্গাজলে।
প্রমীলা পূজিত গৌরী বসিয়া বিরলে॥
বরং বুণু বলি যবে তাঁকে হৈমবতী।
প্রমীলা কহিলা দেহ মনোমত পতি॥
সঙ্গে করি শঙ্করী লইয়া গেল তায়।
আরাধয়ে স্বামী তার যথা শ্যামা মায়॥
ব্রাহ্মণের নাম হয় রূপচাঁদ-ধর।
বৃহস্পতি-সম গুণে রূপে শশধর॥
তার সাঁথে প্রমীলার হইল পরিণয়।
দিলাম সকলে আমি সত্য পরিচয়॥
যদি ইথে তুমাদের না হয় বিশ্বাস।
বলিবে তা দিব্য করি দ্বিজ চণ্ডীদাস॥
ইথেও যদ্যপি কারো না মিটে সন্দেহ।
সাক্ষী দিবা দিগম্বর দিগম্বরী-সহ॥
নিস্তারিণী কহে মাগো সব জানি আমি।
পদ্মরাগ আকরে কি জন্মে কাচমণি॥
প্রমীলা চণ্ডীর মোর চির-সহচরী।
তাহার চরিত্র আমি জানি ভাল করি॥

এমন অনেক বস্তু জন্মিতেছে ক্ষিতি।
সুমিষ্ট তত্রাপি হয় গন্ধ মন্দ অতি ॥
এখন হএছে মাগো প্রমীলারো তাই।
পদ্মগন্ধা হোক এবে তুমার কৃপায় ॥
কহে সবে এক-রায়ে লক্ষ্মী মা আমার।
সাবিত্রীর সমগুণ হয় প্রমীলার ॥
একে সোনা তায় হোল মণির সংযোগ।
অবশ্য ঘটিবে ইথে স্বর্গসুখ-ভোগ ॥
সাবাসি এ হেন রূপে সবে প্রমীলারে।
একে একে গেল চলি নিজ নিজ ঘরে ॥
কহিলা হেরম্ব-জায়া তত্রাপি জানাই।
সমাজে সবার আগে তুষ্ট রাখা চাই ॥
রাসমণি কহে মাতা সে কথা নিশ্চয়।
কিন্তু কহ সমাজ সে কিসে তুষ্ট হয় ॥
নিস্তারিণী কহে মাগো পেটুক যে জন।
সেই হয় সমাজের ভীম পরাক্রম ॥
অর্থের লোলুপ যেই সেই তার প্রাণ।
তর্কাভাষী হয় মাতা সমাজের জ্ঞান ॥
১২০/] পর-মন্দকারী হয় তার অবয়ব।
সমাজ-বিরুদ্ধাচারী তাহার গৌরব ॥
অজ্ঞাত কানীন কুণ্ড* জারজের দল।
তারাই মা সমাজের জ্ঞান বুদ্ধি বল ॥
সুজন পণ্ডিত মাগো পরমাত্মা তার।
কর্ম্ম সাক্ষী রূপে মাত্র করেন বিহার ॥
অবস্থা বুঝিয়া মাতা ব্যবস্থা যে চাই।
তা না হলে চিরদিন চলিবে লড়াই ॥
রামী কহে আমি তার করিব বিধান।
কতটুকু হয় মাগো অসত্যের প্রাণ ॥
কোথা তব চণ্ডীদাসী প্রমীলার সখি।
একবার ডেকে দে মা আমি তারে দেখি ॥
চণ্ডী চণ্ডী বলি তবে ডাকে নিস্তারিণী।
অমনি উঠিল দূরে সঙ্গীতের ধ্বনি ॥

সখিরে মথুরা-মণ্ডলে গিয়া
আসি আসি বলি আর না আসিল
কুলিশ-পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবা কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার ত্যজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল ॥
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন।
যা থাকে কপালে করি এক কালে
মিটাব আখর তিন ॥†
রামিনী কহিল ও কে গাহিতেছে গীত।
ঢালিছে সন্তপ্ত প্রাণে যেমন অমৃত ॥
নিস্তারিণী কহে প্রমীলা বিরহে
হইয়াছে পাগলিনী।
চণ্ডীদাসী মোর চণ্ডীগীতি গাএ্যা
বেড়ায় দিবস যামি ॥
রামী কহে শুন মাগো বিধির ইচ্ছায়।
কত অঘটন ঘটে বিরহ ঘটায় ॥
কারণ সম্বন্ধ তার আগে মিলে আসি।
দ্যুলোক ভূলোক তবে কার্য্য করে মিশি ॥
সিন্ধুর বিরহে অন্ধ মুনির ইচ্ছায়।
দেবোপম পুত্র চারি দশরথ পায় ॥
সেই তেয়াগিল প্রাণ পুত্রের বিহনে।
সীতার বিরহে রাম বিনাশে রাবণে ॥
বিভীষণ হইল রাজা মন্দোদরী রাণী।
মুক্ত হইল দেবরাজ ধর্ম্ম পাদ্মযোনি ॥

---

* কানীন, অবিবাহিতার সন্তান। কুণ্ড, পতি সত্ত্বে জারজ পুত্র।

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে।

রামের বিহনে পুরু হইল নিধন ।*
ফিরিয়া পাইল ধর্ম্ম রাজ-সিংহাসন ॥
পার্থের বিহনে হত অভিমন্যু রণে ।
পুত্র-হারা পার্থ বধে সিন্ধুর নন্দনে ॥
স্বস্থানে ফিরিয়া গেল ক্ষীরোদ-নন্দন ।†
হইল অই দেবতার আনন্দ-বর্দ্ধন ॥
বহু মানী হয় এই প্রমীলার পিতা ।
প্রমীলা-বিরহে তার ছিল হেঁটমাথা ॥
হীন-মান দীন যেই সেও দেয় গালি ।
পড়িবে সবার মুখে এবে চূণ কালী ॥
চণ্ডী রবে প্রমীলার চির সহচরী ।
এ দোঁহার পশ্চাতে ফিরিবে যত নারী ॥
পুরন্দর হইবা পুন সমাজের পতি ।
সকলে মিলিয়া তার গাইবা সুখ্যাতি ॥
কোথা গেলি চণ্ডীদাসী আয় মাগো ছুটি ।
হেথা আসি সই তোর পড়িয়াছে লুটি ॥
চণ্ডীদাসী আসি কহে কোথা মোর সই ।
প্রমীলা কহিলা হাসি মাভৈঃ মাভৈঃ ॥
প্রেম প্রীতি ভালবাসা সূচীর বন্ধনে ।
বাঁধিয়া রেখেছ মায় হৃদয়ের কোণে ॥
এই দেখ চেয়ে সই যাবে সে কোথায় ।
পতি-পাশে বসি তোর বাসর জাগায় ॥
চণ্ডী কহে বিবাহের না হতে অঙ্কুর ।
ফুল খসি ফলে ফল সীঁতায় সিন্দূর ॥
দুমিটে পর্য্যন্ত দেখি অবয়ব খান ।
কে করিল দিঞা রঙ এবে চক্ষুদান ॥
ইন্দুর সে কলা-বৃদ্ধি না হতে সম্ভব ।
সিন্ধু উথলিয়া উঠে বড় অসম্ভব ॥
প্রমীলা কহিল সত্য বিচিত্র সে কথা ।
বিধির নির্ব্বন্ধ তাই কেবা দিবে হাতা ॥

*রামের বিহনে বলরামের অনুপস্থিতিতে পুরু দুর্য্যোধনের নিধন ।

† ক্ষীরোদ-নন্দন, চন্দ্র, অভিমন্যু । সিন্ধুর নন্দন, সিন্ধুদেশের রাজার নন্দন, জয়দ্রথ ।

বিষ-দান ছিল বটে পত্রের মরমে ।
১৩/] হইল বিষয়া-দান মোর ভাগ্যক্রমে ॥[৮১]
চণ্ডী কহে চুরি করা পরের সে ধন ।
কহ সখি হয় সে কি অর্থ উপার্জ্জন ॥
প্রমীলা কহিল কভু কর্ণাট-ঈশ্বর ।
মন্ত্রী সহ ভ্রমে এক পর্ব্বত উপর ॥
অকস্মাৎ গিরি-গর্ত্তে ঘটিল বিচ্যুতি ।
করে মন্ত্রী ব্যাধে এক কর্ণাটের পতি ॥
অবয়ব অঙ্গ-জ্যোতি বলন-চলন ।
সকলই ছিল তার রাজার মতন ॥
চিনিতে না পারি কেহ করিত সম্মান ।
কিন্তু মন্ত্রী করিতেন সদা হেয় জ্ঞান ॥
হইল ইথে মন্ত্রীর সে কর্ম্মেতে জবাব ।
অগত্যা ঘটিল তার অন্নের অভাব ॥
প্রতিজ্ঞা অটল তবু ভাবে মনে মনে ।
রাজা বলি না মানিব কভু ব্যাধাধমে ॥
একদিন দেখে মন্ত্রী গঙ্গাস্নানে গিয়া ।
আসে চারি স্বর্ণ চাঁপা তরঙ্গে ভাসিয়া ॥
ভাবে তবে ধরি সেই পুষ্প সমুচয় ।
এমন অপূর্ব্ব পুষ্প না হবে না হয় ॥
পাই যদি এ ফুলের তরুর সন্ধান ।
ফুল বেচি হইব তবে বহু অর্থবান ॥
এত ভাবি চলে মন্ত্রী তরুর সন্ধানে ।
কিছু দূর গিয়া পশে নিবিড় কাননে ॥
তথায় দেখিল এক বটবৃক্ষ-তলে ।
পঞ্চ কুণ্ড মধ্যে চারি কুণ্ডে অগ্নি জ্বলে ॥
উপর হইতে পড়ে রক্ত-বিন্দু তায় ।
স্বর্ণ চাঁপা জন্মি উড়ি পড়িছে গঙ্গায় ॥

৮১) চন্দ্রহাসের উপাখ্যানে। চন্দ্রহাস এক রাজকুমার শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অন্ত এক রাজগৃহে পালিত হইয়া সে রাজার মন্ত্রীর রোষানলে পড়িয়াছিলেন। শেষে মন্ত্রী তাহাকে বিষদানে বধের নিমিত্ত পুত্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন। মন্ত্রীপুত্র পত্রে বিষয়াদান পড়িয়া স্বীয় বিষয়া নাম্নী ভগিনী দান করিয়াছিলেন। কাশীরাম-দাসের মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব।

উৰ্দ্ধমুখে দেখে তবে পদ বাঁধি ডালে।
ধ্যান-মগ্ন চারিজন অধোমুখে ঝুলে॥
অগ্নি-কুণ্ডে মুখস্রুত রক্ত-বিন্দু পড়ে।
অবাক্ হইয়া মন্ত্রী তথা বসি পড়ে॥
কতক্ষণে ধ্যানভঙ্গে নামি আসে সবে।
আলোকিয়ে কে এ লোক বসিয়া নীরবে॥
জিজ্ঞাসেন কেবা তুমি বসি কেনে হেথা।
পথশ্রান্ত হইবে বুঝি যাবে তুমি কোথা॥
করপুটে মন্ত্রীবর কহিলা তখন।
এহেন তপস্যা কর কিসের কারণ॥
এই কুণ্ড জল-শূন্য হইল কি মতে।
শুনিতে বাসনা মোর জন্মিয়াছে চিতে॥
ততক্ষণে তাপস এক হাস্য করি কয়।
রাজা হইবার এই তপস্যা যে হয়॥
নির্ব্বাপিত কুণ্ড হয় শূন্য যার তরে।
সে এখন হইল রাজা কর্ণাট-নগরে॥
মনে মনে কহে মন্ত্রী সব গেল বোঝা।
আমি করি নাই ব্যাধে কর্ণাটের রাজা॥
সর্ব্বলোক-পূজ্য সে যে অতি মহাবল।
সে কেবল এই তার তপস্যার ফল॥
আসি মন্ত্রী কহে তবে রাজ-পদে নমি।
রক্ষা কর মহারাজ অপরাধ ক্ষমি॥
হাসি মন্দ মহীপতি দিলা আলিঙ্গন।
মন্ত্রী-পদ পুন তারে করেন অর্পণ॥*
সেই মত সমাজের মোরে হেয় জ্ঞান।
আজি কিম্বা কালি সই হইবা অবসান॥
চণ্ডীদাসী কহে তবে তাই হোক সই।
আমি কিন্তু না বাঁচিব তোর সঙ্গ বই॥
চল ভাই মার কাছে যাই দোঁহে মিলি।
উঠি তবে দ্রুতপদে গেল দোঁহে চলি॥
নিস্তারিণী পাশে এবে মাগিয়া মেলানি।
কমলার সহ চলি গেল রাসমণি॥

নিশিগতে পুরন্দর করি গাত্রোত্থান।
পুনরায় ষোল-আনা করেন আহ্বান॥
একে একে আসি তবে হইল উপনীত।
সব কথা পুরন্দর করিলেন জ্ঞাত॥
হেরম্ব কহিল উঠি হে বিপ্র-মণ্ডলী।
অনুমতি হয় যদি আমি কিছু বলি॥
সকলেই একযোগে দিলা অনুমতি।
হেরম্ব কহিল মোরা যাদের সন্ততি॥
তাহাদের রীতিনীতি কর্ম্মাদি তাবত্।
হয় মাত্র মো সবার চলিবার পথ॥
অন্যথায় স্বেচ্ছাচার করিলে গ্রহণ।
তাহে কভু নাহি হয় সমাজ-রক্ষণ॥
বিখ্যাত রাক্ষস-রাজা লঙ্কার রাবণ।
বিচারে দাঁড়ান কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণ॥
ছিলেন সঙ্কীর্ণ জাতি অক্ষ মহামুনি।
ব্রহ্মার বিচারে তবু বিপ্র হন তিনি॥
বিশ্বামিত্র তপোধন ছিলা ক্ষত্র জাতি।
দ্বিজ বলি দ্বিজগণ দিলেন সম্মতি॥
কিন্তু বিপ্র হতে ক্ষত্র ক্ষত্র হতে বিশ।*
৭৩৮ ] বিশ হতে শূদ্র কভু না করেন খিস॥†
তাহলে দেখুন ভাবি স্থির করি মতি।
নীচ হতে উচ্চে তুলা ব্রাহ্মণের রীতি॥
উপকার স্বীকার করিয়া দ্বিজকুল।
অরুণের মূর্ত্তি গড়ি পদে দেন ফুল॥
অনলের দেবাকৃতি গড়িয়া মূরতি।
বেদ-ধ্বনি করি তায় দেন ঘৃতাহুতি॥
মহালক্ষ্মী গড়ি তুলে দিঞা রত্নধন।
বিদ্যা দিঞা বীণাপাণি করেন স্তবন॥
কতই কল্পনা তাঁরা করেন এমতে।
প্রতিক্ষণ হে ব্রাহ্মণ জগতের হিতে॥
তাহলে কল্যাণ করা ব্রাহ্মণের কাজ।
অকল্যাণ হলে দায়ী ব্রাহ্মণ-সমাজ॥

*উপাখ্যানটি কোথায় আছে ?

* সং বিশ, বৈশ্য।
† খিস. ফাং খেশ স্বজন।

হেনতর ব্রাহ্মণের মোরা বংশধর।
ভাবিয়া বিচার-কার্য্যে হউন তৎপর ॥
অতি বড় বৃদ্ধ এক কহিলা তখন।
আমি তবে এক কথা করি নিবেদন ॥
দেবতার হাত দিঞা হইল যেই কর্ম্ম।
তাহার বিচার সে কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥
অন্য জন কহে যাহা চক্ষে দেখ নাই।
শুনিয়া বিশ্বাস কর এ বড় অন্যায় ॥
না দেখিলা চক্ষে যেটা ব্রাহ্মণ-সমাজ।
শুনিয়া মানিয়া লবে এ কেমন কাজ ॥
আর জন বাক্যে তার সায় দিঞা কয়।
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সেটা ভাল নয় ॥
রেখে দাও দেবতার দিব্য কি দোহাই।
যা আছে সমাজ-রীতি করে ফেল তাই ॥
ভুলে যাও প্রভুর সে সাক্ষ্য বাক-চন্দ।
সমাজের সনে এবে কি তার সম্বন্ধ ॥
তুলাদান চান্দ্রায়ণ যাহে কি এখন।
অহোরাত্র করা চাই ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
আসি কহে চণ্ডীদাস শুন সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণের জলে মাত্র নেত্রে হুতাশন ॥
উদরে অনল যার জলে ধক্-ধক্।
সেই মাত্র ব্রাহ্মণের সমাজ-কণ্টক ॥
রাজা দেখে কর্ণে শুধু করিয়া শ্রবণ।
বিবেচনা করি দেখে পণ্ডিত সুজন ॥
পশু দেখে এক মাত্র করিয়া আঘ্রাণ।
গত হইলে দেখে তবে যে জন অজ্ঞান ॥
পাঠাও আশ্রমে মোর জনেক ব্রাহ্মণ।
আসুক জানিয়া তথা আছে কোন্ জন ॥
চলি গেল দ্বিজ এক আইল বাহুড়ি।
রোমাঞ্চিত অঙ্গ তার কহে কর জুড়ি ॥
যা দেখিনু কখনো তা চক্ষে দেখি নাই।
আছেন দাঁড়ায়ে তথা শঙ্কর গোঁসাই ॥
ধক্-ধক্ করি জ্বলে ললাটের ফোঁটা।
মহারোষে মহেশ্বর ছিঁড়িছেন জটা ॥
কাঁপিছে সর্ব্বাঙ্গ তার থর-থর করি।
চরণে পড়িয়া আছে প্রমীলা সুন্দরী ॥
প্রভু কন মিথ্যা কথা যাও অন্য জন।
দেখে এস আশ্রমেতে আছে কোন্‌জন ॥
চলিল জনেক দ্বিজ উন্মত্তের প্রায়।
ছুটি আসি পড়ি গেল সবাকার গায় ॥
ভীতি-কণ্ঠে কহে সেহ গেল গেল সবি।
চামুণ্ডার সহ তথা নাচিছে ভৈরবী ॥
অবিশ্রান্ত মুখে সদা মার মার রব।
ঘন ঘন ঘোর নাদ গর্জ্জিছে ভৈরব ॥
প্রভু কন সব মিথ্যা যাও অন্য জন।
দেখে আইস আশ্রমেতে কে আছে এখন ॥
ভয়ে কিন্তু কেহ আর উঠিতে না চায়।
সবাই সবার পানে ঘন ঘন চায় ॥
এক জন অন্যে কয় তুমি যাও এবে।
সে কহে এবার গেলে গিলিয়া ফেলিবে ॥
এত সস্তা-গণ্ডা প্রাণ নাহি ভাই কারো।
মরিবার ইচ্ছা হইলে তুমি যাইতে পারো ॥
যতক্ষণ হাঁক দেন প্রভু চণ্ডীদাস।
ততই বাড়িয়া উঠে সবাকার ত্রাস ॥
প্রভু কন এ কি যারা যাহ নাহি তথা।
শুনিয়া করিছ ভয় এ কেমন কথা ॥
এই যে কহিলে যাহা চক্ষে দেখ নাই।
শুনিয়া বিশ্বাস করা বড়ই অন্যায় ॥
শুনা কথা সত্য মিথ্যা উভয়ই হয়।
কিন্তু কিবা জ্ঞান-যোগে করিবা নির্ণয় ॥
সে কথার বক্তা কেবা স্বার্থ কিবা তার।
আদৌ করিতে হইবা তাহার বিচার ॥
১৪/] তারপর বিষয়ের সম্ভবাসম্ভব।
বিবেক-বুদ্ধির বলে কর অনুভব ॥
শ্রুতমাত্র একেবারে করি অবিশ্বাস।
না করিও কোন দিন কারো সর্ব্বনাশ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি করিবা সে কাজ।
পশু হইতে ঘৃণ্য হইবে মানব-সমাজ ॥

অবশুই আছে ইথে কিছু অসঙ্গতি।
তাহাই মানিতে হইবে দৈবের নিয়তি ॥
তা না হলে পাণ্ডবের জন্ম-তত্ত্ব হতে।
দেবতার কীর্ত্তি হইবা মুছিয়া ফেলিতে ॥
সতী সাধ্বী পাঞ্চালীর পতি পঞ্চজন।
দৈব না মানিলে এ কি বিশ্বাস-ভাজন ॥
যেই কার্য্য হয় লঙ্ঘি স্বভাব-সম্ভব।
তাহারেই দৈব বলি কহয়ে মানব ॥
সে বিশ্বাস তুমাদের বেশ আছে মনে।
অসম্ভব শুনি তেঁই কাঁপিছ সঘনে ॥
হইয়াছে প্রমীলার বিয়ে দৈবযোগে।
সে সকল কথা আমি কহিয়াছি আগে ॥
মোর বাক্যে কিন্তু যদি না ঘটে প্রত্যয়।
আইস সাঁথে সাক্ষ্য দিবে শ্যামা মৃত্যুঞ্জয় ॥
সহসা কহিল উঠি শ্রীনন্দ-কুমার।
প্রভু-পাশে আছে কিছু বক্তব্য আমার ॥
আপুনি পরম হিন্দু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী পণ্ডিত সুজন ॥
যবনের অন্ন খান বৎসর অবধি।
দিলেন যবনে দীক্ষা এ কেমন বিধি ॥
রামিনী সে হীন জাতি বজকের নারী।
কোন্ বিধিমতে সেহ তব সহচরী ॥
স্মরণ করিয়া মোরা হেন কদাচার।
কেমনে বিশ্বাস করি বাক্য আপনার ॥
প্রভু কন এক কথা কতবার কব।
তুমার মুখের কথা তুমারে বুঝাব ॥
শুনিয়াছ নাম সবে যযাতি রাজার।
তুর্ব্বসু নামেতে এক ছিল পুত্র তার ॥
বিতাড়িত করে তারে সরোষে নৃপতি।
ভারত-সীমান্তে গিয়া করে সে বসতি ॥*
তারি বংশধরগণ হয় যে যবন।
বিচার করিলে তারা ক্ষত্র কি ব্রাহ্মণ।
তার অন্ন খাই যদি দীক্ষা দিই তারে।
কি দোষ আমার তবে জাতীয় বিচারে ॥
প্রকাশ্যে রাধিকানাথ নন্দের নন্দন।
যে হেতু জগৎ তাঁর করেন বন্দন ॥
সেই হেতু ধরি আমি নিত্য পূজা করি।
বহুপুণ্য-ফলে এই বজক-ঝিয়ারী ॥
জাতির ঘোমটা তার দেখ যদি তুলি।
জগতের সাথে তুমি সব যাবে ভুলি ॥
তখন না রবে তোর জাতির বড়াই।
প্রসাদ গ্রহণ হেতু করিবে লড়াই ॥
এক বাক্যে আমি আজ বলে দিনু সবে।
রামিনী সবার মাতা তারে না মাতাবে ॥
শ্রীনন্দ কহিলা প্রভু বুঝিলাম আজ।
মোদের যে জ্ঞান-বুদ্ধি ভ্রান্তির জাহাজ ॥
দিব্য জ্ঞান না মিলিলে সত্য কোথা পাব।
গর্ব্ব না টুটিলে কিসে তুমারে চিনিব ॥
যা লএে সমাজ প্রভু হএেছে রচনা।
যুক্তি মতে সে কেবল মানব-কল্পনা ॥
লোকমুখে শুনি যা তা অতীব রঞ্জিত।
পুরাণ-প্রসঙ্গ কবি-কল্পনা-বেষ্টিত ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব হয় কল্পনায় ঢাকা।
বহু রূপ ধরে তায় বিশ্বরূপ একা ॥
সত্য বই কল্পনা যাহার কাছে নাই।
বুঝিলাম একমাত্র আপুনি গোঁসাই ॥
প্রমীলার অলক্ষ্যে এ বিবাহের হেতু।
গড়ুন আপুনি প্রভু উদ্ধারের সেতু ॥
প্রভু কন পুরন্দর করি চান্দ্রায়ণ।
ভুঞ্জাইবা শুদ্ধাচারী দুইটি ব্রাহ্মণ ॥
কল্য প্রাতে আমি তার করিব বাছাই।
কিন্তু হেথা দুই জন পাই বা না পাই ॥
দিবাকর-করে যেন ঢাকে মেঘমালা।
ভেদি তারে যথা শূন্যে হাসয়ে চপলা ॥
বিষাদ-আনন্দে হইল দ্বিজগণো তাই।
উত্তর না মিলে তায় নির্ব্বাক সবাই ॥

* তুর্ব্বসু হইতে যবনের উৎপত্তি পুরাণে প্রসিদ্ধ।

কৃতাঞ্জলিপুটে তবে কহে পুরন্দর।
সহস্র সহজ ইথে দুইটি দুষ্কর ॥
প্রভু কন খাইলে যথা অজাতের ভাত।
জাতি যায় তথা ইথে খাওালে অজাত ॥
বিপ্র হয়ে করি আগে বেদ অধ্যয়ন।
বেদ ব্রহ্মজ্ঞান লভি তবে সে ব্রাহ্মণ ॥
তারি মাত্র হয় ইথে ভোজন-বিধান।
ভুঞ্জাইলে অব্রাহ্মণ হত অনুষ্ঠান ॥
কিন্তু যেবা বংশক্রমে হয় বেদাচারী।
তিনিও এ ভোজনের যোগ্য অধিকারী ॥
সেই মত ব্রাহ্মণ যদ্যপি হয় সবে।
ভুঞ্জাইতে প্রায়শ্চিত্তে পার তুমি তবে ॥
একেবারে উঠি পড়ে শত শত জন।
কহে মোরা বেদাচারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥
[১৪০/] কেহ বলে ত্রৈবিদ্যা তুণ্ডাগ্রে আমার।
ঠকায় আমারে তাহে হেন সাধ্য কার ॥
কেহ বলে আমি হই কলির উদ্গাতা।
কেহ বলে মোরে কয় সর্ব্বলোকে হোতা ॥
কেহ বলে অধ্বর্য্যু আমারে সবে কন।
কত মতে করে সবে কত আস্ফালন ॥
হাসি প্রভু চণ্ডীদাস কহিলা তখন।
ত্রয়োদশী দিনে কর কার্য্যের সাধন ॥
পুরন্দর কহে তবে করিয়া সঙ্কোচ।
প্রতিপদ পর্য্যন্ত আছয়ে মৃতাশৌচ ॥
প্রভু কন দশাহান্তে শাতাতপ মতে।
চারি বর্ণ অশৌচান্ত জাতে কিম্বা মৃতে ॥
আবশ্যক হইলে তবে যাজ্ঞবল্ক্য কয়।
তিন রাত্রি গতে অশৌচান্ত সবে হয় ॥*
সকলে উঠিল বলি এই ঠিক কথা।
প্রভুর বচন তুমি না কর অন্যথা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া পুরু হলেন বিদায়।
সভা ভঙ্গ করি সবে গেল যে যথায় ॥

* শাতাতপ ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি।

পরদিন প্রভাতে রমণীগণ উঠি।
এয়োজাত* আয়োজন করে ছুটাছুটি ॥

* | * | *

এলায়ে মাথার চুল  বাহিরিলা বামাকুল
আয় আয় চারিদিকে পড়ে গেল সাড়া।
তাড়া হুড়া করে সব  উঠে যাই যাই রব
কেহ বলে চল চল কেহ বলে দাঁড়া ॥
নবীনা প্রবীণা সঙ্গে  চলে কত রঙ্গে ভঙ্গে
হরিদ্রা আমলা মেথী অঙ্গে বিলেপন।
নাসায় বেসর ঝুলে  কানে কর্ণপুর দুলে
গলদেশে চন্দ্রহার করেতে কঙ্কণ ॥†
সীঁতিএ সিন্দুর পাটী  পরিধান লাল শাটী
পাটি পাটি করি চলে গজেন্দ্র গমনে।
মৃদুল মধুর স্বরে  বাক্য-আলাপন করে
কুহরে বসন্ত-সখা যথা দূর বনে ॥
হেথা রাসমণি আগে  প্রমীলা পশ্চাৎ ভাগে
পাশে তার চণ্ডীদাসী কমলকুমারী।
চলি সবে ভিন্ন পথে  মিলিল সবার সাঁথে
হো হো করি হাসিয়া উঠিল যত নারী ॥
রাসমণি কহে এবে  কি দেখি হাসিলা সবে
উত্তর করিলা তবে একটি রমণী।
যাদের নাহিক জাত  তারা দিবা এয়োজাত
এমন কোথাও মোরা না দেখি না শুনি ॥
কোকিলা‡ সঙ্গীত গায়  বড় ভাল লাগে তায়
তা দেখি নির্ব্বোধ কাক যদি করে গান।
তাহে তিক্ত হঞা সবে  তাড়ায় দূর দূর রবে
যারে যেটা সাজে ভাল তাহে তার মান ॥

* এয়োজাত, এয়োস্ত্রীর যাত্রা উৎসব। বাঁকুড়া জেলায় এয়োজাত আছে। অন্নপ্রাশন ও বিবাহের পূর্ব্বে সধবা একত্র হইয়া উদবর্ত্তনাদিপূর্বক স্নান, নববস্ত্র পরিধান করিয়া কোন প্রসিদ্ধ ঠাকুরের পূজা দিতে যায়।

† সং কর্ণপূরক—কেলিকদম্বের এক নাম। ইহার গোলফলের আকারের অলঙ্কার। গলদেশের চন্দ্রহার বহুকাল কটিদেশে নামিয়াছে। দেবী প্রতিমার চাঁদমালা পূর্বকালের চন্দ্রহার।

‡ কোকিলা রব করে না, কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কোকিলা আছে।

রামী কহে আজি তবে জাতির পরীক্ষা হবে
নিজ করে শ্যামা যার লইবা এয়োজাত।
সেই সাধ্বী সেই সতী সেই অতি পুণ্যবতী
বুঝিব তাহলে মাগো তারি আছে জাত ॥
যে ডালি না লইবে তারা বুঝিবে সে জাতি-হারা
পাংশুলা* রমণী সেই ঘোর পাতকিনী।
কাকের প্রসাদ পাঞা কোকিলা বেড়ায় গাঞা
সে কণ্ঠগৌরবে তবে পড়িবা অশনি ॥
নারী কহে হয় কি তা মহাদেবী জগন্মাতা
মানুষে কি দেন দেখা কোথাও না শুনি।
হাসিয়া রামিনী কয় দেবী হতে কম নয়
সত্য যেবা নারী হয় শুনগো জননী ॥
সবাই মানুষ হলে দেবতা পড়িত জলে
শত মধ্যে উনশত হয় যে অধম।
তুমার কপাল মন্দ মনুষ্যত্বে হইলে অন্ধ
তেঁই আজ তুমা হতে দেবতা উত্তম ॥
হাসিয়া রমণী কয় তাও কি কখনো হয়
সাধ্য সাধকের মাঝে সাধক প্রধান।
পাকিল মাথার কেশ দেখিলাম বহু দেশ
কারেও না দেখি কিন্তু তুমার সমান ॥
সেবি নর-দেবতায় দেবতার শ্রেষ্ঠতায়
তুমারে জুআয় কি মা কহিতে একথা।
৭৫/] বেদ-বিধি ছাড়া মাগো নাহি এর মাথা ॥
রাসমণি হাসি কয় মোর বাক্য মিথ্যা নয়
সেবাগুণ চেয়ে মাগো গুণ নাহি আর।
সাধনা কিঞ্চিৎ মাত্র তুল্য হয় তার ॥
শুদ্ধ এই গুণদ্বয় মানুষের কাছে রয়
তেঁই মাগো মোক্ষ-দ্বার খোলা তার কাছে।
এ হেন সৌভাগ্য কি মা দেবতার আছে ॥
সেবাগুণ রয় যার মনুষ্যত্ব আছে তার
কি ছার তাহার কাছে দেবতা তাবৎ।
আপন বলিতে যার সারা এ জগৎ ॥

পূজে নর নিজ গুণে সকলি দেবতা জ্ঞানে
বাহিরে দেখায় বটে বহু কামনায়।
সেবার স্বভাব বটে কিন্তু কাম নাঞি ॥
ভাল মন্দ ভুঞ্জে যেই কারো দেওা নয় সেই
তুমারি হাতের গড়া কর্ম্মের সে ফল।
নহে মা তাহার কর্ত্তা দেবতা সকল ॥
সেবাগুণে যেই সিদ্ধ জগৎ তাহার বাধ্য
ত্রিভুবনে তার তুল্য নহে কোন জন।
উঠে বসে বাক্যে তার এই দেবগণ ॥
হেন গুণ নাহি যার কোথা জাতি কুল তার
যে ধরাবে মায়ে আজ এয়োজাত ফুল।
বুঝিব তাহারি মাত্র আছে জাতি কুল ॥
নারী কহে সত্য কথা নিজ করে যদি মাতা
ধরেন সাদরে কারো এয়োজাত ফুল।
তারি মাত্র বুঝিব সে আছে জাতি কুল ॥
চল তবে বলি রামী হইলেন অনুগামী
নারীগণ হয় তাহে বিরস বদন।
ভাবে সবে কার ভাগ্যে কি তাছে এখন ॥

* | * | *

পুর্ব্বে পুরন্দর দিক ভুজ দীর্ঘতর।
দ্বাবিংশ বিংশতি দৃষ্টি কর পরিসর ॥
হেন পরিমিত স্থান হয় সর্পদ্বীপ।
কাশীর কানন তায় বসে সরীসৃপ ॥
সর্পভয়ে কেহ তার না মাড়ায় সীমা।
শুনা কথা আছে তথা শিলাময়ী শ্যামা ॥৮২
এয়োতি রমণীগণ পতির মঙ্গলে।
এয়োজাত পূজা দেন আসি আন ফুলে ॥

---

* স° পাংশুলা, অসতী।

৮২) রঙ্গনাথপুরের নিকটস্থ এই দ্বীপ এবং সর্পদ্বীপ এই নাম এখন থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপশ্চিমে ১৪১০ হাত দীর্ঘ, পরিসর ২২২ কিম্বা ২০২ হাত। দ্বীপটি কাশতৃণে আচ্ছাদিত ছিল। এখানে গঙ্গা পূর্ব হইতে পশ্চিমে বহিত। হয় ত বর্ত্তমান রঙ্গপাড়া গ্রামের নামে রঙ্গনাথপুর আছে।

তীরে বসি পুরোধা পূজেন শ্যামা মায়।
তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ি ফুল ছুঁড়েন গঙ্গায়॥
থাক বা না থাক শ্যামা কে দেখিছে এত।
পূজার পাওনা কিন্তু চাহি রীতিমত॥
ভারতবাসীর এই পুরনারীগণ।
একমাত্র দেবতার অক্ষয় জীবন॥
হাঁকেন পুরোধা সবে আইস ত্বরা করি।
পূজার সময় আর বেশী নাই দেরি॥
শশব্যস্ত হঞা তবে রমণীর দল।
দ্রুত পদে আসি ঢালে নৈবেদ্য সকল॥
রামী কহে প্রথম এসেছি আমি হেথা।
দেখাও আমারে আগে শ্যামা-মূর্ত্তি কোথা॥
পুরোধা কহিল বেশ তোর ত পাগলামি।
প্রাণ দিতে আসি নাই কারো জন্য আমি॥
কাশির কাননে শ্যামা আছে অই দ্বীপে।
দেখিতে যাইলে তারে গিলি খাবে সাপে॥
রামী কহে আমি এক ভাল মন্ত্র জানি।
উড়ায়ে ফেলিব শূন্যে যত আছে ফণী॥
পুরোধা কহিল তোর মন্ত্র মানি নাই।
রামী কহে কি বিশ্বাস তুমার কথায়॥
দ্বিজ কহে চলি যাহ এই স্থান থেকে।
তোর যদি মোর বাক্যে বিশ্বাস না থাকে॥
রামী কহে যাব কোথা পুরুত-ঠাকুর।
যাবৎ সন্দেহ মোর না হইবা দূর॥
নীরব হইল রামী এই কথা বলি।
ছত্রিনা নগরে তবে জানিলা বাসলী॥
পরে কয় সত্য শ্যামা আছেন ওখানে।
পুরোধা কহিল তুই জানিলি কেমনে॥
কেহ কোন কালে যারে না দেখিতে পায়।
কেমন করিয়া তুই দেখিলি তাহায়॥
রামী কহে বৃথা আর কেন বকে মরি।
সর্পদ্বীপ পানে সব দেখ লক্ষ্য করি॥
সহসা সহস্র দৃষ্টি পড়ে সেই ভিতে।
ভীত হইল অসম্ভব হেরি আচম্বিতে॥

কাশিতে আপাদ কণ্ঠ ঢাকি শবাসনা।
পড়েন সবার চক্ষে অদ্ভুত ঘটনা॥
মণিময় মুকুট মস্তকে শোভা পায়।
বিলোল-রসনা শ্যামা অনিমিষে চায়॥
রামী কহে আচার্য্য করুন আবাহন।
করিবেন মা আমার হেথা আগমন॥
দ্বিজ কহে হইল মোর সর্ব্বাঙ্গ অবশ।
নারী হইয়া কেন তোর এত দুঃসাহস॥
দূরে হেরি প্রাণ যার হইল যায় যায়।
নিকটে সে আইলে প্রাণ রবে কি বাজায়॥
রাসমণি কহে মাতা ভব-ভয়-হরা।
কি ভয় তুমার তারে ডাক তুমি ত্বরা॥
জাতি কুল আছে যার সতী পতিব্রতা।
১৫৴] স্বকরে পূজার ডালি লবে তার মাতা॥
করিবেন মা তুমার মঙ্গল বিধান।
একবার তারে তুমি করহ আহ্বান॥
ব্রাহ্মণ কহিল তবে করি হেঁট মাথা।
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ মাতা॥
অট্ট অট্ট হাসি শ্যামা হন আগুয়ান।
দেখি তাঁরে সবাকার উড়ে আত্মারাম॥
ইচ্ছা করি অভয়া সবার ভয় হরে।
তখন তাঁহার সবে বহু স্তুতি করে॥
ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করি দেন পূজা ডালি।
ফেলেন সে সব শ্যামা চরণেতে ঠেলি॥
কমলা প্রমীলা ডালি উৎসর্গে যখন।
হস্ত প্রসারিয়া শ্যামা করেন গ্রহণ॥
চণ্ডীদাসী ডালি ধরি লাগিল কাঁপিতে।
হাসি হাসি জগন্মাতা লইলেন হাতে॥
অবাক হইয়া দ্বিজ দিলা বিসর্জ্জন॥
অদৃশ্য হইয়া শ্যামা শূন্যে থাকি কন॥
দোষের স্বীকার হয় তার অবসান।*
গোপন করিলে দোষ হয় বর্দ্ধমান॥

* ইহা পাপ-খ্যাপন নামক প্রায়শ্চিত্ত বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত আছে। দশহরায় গঙ্গাস্নান গঙ্গামাতার নিকট পাপখ্যাপন দ্বারা শুদ্ধি।

যাহার আছয়ে দোষ আছে মোর জ্ঞানে।
তোদের সমাজ তাহা জানেও না জানে॥
যেদিন করিবা সবে তার প্রতিকার।
স্বকরে পূজার ভার লইব সবার॥
কমলা প্রমীলা হয় সতী পতিব্রতা।
কুলে শীলে হয় তারা সবাকার মাথা॥
নিজ করে আমি আজ করিনু গ্রহণ।
তাদের পূজার ডালি এই সে কারণ॥
লজ্জা পাঞা ভাবে সবে হঞা অধোমুখ।
কি করি লোকের কাছে দেখাইব মুখ॥
কেহ বলে মরিব গঙ্গায় ঢালি গা।
কোন্ লাজে গৃহে আর বাড়াইব পা॥
কেহ বলে ফিরি আর না যাইব ঘরে।
পড়ুক খসিয়া বজ্র মো সবার শিরে॥
এইরূপে বিলাপ করয়ে নারীগণ।
প্রবীণা রমণী এক কহিলা তখন॥
দেখিতেছি অল্পবুদ্ধি তুমরা সবাই।
মোরা ছাড়া এই কাজ কেহ দেখে নাই॥
করাঘাত করি শিরে কেঁদে কেনে মর।
গ্রামে গিঞা এই কথা প্রচার না কর॥
পুরুতে বলিতে সেহ করে দেহ মানা।
তা হলে কিসের লজ্জা কিসের বা ঘৃণা॥
দেবী কন আমি কিন্তু গিঞা তোর গ্রামে।
এই কথা তুলি দিব সবাকার কানে॥
প্রবীণা কহিল না মা সেটা ভাল নয়।
মোরা সবে প্রমীলার লইনু আশ্রয়॥
কুলে শীলে শ্রেষ্ঠা বলি তুমি বল যারে।
কার সাধ্য ভ্রষ্টা বলি গালি দেয় তারে॥
দেবী কন সাবধান বলে দিই তবু।
প্রমীলার নিন্দা আর না করিবা কভু॥
তা হলে সবাই তোরা রবি কুলে শীলে।
তা না হলে তোমা সবে না ছুবে চণ্ডালে॥

তৎপরে বাসলী গেল ছত্রিনা নগরে।
চলি গেলা নারীগণ নিজ নিজ ঘরে॥

* | * | *

সাধুর আশ্রমে হেথা মাদকের আশে।
ভক্ত-বেশে বহু লোক নিত্য যায় আসে॥
হরি-কথা না বলিতে ভাবেতে বিভোর।
প্রেমে গদ্গদ কণ্ঠ নয়নেতে লোর॥
এই মত করি তারা প্রেমিকের ভান।
নিরন্তর গাঞ্জার চিলিমে দেয় টান॥
যার কথা পাড়ে তার সাত গোষ্ঠী জুড়ি।
নরকস্থ করি সবে তবে দেয় ছাড়ি॥
পাড়িয়াছে আজি সবে প্রমীলার কথা।
সম্পর্ক ছাড়ায়ে তারে গালি দেয় যা-তা॥
কেহ বলে বলে কিনা বেটা ব্রহ্মচারী।
মো সবার মধ্যে নাঞি কেহ সদাচারী॥
যত বড় মুখ তার ততবড় কথা।
এত গুলা ব্রাহ্মণের কেটে দিল মাথা॥
তত্রাপি তাহারে কেহ না বলিলা কিছু।
সকলে রহিল বসি মাথা করি নীচু॥
আমি যে কেমন লোক জান ত সবাই।
দশ কথা সঙ্গে সঙ্গে শুনি দিনু তায়॥
১৬/ ] সাধু কয় বল কিহে সাক্ষাতে সবার।
গালি দিলা ব্রহ্মচারী এত স্পর্দ্ধা তার॥
ব্রাহ্মণেরে কহে হেন এত বড় কে সে।
আমি আমি বলি আসি কহে চণ্ডীদাসে॥
সাধু কহে তুমি এ কি চণ্ডীদাস প্রভু।
অজ্ঞানের অপরাধ না লইবা কভু॥
এ কি এ যে শম্ভুনাথ কবে আলি বাবা।
শম্ভুনাথ কহে প্রভু এই সাধু কেবা॥
কহিলেন হাসি প্রভু এই সে দেবতা।
শ্রীকান্ত তুমার বৎস পূজ্যপাদ পিতা॥
শুনি তবে শম্ভুনাথ আনন্দে মাতিয়া।
পিতার চরণ-তলে পড়িল লুটিয়া॥

আইলেন পুরন্দর গ্রামবাসী সবে।
লইলেন গৃহে তায় মহান উৎসবে॥
বিধিমতে তবে পুত্র প্রায়শ্চিত্ত করি।
নিমন্ত্রিলা গ্রামের যতেক নরনারী॥
ভোজন করাঞে সবে দিলেন দক্ষিণা।
তারপর করিলেন পুত্রের ভুজনা॥
মিথ্যা জনরব এবে সকলেতে ভুলি।
ধরিলেন এইবার পূর্ব্বমত বোলি॥

* | * | *

যেই বনে যেখানে পাতিয়া বিধি ফাঁদ।
ধরিলেন এক-যোগে রমা রূপচাঁদ॥
সেই ভগ্ন দেউলের চত্বরেতে বসি।
রহে ঘোর চিন্তামগ্ন দুইটি বিদেশী॥
মুখ হেরি মনে হয় অতি ক্ষুধাতুর।
পথহারা পরিশ্রান্ত ভ্রমি বহুদূর॥
একজন কহে তবে রূপ-নারায়ণ।*
পড়িলাম ঘোর পাকে করি কি এখন॥
তৃষ্ণার্ত্ত উভয়ে কিন্তু নাহি হেথা জল।
ক্ষুধাতুর কিন্তু হের বৃক্ষে নাহি ফল॥
অবিশ্রান্ত চতুর্দ্দিকে সিংহের গর্জ্জন।
দেখিতেছি দোঁহাকার সংশয় জীবন॥
সভয়ে কহিলা রূপ শুন বিদ্যাপতি।
কে আর রক্ষিবে বিনা অগতির গতি॥
কন্দর্প কহিল তার স্থিতি চিন্তামূলে।
অগতির গতি ভাই গাছে নাহি ফলে॥
রূপ কহে একা একা নিবিড় কাননে।
নিবসে তাপসগণ দীর্ঘ অনশনে॥

চারিদিকে ছুটি বুলে হিংস্র পশুচয়।
না দেখি তাঁদের ইথে মরণের ভয়॥
বিদ্যাপতি কহে বুঝি ছুটি সারা বন।
অগতির গতি সবে করেন রক্ষণ॥
চন্দ্রলোক হতে সথে আনি চন্দ্রসুধা।
নিবারেন তিনি সে কি তাপসের ক্ষুধা॥
বিপদ-ভঞ্জন-হেতু হয় যে উপায়।
অগতির গতি সেই কহিনু তোমায়॥
উপায়ের চিন্তা হয় তাহার সাধন।
অগতির গতি নয় তুমার মতন॥
কোথা শ্যাম রাম বলি করিলে চীৎকার।
কে কোথা বিপদ থেকে পেঞেছে নিস্তার॥
ইতিহাসে পাই বটে পাণ্ডবীয়গণ।
ডাকি তার কাম্য বনে পান দরশন॥
জটিল নামেতে কোন ব্রাহ্মণ-কুমার।
ডাকি পথে পান দেখা গোবিন্দদাদার॥
সাধু সিদ্ধ মুক্ত জ্ঞানী যারে বলা হয়।
তিনিই তত্ত্বজ্ঞ তাঁর আর কেহ নয়॥
তাঁহার সে চর্ম্মচক্ষে মূর্ত্তিমান বিভু।
পড়িলেন এই কথা শুনি নাই কভু॥
সব কথা হোক সত্য কহ ত এবার।
কোন্ পথ ধরি চলা কর্ত্তব্য তুমার॥
এই যে কহিলে তুমি তাপস-নিকর।
সিংহমুখে অনশনে সম্ভবে অমর॥
ইহাই যথার্থ হয় বিভুর বিভূতি।
কিন্তু তুমাপেক্ষা তার আছে কি সঙ্গতি॥
পৌরুষ প্রতিজ্ঞা আর সাহস উদ্যম।
এই হয় তুমার সে যোগ্য পরাক্রম॥
কহিলেন হাসি তবে রূপ-নারায়ণ।
কি করিতে পারে হেথা হেন পরাক্রম॥
যতদূর সাধ্য সে ত কইনু বিদ্যাপতি।
কে রক্ষিবে বিনা এবে অগতির গতি॥
নিয়তির ডাক যদি পড়িয়া না থাকে।
যে রক্ষিবে অনশনে সিংহব্যাঘ্র-মুখে॥

---

* রূপ-নারায়ণ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সংবাদ। কবি বিদ্যাপতির এক নাম কন্দর্প বলিয়াছেন।

নিশ্চয় হইবা তিনি মূর্ত্তিমান কেহ।
এ ক্ষেত্রে মোদের পক্ষে দীনবন্ধু সেহ ॥
আত্মরক্ষা হেতু যবে পাণ্ডুপুত্রগণ।
হইলেন ভাবি চিন্তি নিষ্ফল যতন ॥
পরমায়ু হয় জীবে যাহার কলম।
তিনিই করেন রক্ষা দিয়া দরশন ॥
আয়ুকাল মধ্যে যায় মৃত্যু আসি ধরে।
কর্ম্মশীল বিভু তায় রক্ষিবার তরে ॥
১৬৮/] বিপদস্থ হতে জাগি বিপদ-কাণ্ডারী।
নিজেই ডাকেন তবে নিজ নাম ধরি ॥
বিদ্যাপতি কন তবে করিয়া সুহাস।
তাই যদি হয় তব অটল বিশ্বাস ॥
ডাকহ তুমার কোথা বিপদ-তারণ।
দেখি কোন্ রূপে তিনি দেন দরশন ॥
রূপ কহে যে ডাকিবে পরের কথায়।
তার ডাকে তাঁর দেখা কভু না জুআয় ॥
আয়ুকাল থাকিতে যে পড়ে দুর্ব্বিপাকে।
দীনবন্ধু দেখা দেন শুদ্ধ তার ডাকে ॥
তা না হলে হোক না সে যতই আপন।
নাহি দেন দরশন বিপদ-ভঞ্জন ॥
দৈত্যকুল-জাত পর প্রহ্লাদ বালকে।
রক্ষিলেন হরি তার সংহারি জনকে ॥
আত্ম-সম অভিমন্যু অন্যায় সমরে।
তাঁহার কানের কাছে ডাকিয়া সে মরে ॥
সহসা শার্দ্দুল এক পড়িল নয়নে।
উভয়ের আত্মারাম কাঁপি উঠে ঘনে ॥
ত্রাহি ত্রাহি ভগবান ডাক ছাড়ি দোঁহে।
ফুটে আসি তীর এক শার্দ্দুলের দেহে ॥
আর্ত্তনাদ করি ব্যাঘ্র মরিল তাহায়।
ব্যাধের বালক এক আসিয়া দাঁড়ায় ॥
এক হাতে ধনুর্ব্বাণ অন্য হাতে ঝুলী।
ব্যাঘ্র মরিয়াছে দেখি হেসে পড়ে ঢলি ॥
বিদ্যাপতি কহে তবে কে হে বাপু তুমি।
ব্যাধ কহে তুমাদের রক্ষা-কর্ত্তা আমি ॥

আমি না মারিলে এই দুষ্ট নরবারে।
যাইতে তুমরা দোঁহে ব্যাঘ্রের উদরে ॥
বিদ্যাপতি কহে মোরা যাব পাণ্ডুআয়।
পথহারা ক্লান্ত কিন্তু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ॥
ফল জল দিয়া পরে পথ খুজি দিলে।
রক্ষা-কর্ত্তা তুমি সত্য বুঝিব তাহলে ॥
ব্যাধ কহে ফল মোর ঝুলীমধ্যে আছে।
নির্ম্মল ঝরণা এক আছে তব কাছে ॥
মোর সঙ্গে চল দোঁহে ফলমূল খেয়ে।
কোথায় সে ঝরণা আমি দিতেছি দেখায়ে ॥
তারপর দিব বলি পাণ্ডুআর পথ।
কিন্তু হবে পথিমধ্যে পূর্ণ মনোরথ ॥
বিদ্যাপতি কহে বাপু থলিয়ার ফলে।
হইবা কি উদর পূর্ণ দুই জন খাইলে ॥
যা হোক কি দাম লইবে কহ ত্বরা করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর বসিতে না পারি ॥
ব্যাধ কহে যদি ইহা তিন লোক খায়।
তৃপ্ত হইবে তবু ফল রবে থলিয়ায় ॥
কথা না বাড়ায়ে আর এই লও ফল।
ত্বরা করি আমি গিঞা আনিতেছি জল ॥
দাম লইব পরে আগে দেখি খাহ কটা।
আছে কি তুমার সঙ্গে ঝারী কিম্বা লোটা ॥
কন্দর্প কহিল আছে কিন্তু বহু দামী।
না ফিরিলে তবে আর কি করিব আমি ॥
ব্যাধ কহে খাই ফল জলাশয়ে জল।
তুমার ও লোটা লঞা মোর কিবা ফল ॥
আমি নিত্য ফল দিই বহু বহু জনে।
না খাই না দিই ফল কোনও দিন কিনে ॥
যা পাই তাহাই আমি করি পরিধান।
কেন লইব লোটা তোর যত হোক দাম ॥
বিদ্যাপতি কহে হের রূপ-নারায়ণ।
বন্য মানুষের হয় চরিত্র কেমন ॥
সামাজিক লোক হতে শতগুণে ভাল।
শুনিয়া বালক কহে হাসি খল্-খল ॥

তেঁই আমি নাহি থাকি মানব-সমাজে।
যারে ভালবাসি তারে আনি বন-মাঝে॥
খাও ফল লোটা দাও আনি গিঞা জল।
বাড়িয়া উঠিবে তৃষ্ণা আহারে কেবল॥
বিদ্যাপতি লোটা দিলা বালকের হাতে।
কিন্তু বসি মনে মনে লাগিল ভাবিতে॥
কিরাতের ছোঁয়া জল খাইবা কি করে।
বালক বলিয়া উঠে বাধা কি আতুরে॥
এত বলি চলি গেল হাসিতে হাসিতে।
সলাজে কন্দর্প আরো লাগিল ভাবিতে॥
হীন জাতি মূর্খ ব্যাধ বালক বয়সে।
আমার মনের ভাব বুঝিল সে কিসে॥
ফিরি আসি কহে ব্যাধ তুমারে শুধাই।
কেমনে কুক্কুট জানে আর রাতি নাই॥
বরিষার গতি বুঝি বিপরীতে তার।
কেমনে চটক খুলে কুলায়ের দ্বার॥
কখন সে বিষ-বায়ু কেমনে বহয়।
কিরূপে জানিতে পারে মরুভূমে মর॥*
৭৭/] মনোভাব মুখে চোখে প্রতিবিম্ব ধরে।
খেয়ে বুঝি মোর জাতি বলি দিতে পারে॥
বিদ্যাপতি কহে মানি এই কথা আমি।
জীব জুড়ি জগদীশ হন অন্তর্যামী॥
নাম কি তুমার বৎস কহত এখন।
ব্যাধ কহে মোর নাম হয় যে মদন॥
এখনো তুমরা দেখি খাও না যে ফল।
বিদ্যাপতি কহে আগে না পাইলে জল॥
ভোজন করিব কি সে গণ্ডূষ না করি।
ব্রাহ্মণের ছেলে মোরা নাহি ব্যাধাচারী॥
জল দিয়া মনে মনে হাসিল মদন।
গণ্ডূষ করিয়া দোঁহে করেন ভোজন॥
আহারান্তে হাস্য করি কহে বিদ্যাপতি।
বাড়ুক তুমার বৎস ধর্ম্ম-কর্ম্মে রতি॥

কিন্তু এক কথা আমি বলি বলি করি।
কথায় ছিলাম ভুলি এতক্ষণ ধরি॥
ভৃগুর চরণ-চিহ্ন মাধবে যেমন।
বক্ষে ক্ষত-চিহ্ন তুমি ধর কি কারণ॥
মদন কহিল কোথা এই ক্ষত-স্থান।
মনে হোল চণ্ডীদাস মেরেছিল বাণ॥
বিদ্যাপতি কহে সে কি কোন চণ্ডীদাস।
ব্যাধ কহে ছত্রিনায় যাহার নিবাস॥
কন্দর্প আশ্চর্য্য মানি কহিলেন রূপ।
বালকের বাক্য তুমি বুঝিলে কিরূপ॥
রূপ-নারায়ণ কহে এতক্ষণ ধরি।
চুপ করেছিনু তব রঙ্গভঙ্গ হেরি॥
এতদিনে বিদ্যাপতি হইনু নিঃসঙ্ক।
কবিত্ব স্বভাবে নাই কিছুই সম্বন্ধ॥
কবিত্ব তুমারে ভাই দেব-লোকে তুলে।
স্বভাব তুমারে কিন্তু মর্ত্তে টানি ফেলে॥
লোকাতীত কার্য্য যার হন অন্তর্যামী।
তিনি ব্যাধ কিম্বা সখে জগতের স্বামী॥
কবিতার বর্ণে বর্ণে ঝরে প্রেম যার।
নীরস পাষাণ হেন স্বভাব তাহার॥
বিদ্যাপতি কহে ভাই না পাইনু আমি।
ভাগ্যক্রমে তোর মত এ হেন ভণ্ডামি॥
পশু-হিংসা বৃত্তি যার তার ব্যাঘ্র-মারা।
অসম্ভব নহে ভাই নহে সৃষ্টি-ছাড়া॥
এই বনে বাস যার পুরুষানুক্রমে।
কোথা কিবা আছে সে তা ভাল মতে জানে॥
যথায় না থাকে রূপ সমাজ সভ্যতা।
সেই খানে থাকয়ে পবিত্র সরলতা॥
সুখ দুখ যখন হে ভাবের উদয়।
মুখ চোখ মাত্র তার দেয় পরিচয়॥
তাহলে দেখিলে কিসে ঈশ্বরত্ব তার।
দেখ এবে মন মধ্যে করিয়া বিচার॥
মদন এবার পথ দেখাতে যে হবে।
বালক কহিল মোর সঙ্গে আইস তবে

---

স° মর, উষ্ট্র।

কবি কহে ক্লান্ত আমি বহু পথ চলি।
এই দ্রব্য কটা তোর মাথে দিব তুলি॥
বালক কহিল দাও তাহাতে কি ক্ষতি।
আস্তে আস্তে পিছে মোর আইস বিদ্যাপতি॥
আগে চলে মদন মস্তকে ধরি গাঁঠি।
পশ্চাতে চলয়ে বিদ্যাপতি পাটি পাটি॥
রূপ-নারায়ণ চলে উঠি ধড়ে ফড়ে।
চিন্তার তরঙ্গে কিন্তু চিত্ত ভাজি পড়ে॥
শিখর-সামন্ত-রাজ বলরাম-দেও।
সম ভক্ত না ছিল সে রাজবংশে কেও॥
তার মনে প্রেম-রাগ জাগাতে কিঞ্চিৎ।
রচিল পয়ার-ছন্দে কৃষ্ণ-গাঁতাইত॥৮৩

* | * | *

রূপ-নারায়ণ কহে মনের আবেগে।
যদ্যপি এমন তুমি জানিতাম আগে॥
কদাচ না আসিতাম তুমার সংহতি।
বড়ই জ্ঞানান্ধ ভাই তুমি বিদ্যাপতি॥
হাসি কহে কবি মোর কিবা অপরাধ।
কেন ভাই বৃথা তুমি করিছ বিবাদ॥
নন্দ কি আছিল তবে পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
বহিতেন বাধা* যার জগতের পতি॥
বলিবে কি দুষ্ট বলি গালি দিবে তুমি।
যার দ্বারে ছিলা বাঁধা জগতের স্বামী॥
জ্ঞানান্ধ কি হয় ভাই বিনতা-নন্দন।
যার নীচে জগবন্ধু পাতেন শয়ন॥
হীনবুদ্ধি ছিলা কি হে ব্রজের রাখাল।
করিতেন স্কন্ধে যায় নন্দের দুলাল॥
এই যে আমার ভার বহেন মদন।
তাহে আমি জ্ঞানহীন রূপ-নারায়ণ॥

ভাবেতে বিভোর হঞে আছিলেন রূপ।
মদন মোটরি ফেলি ত্যজিলা স্বরূপ॥
বিষণ্ণ বদনে তবে কহে বিদ্যাপতি।
বড়ই আশ্চর্য্য এই বিভুর বিভূতি॥
না ধরিলে ধরা রয় ধরিলে না রয়।
এ রহস্য ভেদ করা সহজ ত নয়॥
মোটামুটি তবে আমি এই কথা বলি।
ধ্যান তাঁর যশোগান স্তব তাঁর গালি॥
যে হেতু স্বতঃই তিনি হন গুণাতীত।
তাঁর গুণ-গান কভু না হয় সঙ্গত॥
বন্দনে কথনে তাঁরে খাট করা হয়।
তাহে তাঁর ঈশ্বরত্ব কাজেই না রয়॥
ক্ষয়শীল গুণময় জানে রাখ ভাই।
গুণাতীত ঈশ্বরের ক্ষয় কিন্তু নাই॥
তথাপি অক্ষয় যদি হয় গুণময়।
তাহলে তুমার মত নির্ব্বোধ কে হয়॥
ঈশ্বর না কবে তুমি কভু গুণান্বিতে।
গুণশীল না কহিবা কভু গুণাতীতে॥
এই হইল মানবের শাশ্বত ভাষণ।
ইহার অন্যথা না করিবা কদাচন॥
রূপ-নারায়ণ কহে কবিতা তুমার।
তাহলে সমুদ্রে ছুড়ি ফেল এইবার॥
গোচারণ করি করে বাল্যকাল গত।
যৌবনে লাম্পট্যে কাল কাটায় অচ্যুত॥
ঘরে পরে কাটাকাটি বাধায় তৎপর।
হেন কৃষ্ণে কেন তবে কহিব ঈশ্বর॥
করে ধরি লাঠী এবে প্রেম ভক্তি ছাড়ি।
যার কাছে থাক্ মুক্তি জোরে লিব কাড়ি॥
বিদ্যাপতি কহে এই বড় সত্য কথা।
যা কহিলে রূপ তার না কর অন্যথা॥
সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণে নর।
ইহার অতীত যিনি তিনিই ঈশ্বর॥
তিন গুণ কর্ম্মে কৃষ্ণ ছিলেন সক্ষম।
এই হেতু আছিলেন তিনি নরোত্তম॥

---

৮৩) সামন্তভুম, শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল; এই কারণে কবি কৃষ্ণ-গাঁতাইত তাঁহার প্রতিপালক রাজা বলরাম-দেও-কে শিখর-সামন্ত রাজ বলিয়াছেন। শিখরভুম, বর্ত্তমান মানভুম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোট রাজ্য।

*সং বধ্রী, চর্ম্মরজ্জু হইতে বাধা পদতল-রক্ষার্থ চর্ম্ম-পাদুকা।

তাঁরে যে ঈশ্বর বলি আছে বহু খ্যাতি।
তাহে না বুঝায় সখে বিভুর বিভূতি॥
নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি এই মাত্র ভাব।
বিভুর না থাকে কভু নরের স্বভাব॥
ঈশ্বর-প্রেরিত তিনি ধর্ম্ম-শিক্ষা-দাতা।
তাহে তুমি যাই বল ত্রাতা কিম্বা পাতা॥
প্রেম ভক্তি পায় নর শরীরীর থেকে।
দীনতার সহ ছুটে শরীরীর দিকে॥
জ্ঞান-যোগে ঘরে বসি বিভু ধরা যায়।
স্তুতি কি আরতি নতি তাহে কিছু নাই॥
কাম ক্রোধ মোহ মদ মাৎসর্য্য বিয়োগ।
এই হয় মানুষের মাত্র মুক্তি-যোগ॥
নিত্যানন্দ-লাভ হইলে স্বর্গ-লাভ হয়।
বিস্তারিয়া পরে তার দিব পরিচয়॥
কহিলেন হাসি তবে রূপ-নারায়ণ।
মদন তাহলে সখে হয় কোন্ জন॥
বিদ্যাপতি কহে তিনি হন ভগবান।
বিভুর প্রেরিত ভাই না ভাবিহ আন॥
ক্ষণিকের তরে মাত্র ব্যাধ-রূপ ধরি।
রক্ষিলেন আমা দোঁহে বিপদ-কাণ্ডারী॥
রূপ কহে তা হইলে দৈবকী-নন্দনে।
মানব বলিয়া তুমি কহিছ কেমনে॥
ষড়ৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি যার কাছে রয়।
তারিই ত কার্য্য এই সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
কন্দর্প কহিল এই ভূত-শ্রেষ্ঠ নর।
প্রকৃতি-সম্ভোগ হেতু বিভু রূপান্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ মদন ভাই তুমি আমি যেই।
বিশেষত্ব আছে কিছু ভেদমাত্র এই॥
দেহধারী ভগবান মানব কেবল।
ঐশ্বর্য্য কি অষ্টসিদ্ধি সাধনের ফল॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় যদি এক দিকে রয়।
বিভু সহ তুলা তার কভু নাহি হয়॥
যে ভাবে বিভুর সহ তুলা কর তার।
সে ভাব প্রত্যেকে আছে মানব সবার॥

আছে বহু ভগবান এক মাত্র বিভু।
এই কথা তুমি ভাই না ভুলিবা কভু॥
বিশ্বারাধ্য বিশ্বেশ্বর ভুবন-বিশ্রুত।
ভগবান দেশপূজ্য দেশেই বিখ্যাত॥
রূপ কহে ভাগ্যক্রমে তব সঙ্গ পাই।
হেন বাক্যে মোর সন্দ পুড়ি হয় ছাই॥
কিন্তু আমি গাঁঠি এই বহিতে যে নারি।
জানি না কি হেতু ইহা ক্রমে হয় ভারী॥
বিদ্যাপতি কহে গাঁঠি তত হইবে ভার।
পথ হাটি ক্লান্তি যত বাড়িবে তুমার॥
আমারে বল না কিন্তু বহিতে এ গাঁঠি।
ক্লান্তি বশে দেখ আমি চলি গুটি গুটি॥
রূপ কহে গাঁঠি হেথা থাক তবে পড়ে।
মদন আসিয়া কহে দাও তবে মোরে॥
বিদ্যাপতি কহে হাসি আইস ত মদন।
তুমি মাত্র আমাদের বিপদ-তারণ॥
মদন চলিল আগে শিরে ধরি গাঁঠি।
রূপ বিদ্যাপতি পিছে চলে পাটি পাটি॥

* | * | *

মাঘী পূর্ণমাসী যোগে গঙ্গার সলিলে।
ডুবিছে উঠিছে লোক আসি দলে দলে॥
লোকালয়ে লোকাচার রাখিতে বাজায়।
গঙ্গাস্নানে চণ্ডীদাস এসেছেন তাই॥
সঙ্গে আছে ইহার যতেক পার্ষচর।
অসম উল্লাসে পূর্ণ সবার অন্তর॥
অবিশ্রান্ত হরিধ্বনি করে জনগণ।
গঙ্গে গঙ্গে রবে ঘন কাঁপিছে গগন॥
৭৮/] হেন কালে পড়ে তবে প্রভুর গোচরে।
আসিছে কে তিন লোক গঙ্গা পরপারে॥
কিছুক্ষণ পরে প্রভু বুঝিলেন মনে।
জুড়াইবে আঁখি আজ প্রিয় দরশনে॥
গঙ্গা পার হইয়া চলে যে দিকে মদন।
চলে সঙ্গে বিদ্যাপতি রূপ-নারায়ণ॥

মদন কহিল আসি প্রভুর সকাশ।
শুন বিদ্যাপতি এই সেই চণ্ডীদাস ॥
প্রভু কন তুমি নও সেই সে মদন।
মল্লের কানন-বাসী ব্যাধের নন্দন ॥
ব্যাধ কহে এই দেখ মেরেছিলে বাণ। *
বহু কষ্টে আমি তাহে পাইয়াছি প্রাণ ॥
সেই সে মদন আমি তুমার সাক্ষাতে।
আসিয়াছি পুন এই বিদ্যাপতি সাথে ॥
প্রভু কহে তুমি সেই মদন-মোহন।
বন্ধু মোর এই সে কন্দর্প নারায়ণ ॥
হরি হরি অভাগার কোন্ পুণ্য ফলে।
প্রিয় বন্ধু বিদ্যাপতি সহ দেখা দিলে ॥
আসি বল্যে চলে গেল মদন-মোহন।
হইলেন চণ্ডীদাস ধ্যানেতে মগন ॥
রামী কহে বিদ্যাপতি আমি সেই রামী।
ধ্যান-ভঙ্গে কহে প্রভু চণ্ডীদাস আমি ॥

* | * | *

বিদ্যাপতি কহে সখাহে তুমার
বাজিত যখন বাঁশরী।
প্রেমরসে ডুবি আনন্দে মাতিয়া
নাচিত মিথিলা নগরী ॥
কল্পনায় গড়ি মূরতি তোমার
রাখিতাম পুষি হৃদয়ে।
শিব সিংহ এই রূপ-নারায়ণ[৮৪]
সহ দেখিতাম চাহিয়ে ॥
নিত্য সুললিত বাঁশরীর স্বর
শুনিতাম সদা শ্রবণে।
মানুষের গড়া মোহন মূরতি
দেখিতাম চোখে নয়নে ॥

আর কেনে সখা না পিআও মোরে
নূতন চাঁদের অমিয়া।
আর কেনে সখা বাজে না সে বাঁশী
নব নব রাগে মাতিয়া ॥
কোথা কার কাছে শিখেছে হে বঁধু
বাজাতে এ হেন বাঁশরী।
কোন্ মন্ত্র বলে পাইলে তার দেখা
গেলে সে গুপত নগরী ॥
উঠি তবে চণ্ডীদাস দিলা আলিঙ্গন।
কহিলেন কেন সখে মলিন বদন ॥
যশস্বী ইন্দিরাপতি ভৃগু-পদাঘাতে।
খ্যাত নন্দ ধরি বাধা শ্রীকৃষ্ণের মাথে ॥
আমি যে মেরেছি বাণ মদনের বুকে।
মদন যে গাঁঠি তব ধরিল মস্তকে ॥
ইথে কার নিন্দা আছে কার বা সুখ্যাতি।
বেশ করি বুঝি তুমি কহ বিদ্যাপতি ॥
নব নব ভাবে চির বসন্তের সনে।
কুহরে যে পিকবর নন্দন-কাননে ॥
তার মুখে শ্মশানের লতাকুঞ্জ মাঝে।
ডাকে যে কোকিল তার প্রশংসা কি সাজে ॥
বিদ্যাপতি কহে তবে হাসিয়া কিঞ্চিত।
মরুভূমে তপ্ত বারি নয় কি অমৃত ॥
তৃষার্ত্ত হলেও সুধা ভাবে কি তা বলে।
কালিন্দীর মীন সখা কালিন্দীর জলে ॥
প্রভু কন সাজে শশী আকাশ-মণ্ডলে।
তা বলে কি সাজে ভাল ক্ষীরোদের জলে ॥
যে রাজা কেবল রাজ-সিংহাসনে সাজে।
সে রাজার শোভা কোথা শূকরের মাঝে ॥
ত্যাগীর সুযশ মাত্র কানন-নিবাসে।
কে বা তার যশ গায় নারী-সহবাসে ॥
জন-মনোহর পিক সুর-বন-শোভা।
নরকে তাহার কণ্ঠে প্রশংসয়ে কেবা ॥
শব্দ-গাঁথা লালিত্য বড়ই চমৎকার।
ভাব ধরি কিবা যশ হয় কবিতার ॥

---

* পৃথীর ৬৫/০ অঙ্ক-পত্র পশ্য।

৮৪) রূপ-নারায়ণের এক নাম শিবসিংহ ছিল। তিনি ১৩২৪ শকে মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন। ইহার বহুপূর্বে চণ্ডীদাসের সহিত মিলন হইয়াছিল। এখানে কবি পূর্বাপর ঘটনা মিশাইয়া দিয়াছেন।

বর্ণের লালিত্য সখা ভাব লজ্যি চলে।
সেই মাত্র কবিরে সুযোগ্য করি তুলে ॥
কবিত্ব না থাকে যদি ভাবুকের কাছে।
কবিতার মাঝে তার কিবা সুধা আছে ॥
মোদের এ হেন মতে করিলে বিচার।
বহুমূল্যবান হয় কবিত্ব তুমার ॥
দেখিতেছি তাহে তুমি ভাবুকের স্বামী।
নহিলে মিথিলা কোথা আজ কোথা তুমি ॥
প্রেমাবেশে ধরি কবি প্রভুর গলায়।
কোলে ঢুলি পড়ি তায় চেতনা হারায় ॥
রামী আসি মুখে তাঁর দিলা গঙ্গাবারি।
চেতন পাইঞা কবি কহিলা শিউরি ॥
রজকিনী হঞে মা এ করিলি কি বল।
ব্রাহ্মণের মুখে তুই কেন দিলি জল ॥
রামী কহে তবে সখা বলিতে যে হইল।
ব্যাধ চেঞে বহু গুণে ধোপা জাতি ভাল ॥
১৮০ ] ঝরণার জল দিলা ব্যাধের বালক।
আমি দিনু তুমায় যে পূত গঙ্গোদক ॥
ইথে জাতি গেলে সে ত আগে গেছে চলে।
এখন তাহার দাবী করিছ কি বলে ॥
কবি কহে যারে বল ব্যাধের নন্দন।
সেই সে মল্লের বাঁকা মদন-মোহন ॥
করস্থ বারির চেঞে পদস্থত বারি।
কত অপকৃষ্ট হয় দেখহ বিচারি ॥
করে করি দিলা তিনি ঝরণার জল।
গঙ্গোদক পদস্থত তাঁহার কেবল ॥
সে ব্যাধের সহ তুলা হয় কি তুমার।
রামী কহে জ্ঞান বুদ্ধি তুমার অপার ॥
ভাবি দেখ কেন চণ্ডী কবিতার শেষে।
প্রতি পদে লিখিয়াছে বাসলী-আদেশে ॥*
নূতন চাঁদের সুধা তার কবিতায়।
কে বা কোথা হতে তবে আনিয়া যোগায় ॥
আমিই বা ফিরি কেন তার পিছে পিছে।
বেশ করি একবার দেখ দেখি এঁচে ॥
তুমার ধারণা যদি হয় সাধারণ।
কে করিবা গ্রাহ্য তবে বৃদ্ধের বচন ॥
যুক্তি তর্কে মীমাংসায় পুরুষ প্রধান।
নারীজাতি কভু নয় তাহার সমান ॥
কিন্তু ততোধিক বিশ্বে আছে এক নারী।
নিশ্চয় সে আমি কিম্বা রজক-ঝিয়ারী ॥
তুমি বল আমি সখা সেই চিন্তামণি।
আমি বলি আমি সেই জগজ্জননী ॥
স্থির চিত্তে দেখ ভাবি না হও চঞ্চল।
বিদ্যাপতি নাম কেনে করিছ নিষ্ফল ॥
যেই গন্ধে আইলে ছুটি মিথিলা হইতে।
সেই গন্ধ উঠে বুঝি নরকের পথে ॥
কিছুক্ষণ মৌন ভাবে থাকি বিদ্যাপতি।
কহিলেন তুমি মা গো হর-হৈমবতী ॥
ত্যাগী সখা তবু কেন রমণীর সাধ।
ইচ্ছা ছিল তার বাক্যে কইব প্রতিবাদ ॥
কিন্তু তুই তার আগে দিলি পরিচয়।
এই খানে বুঝিলাম চণ্ডী কে বা হয় ॥
দেখিস মা এই ভাবে অন্তিমের কালে।
দেখা দিস আসি মোর হৃদয়-কমলে ॥
সখা সখা চণ্ডীদাস পুরুষ-রতন।
কোন্ পুণ্য ফলে মোরে দিলে দরশন ॥
এই কথা বলি কবি বসি পড়ে ভূমে।
প্রভুর ইঙ্গিতে তাঁরে সকলে প্রণমে ॥
মনে মনে প্রণাম করিয়া চণ্ডীদাস।
রূপ-নারায়ণে তবে করিলা সম্ভাষ ॥
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি মিলন-সম্বাদ।
গাইলা পয়ার ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ॥

* | * | *

পরদিন প্রভাতে ছাড়িয়া সেই ধাম।
আসি পহুছিলা প্রভু কেন্দুবিল্ব গ্রাম ॥

*কবি কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন আদি চণ্ডীদাসের পদের ভণিতার উল্লেখ দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ করিয়াছেন।

সঙ্গে রুদ্র বিদ্যাপতি রূপ-নারায়ণ
শক্তি-স্বরূপিণী রাই সাধনের ধন ॥
কেন্দুবিল্ব সম গ্রাম ভারতে বিরল।
ঘরে ঘরে হরিধ্বনি হয় অবিরল ॥
অকস্মাৎ জয়দেবে করিয়া স্মরণ।
হইলেন প্রভু তবে ধ্যানেতে মগন ॥
বিদ্যাপতি রূপ রুদ্র ভাবেতে বিভোর।
বহিল মলয়ানিল নিশি হইল ভোর ॥
রুদ্রমালী উঠি তবে হেরে আচম্বিতে।
দাঁড়াঞে কে শীর্ণকায় তাহার পশ্চাতে ॥
শুধিলেন কেবা তুমি কি উদ্দেশ্য তব।
কহিলা সে মহাশয় কি আর কহিব ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি ভিক্ষা মাগি খাই।
আজ কিন্তু মুষ্টি মাত্র ভিক্ষা নাহি পাই ॥
দিয়াছেন বিধি মোরে দুইটি সন্তান।
আজ তারা অন্নাভাবে হারাইবে প্রাণ ॥
শ্রীহর্ষ নামেতে হেথা আছে ধনবান।
কহিনু এসব কথা তাঁর বিদ্যমান ॥
তত্রাপি হল না তাঁর বিন্দুমাত্র দয়া।
দূর করি দিলা মোরে গালাগালি দিয়া ॥
১৭/। দিন রাত অনাহারে আছি কেন্দ্রবিলে।
মুখে না শুধায় কেহ পথ ভাঁগি চলে ॥
নিরন্তর অন্তর জরিছে চিন্তা-জ্বরে।
তিলার্দ্ধ নাহিক শক্তি ফিরে যাইতে ঘরে ॥
দুইটি সন্তান মম আশাপথ চেঞে।
মরিয়াছে এতক্ষণ আহার না পেঞে ॥
বহু দুখ দিয়া মোরে পোহাল শর্ব্বরী।
কে তুমরা মহাশয় কহ কৃপা করি ॥
রুদ্র কহে হরি যথা কণ্ঠের ভূষণ।
মরে তথা নিরাহারে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
দয়াশূন্য স্থান যে শ্মশান বলে গণি।
তা হইলে কেন্দুবিল কি সে পুণ্য ভূমি ॥
এসেছেন চণ্ডীদাস কেন্দুবিল্ব ধাম।
শুনেছ কি দ্বিজ তুমি কভু তাঁর নাম ॥

দ্বিজ কহে চণ্ডীদাস কোথাকার কে সে।
সে নামে প্রসিদ্ধ লোক নাহি মোর দেশে ॥
হরিজান* জয়দেব জন্মেছিল হেথা।
জানি হে পথিক বন্ধু মাত্র তাঁর কথা ॥
রুদ্র কহে চণ্ডীদাসী পদ শুনেছ ত।
বিপ্র কহে শুনেছি কি জানি আমি সে ত ॥
কিন্তু তার চর্চ্চা হেথা কেহ নাহি করে।
তেন চণ্ডীদাসে হেথা কেহ না আদরে ॥
রুদ্র কহে হয় কিবা তাহার কারণ।
সে কথা বলিতে তুমি পার কি ব্রাহ্মণ ॥
দ্বিজ কহে চণ্ডীদাসে করিলে সম্মান।
হইবে বুঝি কেঁদুলির তাহে অপমান ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন দ্বিজবর।
অন্নাভাবে তুমি বুঝি ক্ষুধায় কাতর ॥
উঠ বৎস রুদ্রমালী পার যে করিয়া।
ত্বরা করি আন খাদ্য গ্রাম মধ্যে গিঞা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রুদ্র দ্বিজে আদেশিল।
শ্রীহর্ষের বাড়ী কোথা দেখাইবে চল ॥
চলিল ব্রাহ্মণ তবে রুদ্রমালী সাঁথে।
দেখাইয়া দিল পুর কিছু দূর হতে ॥
হাঁক দেন রুদ্রমালী দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
শ্রীহর্ষ আচার্য্য দেব আছেন কি ঘরে ॥
রুক্ষ স্বরে পড়ে সাড়া কে তুমি চাহ কি।
প্রত্যূষে এ হেন ভাবে করে ডাকাডাকি ॥
রুদ্র কহে রাখ এবে ভদ্রতাচরণ।
অন্নাভাবে দ্বারে তোর মরে যে ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষুধার্থ অতিথে আগে যোগাবে আহার।
তবেত সাজিবে তোর এই অহঙ্কার ॥
শ্রীহর্ষ ক্রোধান্ধ হঞা দ্বারে আইল ছুটে।
রুদ্রমূর্ত্তি হেরি কিন্তু চমকিয়া উঠে ॥
কহিলেন কে আপনি দেন পরিচয়।
অন্নাভাবে কার হয় জীবন-সংশয় ॥

* হরিজান, হরি-জীবন।

রুদ্র কহে হের ওই ব্রাহ্মণ ভিখারী।
অন্নাভাবে গোঁয়ায় সে দিবস শর্ব্বরী॥
উদর পুরিয়া তারে করাও ভোজন।
মোর পরিচয়ে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শ্রীহর্ষ কহে কি একা আমি এর দায়ী।
আমা ছাড়া গ্রামে বুঝি আর কেহ নাই॥
রুদ্র কহে এই কথা কহে যদি সবে।
ক্ষুধাতুরে অন্ন দান কেমনে সম্ভবে॥
তর্কের সময় নয় আন অন্নজল।
বিলম্ব হইলে সব হইবে নিষ্ফল॥
অন্তরাল হইতে শুনি শ্রীহর্ষের জায়া।
ভোজন-সামগ্রী বহু দিলেন আনিয়া॥
উদর পূরিয়া বিপ্র করিলা ভোজন।
নীরবে শ্রীহর্ষ তারে করেন ভৎর্সন॥
আসি তবে আচার্য্যের পুত্র বনমালী।
তণ্ডুল দিলেন তারে পূর্ণ করি ঝুলী।
তারপর আসি তথা শ্রীহর্ষ-বালিকা।
ব্রাহ্মণের ঝুলী মধ্যে দিলা কিছু টাকা॥
শ্রীহর্ষ কহিল তবে হঞে ম্রিয়মাণ।
না জানি কপালে আরও আছে কি লোকসান॥
পুত্র কন্যা ভার্য্যা যার বাধ্যে নাহি ফিরে।
পলান তাহারে লক্ষ্মী ছাড়িয়া অচিরে॥
শয্যা ত্যজি কার মুখ করিনু দর্শন।
তেঁই হেতু অর্থক্ষয় হইল অকারণ॥
রুদ্র কহে মাত্র তুমি দেখি কার মুখ।
অর্থক্ষয়ে পাইলে আজি এত বড় দুঃখ॥
আচার্য্য কহিল তা ত অতি সত্য কথা।
কোথা হইতে আইলে তুমি খাইতে মোর মাথা।
নিজের ক্ষমতা নাঞি দিতে এককড়ি।
পর লঞে কেনে বাপু এত বাড়াবাড়ি॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তুমায়।
কে তুমি কি হেতু লাগে তুমারে এদায়॥
রুদ্র কহে আছি মোরা পাঁচটি অতিথি।
কিছুদিন তব পুরে করিব যে স্থিতি॥

সিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস সকলের নেতা।
উত্তর-সাধিকা তাঁর রামমণি মাতা॥
আচার্য্য কহিল সেই চণ্ডে পাপাচারী।
১২৮/। এখনো কি আছে সঙ্গে রজক-ঝিয়ারী॥
প্রাণে বাঁচিবার তব ইচ্ছা যদি আছে।
বলো না একথা তুমি আর কারো কাছে॥
কবি বটে কিন্তু কোথা হয় কি সম্ভব।
তাহার প্রশংসা যথা জম্মে জয়দেব॥
ক্রোধান্ধ অন্তরে রুদ্র কিন্তু মুখে কয়।
অলৌকিক কার্য্য তার কবি শুধু নয়॥
যে ব্যয় করিবে তুমি চণ্ডীদাস পিছে।
দেখিবে দ্বিগুণ তার অর্থ জমিয়াছে॥
সত্য নাকি বলি বিপ্র মনেতে ভাবয়।
তাহলে দেখিছি মোর বড় ভাগ্যোদয়॥
রুদ্রমালী কহে তাঁর আর এক গুণ।
রৌপ্য দিলে স্বর্ণ তার পাইবে দ্বিগুণ॥
বিপ্র বলে ভাগ্য মোর বেশ হইল সুরু।
ঘরে বসি পাইলাম কাম-কল্পতরু॥
ফুটি কহে বিপ্র তবে শুন হে সন্ন্যাসী।
হেন অর্থ-লাভে আমি নহি অভিলাষী॥
তবে কিনা অতিথিরে না দিলে আশ্রয়।
গৃহস্থের হইবে তায় অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
সেই হেতু সায় দিনু তুমার কথায়।
অতিথি থাকিবে ঘরে ক্ষতি নাহি তায়॥
হাসি চলি গেল রুদ্র এই কথা শুনি।
শ্রীহর্ষ প্রশংসে নিজে বহু ভাগ্য মানি॥
ভিখারী ব্রাহ্মণ তবে গৃহ-মুখে চলে।
ক্লান্ত হইয়া বসে এক বটবৃক্ষ-তলে॥
কিছুক্ষণ বসি পরে করিল শয়ন।
শয়ন করিতে হইল নিদ্রায় মগন॥
আসিয়া বানর এক ক্ষণকাল পরে।
ঝুলী লয়া উঠি বইসে বটবৃক্ষ পরে॥
নিদ্রা ত্যজি উঠি যবে বসিল ব্রাহ্মণ।
না হেরিয়া ঝুলী স্কন্ধে করয়ে রোদন॥

ব্রাহ্মণের আর্ত্তস্বর শুনি আচম্বিতে।
কহিল কে হাঁকি তায় বৃক্ষচূড় হতে ॥
আমি সব দুঃখ তব ঘুচাইতে পারি।
যদি তুমি চল মোর বাক্য অনুসারি ॥
দ্বিজ কহে কে আপুনি দেন পরিচয়।
বলুন আমার প্রতি কিবা আজ্ঞা হয় ॥
কহিলা সে কারো কাছে না কহিস তুই।
অতি ধনবান এক ব্রহ্মদৈত্য মুই ॥
যখন যা চাইবে তুমি দিব তা তুমারে।
যদি এক কাজ তুমি পার করিবারে ॥
ব্রহ্মদৈত্য নাম শুনি ভয়ে কাঁপে দ্বিজ।
অর্থলোভে বহুকষ্টে ধরয়ে ধৈরয ॥
ক্ষণপরে কহে তবে বলুন কি কাজ।
কিন্তু মোরে কিছু ধন দিতে হইবে আজ ॥
এই লহ বলি দিলা ব্রহ্মদৈত্য সাড়া।
বৃক্ষতলে পড়ে স্বর্ণমুদ্রা এক তোড়া ॥
মহানন্দে মৃত্যুঞ্জয় কহিলা তখন।
কোন্ কার্য্য হইবে মোরে করিতে সাধন ॥
দৈত্য কহে ভণ্ডাচারী হয় চণ্ডীদাস।
হইবে তুমারে তায় করিতে বিনাশ ॥
বিপ্র কহে চণ্ডীদাস পণ্ডিত সুজন।
তপঃ-সিদ্ধ মুক্ত কবি প্রেমিক-রতন ॥
কেবা হেন মূর্খ তাঁর করি প্রাণ-হানি।
আপনার মৃত্যু-পথ খুলিবে আপুনি ॥
না খাঞা মরিব কিন্তু না পারিবা তবু।
দেশগুরু চণ্ডীদাসে বিনাশিতে কভু ॥
এই লহ তোড়া তব বলিয়া ব্রাহ্মণ।
সুবর্ণের তোড়া শূন্যে করিলা ক্ষেপণ ॥
দৈত্য কহে আরে আরে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
মোর কোপানলে কভু পাবি কি নিষ্কৃতি ॥
এ কথার যদি তুই করিবি অন্যথা।
এই দণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিব তোর মাথা ॥
বিপ্র কহে যদি তব এতই বিক্রম।
স্বহস্তে নাশিতে কেন না হও সক্ষম ॥
সাধুর জীবনে তব কেন এত সাধ।
তুমার সহিত তাঁর কি হেতু বিবাদ ॥
সবার সমক্ষে যদি ভণ্ড বলি তাঁরে।
দেখাইতে পার তুমি ধর্ম্মের বিচারে ॥
তাহলে হে দৈত্যবর মোর লাগে দায়।
যে কোন কৌশলে হোক বিনাশিতে তায় ॥
দৈত্য কহে চণ্ডীদাস কি যে মন্ত্র জানে।
যাইতে না পারি আমি কভু তার স্থানে ॥
বহুদিন হইতে ইচ্ছি রামিনীরে আমি।
কিন্তু চণ্ডী করে তায় সাধন-সঙ্গিনী ॥
তাহার নিধন-পণ করিয়াছি তাই।
দেশে দেশে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
যার সঙ্গে পর-নারী তার সাধু-পণা।
ভণ্ডাচার নয় সে কি কর বিবেচনা ॥
না করিহ তবে তুমি আর কাল-ব্যাজ।
৮০৴। কর ভাই কেন্দুবিল্বে একটি সমাজ ॥
দেখাইব আমি সবে নিশ্চয় তাহলে।
ধর্ম্মের বিচারে তায় ভণ্ডাচারী বলে ॥
বিপ্র কহে তুমি যবে বাঞ্ছ পর-নারী।
কে কবে তুমারে তবে কিসে ধর্ম্মাচারী ॥
সে হেন বিচারে তব কিবা অধিকার।
চণ্ডীরে জিনিবে তায় কি সাধ্য তুমার ॥
করিব অচিরে আমি সমাজ গঠন।
কোন্ বেশে তুমি তথা করিবে গমন ॥
দৈত্য কহে যাব আমি ব্রাহ্মণের বেশে।
সিদ্ধেশ্বর নাম মোর কব চণ্ডীদাসে ॥
বিশেষ আত্মীয় বলি কহিনু তুমায়।
হাস্য করি মৃত্যুঞ্জয় সায় দিলা তায় ॥
দৈত্য কহে যাহ তবে স্বর্ণমুদ্রা লঞে।
কল্য প্রাতে যাব আমি তুমার আলয়ে ॥
এই কথা শুনি বিপ্র লঞে স্বর্ণ থলি।
হাসিতে হাসিতে গেল গৃহমুখে চলি ॥

* | * | *

সুচন্দ্র আনন্দ যত চন্দ্র নন্দ মিলি।
পঙ্কমে চড়িয়া দেয় শ্রীহর্ষেরে গালি ॥
কোথাকার চণ্ডীদাস ভণ্ড দুরাশয়।
পুর মধ্যে দিল হর্ষ তাহারে আশ্রয় ॥
ধন মদে মত্ত হঞা সমাজে না মানে।
হেন অহঙ্কার তার সহে কার প্রাণে ॥
কল্যাই একথা তারে ডাকি সবে বল।
নচেৎ এ গ্রামে আর না থাকাই ভাল ॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য যে না পেটে খায়।
সে কেমনে নিত্য তার আহার যোগায় ॥
সঙ্গে আছে রাঁড়ী এক মর্দ্দা তিন জন।
শুনি তারা ঘৃতপাক করয়ে ভোজন।
ইথে কিন্তু বৈরাগীর আছে বাহাদুরি।
নিশ্চয় সে জানে কোন বিদ্যা জাদুকরী ॥
নিশ্চয় নিশ্চয় বলি সবে দিলা সায়।
তা না হইলে কি সে তারা পর ভাঁড়ি খায় ॥
এই মতে সবে হইল হর্ষের বিরোধী।
না করে তাহার ঘরে কেহ গতিবিধি ॥
জয়দেব-কুল-জাত কান্ত কবিরাজ।
আজ্ঞাপত্র দিলা তারে ব্রাহ্মণ-সমাজ ॥
না যাইবা তুমি কভু চণ্ডীদাস পাশে।
ক্বচিৎ না যাইবা আর শ্রীহর্ষ-নিবাসে ॥
এই আজ্ঞা তুমি যদি করিবা লঙ্ঘন।
তা হইলে চিকিৎসা তব করিব বর্জ্জন ॥
আজ্ঞাপত্র পাঞা কান্ত ভাবিছেন বসি।
কাতরে কমলাকান্ত কহিলেন আসি ॥
রোগীর যে দাহ তৃষ্ণা ক্রমে উঠে বাড়ি।
একবার আইস বাবা করি তাড়াতাড়ি ॥
এত শুনি কান্ত সে কমলাকান্ত বাসে।
আসি রোগী পরীক্ষিয়া কাঁপি উঠে ত্রাসে ॥
কহে কান্ত শুনহ আচার্য্য-মহাশয়।
রোগীর অবস্থা যা দেখিনু ভাল নয় ॥
একমাত্র পুত্র তব কহি সে কারণ।
প্রভু পাশে বধূমাতা করুন গমন ॥

রাসমণি সহ তাঁর দয়া যদি হয়।
তা হইলে রোগীর আর নাহি কোন ভয় ॥
বহু লোক আসি তথা করিয়াছে ভিড়।
এই কথা শুনিয়া পলায় ভিড় ভিড় ॥
কহিল কমলাকান্ত করিব যে তাই।
সমাজ না চাই আমি যদি পুত্র পাই ॥
সমাজের মুখে ছাই কহিলা গৃহিণী।
বধূরে লইয়া আমি যেতেছি এখনি ॥
এত কহি সুলোচনা বধূ সঙ্গে করি।
পশিলা সত্বরে আসি শ্রীহর্ষের পুরী ॥
চণ্ডীদাসে প্রণাম করিতে সুলোচনা।
প্রভু কন পূর্ণ হোক তুমার বাসনা ॥
কাঁদি যবে পুত্রবধূ দিলেন প্রণতি।
আশীস করেন প্রভু হও পুত্রবতী ॥
অকস্মাৎ পড়ে ডাক বলিয়া তখন।
কমলাকান্তের পুত্র ত্যজিল জীবন ॥
বজ্রাহত সম মাতা পড়িল ধরণী।
কাঁদি কহে করপুটে বধূ বরাননী ॥
হায় হায় কি আশীস দিলে ভগবন।
ব্যর্থ হইল দৈবচক্রে সিদ্ধের বচন ॥
হাসিয়া উঠিল রবি নির্ম্মল আকাশে।
পড়ি গেল অকস্মাৎ পূর্ণ রাহুগ্রাসে ॥
যতক্ষণ না জ্বলিবে পতি-চিতানল।
তাবৎ রহিবে মোর সন্তাপ প্রবল ॥
কিন্তু রবে যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।
রহিবে প্রভুর নাম কলঙ্কেতে ভরা ॥
চমকি উঠিয়া প্রভু চাহি উর্দ্ধপানে।
৮০৫/ কহিলা হা ভগবন্ বাঁচিব কেমনে ॥
সত্যই যাহার ধর্ম্ম সত্যই জীবন।
সত্য দিয়া তুমি যারে করিলে গঠন ॥
তার বাক্য মিথ্যা না হইবা কদাচিৎ।
ঘটাইব আজি তার বিপরীতে হিত ॥
সত্য সত্য বলি প্রভু ছুটিলেন তবে।
শব দিঞা চিতা যথা সাজাঞেছে সবে ॥

তুলি লঞা শব প্রভু ধ্যানেতে মগন।
গালি দিঞা সবে তাঁরে করিল বন্ধন॥
কাড়ি লঞা মৃতদেহ ধরিল চিতায়।
চতুর্দ্দিকে ঘেরি সবে অনল জ্বালায়॥
বহিল প্রবল ঝড় আচম্বিতে তবে।
গর্জ্জি উঠে মেঘমালা কড়্-কড় রবে॥
পলাইল যত লোক চিতানল ত্যাইলে।
বসিলেন পুনঃ প্রভু শব লঞা কোলে॥
হলেন যেমন তিনি ধ্যানেতে মগন।
কমলাকান্তের পুত্র পাইল জীবন॥
কুমার কহিল প্রভু এটা কোন স্থান।
প্রভু কন হয় এই ভীষণ শ্মশান॥
কুমার কহিল মোরে কে আনিল হেথা।
প্রভু কন যাহ ঘরে শুনিবে সে কথা॥
এত কহি হন তিনি ধ্যানেতে মগন।
কমলাকান্তের পুত্র করিলা গমন॥
গ্রাম মধ্যে আসি সবে করিলা প্রকাশ।
খাইঞা ফেলিল শব ভণ্ড চণ্ডীদাস॥
আজ খাইল মরা যদি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
কাল সে জীয়ন্ত ধরি করিবে ভক্ষণ॥
চাহ যদি সকলেই গ্রামের কল্যাণ।
শ্রীহর্ষের সহ তবে নাশ তার প্রাণ॥
ছুটিল সকল লোক শ্রীহর্ষের ঠাঁই।
দেখিল আশ্রমে তথা চণ্ডীদাস নাই॥
দলে দলে ছুটে তারা শ্মশানের দিকে।
মার মার শব্দ মাত্র সবাকার মুখে॥
আচম্বিতে হইল তবে নয়ন-গোচর।
আসিছে কমলাকান্ত-পুত্র জলন্ধর॥
প্রেতমূর্ত্তি ভাবি কেহ ভয়েতে চঞ্চল।
জীবন্ত দেখিয়া কেহ আনন্দে বিহ্বল॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য কোন অর্ব্বাচীনে।
পরীক্ষা না করি শবে লইল শ্মশানে॥
বাঙ্গে যেবা ভস্মিতে জীবন্ত চিতানলে।
সাধু খান শব-মাংস এই কথা বলে॥

তাদের মরণে মাত্র জগৎ জুড়ায়।
বিষ দিয়া বিনাশিলে বহু পুণ্য তায়॥
কেহ কহে জলার * এ প্রেতাত্মা নিশ্চয়
দেখ আজি মো সবার কি হতে কি হয়॥
শতবার পরীক্ষিনু জলার মরণ।
মোরাও মানুষ বটি তুমার মতন॥
তুমারি মতন চক্ষে দেখিয়াছি সবে।
খাইতে সে চণ্ডীদাসে শ্মশানেতে শবে॥
কেহ কহে মৃত্যু তার যদি সত্য হয়।
শব-মাংস খাইল চণ্ডী করিলে প্রত্যয়॥
কিন্তু যবে মৃত জন হইল প্রকাশ।
খাইয়া বাঁচান তবে তারে চণ্ডীদাস॥
কেহ কহে মানা চাই মানিলে সকলি।
প্রেতাত্মার কথা কেন যেতেছেন ভুলি॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য কে হে বাপু তুমি।
আগন্তুক কহে হাসি জলন্ধর আমি॥
শুধিলা সে মরি তুমি বাঁচিলে কেমনে।
কান্ত-সুত কহে সে তা চণ্ডীদাস জানে॥
কহিলেন পুন তিনি জিজ্ঞাসি তুমায়।
মহামানী চণ্ডীদাস এখন কোথায়॥
জলন্ধর কহে আর কিছুদূর আগে।
আছেন করুণাময় প্রভু ধ্যান-যোগে॥
কিন্তু কেন চান সবে তাঁহার সন্ধান।
বলি উঠে কেহ মোরা চাই তার প্রাণ॥
জলন্ধর কহে কেবা হেন শক্তি ধরে।
তার প্রাণ লিতে যেই প্রাণ দিতে পারে॥
হাঁক দিয়া কহে কেবা শূন্যের উপর।
নরাধম চণ্ডীদাস ঘোর জাদুকর॥
মরা বাঁচা উভয়ের কারণ সে হেথা।
যত শীঘ্র পার তার কাটি ফেল মাথা॥
অদূর অলক্ষ্যে থাকি কহে কে রমণী।
সাধু সাধু চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি॥

* জলার – জলন্ধরের।

ঘটাইলে কেহ তার তিল আধ ক্ষতি।
না রাখিব আমি তার বংশে দিতে বাতি ॥
অবাক হইয়া সবে চৌদিকে নেহালে।
কিছু না দেখয়ে আঁখি যতদূর চলে ॥
জগবন্ধু নামে বৃদ্ধ কহিল তখন।
৮১/] দুই পক্ষে দৈব বাণী অদ্ভুত ঘটন ॥
কে যে চণ্ডী মাত্র সেটা বুঝিবার তরে।
উচিত পরীক্ষা হয় ধর্ম্মের বিচারে ॥
সায় দিয়া সে কথায় বাহুড়িলা সবে।
কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চলে জলন্ধর তবে ॥
কে যাহ কে অকস্মাৎ হাঁক দিঞা বলে।
বসি এক সুবিশাল বটবৃক্ষমূলে ॥
আগুসারি জগবন্ধু করিলা সম্ভাষ।
কে তুমি কি নাম তব কোথায় নিবাস ॥
হাস্য করি কহিলা সে শুন মহাশয়।
সিদ্ধেশ্বর সার্ব্বভৌম নাম মোর হয় ॥
শিখিনু অশেষ বিদ্যা শেষ নাহি পাই।
তেকারণে শিক্ষাগুরু খুঁজিয়া বেড়াই ॥
ভারতের নানা দেশ করিনু ভ্রমণ।
কোথাও না পাইনু গুরু মনের মতন ॥
যেখানে আছয়ে যত পণ্ডিতাভিমানী।
এ অল্প বয়সে জয় করিয়াছি আমি ॥
শুনিয়াছি চণ্ডীদাস পণ্ডিত সুজন।
দেশে দেশে করি তেঁই তার অন্বেষণ ॥
জগবন্ধু কহে এই কেন্দুবিল্বগ্রামে।
নিবসে তাপস এক চণ্ডীদাস নামে ॥
শাস্ত্রের বিচারে তুমি জিনিলে তাহায়।
দিগ্বিজয়ী বলি তবে কহিব তুমায় ॥
বিপ্র কহে তারে যদি একবার পাই।
পলকের মধ্যে তার ভাঙ্গিব বড়াই ॥
জগবন্ধু কহে তবে আইস মোর সাঁথে।
মোরাও রহিব তবে তুমার পশ্চাতে ॥
এত শুনি সিদ্ধেশ্বর চলিলা ত্বরিত।
রচিলা পয়ার ছন্দে কৃষ্ণ গাঁতাইত ॥

* | * | *

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বিপ্রগণ।
লিপি মধ্যে লিখি সব কইলা আমন্ত্রণ ॥
বৃদ্ধ রাধামাধবের* মন্দির-প্রাঙ্গণে।
দলে দলে আইসে লোক সন্ধ্যা-সমাগমে ॥
আইল তবে সিদ্ধেশ্বর সভার ভিতর।
বহুমতে করে লোক বহু সমাদর ॥
রূপ রুদ্র বিদ্যাপতি রাসমণি সাঁথে।
উপনীত চণ্ডীদাস সবার পশ্চাতে ॥
স্তব্ধ হইল জনগণ ক্ষণিকের তরে।
পড়িল স্বর্গীয় সাড়া মন্দির-ভিতরে ॥
কাঁপিতে লাগিল যেন চত্বর প্রাঙ্গণ।
অপূর্ব্ব মধুর গন্ধে মুগ্ধ জন-মন ॥
কেহ কহে কি অদ্ভুত প্রভুর স্বভাব।
কেহ বলে বলিহারি মন্ত্রের প্রভাব ॥
আচম্বিতে উঠি তবে সিদ্ধেশ্বর কন।
মোর বাক্য শুন এবে সভাসদ্‌গণ ॥
যার সঙ্গে পরনারী তারে সাধু বলা।
মরুভূমে মরীচিকা সমুদ্রের তুলা ॥
জীব-হিংসা হেতু যেই প্রাণী সেবা করে।
পুণ্যাত্মা পরম প্রভু বল সবে তাঁরে ॥
সীমন্তে সিন্দুর হেরি অঙ্গেতে ভূষণ।
কর স্থির পাংশুলার এয়োতি† লক্ষণ ॥
পাচকের স্কন্ধে হেরি যজ্ঞসূত্র-স্থান।
ব্রাহ্মণ বলিয়া দাও তাহার আখ্যান ॥
সত্যের ভিতর যার মিথ্যার বাজার।
কালনেমি সম দশা ঘটাও তাহার ॥
লক্ষ্য মোর চণ্ডীদাস ভণ্ড পাপাচারী।
প্রেম-বিলাসিনী যার রজক-ঝিয়ারী ॥
চণ্ডালের সেবা-বিধি ব্রাহ্মণের নয়।
শতমুখে পড়ে সাড়া নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

---

* বৃদ্ধ রাধামাধব, বুড়া রাধামাধব। মুর্শীদাবাদ কান্দীগ্রামের বুড়া রাধামাধব প্রসিদ্ধ। বুড়া শিব, বুড়া ধর্ম্মরাজ আছেন। তাঁহারা বৃদ্ধ বটেন; কিন্তু রাধামাধবের বৃদ্ধত্বের হেতু কি?

† সং আয়তি, পতি-সৌভাগ্য।

সিদ্ধেশ্বর কহে পুন সবাকার কাছে।
বলুক চণ্ডীর কি বা বলিবার আছে ॥
হাসিলেন প্রভু উঠি উত্তরিলা রামী।
নহি আমি বকুণ্ডার উলি বাগিতানী ॥৮৫
জন্ম-জন্মান্তর যদি ফির মোরসঙ্গে।
কি সাধ্য তুমার মম পরশিতে অঙ্গে ॥
ধর্ম্মের বিচারে আজ হইলে তব জয়।
ভণ্ড বলি চণ্ডীরে নাশিবে মৃত্যুঞ্জয় ॥
নিরাশ্রয়া হইবে তবে রজকিনী রামী।
আশ্রয় করিবে তারে সিদ্ধেশ্বর তুমি ॥
যদি কালে সমুদ্র শোষেন চতুর্ম্মুখ।
রত্ন লভি দরিদ্র এড়াবে তবে দুঃখ ॥
কিন্তু এ বিচারে যদি হয় তব হারি।
দৈত্য কহে তবে তার দ্বারে রব দ্বারী ॥
রামী কহে মধ্যস্থ মানিতে চাহ কারে।
দৈত্য কহে সে তুমার ইচ্ছা হয় যারে ॥
রামী কহে মধ্যস্থ রহিল জয়দেব।
৮১৵] অথবা সম্মুখে অই শ্রীরাধামাধব ॥
সিদ্ধেশ্বর কহে না চলিবে ফাঁকি-ঝুকি।
গত-জীব শীলামূর্ত্তি সাক্ষী দিবে নাকি ॥
উচ্চ কণ্ঠে কহে কেবা মন্দির-ভিতর।
সাক্ষ্য শুধু নয় দিব দণ্ড গুরুতর ॥
সিদ্ধেশ্বর কন তবে হন কে আপুনি।
উত্তর হইল হত্রি জয়দেব আমি ॥
দৈত্য কহে জয়দেব অসম্ভব কথা।
কহ দেখি রচি তবে একটি কবিতা ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হইল নির্ব্বাণী।
ধ্বনিলা মধুর কণ্ঠে কবিতার ধ্বনি ॥
পঙ্কজিনী নব রস জনু সৌরভ মত্ত মধুপ ইব কান্তে।
ব্যাকুল চিত বিতলাজ বিধাবতি ফুল্লিত হৃদয় নিশান্তে ॥
সুরস সরস হৃদ কাম বিমোহিত যাচতি তরুণী প্রসাদং।
চাতক জলধর বিন্দুম মলমতি ধ্যায়তি ধরম বিষাদং ॥*
অনুরূপ ছন্দে এর যে দিবে উত্তর।
সুগুণ পাণ্ডিত্যে হইবে সেই শ্রেষ্ঠতর ॥
কহ কে উত্তর দানে সক্ষম এমতে।
উত্তর না দেয় কেহ রহে হেঁট মাথে ॥
পুনর্ব্বার সেই কথা হইলে প্রকাশ।
উঠিয়া দাঁড়ান তবে প্রভু চণ্ডীদাস ॥
প্রেমে পুলকিত কায় নমি জয়দেবে।
অনুরূপ ছন্দে প্রভু কহিলেন তবে ॥†
৮২/] উঠে তবে দৈববাণী মন্দির-ভিতর।
চণ্ডীমাত্র সবাকার হয় শ্রেষ্ঠতর ॥
জিতেন্দ্রিয় সাধু চণ্ডী সত্যে সততায়।
পাণ্ডিত্যে চণ্ডীর মত আর কেহ নাই ॥
এত শুনি ব্রহ্মদৈত্য গালি দিয়া উঠে।
দুষ্টগণ সহ রোষে ঘন মাল-সাটে ॥
কহে তবে চণ্ডীদাস ভণ্ড দুরাচার।
আজি তোর কোনমতে নাহিক নিস্তার ॥
বিদ্যাবলে সকলের চক্ষে দিয়া ঠুলি।
ধর্ম্মশীল গৃহস্থেরে অধর্ম্মে মজালি ॥
সেই পাপে আজি তোরে ধরিয়াছে কালে।
বহুদিন করে পাপ সময় বুঝে ফলে ॥
কহিলেন প্রভু সবে শুন বলি সত্য।
এই সিদ্ধেশ্বর হয় বটু ব্রহ্মদৈত্য ॥*

৮৫) বকুণ্ডা। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়ার নাম বাকুণ্ডা ছিল। উলী নাম্নী কোন বাকতিনী (বাগ্‌দিনী)। বাঁকুড়ায় বাকতী, অন্যত্র বাগদী, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "বাগতীত" জাতি।

* লিপিকর-প্রমাদে কবিতার ছন্দ ব্যাকরণ অলঙ্কার কিছু নাই। এই কারণে অবশিষ্ট কবিতা ত্যাগ করিলাম।

† কবিতা ত্যাগ করিলাম।

* ব্রাহ্মণের অপঘাত হইলে তিনি ব্রহ্মদৈত্য হন। ইঁহারা বট অশ্বত্থ নিম্ব বিল্ব বৃক্ষে বাস করেন। ব্রাহ্মণ বিবাহিত হইয়া ব্রহ্মদৈত্য হইলে বিনাদোষে কাহারও অনিষ্ট করেন না। আশ্রয়-বৃক্ষের শাখা কাটিলে কিম্বা বৃক্ষ-তলে কিম্বা নিকটে মলমূত্র ত্যাগ করিলে দোষীর রক্ষা নাই। ব্রাহ্মণের বিবাহ না হইয়া থাকিলে, অর্থাৎ বটু অবস্থায় উদ্‌বন্ধনাদি অপঘাত হইলে যুবতী ইচ্ছা করিয়া থাকে। সায়ং কালে ও প্রখর মধ্যাহ্ন কালে এই ব্রহ্মদৈত্যের

কান দিয়া শুন তার পূর্ব্ব বিবরণ।
বক্সুণ্ডায় ছিলা এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ॥
চন্দ্রকান্ত নামে পুত্র আছিল তাহার।
ধর্ম্মনষ্ট করে দুষ্ট নিজ বিমাতার॥
অভিসারে দোঁহে এক বটবৃক্ষ-তলে।
থাকিত সুরতে রত নিত্য নিশাকালে॥
লোকে হইল জানা-জানি কিছুদিন পরে।
লজ্জায় বিমাতা তার জলে ডুবি মরে॥
বটবৃক্ষডালে রজ্জু করিয়া বন্ধন।
গলে দিয়া ফাঁসী চন্দ্র ত্যজিলা জীবন॥
দিনরাত বটবৃক্ষ করিয়া আশ্রয়।
তাহার প্রেতাত্মা সবে দেখাইত ভয়॥
বটব্রহ্মদৈত্য তারে কহিত সবাই।
একদিন তার চক্ষে পড়েছিলা রাই॥
অমনি হৃদয়ে তার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।
হেম-গৌরী রামিনীরে করিতে আশ্রয়॥
জানি না প্রভাবে কার সেই দৈত্যাধম।
তার অঙ্গ পরশিতে না হয় সক্ষম॥
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তার বর্ষ-বর্ষান্তর।
সেই বটু ব্রহ্মদৈত্য এই সিদ্ধেশ্বর॥
শশাঙ্কের পত্নী শিবা পাগলিনী নয়।
এই সিদ্ধেশ্বর তারে করেছে আশ্রয়॥
বটব্রহ্মদৈত্যে আজি বিনাশিব আমি।
দেখিবা শিবার তায় টুটিবা পাগ্‌লামি॥
এই কথা শুনি দৈত্য পলাইতে চায়।
মহারোষে বিপ্রগণ ঘেরিল তাহায়॥
কাট কাট বলি ঘন হাঁকে চণ্ডীদাস।
রুদ্র উঠি দৈত্য সনে করিলা সম্ভাষ॥

কাম-রূপী দৈত্যাধম সর্পরূপ ধরি।
দংশিতে ধাইলা সবে ফোঁস ফোঁস করি॥
সাধক-রক্ষণশীল শঙ্কর-ভাষিত।
মহামন্ত্র পাঠে রুদ্র কইলা অন্তর্হিত॥
আবার ধরিয়া আনি মন্ত্রের প্রভাবে।
কুপ* মধ্যে পুরি তায় ছাড়ে দিলা তবে॥
গড়ায়ে বেড়ায়ে কুপ সম্মুখে সবার।
দর্শক মাত্রের তাহে লাগে চমৎকার॥
কহিলেন চণ্ডীদাস হাসি অতঃপর।
কোন্ গতি চাহ তুমি ওহে সিদ্ধেশ্বর॥
সিদ্ধেশ্বর কহে প্রভু তুমি গুণধাম।
কৃপা করি নিজগুণে দেহ মোক্ষধাম॥
প্রভু কন স্মর তবে শ্রীরাধামাধবে।
তা হলে অচিরে তব বাসনা পূরিবে॥
শ্রীরাধা-বল্লভে ধ্যান করি অতঃপর।
কুপ ত্যজি নিত্য ধামে চলে সিদ্ধেশ্বর॥
দণ্ডবৎ হঞা সবে পড়ে ধরাসনে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বন্দে চণ্ডীর চরণে॥

শঙ্করভাসিত মহামন্ত্রম্। ওঁ নমো ভগবতে শ্রীঘ্রে নমঃ। হর হর পর পর তর তর বেধ বেধ নঃ সঃ সঃ বর নীত নীত হর হর ভর উ উ সর সর জারা ক্ষিরং ক্ষিরং ক্ষিং ক্ষিং ত্রিং ত্রিং ভগবতে শ্রীঘ্রে নমঃ॥ সংস সংস সর বর বর রসপটা রসরূপ ক্রীং বরবিহঙ্গমানুস জোগক্ষেমক দস অতি খরিচ খরিচ স্বাহা॥ মন্ত্রপাঠে প্রেত গন পালাঅ। জাহাকে সর্পে দংসে মন্ত্র দিআ জলপুত করিঅা রোগীর গাত্রে ছিটা দিবা। রোগী উঠিতে চাহিলে চুলে ধরিআ নুআইআ রাখিবা। তিনবার মন্ত্র পাঠে সংখ পুত করিআ বাজাইবা। যত দুর সব্দ জাইবে রুগী তখনি বিসমুক্ত হইবে। উদঅসেন লিখিআছেন সকলের হিতের জন্য এই মন্ত্র লিখিলাম॥

*|*|*

পরদিন প্রভু পাশে কবি-শিরোমণি।
রূপ-নারায়ণ সহ মাগিলা মেলানি॥

প্রকৃতি উগ্র হইয়া থাকে। অনাবৃত দেহে আশ্রয়-বৃক্ষের তলা দিয়া যুবতীর গমনাগমন বিপজ্জনক। পুথীতে এক স্থানে 'বটুব্রহ্মদৈত্য' আছে, অন্য স্থানে 'বটব্রহ্মদৈত্য' আছে। কিন্তু বটাদি বৃক্ষভেদে ব্রহ্মদৈত্যের জাতি-নিরূপণ হয় না। এই কারণে মনে হয়, 'বটব্রহ্মদৈত্য' 'বটুব্রহ্মদৈত্য' হইবে। বটু, ব্রাহ্মণকুমার।

* সং কূপক,—কুপা, ঘৃত তৈলাদি রক্ষার সঙ্কমুখ চর্ম্ম কিম্বা মৃৎ পাত্র। এখানে মৃৎপাত্র। কুপ, অকারান্ত পড়িতে হইবে। এ দেশে এই উচ্চারণ।

বহু সমাদরে প্রভু দিলেন বিদাই।
আসি তবে সহাস্য বদনে কহে রাই॥
একে একে সকলেই লইল মেলানি।
রহিনু কেবল মাত্র তুমি আর আমি॥
৮২৫/] কিন্তু সখা এই মাত্র সঙ্কেতে জানাই।
ভাঙ্গিতে ভবের খেলা বেশী দেরি নাই॥
বৃথা আর কেন তবে কেন্দ্রবিল্বে স্থিতি।
বিলম্ব না করি কর ছত্রিনায় গতি॥
প্রভু কহে রুদ্রমালী বার্ত্তা দেহ সবে।
কল্য প্রাতে কেন্দ্রবিল্বে ছাড়ে যাইতে হবে॥
এই কথা রুদ্রমালী করিলে প্রচার।
সবাকার মনে দুঃখ বহিল সঁাতার॥
পর দিন উঠি রড়ে গ্রামবাসীগণ।
দলে দলে আসি বন্দে প্রভুর চরণ॥
আশীসান্তে কহিলেন ভক্ত চূড়ামণি।
এক পাশে বসি কেন তুমি মা কল্যাণী॥৮৬
কল্যাণী সে নিরাশ্রয়া পিতৃ-মাতৃ-হীনা।
সৌদামিনী-সম রূপে নবীন-যৌবনা॥
শ্রীহর্ষের পুরে বালা করি নিবসন।
করিত প্রভুর নিত্য আশ্রম-মার্জ্জন॥
বালিকার ভক্তি-স্রোতে করি উঠু ডুবু।
মা মা বলি স্নেহভরে ডাকিতেন প্রভু॥
রামিনী দিতেন তারে ধর্ম্ম-শিক্ষা এই।
পতি বিনা সতীর আরাধ্য কেহ নেই॥
তেন স্নেহ শিক্ষা আর কে বা তারে দিবে।
ভাবি বালা একা বসি কাঁদিছে নীরবে॥
মুখ তুলি করপুটে কহিলা কল্যাণী।
কেন বাবা এসেছিলে কেন্দুবিল্বভূমি॥
ছিনু বেশ একরূপ বিষাদের তলে।
আনন্দের সুখ-স্বাদ কেন জানাইলে॥

বিষম বিষাদ যদি এর পরিণাম।
কেন তবে দিলে বাবা স্নেহ-প্রতিদান॥
হাসিয়া কহেন প্রভু শুনরে সরলে।
কতদিন থাকে নারী পিতৃমাতৃ-কোলে॥
এই ত তুমার পতি-সাধন সময়।
পতি ছাড়া রমণীর গতি নাহি হয়॥
কায়মনোবাক্যে মাতা অতি সযতনে।
যাহ এবে পূজ গিঞা পতির চরণে॥
পিতৃজ্ঞান যদি মোরে করে থাক মাতা।
কদাচ না কর মোর কথার অন্যথা॥
এত শুনি উঠে কাঁদি বিরহিণী বালা।
জাগি উঠে হৃদে পতি-বিচ্ছেদের জ্বালা॥
শ্রীহর্ষের মুখ পানে চাহি প্রভু কন।
কহ বৎস কিবা হয় ইহার কারণ॥
শ্রীহর্ষ কহিল প্রভু লোকমুখে শুনি।
ক্ষত্র-বালা হয় মোর স্নেহের কল্যাণী॥
জনক জননী তার মরিল অকালে।
এই হেতু মা আমার লাছে লাছে বুলে॥
শুনেছি জনকে তার ব্যাঘ্রে ধরি খায়।
সেই শোকে মাতা তার জীবন হারায়॥
সর্ব্বানীর* সম মাতা হয় বীরাঙ্গনা।
তেঁই সে ঘটায় এক অদ্ভুত ঘটনা॥
ব্যাঘ্রে ধরি খাইল তার জনকে যে বনে।
ভ্রময়ে কল্যাণী তথা ব্যাঘ্রের সন্ধানে॥
একদিন দুইদিন তিনদিন পরে।
পড়িল শার্দ্দূল এক বালার গোচরে॥
পৃষ্ঠদেশে রহে এক যুব-জন-তনু।
রাজ-বাস পরিধান বাম করে ধনু॥
মারিলা সজোরে বালা গুর্ব্বার† ক্ষেপণী।
আর্ত্তনাদ করি ব্যাঘ্র পড়িলা ধরণী॥

৮৬) এই কল্যাণী-কাহিনী কৃষ্ণ-সেন কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। ৮৮/ অঙ্ক পত্রের টীকা পশ্য। কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের ঔদার্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি চণ্ডীদাসকে এক তান্ত্রিক-সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কবি।

* সং সর্বানী, ভবানী।

† গুর্বা, ছাতনা অঞ্চলের আরণ্য বৃক্ষ-বিশেষ। মাঝারি গাছ। কাঠ ভারী ও দৃঢ়। লোকে ইহার সোজা ডালের এক মুখ সূচাল শূল তুল্য ক্ষেপণী করিয়া মৃগ বধ করিত। গুর্বার শূলে ক্ষেতের রঁাদ দিত। মৃগ লাফাইয়া ক্ষেতে ঢুকিবার সময় শূল-বিদ্ধ হইত।

শশব্যস্তে গিএা সেই যুবকের পাশ।
আদৌ পরীক্ষা করি দেখিলা নিশ্বাস॥
আনি তবে সিক্ত করি নিজ বস্ত্রাঞ্চল।
মুখে চোখে দেয় বালা নিঙ্গাড়িয়া জল॥
অবিশ্রান্ত করে তায় দুকূল ব্যজন।
অনিমেষ নেত্রে সদা নেহালে বদন॥
কতক্ষণ পরে আঁখি মিলয়ে কুমার।
মুদে গেল চক্ষু দুটি অমনি বালার॥
কি বলিয়া কেবা কার করে সম্বোধন।
এত চিন্তি নীরবেতে রহে দুইজন॥
লজ্জায় আনত মুখে বসি থাকে বালা।
কতক্ষণ পরে তবে কুমার কহিলা॥
কি না স্বজিয়াছে বিধি দিতে প্রতিদান।
নাহি তারে দিতে কিছু যেবা রাখে প্রাণ॥
করুণার মূর্ত্তি তুমি রমণী-রতন।
করিনু তুমায় আমি আত্ম-সমর্পণ॥
কোন্ কুলে জন্ম তব কহ বরাননে।
৮৩/] কি রূপে আশ্রয় তব লইব চরণে॥
অধোমুখে মধুমাখা কহিলা কল্যাণী।
ক্ষত্রকুলবালা আমি আজন্ম দুঃখিনী॥
দুঃখানলে প্রাণ মোর দহে অহরহ।
আপন বলিতে নাঞি এ সংসারে কেহ॥
অঙ্গরাগ দেখি তব মোর মনে লয়।
হইবা বুঝি কোন রাজাধিরাজ-তনয়॥
নিরাশ্রয়া অভাগিনী আশ্রয় লইবে।
হেন অসম্ভব কথা কে শুনেছে কবে॥
চিরদিন পুরুষের পদাশ্রিতা নারী।
অভাগীরে পদে স্থান দেহ কৃপা করি॥
কুমার কহিলা কিন্তু কি উত্তর দিবে।
কে তুমার আমি লোক শুধাইবে যবে॥
বালা কহে কেহ যদি জিজ্ঞাসে সে কথা।
কহিব কুমার মোর আরাধ্য দেবতা॥
যুবক কহিল তবে শুন সুলোচনে।
বদ্ধ কর মোরে আগে বিবাহ-বন্ধনে॥

মো সবার ইচ্ছাক্রমে কল্যাণীর বাসে।
আসি বদ্ধ হইলা দোঁহে পরিণয়-পাশে॥
উঠি প্রাতে দেখিলাম কাঁদিছে কল্যাণী।
জিজ্ঞাসিলে কহিলা সে অদ্ভুত কাহিনী॥
পঞ্চজন রণ-বেশী পশি তার পুরে।
জোর করি লইয়া গেল ধরি সে কুমারে॥
কোথায় নিবাস তাঁর কেবা হন তিনি।
জিজ্ঞাসিলে কহে বালা কিছুই না জানি॥
বিবাহের কালে নাম শুনেছিনু বটে।
স্মরণ না হয় কিন্তু এ হেন সঙ্কটে॥
আচার্য্যও কহে তাই আর যত জনা।
দেখুন সে বিধাতার কিবা বিড়ম্বনা॥
কল্যাণীর পক্ষে তাই পতি-আরাধন।
আদেশ প্রভুর হায় কতই নির্ম্মম॥
পতি-বিরহিণী বালা এই সে কারণ।
অধোমুখে উভরায় করিছে ক্রন্দন॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রভু মুদিলেন আঁখি।
সে ভাব দেখিয়া সবে উঠিল চমকি॥
যে স্বভাবে সত্ত্ব ভাব হেরি স্বভাবত।
রজ তম পূর্ণ ভাব তায় সমুদিত॥
একবার রক্তোৎপল বদনে বিভাসে।
আর বার আসি তায় ইন্দীবর হাসে॥
কভু কট মট-মট শব্দ যায় শুনা।
কভু ঠন ঠন-ঠন অস্ত্রের ঝঞ্জনা॥
কভু হুড়ু দুড়ু-হুড়ু মেঘের গর্জ্জন।
কভু গুম দুম-দুম রবে ভূ-কম্পন॥
অকস্মাৎ কন প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।
যাক ধর্ম্ম মার কর পর-উপকার॥
হোক রে অনন্ত বিনা সমুদ্র-মন্থন।
হোক আজ সপ্তসিন্ধু অনলে ইন্ধন॥
একটা সাম্রাজ্য যদি ছারখারে যাবে।
তোমার তাহাতে ক্ষতি আমার কি তবে॥
তোর মনে ছিল যদি এ হেন বিলাস।
কেন তবে চণ্ডীদাসে পাঠালি সন্ন্যাস॥

কর তবে বজ্র-সম হৃদয় পাষাণ।
প্রেম ভক্তি অস্ত্র মুখে দেমা খরশাণ॥
সিক্ত কর তাহে পুনঃ তীব্র হলাহল।
জ্বেলে দে জ্বেলে দে তবে প্রলয়-অনল॥
কেন মা কল্যাণী তুই করিস রোদন।
আমি দিব আনি তোর চিন্তনীয় ধন॥
শিক্ষা-দান সার্থক করহ রাসমণি।
নতুবা না কব তোরে শক্তি-স্বরূপিণী॥
বল বীর্য্য তুমি মোর যা কিছু সকলি।
আমার দক্ষিণ হস্ত এই রুদ্রমালী॥
বালা পক্ষে শিক্ষা তোর চণ্ডীর যে বাণী।
নিষ্ফল করিতে চায় মল্লরাজরাণী॥
বাঁধিয়া রাখেছে জামকুড়ি যুবরাজে।[৮৭]
বিনা যুদ্ধে মুক্তি তারে না দিবে সহজে॥
সেই রাজপুত্র হয় কল্যাণীর পতি।
তার মুক্তি বিনা মোর না হবে সদগতি॥
রামী কহে সত্য কিন্তু তুমি যে ব্রাহ্মণ।
কেমনে সম্ভবে তবে ক্ষত্র-সনে রণ॥
চণ্ডীদাস কহে এ কি কহ গুণবতী।
যে বিদ্যার শিক্ষাগুরু আমার সে জাতি॥
অধিকন্তু তুই যার সহায়-সম্বল।
তাহে সেহ মূর্খ অতি নিতান্ত দুর্ব্বল॥
৮৩৭/] রামী কহে এই রণে হইবে কার জয়।
করেছ কি সখা তুমি তাহার নিশ্চয়॥
প্রভু কহে যদি তুই না ছাড়িস মোরে।
যেমন ছাড়িয়া গেলি লঙ্কার ঈশ্বরে॥
দিব্য করি কহি তোরে শুন গুণময়ী।
নিশ্চয় হইবে রণে চণ্ডীদাস জয়ী॥
রামী কহে ধন্য তুমি ভক্ত-চূড়ামণি।
প্রেম-ডোরে বাঁধা যার জগতের স্বামী॥

বাসলী ত্রিশূলী-সহ ফিরে যার সনে।
আমি কি ত্যজিতে পারি তারে এ জীবনে॥
রুদ্রমালী কহে প্রভু করি নিবেদন।
ঘৃত সহ হয় যদি মধুর মিলন॥
সিদ্ধিযোগ মিলে যদি অমৃতের সনে।
বিষময় ফল ফলে বিধির নিয়মে॥
বিষ্ণুশক্তি শ্যামাশক্তি একত্র যথায়।
তৃণতুল্য ত্রিভুবন তার তুলনায়॥
ধ্বংসে সে দুর্ব্বলে যদি এ হেন প্রবল।
যাবে না কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতল॥
কে নয় প্রভুর ভক্ত মল্লরাজ-কুলে।
বন্দী কি পাবে না ছাড় তব আজ্ঞা হলে॥
প্রভু কন ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু সকল।
একা শ্যামা বিষ্ণুশক্তি মিলনের ফল॥
উভয়েরি সত্তা হয় অক্ষয় অব্যয়।
একের অভাবে কিন্তু অন্য কিছু নয়॥
দোঁহার সে অল্লাধিক জাগরণ ফলে।
একটির সাথে বৎস অন্যটি না মিলে॥
এই রূপে চলিতেছে বিশ্বের রচনা।
যা কহিলে তুমি সেটা মানব-কল্পনা॥
মোর বাণী যাহে না হইবে ফলবতী।
পতির বিরহে পুড়ি মরিবে যুবতী॥
পারি আমি শত্রুপক্ষ করিয়া দমন।
খুলিতে সতীর সেই পতির বন্ধন॥
তত্রাপি নীরবে যদি চলে যাই সরে।
কহ বৎস কোন্ ধর্ম্ম প্রশংসিবে মোরে॥
মল্লরাজ গোপাল যে মোর প্রিয় ভক্ত।
শুনেছি এখন তিনি পরলোকগত॥[৮৮]
সপত্নীরে শিশুপুত্র করিয়া অর্পণ।
মহারাণী হইল চিরনিদ্রায় মগন॥

৮৭) জামকুড়ি, বিষ্ণুপুরের ঈশান কোণে ছয়ক্রোশ দূরে এক গ্রাম। এখানে মল্লবংশের এক শাখার বাস আছে। জামকুড়ির যুবরাজের নাম বসন্ত পরে আছে।

৮৮) অভয়পদ-মল্লিক কৃত মল্লভূমের ইতিহাসে ইঁহার নাম কানুমল্ল। ইনি ইং ১৩৫৮ সালে গত হন। কবির ইতিহাসে সে বৎসর চণ্ডীদাস পাণ্ডুআয় ছিলেন।

বিমাতা জাহ্নবী বালা মহাতেজস্বিনী।
অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদা রণ-উন্মাদিনী॥
বসায়ে সপত্নী-পুত্রে সিংহাসনোপরে।
রাজ্যের সমগ্র ভার লইলেন করে॥
জামকুড়ি-রাজ হন সর্ব্বলোকে খ্যাত।
বিষ্ণুপুর-রাজ-অধিরাজ-কুল-জাত॥
আপনারে সে রাজ্যের অধিকারী ভাবি।
গোপালের পূর্ব্বে তার করেছিলা দাবী॥
বিতাড়িত হঞা তবে করি প্রাণপণ।
অরাজক পুরী পুন কইল আক্রমণ॥
কিন্তু সেই বীর-বালা জাহ্নবীর করে।
পরাস্ত মানিয়া রাজা গিয়াছেন ফিরে॥
নবাবের কৃপাপ্রার্থী হঞা অতঃপর।
যাইতেছিলা যুবরাজ পাণ্ডুআ নগর॥
কোন মতে রাজ-মাতা এই বার্ত্তা শুনি।
ধরিবার তরে তারে পাঠান সেনানী॥
যেমতে হইল বন্দী নরেশ-নন্দন।
শ্রীহর্ষ-আচার্য্য সে তা করিল জ্ঞাপন॥
বড়ই দারুণ বার্ত্তা পাইনু পশ্চাৎ।
নিত্য তারে মারে রাণী শত বেত্রাঘাত॥
ত্বরা করি যদি তার না কর উদ্ধার।
ধর্ম্ম নষ্ট হইবে মোর মরিবে কুমার॥
রুদ্র কহে চাই তবে সৈন্য বহুতর।
আজ্ঞা হলে যাই আমি পাণ্ডুআ নগর॥
রামী কহে রণ আমি করিব একাকিনী।
প্রত্যহ নাশিব সেনা এক অক্ষৌহিণী॥
কল্যাণী কহিলা মাগো আমি রব সঙ্গে।
অযুত হস্তীর বল আছে মোর অঙ্গে॥
পতি-গাত্রে বেত্রাঘাত করে যেই নারী।
আমি তারে যথোচিত শাস্তি দিতে পারি॥
ক্ষত্রিয় রমণী যেই নহে সে দুর্ব্বলা।
সিংহ ব্যাঘ্র লঞা আমি করে থাকি খেলা।
বিশেষে আমার বেশ আছে রণ-শিক্ষা।
বিশ্বাস না হয় যদি কর মা পরীক্ষা॥

প্রভু কন তুই যে মা কুসুমের কলি।
সিংহ ব্যাঘ্র তোর করে ক্রীড়ার পুত্তলী॥
জাহ্নবীর দর্প চূর্ণ তবে তোরে লাগে।
৮৪/] কুমারের কারামুক্তি রামিনীর ভাগে॥
সাম দান* পক্ষে হয় এই রুদ্রমালী।
দণ্ড ভেদ পক্ষে মোর আছেন বাসলী॥
তা হলে নিশ্চয় মোরা জিনিব সমর।
কি কাজ যাইয়া তবে পাণ্ডুআ নগর॥
বালা কহে লাগে মোরে চণ্ডীর দোহাই।
আমি মাত্র জাহ্নবীর ভাঙ্গিব বড়াই॥
রামী কহে আমি তার ভাঙ্গি কারাগারে।
উদ্ধার করিব সখা নরেন্দ্র-কুমারে॥
রুদ্র কহে দিলা প্রভু বুঝি বৃদ্ধ বলি।
সাম দান কার্য্য দুটা মোর ভাগে ফেলি॥
তবে যদি মনঃ-ক্রোধ নিবারিতে পারি।
এই কার্য্য নহে কিছু মোর পক্ষে ভারী॥
বাসলী কহিলা শূন্যে চল চণ্ডীদাস।
আমি একা শত্রুপক্ষ করিব বিনাশ॥
ভৈরব কহিলা তায় কে জিনিবে সতী।
মদন-মোহন যার হয় সেনাপতি॥
দেবী কন জীবারাধ্যে শুদ্ধ-শক্তি মিলে।
ভক্তের সে ভক্তি প্রেম জাগরণ-ফলে॥
ধর্ম্ম পক্ষে সেই শক্তি হয় বিনিয়োগ।
সম্ভবে সর্ব্বত্র তাহে জয়ানন্দ-ভোগ॥
ধর্ম্মার্থীর মাত্র হয় কর্ম্মই সম্বল।
ভাবে না সে কোনদিন তার ফলাফল॥
কল্যাণীর হিতার্থে সকলে চল রণে।
জয়-পরাজয় কিছু না ভাবিহ মনে॥
ফলাফল মোর হাতে তুলি দেহ সবে।
কর্ত্তব্যের পথে চল যা হবে তা হবে॥
দেবী-বাক্য শুনি তবে স্মরি নারায়ণ।
কেন্দুবিল্ব ত্যজি সবে করেন গমন॥

* সাম দান দণ্ড ভেদ, রাজ্য-লাভের এই চারি উপায়। সাম, প্রিয় বচন দ্বারা সান্ত্বনা, সন্ধি। দান, বিপক্ষের প্রধান প্রধান দলপতিকে উৎকোচ দান।

জাহ্নবী মহিষী হেথা উঠিয়া প্রভাতে।
সভায় আনিতে বন্দী আজ্ঞা দিলা দূতে॥
মন্ত্রী কহে মহারাণী নিবেদন করি।
কুমারের দুঃখ আর দেখিতে না পারি॥
যথেষ্ট দিয়াছ শাস্তি ছেড়ে দেহ এবে।
কোমলাঙ্গে বেত্রাঘাত আর কত সবে॥
হত্যা করা যদি তারে করিয়াছ স্থির।
এই দণ্ডে কাটি তবে পাড় তার শির॥
তত্রাপি এ কষ্ট তারে দিও না মা আর।
মানুষে না করে কভু হেন অত্যাচার॥
যথার্থই এ রাজ্যের দাবীদার সেহ।
ন্যায়-মতে ঘটাএেছে এ হেন বিদ্রোহ॥
দারুণ পীড়ন নহে তার প্রতিশোধ।
বৃদ্ধের বচনে মাতা সম্বরহ ক্রোধ॥
রাণী কহে সত্য বটে মন্ত্রী-মহাশয়।
বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য বিপদ্-সময়॥
পয়ঃ-পাত্রে তক্র-পাত সম্পদের কালে।
দেখিতে না হয় কিছু অবসর নিলে॥
তুমা চেয়ে বুদ্ধি মোর না থাকিত যদি।
তব উচ্চ স্থান মোরে দিতেন কি বিধি॥
মোর কার্য্যে তুষ্ট যদি না হন আপনি।
বড় তুষ্ট হই আমি মাগিলে মেলানি॥
মন্ত্রী কহে হয় তোরে কন্যা-সম জ্ঞান।
তেঁই মাগো চাই তোর সতত কল্যাণ॥
পাপ পুণ্য মানবের সীমা-বদ্ধ হয়।
সীমাতীত যেই তারে মনুষ্য না কয়॥
যেই কার্য্যে কারো মা গো না জন্মে সন্তোষ।
না হয় কর্ত্তব্য * * * ॥
এই যে বিদায় তুমি দিতে চাহ মোরে।
সে কেবল পাপ-পথ খুলিবার তরে॥
কুমারের প্রতি তব হেরি উৎপীড়ন।
অহর্নিশি প্রজাকুল করিছে রোদন॥
ধর দণ্ড তুমি যার সুখ-শান্তি হেতু।
* * রণে মাগো তুই যার সেতু॥

তোর কর্ম্মে তার চক্ষে বহে যদি জল।
রাজ-দণ্ড ধরি তবে লভিলি কি ফল॥
যতটুকু রাজ-ধর্ম্ম করিতে মা বলে।
তাহাই করিবে তুমি প্রজার মঙ্গলে॥
রাজা যদি সর্ব্ব ক্ষেত্রে হয় বিচক্ষণ।
তবে তাঁর মন্ত্রী রাখা কিসের কারণ॥
মন্ত্রীহীন হলে রাজা ভাবি দেখ মন।
মাত্ হতে তবে তার লাগে কতক্ষণ॥
রাণী কহে বেত্রাঘাত করিনু বর্জ্জন।
করুন তাহলে তার মস্তক-ছেদন॥
কিন্তু কোন অনুরোধ না শুনিব আর।
রাজ-দ্রোহী হলে কভু ক্ষমা নাহি তার॥
হইল আকাশবাণী রাণী সাবধান।
বড়ই দুর্দ্দান্ত শত্রু হয় আগুয়ান॥
কুমারের মুক্তি বিনা রক্ষা নাই আর।
বড়ই বিপদ্ দেখি সমুখে তুমার॥
৮৪/ ] রাণী কহে কে আপুনি শত্রু কোন্ জন।
উত্তর হইল আমি মদন-মোহন॥
মহাশক্তি-ধর এক শত্রু তব হয়।
অস্ত্রহীন তত্রাপি সে সমরে দুর্জ্জয়॥
জাহ্নবী কহিল তুমি মোর সেনাপতি।
নাশিতে নিরস্ত্রে তব নাহি কি শকতি॥
প্রভু কহে ধর্ম্ম-পক্ষে যেই জন রয়।
সংগ্রামে তাহার কভু নাহি পরাজয়॥
রাণী কহে তুলসীর সতীত্ব-হরণ।
করি করে যেবা তার পতির নিধন॥[৮৯]

---

৮৯ ) ২২/ অঙ্ক পত্রে এই দৃষ্টান্ত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, গোলোকে তুলসী নামে এক গোপী ছিলেন। তিনি রাধার শাপে মানবী হইয়া শঙ্খচূড় নামক অসুরের পত্নী হইয়াছিলেন। এই অসুর ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল, যতকাল তুলসীর সতীত্ব থাকিবে, ততকাল সে সকলের অবধ্য হইবে। দেবতাদের সহিত তাহার যুদ্ধকালে কৃষ্ণ শঙ্খচূড়-রূপ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন। ফলে একদিকে শালগ্রামশীলা অন্য দিকে তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তি হয়।

সেই রাধাকান্ত যবে মোর সেনাপতি।
তবু মোর শত্রু-করে নাহি অব্যাহতি॥
বুঝিলাম রাধানাথ যার পক্ষ তুমি।
কোন মতে নাহি থাকে তার রাজ্য-ভূমি॥
ধন জন কুল মান সব যায় চলি।
বলিহারি নটরাজ তব চতুরালি॥
তুমি কিন্তু জাহ্নবীর ভরসা কেবল।
তুমি মাত্র মল্লরাজ-সহায়-সম্বল॥
তব মুখে শুনি যদি শত্রু-গুণ-গান।
কে রাখিবে তবে প্রভু জাহ্নবীর মান॥
বিন্দুমাত্র রক্ত মোর রবে যতক্ষণ।
নির্ভয়ে করিব আমি শত্রু-সনে রণ॥
এই মোর পঞ্চদশবর্ষীয় বালক।
ক্ষত্র-রক্ত-মাংসে গড়া জলন্ত পাবক॥
তব হস্তে দিঞা প্রভু কার্য্য-পরিণাম।
সার্থক করিব দোঁহে ক্ষত্রিয়ের নাম॥
মদন-মোহন কহে আমি ভক্ত-প্রাণ।
ভক্তের সে ভক্তি জোরে হই বলবান॥
তোর শত্রু হয় মোর ভক্ত-চূড়ামণি।
তুমি সাধ্বী পতিব্রতা মল্লরাজ-রাণী॥
কোন্ পক্ষে আমি তবে করিব সমর।
এত চিন্তি নরেশ্বরী হঞাছি কাতর॥
রাণী কহে একি কথা কহ প্রভু মোরে।
রাজধর্ম্ম মতে আমি দণ্ডিনু কুমারে॥
আসিছেন ভক্ত তব মোরে আক্রমিতে।
কহ প্রভু ভক্তপ্রাণ কোন্ ধর্ম্মমতে॥
মদন-মোহন কহে শুন বীরাঙ্গনে।
কুমার হইল বন্দী বিবাহের দিনে॥
নিরস্ত্র আছিল মাতা তৎকালে দম্পতি।
তেঁই তব সৈন্যকুল পাইল নিষ্কৃতি॥
কুমারের পত্নী হয় মহাতেজস্বিনী।
সংহারিতে পারে একা সহস্র সেনানী॥
রাজপুত্র লঞা যবে চলে সৈন্যগণ।
গুর্ব্বার ক্ষেপণী বালা করিল গ্রহণ॥
কিন্তু তার কাঁপি উঠে তৎক্ষণে হৃদয়।
বুঝি ইথে কুমারের জীবন-সংশয়॥
অস্ত্র ধরি সঙ্গোপনে পিছে চলে বালা।
অশ্বে চড়ি কিন্তু তারা অদৃশ্য হইলা॥
কেন্দুবিল্ব গ্রামে হয় বালার নিবাস।
সেই কালে তথায় আছিল চণ্ডীদাস॥
সিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস মোর আত্মমুক্ত।
বাসলীর পদাশ্রিত মোর প্রিয় ভক্ত॥
করিত কল্যাণী তার আশ্রম-মার্জ্জন।
কন্যার অধিক কবি করিত যতন॥
বিদায়ের কালে ভক্ত আদেশিলা তারে।
কায়মনোবাক্যে পতি পূজিবার তরে॥
এই কথা শুনি নারী কাঁদিয়া উঠিলা।
কবি কহে কহ সবে কেন কাঁদে বালা॥
লোকমুখে শুনি তবে তাহার কারণ।
হইলা সে ভক্ত মোর ধ্যানেতে মগন॥
মল্লরাজ-পুরে বন্দী হঞেছে কুমার।
করিতেছ তুমি দেবী যেই অত্যাচার॥
সহজে দিবে না ছাড়ি তারে তুমি রাণী।
ধ্যান-যোগে জানিলা তা ভক্ত-চূড়ামণি॥
সার্থক করিতে তেঁই সিদ্ধের বচন।
করিতে সতীর সহ পতির মিলন॥
প্রেমভক্তি-অক্ষয়কবচ বুকে ধরি।
আসিছে সে যুদ্ধ হেতু মল্লরাজপুরী॥
ধর্ম্ম পক্ষে চণ্ডীর এ হয় শ্রেষ্ঠ দাবী।
বেশ করি ভাবি তুমি দেখহ জাহ্নবী॥
[৮৫/] রাণী কহে শত্রু মোর প্রভু চণ্ডীদাস।
কিম্বা প্রভু করিছেন মোরে উপহাস॥
বুঝিতে দিলে না তবে ঘটনা কিরূপ।
এ সময়ে কৃপাময় তুমিও বিরূপ॥
তুমারি হাতের গড়া জাহ্নবী কেবল।
তুমিই দিয়াছ তারে জ্ঞান বুদ্ধি বল॥
তুমিই করেছ তারে রাজরাজেশ্বরী।
তুমিই তাহার প্রভু বিপদ-কাণ্ডারী॥

তুমিই তাহারে যদি দাও রসাতলে।
কোন দুঃখ নাহি প্রভু যাব হেসে খেলে॥
কিন্তু যতক্ষণ রব রাজ্যের রক্ষণে।
না ছাড়িব ততক্ষণ রাজ-দ্রোহী জনে॥
শৌর্য্য বীর্য্য দিয়া যবে তুমি চিন্তামণি।
গড়িয়া তুলেছ মোরে ক্ষত্রিয়-রমণী॥
আজ কোথা পাবে হরি ভীরুতা আমায়।
মরিব তত্রাপি প্রাণ রাখিব বাজায়॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি এ ক্ষত্র-সনে রণ।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি এ বিরুদ্ধাচরণ॥
ইহ মর্ত্তে রাজা হয় ধর্ম্ম-অবতার।
দোষী জনে দেন শাস্তি করিয়া বিচার॥
তাহে যদি হস্ত-ক্ষেপ করেন ব্রাহ্মণ।
কোন্ ধর্ম্ম তাহে প্রভু হয় সংরক্ষণ॥
তুমার সে কর-গত নহে ধর্ম্ম জানি।
ধর্ম্মেরি সে করতলে তুমি চিন্তামণি॥
কোথা যাবে যাও তবে থাক ধর্ম্ম মোর।
দেখি তাহে কিবা হয় শ্রীনন্দ-কিশোর॥
প্রেমাপ্লুত হঞা প্রভু কহিলা তখন।
অবশ্য করিব আমি ভক্ত-সহ রণ॥
দুঃখের বিষয় কিন্তু শুন রণময়ী।
ভক্তের সমরে আমি কভু নহি জয়ী॥
রাণী কহে মোর পক্ষে কর তুমি রণ।
ফলাফল যাই হোক মদন-মোহন॥
হেন কালে আইল দূত লইয়া কুমারে।
পড়িল সবার দৃষ্টি তাহার উপরে॥
নির্ভয় হৃদয়ে থাকে দাঁড়াইয়া বীর।
দুর্নিশ না করে কারে রহে উচ্চশির॥
রাণী কহে কাঁপি কোপে ওরে দুরাশয়।
এখনো হল না তোর চৈতন্য-উদয়॥
দেখেছিস আমি কেবা এটা কোন্ স্থান।
কি আস্পর্দ্ধা না করিস রাজার সম্মান॥
তস্করের মত আর তুই রে দুর্ম্মতি।
রাজ-অন্তঃপুরে পশি করিবি ডাকাতি॥

নির্ভয়ে কহিলা বীর কে তুমি রমণী।
কোথা তব রাজ্য তুমি কোথাকার রাণী॥
জান না কে পতি তব আমি জানি ভালে।
যাহার বাপের ঠিক নাহি কোন কালে॥
বাল্যে ছিলা গো-রক্ষক তস্কর যৌবনে।*
এ কথা আবাল-বৃদ্ধ সকলেই জানে॥
এই রূপে বহু অর্থ করি উপার্জ্জন।
কেমনে পাইল রাজ্য শুন সে কারণ॥
এ রাজ্যে ছিলেন রাজা মোর জ্যেষ্ঠতাত।
নিঃসন্তান থাকি হন পরলোক-গত॥
পতি তোর বহু অর্থ দিয়া বহু জনে।
বসে এই বিষ্ণুপুর-রাজ-সিংহাসনে॥
চক্রান্তের মধ্যে পিতা পাইতে সিংহাসন।
বহুক্রম করি হন নিষ্ফল যতন॥
বয়ঃপ্রাপ্ত হঞে এই পিতৃ-সিংহাসনে।
লভিতে প্রবন্ধ আমি করি প্রাণপণে॥
হয় রাজ্য দেহ ছাড়ি নহে লহ প্রাণ।
নতুবা তুমার রাণী নাহি পরিত্রাণ॥
শশব্যস্তে দূত এক ছুটি আসি কয়।
অসম্ভব অসম্ভব কি জানি কি হয়॥
রাণী কহে কি হইল শীঘ্র করি বল।
দূত কহে নাহি মাগো পরিখায় জল॥†
এই মাত্র বারি-পূর্ণ করিনু পরিখা।
অকস্মাৎ উত্তরে কে আসি দিল দেখা॥
সেই যে আছিল জল কানায় কানায়।
দিব্য করি বলি মাগো এক বিন্দু নাই॥
রাণী কহে বুঝিলাম সব জুয়াচুরি।
যাহ ত্বরা পরিখায় পূর গিয়া বারি॥
এই বুঝি দৈবচক্র ঘেরিছে আমায়।
উচিত না হয় তবে কুমারে জীআয়॥

* ৩১-এর টীকা ও ৪৬/ অঙ্কপত্র পশ্য।

† বিষ্ণুপুরের রাজার আবাস উচ্চ প্রাকার ও বাহিরে পরিখা-বেষ্টিত ছিল। ২৪৵ অঙ্কপত্র পশ্য।

শুন দূত ধর অসি ত্যজ বেত্রাঘাত।
এই দণ্ডে কুমারের করহ নিপাত॥
যাক না অশ্বিনী চলি শূন্যেতে মিশিয়া।
ভীমের গৌরব তায় উঠিবে বাড়িয়া॥৯০
এত শুনি ধরে দূত খড়্গ খরতর।
অমনি সম্মুখে আসি দাঁড়ান শঙ্কর॥
কুমারের অঙ্গে অস্ত্র করিতে ক্ষেপণ।
বাম হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি করেন বারণ॥
চমকি উঠিল দূত হেরি চন্দ্রভালে।
হস্তচ্যুত হঞা অসি পড়িল ভূতলে॥
ত্রস্ত হঞা চাহে তবে মহিষীর পানে।
কৃতাঞ্জলি-পুটে রাণী কহে ত্রিলোচনে॥
নমি পদে বিরূপাক্ষ সর্ব্ববিশ্বরূপ।
তুমিও কি মোর প্রতি হইলে বিরূপ॥
যার গৃহে বদ্ধ আজি দেব দামোদর।
যার পাশে রহে খাড়া এই গঙ্গাধর॥
ধর্ম্ম যার একমাত্র জীবনসম্বল।
সমুদ্র জিনিয়া যার হয় সৈন্যবল॥
বড় দুঃখে প্রাণ মোর দহে অহরহ।
বিপদ-সময়ে বন্ধু নাহি মোর কেহ॥
সৌভাগ্য আমার মত আছে কার প্রভু।
দুর্ভাগিনী আমা সম না দেখিনু তবু॥
নিত্য ঘটে মোর ভাগ্যে মহেন্দ্র সুযোগ।
কিন্তু সে যোগের ফল অন্যে করে ভোগ॥
কুবেরের সম ধনী কেহ নাহি হয়।
সে ধনের ভোগী কিন্তু তুমি মৃত্যুঞ্জয়॥

বারম্বার কুমার এ মোর রাজ্য ধন।
কাড়িয়া লইতে চাহে শুন ত্রিলোচন॥
তারে আমি বন্দী করি রাখিনু কারায়।
এ কি রাজধর্ম্মমতে করেছি অন্যায়॥
সে কর্ম্মের হেতু তবে কেন গঙ্গাধর।
গুরু মোর চণ্ডীদাস বাধান সমর॥
তাঁর পক্ষ আজি মোর কুলের দেবতা।
আছে তাঁর পক্ষে প্রভু পর্ব্বত-দুহিতা॥
তা হলে হে শ্রীকণ্ঠ* এ নিদানের দিনে।
তুমি যে দাসীর পক্ষ ভাবিব কেমনে॥
আসিয়াছি মাত্র আমি কহে কৃত্তিবাস।
দু কূল বাজায় হেতু করহ বিশ্বাস॥
তোর পদে ধরি ক্ষমা চাহিবা কুমার।
এ রাজ্যের দাবী মাগো না করিবা আর॥
একড়ার লিখিয়া দিবে এমতে তুমায়।
রমেশ উমেশ উমা সাক্ষী রবে তায়॥
নববিবাহিতা তার দয়িতা কল্যাণী।
পিতৃমাতৃ-হীনা মাগো আজন্ম-দুঃখিনী॥
কেহ নাই এ সংসারে পতি বিনা তার।
অনাথিনী তবু মাগো চক্রান্তে তুমার॥
রমণীর কি দুর্গতি ঘটে পতি বিনা।
ভুঞ্জে তায় কত মাগো দারুণ যন্ত্রণা॥
নারী হঞা অবশ্য তা বুঝ বরাননে।
তেঁই বলি ছেড়ে দেমা নরেশ-নন্দনে॥
রাণী কহে বুঝিলাম তাহলে এখন।
তুমিও বিপক্ষ-পক্ষে গঙ্গানারায়ণ॥
বন্দীর মঙ্গল হইবে বন্দী মুক্ত হলে।
কর্ত্তব্য-বিচ্যুতা আমি হইব তার ফলে॥
শিব কহে নরপতি বাণ দুর্য্যোধন।
ন্যায়নিষ্ঠ ছিল রাণী তুমারি মতন॥

৯০ দণ্ডী-পর্বে, দুর্বাসা ঋষির শাপে উর্বশী মর্ত লোকে অশ্বী হইয়াছিল। রাত্রিকালে পরম সুন্দরী নারী হইত। অবন্তীর রাজা দণ্ডী তাহাকে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের লোভ হইয়াছিল। দণ্ডী অশ্বীপৃষ্ঠে ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে ভীমসেন ভয়ার্ত ও শরণাগত দণ্ডীকে অভয় দিলেন। পাণ্ডব-সহ কৃষ্ণের যুদ্ধ হইল। পাণ্ডব পক্ষে কৌরব ও কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা যুদ্ধ করিলেন, দেবতাদের অষ্টবজ্র একত্র হইল। তদ্দর্শনে অশ্বী শাপমুক্ত হইয়া উর্বশীরূপে স্বর্গে গমন করিল।

* শ্রীকণ্ঠ, শিব।

† রমেশ উমেশ উমা, লক্ষ্মীকান্ত, উমাকান্ত, উমা।

শৌর্য্য বীর্য্যে নহ তুমি তাদের সমান।
তবু তারা ছাড়ে বন্দী করি কন্যা দান॥৯১
তমোগুণে পূর্ণ ছিলা লঙ্কার রাবণ।
না ছাড়িয়া বন্দী হইল সবংশে নিধন॥
দেখ মাগো মনোমধ্যে করিয়া সন্ধান।
এ তিনের মধ্যে ছিলা কেবা বুদ্ধিমান॥
রাণী কহে বুদ্ধিমান আছিল রাবণ।
যেহেতু তাহাতে তার দ্যুলোকে গমন॥
সন্ধি করি হে শঙ্কর দুর্য্যোধন বাণ।
শত্রুপদে কন্যা সহ কইল আত্মদান॥
এর চেঞে ছিল প্রভু মরণ মঙ্গল।
অথবা আছিল ভাল ভিক্ষাই সম্বল॥
হাসিয়া কহেন শম্ভু শুন রে চপলে।
বিনয় ঔদ্ধত্য লঞা ত্রিভুবন চলে॥
বিনয়ের ফলে বিশ্ব করতলে পাই।
উদ্ধত হইলে শুধু চলয়ে লড়াই॥
বিনয়ীর করে লোক করে আত্মদান।
জোরে মাত্র পায় লোক বাহ্যিক সম্মান॥
ক্ষমার অধিক সৎগুণ নাহি আছে।
সেই গুণ থাকে মাত্র বিনয়ীর কাছে॥
যে দয়া বিশ্বের সদা নয়ন মুছায়।
বিনয়ীর কাছে বই নাহি মিলে তায়॥
উদ্ধতের কাছে থাকে কাম ক্রোধ মোহ।
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার নির্ম্মমতা সহ॥
পর দুঃখে প্রাণ তার কভু নাহি কাঁদে।
তুষ্ট নহে দিলে তায় আকাশের চাঁদে॥
আপনার মত আর নাহি দেখে কারে।
৮৬/] ব্রহ্মাণ্ড পুরিতে চায় আপন উদরে॥
কর্ম্ম দেখি বুঝি মাত্র তার পরিণাম।
দশাস্যের যেন কর্ম্ম তেন মোক্ষ ধাম॥

বিনয়ের বিনিময়ে অন্তিমে যা মিলে।
শুন সাধ্বী মোক্ষ ধাম তাহারই বলে॥
তাই বলি ক্ষমা কর কুমারে এবার।
নচেৎ তুমার রাণী নাহিক নিস্তার॥
মহিষী কহিল হাসি শুন শূলপাণি।
এই কথা আমি কিন্তু ব্যর্থ বলে মানি॥
সাধুর মধুর বাক্যে জগৎ জুড়ায়।
চতুরের বিনয়ে লোক সর্ব্বস্ব হারায়॥
দুষ্টের ঔদ্ধত্য হয় বড়ই দুষ্কর।
শিষ্টের ঔদ্ধত্যে কিন্তু শাপে হয় বর॥
বিনয়ের কেনা মান পদ্ম-পত্র-জল।
জোরের সম্মান হয় অচল অটল॥
অপরাধী অপরাধ করিয়া স্বীকার।
যদ্যপি বশ্যতা মানিয়া লয় জেতার॥
তা হলে তাহারে ক্ষমা রাজার ধরম।
তাহে আমি পরাঙ্মুখী নহি ত্রিলোচন॥
কারামুক্তি করি দিব কুমারে সম্প্রতি।
অবশ্য করিব দয়া কল্যাণীর প্রতি॥
কিন্তু এই রাজ-পুত্র প্রাণ দিবে তার।
তত্রাপি সে বশ্যতা না করিবে স্বীকার॥
বহু ক্ষতি করিয়াছে রাজার নন্দন।
করিতে হইবে তার অবশ্য পূরণ॥
রাজ্যের সীমায় কভু না আসিবে আর।
এই সর্ত্তে সন্ধি যদি করয়ে কুমার॥
দ্বিরুক্তি না করি আমি মুক্তি দিব তায়।
দেখুন তাহলে প্রভু জিজ্ঞাসিয়া তায়॥
বন্দী কহে আর পক্ষে সন্ধির সরত।
না শুনি মীমাংসা কভু হয় কি তাবত॥
আদৌ জানাতে হবে কি কারণে দ্বন্দ্ব।
বিবাদের বস্তু-সহ কার কি সম্বন্ধ॥
সেই কথা আমি আগে নিবেদন করি।
তৎপর যা হয় প্রভু দেখুন বিচারি॥
এ রাজ্যের ছিলা রাজা মোর জ্যেষ্ঠতাত।
অপুত্রক থাকি হন পরলোক-গত॥

---

* হরিবংশে (১) বাণ রাজার কন্যা উষা ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ। মহাভারতে (২) দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণা ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের বিবাহ। অনিরুদ্ধ ও শাম্ব প্রথমে বন্দী হইয়াছিলেন।

নাহি করি সত্য কথা কহিতে সঙ্কোচ।
দিঞা সে গোপাল-সিংহ সকলে উৎকোচ ॥
বশে আনি বসিলেন সিংহাসনোপরে।
তৎকালে আছিলা পিতা আপনার ঘরে ॥
ক্ষত্র কুলে হেন কর্ম্ম কে দেখেছে কোথা।
তস্করের পায়ে পড়ি হাসি কহে কথা ॥
স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইলে কহ কোন্ জন।
না করে সে প্রবঞ্চকে নিত্য উৎপীড়ন ॥
যেমন বঞ্চক রাজা তেন তার রাণী।
প্রবঞ্চক তেন তার যতেক সেনানী ॥
যে হরিল মোর রাজ্য সে হেন তস্করে।
আমার দেশের রাজা মানি লব তারে ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য মোর যে করে হরণ।
আবার সে চাহে পুন ক্ষতি-সংপূরণ ॥
নির্ল্লজ্জা দুর্ব্বৃত্তা ওরে দস্যুর রমণী।
বলি ছিঁড়ি ফেলে বীর হস্তের বন্ধনী ॥
দুই করে ধরি তবে কহে শূল-পানি।
স্থির হও বৎস আমি সব কথা জানি ॥
কাহারো হাতের গড়া নহে রাজ্য মাটি।
একজন লভে তায় অন্যে মারি কাটি ॥
রাজ্যলাভে আছে আরো যা কিছু উপায়।
সকলই হয় বৎস ধর্ম্মের বালাই ॥
আজ রাজা তুমি কাল প্রজা সে কারণ।
অতএব জাহ্নবীরে দুষ অকারণ ॥
আনত বদন বীর রহে নিরুত্তর।
মহিষীরে কন তবে শশাঙ্ক-শেখর ॥
পুত্রের মঙ্গল তুমি চাহ যদি মাতা।
কদাচ না কর মোর কথার অন্যথা ॥
পতি তব যার রাজ্য লইয়াছে মা কাড়ি।
একটি পরগণা আজ দাও তারে ছাড়ি ॥
তাহাতেই তুষ্ট রবে তুমি হে কুমার।
আপনার সীমা কভু না হইবা পার ॥
পূর্ব্ববৎ রাজপুত্র নিরুত্তরে রহে।
সর্ব্বাঙ্গ উঠিল কাঁপি জাহ্নবীর তাহে ॥
রোষাবেশে কহিলা এ কেমন বিচার।
পূজিবে বন্দীরে জেতা দিয়া পুরস্কার ॥
শঙ্কর কহিল ঋষি আরে রে চপলে।
কোন্ যুদ্ধে কুমারে জিনিলি কোন্ কালে ॥
কোন্ যুদ্ধে তারে তুই করিলি বন্ধন।
কোন যুদ্ধে কারে জিনি পাইলি সিংহাসন ॥
যদি তুই মোর বাক্য করিবি অন্যথা।
কুমারের যুদ্ধে তোর কাটা যাবে মাথা ॥
৮৬০ | জাহ্নবী কহিল তবে তাই হোক প্রভু।
সূচ্যগ্রে মেদিনী তারে নাহি দিব তবু ॥
শঙ্কর কহিল যারে কালে ধরি টানে।
বিষ-গুণ ধরে তার অমৃত-সেবনে ॥
এ হেন প্রতিজ্ঞা করি রাজা দুর্য্যোধন।
শুন রাণী হঞাছিল সবংশে নিধন ॥
অতিদর্পে নির্ব্বংশ হইল দশ-শির।
এত বুঝি আপন কর্ত্তব্য কর স্থির ॥
রাণী কহে দশাস্যের হইল সর্ব্বনাশ।
মাত্র শিব-শর্ব্বাণীরে করিয়া বিশ্বাস ॥
পরহস্ত-গত ধনে পরভুজ-বলে।
কখনই মনোমত ফল নাহি ফলে ॥
কার্য্যভার পরে দেওা যাহার অভ্যাস।
সেই মাত্র আপনার শক্তি করে হ্রাস ॥
এত শুনি কিছুকাল থাকিয়া মৌউনে।
রুদ্ররূপী রুদ্রমালী ভাবে মনে মনে ॥
যেমন আছিল রাজা কিসন-গোপাল।৯২
তেমনি দেখিছি রাণী জাহ্নবীর হাল ॥
কিন্তু মোর পূজ্যপাদ প্রভু গুণধাম।
শিলা ভাঙ্গি গড়ি তুলে অস্তে শালগ্রাম ॥
তেন শক্তি যদি মোর থাকিত কিঞ্চিৎ।
তুলিতাম গড়ি তবে গরলে অমৃত ॥
হাঁক দিঞা কহে রুদ্র মনে মনে হাসি।
থাক রে দুর্ব্বৃত্তা রাণী আমি তবে আসি ॥

৯২) মল্লরাজ গোপাল-সিংহের পূর্ণ নাম কিসন-গোপাল, ভাল নাম নৃসিংহবাহন।

থাক রাজপুত্র আর দিনেক দুদিন।
ফিরি আসি মল্লরাজ্য করিব বিলীন॥
এত কহি রুদ্ররূপী হইল অন্তর্দ্ধান।
রাণী দূত বন্দী-সহ করিল প্রস্থান॥

* | * | *

হেতা প্রভু চণ্ডীদাস রাসমণি মাতা।
বকুলের তলে বসি কহে বহু কথা॥
কল্যাণী বসিয়া আছে রামিনীর পাশে।
আছেন বাসলী মাতা শূন্যে শিরোদেশে॥
হেন কালে রুদ্রমালী আইলেন তথা।
বিষণ্ণ বদনে রহে নাহি কোন কথা॥
হেরি তাহে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসেন তবে।
বিরস বদনে বৎস কি হেতু নীরবে॥
রুদ্রমালী কহে মোর যতেক কৌশল।
জাহ্নবীর কাছে প্রভু হইল নিষ্ফল॥
পায়ে ধরে ক্ষমাপ্রার্থী না হলে কুমার।
জাহ্নবীর কাছে প্রভু মুক্তি নাহি তার॥
রাজপুত্র কহে মোর যদি প্রাণ যায়।
যাক তবু না ধরিব জাহ্নবীর পায়॥
প্রভু কহে যার রাজ্য তার কাছে গিঞা।
কহিতে উচিত ছিল সব বিবরিয়া॥
অনাথায় হইল বৎস কর্ত্তব্যের ত্রুটি।
তাহার অজ্ঞাত রণে ধর্ম্ম হবে মাটি॥
বাসলী কহিলা শূন্যে যথার্থ এ কথা।
ভৈরব তাহলে বৎস যাক পুন তথা॥
অতঃপর ভৈরবে প্রভু করেন স্মরণ।
স্মরণ মাত্রেই তিনি দেন দরশন॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিলেন তবে।
প্রভুরে দূতের কার্য্য করিতে যে হবে॥
মল্লরাজে যথোচিত করিয়া সম্মান।
বলিবেন রাজপুত্রে দিতে মুক্তিদান॥
জানাইবা মাতা তার ধরাসনে পড়ি।
হা পুত্র হা পুত্র বলি যায় গড়াগড়ি॥

তত্রাপি না দিলে ছাড় কহিবা তখন।
এসেছেন শম্ভুজায়া করিবারে রণ॥
অসংখ্য সেনানী সঙ্গে আসিয়াছে তাঁর।
বাধিলে সমর তব নাহিক নিস্তার॥
চলিল ভৈরব তবে সায় দিয়া তায়।
বসে হেথা মল্লরাজ আসিয়া সভায়॥
নবীন কিশোর রাজা ধীর শান্তমতি।
জন্মে দরশনে তাঁর সবাকার প্রীতি॥
ভৈরব আসিয়া তথা দাঁড়াইলা তবে।
কুর্ণিশ করিয়া ভূপে কহে ভীম রবে॥

* | * | *

বন্দে গীর ধীর ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপালা হো।
উর্জ্জিত মল্লাধিশ উর্ব্বিনাহু কঙ্ক কালা হো॥
বাসলী ত্রিশূলী জায়া দূত নম্র শিরাহো।
পাদ পঙ্ক জাত মাথ বন্দে বন্দী গিরাহো॥
আপ কঙ্ক কোতুল কঞ্জ রঞ্জ সুপতঙ্গা হো।
দায়া ধর্ম্ম স্রোত অন্ত গঙ্গ সুতরঙ্গা হো॥
আপ পাপতাপ হর্ত্তা কর্ত্তা দীন দুনিয়া গো।
অনাথনাথ তাত তঙ্ক ত্রাত ভূমানিয়া হো॥
বিশ্বেশ বিশ্ববীজ পূর্ণ প্রীতিপাত্র ভায়ে হো।
দীনেশ দৈন্য ত্রস্ত সৈন্য দানী পাদ ছায়ে হো॥
ত্রস্ত পাদপদ্মবর্ত্তী ত্রাতা মুক্তি দাতা হো।
বিদ্রোহী চণ্ডচারী বীর্য্যবন্ত বৈরী ঘাতা হো।
চণ্ডাগীর চণ্ডশিখরোখরাশ্মি ভাতি হো।
ভীমরূপ বিশ্বত্রাস কারক্রুধ্র ছাতি হো॥
৮৭/ ] জামকরী নরেন্দ্র সাঁধ মে শিবা সর্ব্বেশ্বরা হো।
সৈন্য সাঁথী আয়ে আপকি বিসনপুর নিওরাহো॥
ভূপ পুত বসন্ত যৌব ধর্ম্ম কৌতুকায়ে হো।
সসৈন্যে সাজ বনমে রাজ গৈরহে মৃগায়ে হো॥
কো জানে কা ভৈরহে সব কর্ম্ম চক্রকারে হো।
লোটনহি গৈসো কুঁহারা অন্তপুর দরবারে হো॥
দূর মর্ত্ত তত্ব হেতু মত্ত দূত ধায়ে হো।
কলিজ অজ বজ সো প্রসঙ্গ কোন পারে হো॥

বৰ্জ্জিমাতু পানি অন্ন ক্ষুণ্ণ ক্ষীণ কায়ে হো।
হা বসন্ত হা বসন্ত রোয়ে ভূলোটায়ে হো॥
রাজ্ঞী দুখ দেখি পঙ্‌খী উপেক্ষী নীড়া বাসে হো।
মৌনী চিন্দ্রপান্ত নির্ব্বেদান্ত ক্ষুৎ পিপাসে হো॥
এক পুত প্রসূতিপ্রাণা আধামাতৃ কায়ে হো।
আধা পুত কি সঙ্গী ভৈ কুরঙ্গী যৈসে ধায়ে হো॥
নির্দ্ধত কান্তি গর্ব্ব ভৈ ভূগর্ত্ত সো কুঁহারা হো।
ভৌমচন্দ্র বীতানন্দ অনঙ্গ অঙ্গ ডেরা হো॥
চম্পহৃদ বিকম্পশাখী শাখাপর ভৈথানা হো।
দগ্ধ দিল পঙ্কজা মগন পঙ্কিলা পুরানা হো॥
সো বরাঙ্গী রাজ রাজ্ঞী অমাশ্রী চন্দ্রিমা হো।
বেদম হায় রাণী তনমে কাহে সো বর্ণিমা হো॥
পুত অনভিসঙ্গ উত্তরঙ্গ হৃদ সংপ্লুতা হো।
পুত্রতত্ত্ববন্ত আপু পৃথ্বীশ প্রোষিতা হো॥
রাজামই প্রমথাধিপ চন্দ্রচূড় মৃড জায়া হো।
ফণীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র মারোঅঁ এসে দীন বনায়া হো॥
যাকে ঘর পর বৈঠে মেরো বন্দী সো কুঁহারা হো।
সরাজ সবংশ নাশ মুল্লুক ভি উজারা হো॥
জেরবার দুনিয়া দণ্ডে মুল্লুক ভে ময়দানী হো।
জমিন আশমান বোকে এস্যেহুরাহিণী হো॥
ভটেশ গজরাজ তুরঙ্গ রথী রথ সারথী হো।
কেত্তে বন্দীভাট সোওয়ার ভি কেত্তে সেনাপতি হো॥
কেত্তে আসাসোঁটা মল্ল কেত্তে হুঁ পদাতি হো।
কেত্তে গুলেন্দাজ সেনানী বর্শা ধন্বাজ জাতি হো॥
সো বররাজ কঁহ মুই কোঁহার কি সন্দেশা হো।
খুশ ভয়ে দিল গোলাম কি যৈসে টুট ভয়ে
আন্দেশা হো॥
আয়ে যব যুবরাজ মেরো সো আপকি দরপর থানা হো।
বহুতমে মেহের সে বন্দেকিপর দিজিয়ে
নিশানা হো॥
ঝটকিমি রোখ জবরদস্ত কিয়ে সাচ ছিপায়ে হো।
ফণী শিরপর মণি যৈসে লোভীহি পছিতায়ে হো॥
নগর মাহী যব পৈঠে ইয়ে খামিন্দী রাজদূতা হো।
শুনা সব পুরবাসী সে বঢ়ি রবাব ভয়ে অদ্ভুতা হো।

কো জানে কো বীর্য্যবন্ত রাজপুত যুবরায়া হো।
বন্দীভে গড়খানা মাহী রাজ ভয়ে নিদায়া হো॥
কসুর কিয়ে সো বৎস চোরি ছিনারি দাগাদারী হো।
রাজ সে ভৈ হুকুম মশানমে শিরকাট ডারি হো॥
আর তলক যো জীয়ে বৎস সো দেবী বর দানা হো।
উসসে আপকি জান জীয়ে রাজ বহুত খুব কল্যাণী হো॥
মুই গোলাম মুই কসুর ভয়ে যব মাপ কিজিয়ে কৃপালা হো।
রথপর চড়ায়কে দিজিয়ে জামকুরী রাজকি দুলালা হো॥

* | * | *

নবীন কিশোর রাজা কহে অতঃপর।
কল্য আমি দিব দূত ইহার উত্তর॥
জামকুড়ি-যুবরাজ বন্দী আছে হেথা।
কোন দিন কারো মুখে শুনি না সে কথা।
মুক্ত-কণ্ঠে কহি আমি বল বাসলীরে।
মাতৃ-আজ্ঞা মতে মুক্তি দিব সে কুমারে॥
বহুত আচ্ছা বলি দূত বিদায় হইয়া।
প্রভুর নিকটে তবে উত্তরিল গিএগ্রা॥
একে একে সব কথা করিলা বর্ণন।
তা শুনি হলেন প্রভু বিষণ্ণ বদন॥
হেথায় বালক রাজা জাহ্নবীর পাশে।
বিরস বদনে কিছু কহে মৃদু ভাষে॥
জামকুড়ি যুবরাজে পুরি অবরোধে।
রেখেছেন কেন মাতা কোন্ অপরাধে॥
জাহ্নবী কহিল কালু বল দেখি মোরে।
এই কথা জিজ্ঞাসিতে কে বলেছে তোরে॥
৮৭৵ ] কালু কহে কব কি মা বড়ই অদ্ভুত।
এই কথা বলি গেছে বাসলীর দূত॥
রাণী কহে তুমি তারে কি উত্তর দিলে।
কালু কহে রাজ-পুত্রে মুক্তি দিব বলে॥
এই কথা শুনি রাণী কহিলা চমকি।
রাজার কর্ত্তব্য কিবা তুমি তা জান কি॥
কালু কহে জানি মাতা যিনি সর্ব্বেশ্বর।
তাঁরি রূপ এই ভূপ করুণা-সাগর॥

আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিঞা সেই রাজা।
সতত রাখিবা সুখে আপনার প্রজা॥
দিবা রাজা অকাতরে আত্ম-বলিদান।
হয় যদি তাহে কভু প্রজার কল্যাণ॥
মাতা কহে যদি কেহ রাজদ্রোহী হয়।
পুত্র কহে যুদ্ধ তবে করিব নিশ্চয়॥
কিন্তু মাতা রাজদ্রোহী নহে সাধারণ।
নিশ্চয় জানিবা সেহ আমারি মতন॥
দূর করি দিব তারে জিনিলে তাহায়।
নতুবা পূজিব তারে ক্ষতি কিবা তায়॥
এ করের দ্রব্য মাগো ও করে লইলে।
দ্রব্যের সম্বন্ধ কিছু যায় কি মা চলে॥
যদি না বসন্তে মাতা রাখিতে গারদে।
কখনো না পড়িতাম এ হেন বিপদে॥
এক দিকে জগন্মাতা ধরিয়াছে খাঁড়া।
অন্য দিকে বিশ্বপিতা নাহি দেন সাড়া॥
এহেন দুর্দ্দিনে হেন শত্রু সনে রণে।
মা হঞে পাঠাও যদি অধম সন্তানে॥
হাস্যমুখে যাব রণে ত্যজিব জীবন।
দিও মা বসন্তে কিন্তু মল্ল-সিংহাসন॥
রাণী কহে এই তোর পালন-পদ্ধতি।
কহ তবে হয় কিবা শাসনের রীতি॥
পুত্র কয় যারে রাজা করিবে শাসন।
সে কেবল তারি মাত্র কল্যাণ-কারণ॥
প্রাণ-দণ্ড হয় যার শাসন-বিধান।
রাণী কহে হয় কিসে তাহার কল্যাণ॥
পুত্র কহে নৃপতির সে কর্ম্মের ফল।
বড়ই মধুর হলে প্রজার মঙ্গল॥
তা না হলে বলি মাতা করিয়া শপথ।
খুলে তায় সকলেরি নরকের পথ॥
রাণী কহে যেই রাজা অতি অনুপম।
আছিলেন শৌর্য্যে বীর্য্যে ভার্গবের সম॥
তার পুত্র তুই কালু রাজধর্ম্ম ছাড়ি।
রাজা হঞে বসেছিস ডোর কৌপীন কাড়ি॥

পর-ধর্ম্মে কভু তোর পুরিবে কি আশা।
সিন্ধুজলে চাতকের মিটে কি পিপাসা॥
মাথার উপর তোর কর্ত্তার অভাব।
হীন সহবাসে তেঁই হারালি স্বভাব॥
কালু কহে বিধির এ অবিচ্ছিন্ন বেড়ী।
কেহ কারো স্বভাব না নিতে পারে কাড়ি॥
সহবাসে স্বভাব হইলে ধ্বংসশীল।
কাকের সে কা কা রব ধরিত কোকিল॥
তারানাম-তরঙ্গে সে বাহিয়া উজান।
প্রহ্লাদ করিত কি মা হরিগুণ-গান॥
লঙ্কার যতেক রক্ষ শ্রীরামের অরি।
কেন বিভীষণ তাঁর রহে পদে ধরি॥
মৃত্যুকালে পিতা মোর অমাত্যের করে।
জান ত জননী সঁপি দিঞাছেন মোরে॥
তাঁর বাক্য হয় মাতা মোর মনোমত।
তেঁই তার সহবাসে থাকি অবিরত॥
সবে কয় মহাজ্ঞানী অমাত্য প্রবীণ।
যদি মাতা তারে তুমি বলে থাক হীন॥
অবশ্য তাহলে মুই হীন সহবাসে।
হারাঞেছি মতি-গতি কপালের দোষে॥
রাণী কহে বুঝি দেখ নহ তুমি খোকা।
বৃদ্ধ হলে দেখে লোক মৃত্যু-বিভীষিকা॥
তখন তাহার মনে স্বতঃ কি কল্পিত।
একটা মধুর ভাব হয় সমুদিত॥
সে ভাবের গুণগান করি বটে সদা।
যেমন প্রশংসে লোক শশাঙ্কের সুধা॥
ইহ মর্ত্তে তাহে কিন্তু নাহি ফলে ফল।
লোক-মুখে শুনি সেটা পরত্র সম্বল॥
কোন কর্ম্ম নাহি যার আর এই ভূমে।
সেই মাত্র ভুলে এই আকাশ-কুসুমে॥
বার্দ্ধক্যে মানব মাত্র হয় কার্য্য-হারা।
তখন সে গণে বসি আকাশের তারা॥
৮৮/ ] এখন হইতে যদি সেই পথে যাবি।
তাহলে জীয়ন্তে মরা এই আখ্যা পাবি॥

বালক কহিল তবে কি করিতে বল।
রাণী কহে মোর সাঁথে যুদ্ধে তুমি চল॥
পুত্র কহে একা আমি করিব যে রণ।
মাতা কহে কর তবে যুদ্ধ-আয়োজন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া পুত্র চলি গেলা এবে।
বীর-রসে বিষ্ণুপুর জাগি উঠে তবে॥
তেলীসার-বাসী এক বন্ধু-পুত্র মোর।৯৩
শ্রীরঘুনন্দন নাম পুত্রের দোসর॥
আসি হেথা একদিন দিল মোর হাতে।
পেঁতা এক বিষ্ণুপুর-রাজকুল যাতে॥
পঠনে জন্মিল চিত্তে আনন্দ অপার।
ঘটে তাহে বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তার॥
দিঞা তারে মনোমত শুভ আশীর্ব্বাদ।
রচিল পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

* | * | *

হেথা প্রভু চণ্ডীদাস জানিলেন ধ্যানে।
সসৈন্যে বালকরাজ আসিছেন রণে॥
কল্যাণীরে ডাকি তবে কহিলেন হাসি।
যুদ্ধে যদি যাবি মাগো কোথা তোর অসি॥
জাহ্নবীর গর্ব্ব খর্ব্ব করা চাই আগে।
সে কার্য্য পড়েছে কিন্তু তুমারি ত ভাগে॥
উত্তেজিতা হঞা তাহে কল্যাণী রূপসী।
ক্ষেপণী দেখাঞে কহে এই মোর অসি॥
বাম হস্তে ধরা এই দণ্ড মোর ঢাল।
জাহ্নবীর পক্ষে বাবা আমি মহাকাল॥
তার গর্ব্ব খর্ব্ব আমি করিব অচিরে।
যাই তবে রণ-ক্ষেত্রে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
রাসমণি কহে মাগো সৈন্য তোর কেবা।
কল্যাণী কহিল হাসি তুমি আর বাবা॥
তুমাদের শুভাশিস রক্ষিবে আমায়।
আশীর্ব্বাদ দিঞা মোরে করহ বিদায়॥

প্রভু কহে যাহ মাতা আশিস লইয়া।
রক্ষিবেন রণে তোরে নিজে মহামায়া॥
প্রণাম করিয়া তবে দোঁহার চরণে।
বিদ্যুতের বেগে বালা চলি গেল রণে॥

* | * | *

পাতিয়া মহিষী মঙ্গল ঘট
আশিসে বালকরাজে।
আস্ফালি ঘনে সাজিছে সৈন্য
বিবিধ বাদ্য বাজে॥
মৃদু কোলাহল চল চল চল
সচল অচল জাগে।
গর্জ্জয়ে গজ চলে গজ-গজ
নাহি বাগে গজ বাগে॥
তুরিত তুরগ তাণ্ডবি ধায়
পশ্চাতে ফেলি বায়ে।
রুনু-রুনু-রুনু রুনু রুতাঙ্ঘ্রী*
নর্ত্তকী নাচি যায়ে॥
জয় জয় জয় মল্লাধিপতি
জয় জাহ্নবী রাণী।
জয় জয় জয় জয়তি-মল্ল
প্রবল-রণ-সেনানী॥
শত সুকণ্ঠে রটত ভাট
পিকবর স্বর গঞ্জে।
বরষে নাগরী মল্লেশ-শিরে
কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে।
স্মরি শ্রীকান্তে বালক-রাজ
গুপ্ত দীপ্তানন্দে।
অন্তর-কোণে যাচত শান্তি
শ্যাম-পদারবিন্দে॥
অদূর অন্তরে আসে কে রমণী
মৃদুল মন্দ হাসে।
নেহারি নরেশ বামনী সঙ্গে
কাঁপি উঠে ঘন ত্রাসে॥

* | * | *

৯৩) জামকুড়ি গ্রামের পাশে তেলীসায়র নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহু বৈষ্ণবের বাস আছে। উদয়-সেনের "চণ্ডীদাস-চরিতামৃতম" গ্রন্থে কল্যাণী-কাহিনী ছিল না। ইহা বিষ্ণুপুর-রাজ-কুল-পেঁতার আধারে কৃষ্ণ-সেনের রচিত।

* রুত শব্দিত অঙ্ঘ্রি পদ যাহার।

জলে ডুবে কমলিনী স্থলে রতি উন্মাদিনী
শূন্যেতে রোহিণী কেঁদে সারা।
লজ্জার পবন বেগে উড়ায় নিবিড় মেঘে
অতনুর ধনু গর্ব্ব-হারা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-অধরে বসি আলাপে বিলাপে বাঁশী
সফরী তরঙ্গে ভেসে যায়।
বিম্ব মুকুতার ধারা অচেতন জ্ঞান-হারা
মৃণাল কণ্টকে বিঁধে কায় ॥
দাড়িম্ব চম্পক ঠাট ভাঙ্গিয়া ভবের হাট
শাখাসীন লুকায় পল্লবে।
কভু গিরি-গর্ত্তে ধায় কভু পড়ে গৌরী-পায়
হরির জীবন বাঁচে তবে ॥
কূর্ম্ম ধরাধর অহি চাপিয়া ধরেছে মহী
তত্রাপি চমকে ভীম নাদে।
কদলীর গর্ভপাত কম্পে সহ সন্নিপাত
নিপাত করয়ে তনু খেদে ॥
মানসে মানি তা হৃদ শুখায় স্থলজ পদ্ম
মরাল মরয়ে মন পাপে।
বিকারে মরে অরুণ দীননাথ সকরুণ
রথে তুলি তাপনে সন্তাপে ॥
৮৮৮/] গুরু পদে লঘু ভরে নিঃশব্দে পলায় ডরে
তত্ত্ব পাইয়ে মত্ত গজরাজ।
কাকের উচ্ছিষ্ট খাইয়ে কোকিলা বেড়ায় গাইয়ে
সে কণ্ঠ-গৌরবে পড়ে বাজ ॥
হেন রূপে বীর-বালা দশ দিক করে আলা
নবীন নবীনা পড়ে ফাঁদে।
চঞ্চলা গগন-শশী ভূতলে পড়িল খসি
যথায় দুর্ভগা রতি কাঁদে ॥
কায়া-অনুগত ছায়া সন্তানে মায়ের মায়া
কাম যেন যৌবন-পিয়ারা।
পদ্ম-মকরন্দে অলি দূরস্থে পাতকাবলি
অঙ্কুশে বারণ মাতোয়ারা ॥
চন্দ্রানুগত চকোর যেন লোভানুগ চোর
সমাগমে তিমির পেচক।
সত্য-অনুগত সাধু পতিপ্রাণা কুলবধূ
মত্তমতি নীরদে চাতক ॥
চুম্বকে লৌহ যেমন তপে তপস্বীর মন
পবনে মিশায় যেন রেণু।
ভক্ত-অনুগত শিব অন্নেতে কলির জীব
পঞ্চ ভূতাশ্রিত যেন তনু ॥
দর্শক-নয়ন-রাজি অপরূপ রূপে মজি
তেমনি হইল অনুগত।
পতি সঙ্গ ছাড়ি সতী চঞ্চলা অচলা মতি
না মানে বাধায় ধায় দ্রুত ॥
কি কব নরের রঙ্গ পদ্মে যেন ধায় ভৃঙ্গ
বৎসে ধেনু বেণু রবে রাই।
সাগরে তটিনী তটী বিপন্ন দাসে ধূর্জ্জটী
বেশ্যা বেশে সন্ন্যাসে নিমাই ॥
তৃষিতে জলে সাহ্লাদ হরির নামে প্রহ্লাদ
ডমরুর রবে ভুজঙ্গম।
অনুরাগ জন্মভূমে হস্তিনী নারী সঙ্গমে
বিচ্ছেদে সম্বন্ধ-সমাগম ॥
বল্গায় বলিষ্ঠ বাজী উল্কায় পতঙ্গ-রাজী
অর্থে লোভী অনর্থে কুটিল।
সন্তানে বন্ধ্যার আশা আষাঢ় শ্রাবণে চাষা
ভুজঙ্গমে শ্মশানে জটিল ॥
প্রেমে অনুরাগে লোভে হেন মতে ধায় সবে
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী।
আঁখি না পালটি তারা ফণী যেন মণিহারা
সমাকুল স-চঞ্চল মতি ॥*

* | * | *

* কৃষ্ণ-সেন কল্যাণীর রূপবর্ণনায় কবিত্বচাতুর্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেন সংক্ষেপে এই অর্থ লিখিয়াছেন।—

কল্যাণীর রূপদর্শনে সরোবরে নলিনী জলমগ্না, স্থলে রতি উন্মাদিনী, শূন্যে রোহিণী রোরুদ্যমানা। কুন্তলে নিবিড় মেঘ সলজ্জ, পবনভরে বিচলিত। ভ্রূভঙ্গে স্মরধনু হতগর্ব। নাসিকায় শ্রীকৃষ্ণের অধরস্থিত বাঁশরী খেদযুক্ত। নেত্রাকারে শফরী তরঙ্গ-তাড়িত। অধরে বিম্ব, দশনে মুক্তা জড়প্রকৃতি। ভুজলতায় মৃণাল কণ্টকিত। কুচযুগে দাড়িম্ব

কহিলা বালক-রাজ নমস্কার করি।
জানিনা বালক পক্ষে কেবা তুমি নারী॥
কল্যাণী কহিল হায় বিধি মোরে বাম।
তেঁই আমি আসিয়াছি করিতে সংগ্রাম॥
বন্দী মোর চিরারাধ্য মল্লরাজ-পুরে।
আসিয়াছি আজি আমি উদ্ধারিতে তারে॥
কুমার কহিল যার নাহি সৈন্যবল।
নাহি করে অস্ত্র কিছু যুদ্ধের সম্বল॥
সহজে রমণী যেই তাহে একেশ্বর।
কহ দেবী সে কেমনে জিনিবে সমর॥
বালা কহে রমণী যে সিংহিনীর প্রায়।
যদি কেহ তার পতি-বিরহ ঘটায়॥
বাল-রাজ কহে দেবী তত্রাপি অনল।
নিভে কি বসন-ঝাঁপে না ছিটালে জল॥
নিরস্ত্রের সহ রণ ক্ষত্রিয় না করে।
এই লহ অস্ত্র দেবী ধর নিজ করে॥
আমিই রেখেছি বাঁধি তোমার দেবতা।
আমিই সে নরাধম মল্লরাজ মাতা॥
মোর সাঁথে যুদ্ধপণ করিয়াছ যবে।
অবশ্য তুমার বাঞ্ছা পূরাব আহবে॥
কল্যাণী কহিল কি কি মল্লরাজ তুমি।
তুমিই রেখেছ বাঁধি কল্যাণীর স্বামী॥
ফণী-শিরে মণি যদি সৃজে জগদীশ।
জানি না দশনে তার কেন দিলা বিষ॥

কি সুন্দর মনোহর বিদ্যুৎ বরণ।
তাহে বিধি রাখে লুকি বজ্র হুতাশন॥
খনিলা সে কত সাধে সিন্ধু দরিয়ায়।
রত্নাকর করি করে লবণাক্ত তায়॥
নয়ন-রঞ্জন যেই প্রিয়-দরশন।
চন্দ্রামৃত চেঞে যার মধুর বচন॥
রাজ-রাজ্যেশ্বর যেই বহু পুণ্য ফলে।
রে বিধি নৃশংস তারে করিলি কি বলে॥
বালরাজ কহে দেবী রাজ-কাজ তাই।
দয়া কিম্বা নিষ্ঠুরতা তাহে কিছু নাই॥
রাজার কর্ত্তব্য হয় রাজ্যের রক্ষণ।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন॥
৮৯/] কল্যাণী কহিলা হাসি তাহলে কুমার।
কেবা দুষ্ট কেবা শিষ্ট করত বিচার॥
আমার পতির পিতা রাজ্য-অধিকারী।
কিন্তু সে তুমার পিতা নিল তায় হরি॥
তুমার চক্রান্তে বন্দী আমার সে নাথ।
কর তুমি তারে নিত্য শত বেত্রাঘাত॥
আসিয়াছি আমি তাঁর উদ্ধারের তরে।
শত প্রসরণে* তুমি ঘেরিয়াছ মোরে॥
শ্বশুরঠাকুর মোর হৃদয়-দেবতা।
তুমি আর তুমার সে জন্মদাতা পিতা॥
এ সবার মধ্যে কেবা শিষ্ট দুষ্ট হয়।
বিচার করিয়া রাজা করত নির্ণয়॥

---

অঙ্গুলীদামে চম্পকপুষ্প শাখাসীন হইয়া পল্লবে লুক্কায়িত। ক্ষীণ কটিদেশে হরি (সিংহ) গিরিগর্ভে থাকিতে না পারিয়া পার্ব্বতীর পদাশ্রিত। নিতম্বে মহী (তাহাকে কূর্ম-ধরা-ধর অহি চাপিয়া ধরিলেও) প্রকম্পিতা। জঘনে রামরম্ভা আদৌ খিদ্যমানা তৎপর গর্ভপাতসূত্রে গতপ্রাণা। পদে স্থলপদ্ম, নূপুরনিক্কণে মরাল মর্মপীড়িত। অলক্তরাগে অরুণ রবিকরে তাপিত হইয়াও বিকম্পিত। গমনমাধুর্য্যে গজরাজ গুরুপদে লগুভর দিয়া প্রধাবিত। কণ্ঠস্বরে কাকাম্রপালিত কোকিল-কণ্ঠ বজ্রাহত। এবম্ভূত রূপবতী কল্যাণী দশ দিক্ আলোকিত করিয়া এবং নবীন-নবীনার চিত্তবিনোদন করিয়া চলিয়াছেন। ইত্যবসরে সচঞ্চলা (সৌদামিনীর সহিত) শশী, যত্র রতি রোরুদ্যমানা তত্র খসিয়া পড়িলেন। (অতিরঞ্জিত ভাব)। যেরূপ কায়ার ছায়া, সন্তানের মাতৃস্নেহ, যৌবনের কাম, পদ্মমধুর ভ্রমর, কুকর্মের পাপী, অঙ্কুশের হস্তী, চন্দ্রের চকোর, লোভের তস্কর, তিমিরের পেচক, সত্যের সাধু, পতির সাধ্বীস্ত্রী, নীরদের চাতক, চুম্বকের লোহ, তপের তপস্বী, পবনের ধূলী, ভক্তের শিব, অন্নের জীব, এবং পঞ্চভূতের তনু অনুগত, তদ্রূপ কল্যাণীর রূপে দর্শকগণ অনুগত হইয়া পড়িলেন। গুরুজনের বাধা উপেক্ষা করিয়া এবং পতিসঙ্গ ভুলিয়া সতী কল্যাণীকে দেখিতে চলিয়াছেন। নরনারী এরূপ কৌতুকাবিষ্ট হইলেন যে যেমন পদ্মে ভৃঙ্গ, বৎসে ধেনু, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে শ্রীরাধা, সাগরে তটিনী, বিপন্নে শিব, বেশবিন্যাসে বেশ্যা, সন্ন্যাসে নিমাই ধাবিত, তদ্রূপ তাঁহারা কল্যাণীর দর্শনার্থে চলিয়াছেন। লোকের জন্মভূমিতে, হস্তিনী নারীর পুরুষসঙ্গমে, বন্ধুর বন্ধুসমাগমে, প্রীতি জন্মিয়া থাকে তদ্রূপ সকলে কল্যাণীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। বন্যায় যেমন বাজী, উল্কায় পতঙ্গ, অর্থে লোভী, অনর্থে কুটিল, সন্তানাশায় বন্ধ্যা, আষাঢ় শ্রাবণে কৃষক, সর্পশ্মশানে মহাদেব বাধ্য, তদ্রূপ কল্যাণীর রূপে বালবৃদ্ধ যুবকযুবতী বাধ্য হইয়া পড়িলেন।

* প্রসরণে, বেষ্টনে।

কুমার কহিল দেবী বিচার করিলে।
শিষ্টের অধিক শিষ্ট তুমরা সকলে ॥
রাজ-সিংহাসন ঘোর স্বার্থের বন্ধন।
ভোগে মাত্র বাড়ে শুধু অর্থ-প্রলোভন ॥
ব্যর্থ হয় সে জীবন পরমার্থ-লাভে।
অযথার্থ আত্মসার কর্ত্তব্যের লোভে ॥
রাজ-ঋষি না হইয়া শুদ্ধ যেই রাজা।
অহর্নিশি হয় সেই দুঃখানলে ভাজা ॥
আজিকার রণে দেবী আমার মরণে।
পাবে তুমি পতি-সহ মল্ল-সিংহাসনে ॥
ক্ষত্র আমি যতক্ষণ কণ্ঠে রবে প্রাণ।
তাবত্ পতির তব নাহি পরিত্রাণ ॥
কিন্তু তুমি নারীজাতি সহায় বিহনে।
জানি না কিরূপে মাতা জয়ী হবে রণে ॥
যদি বল ধর্ম্ম তব কেবল সহায়।
আমিও ত আছি চড়ি ধর্ম্মের নৌকায় ॥
একই আশ্রয়ে থাকি তুমি যাবে তরি।
কেমনে তাহলে দেবী আমি ডুবে মরি ॥
বালা কহে জানি না সে ধর্ম্ম কার নাম।
কখনো ভাবি না আমি কার্য্য-পরিণাম ॥
তত্রাপি হে মল্লরাজ তুমারে জানাই।
নারী বিনা পুরুষ বলিঞা কিছু নাঞি ॥
যা দেখিছ তাই নারী নারীর প্রভাবে।
পাইয়াছ কেবল তুমি পুরুষ স্বভাবে ॥
তাহারে অসার বলি করিলে বর্জ্জন।
পুরুষের হইবা তবে জীয়ন্তে মরণ ॥
নারী হতে পুরুষ অতীব বলবান।
নারী হতে নারী হতে পুরুষ প্রধান ॥
কিন্তু নারী করে যদি প্রাধান্যের সাধ।
পুরুষের সাধ্য কিবা করে প্রতিবাদ ॥
প্রত্যক্ষ করিবে যদি ধর তবে অসি।
ভাল নয় শত্রু সনে বেশী মিশামিশি ॥
মনে মনে স্মরি প্রভু মদন-মোহন।
করেন বালক-রাজ অসি নিষ্কাশন ॥

যার যা আছিল অস্ত্র ধরিয়া ত্বরায়।
মার মার রবে সবে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
সহসা উঠিল বাজি সমর-বাজনা।
ঘোর তুঙ্গে গর্জ্জে গজ অশ্ব ছাড়ে হেনা ॥
অকালে অনন্ত নাগ দিলে অঙ্গ নাড়া।
ক্ষণে ক্ষণে ত্রাহি ত্রাহি পড়ে যেন সাড়া ॥
অকস্মাৎ সেই মত উঠে আর্ত্তনাদ।
ভূচর খেচর সবে গণিল প্রমাদ ॥
বালা কহে সাবধানে যুদ্ধ কর রাজা।
আমারে পরাস্ত করা নহে তত সোজা ॥
করিয়াছ বন্দী মোর পরম ঈশ্বরে।
তেঁই আমি বন্দী আজি করিব তুমারে ॥
তাহে রাণী জাহ্নবীর ভাঙ্গিবে বড়াই।
আমার প্রতিজ্ঞা রাজা পূর্ণ হবে তায় ॥
এই কহি রাখি তুলে গুর্ব্বার ক্ষেপণী।
দুই করে দণ্ড-মধ্য ধরিলা কল্যাণী ॥
কুমারের চক্র সম ফিরায় তাহায়।*
ত্রস্ত হঞা সৈন্যগণ হঁটিয়া দাঁড়ায় ॥
আকর্ণ পূরিয়া তারা যত বাণ এড়ে।
কল্যাণীর দণ্ডে ঠেকি চূর্ণ হঞা পড়ে ॥
অসি ত্যজি কুমার ধরিল শরাসন।
কল্যাণীর অঙ্গে শর করে বরিষণ ॥
দণ্ডের প্রচণ্ডাঘাতে ধূলিকণাপ্রায়।
গুঁড়া হঞা শরজাল শূন্যে উড়ি যায় ॥
শনৈঃ শনৈঃ বালা হয় আগুয়ান।
তা দেখি সসৈন্যে রাজা হটি হটি যান ॥
বালা কহে রণস্থলে পৃষ্ঠদেশে গতি।
কখনই নহে রাজা ক্ষত্রিয়ের রীতি ॥
শক্তি থাকে রোধ মোরে নহিলে ত্যজ রণ।
কর মোর করে তুমি আত্ম-সমর্পণ ॥
রাজা কহে যতক্ষণ কণ্ঠে রবে প্রাণ।
নারী-করে কেবা করে আত্ম-বলিদান ॥

* কল্যাণী দণ্ড, লাঠী, কুম্ভকার-চক্রসম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। (লাঠী এত বেগে ঘুরিতে থাকে, দূর

পশ্চাতে বাসলী থাকি শকতি যোগায়।
অবিশ্রান্ত যুঝে বালা ক্লান্তি নাহি তায়॥
লম্ফ দিঞা ধরে তবে কুমারের করে।
ভৈরব ভৈরব বলি ডাকে উচ্চস্বরে॥
ভৈরব আসিয়া তবে করিল বন্ধন।
রাজা কহে কোথা প্রভু মদন-মোহন॥
এত কহি ক্লান্তি-বসে কল্যাণীর কোলে।
নবীন কিশোর রাজা পড়িলেন ঢলে॥
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ধরি সুদর্শন।
৮৯৮ ] আইলেন রণস্থলে মদন-মোহন॥
করপুটে কল্যাণী চাহিয়া উর্দ্ধপানে।
রক্ষ মা বাসলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু সঘন নিশ্বাস।
আসি কহে রণস্থলে প্রভু চণ্ডীদাস॥
জানি আমি তুমি হরি চির-ভক্তাধীন।
ডোর-কৌপীন-ধারী আমি অতিদীনহীন॥
আসিয়াছি আজি প্রভু সংগ্রামের সাজে।
রমণীর সনে রণ তুমারে কি সাজে॥
ভক্ত-সনে কর রণ ভকত-বৎসল।
দেখিব ত্রিভঙ্গ-অঙ্গে ধর কত বল॥
এত কহি বক্ষে প্রভু ধরি পীতবাসে।
ত্যজিলেন রণস্থল চক্ষুর নিমেষে॥
কালু কালু কোথা কালু বলিয়া জাহ্নবী।
রণস্থলে আইলা যেন প্রচণ্ডা ভার্গবী॥*
কহিলেন একি কালু বিপক্ষের কোলে।
বিশ্রাম লভিছ তুমি আসি রণস্থলে॥
জানি আমি মূর্খ যেই নিতান্ত বাতুল।
সেই বলে বিধাতার কর্ম্মে নাহি ভুল॥
একে নারী শত্রু তার বক্ষে দিঞা ভর।
বিশ্রাম লভিছ এই মল্লের ঈশ্বর॥

সবার বন্দিত এবে যেই রাজ-কুল।
জন্মে তাহে হেন মূর্খ এটা কার ভুল॥
কে তুমি রমণী কেন শত্রু করি কোলে।
ভাসিতেছ অধোমুখে নয়নের জলে॥
বালা কহে বাসলীর পদাশ্রিতা আমি।
জামকুড়ির রাজপুত্র বন্দী মোর স্বামী॥
যুদ্ধ করি আমি তাঁর উদ্ধারের আশে।
রণে ভঙ্গ দিলা তব সৈন্য মোর ত্রাসে॥
পরাস্ত মানিয়া তব পুত্র হইল বন্দী।
না ছাড়িব তারে মাতা না করিলে সন্ধি॥
ত্যজহ পতিরে মোর দিয়া সপ্তগ্রাম।
নতুবা আমার সঙ্গে করহ সংগ্রাম॥
ভৈরব এ রাজপুত্রে লঞা যাহ তথা।
মদন-মোহনে বাবা রাখেছেন যথা॥
রাণী কহে বন্দী কালু মদন-মোহন।
চণ্ডী-করে, সত্য না এ নিশার স্বপন॥
বালা কহে সত্য তুমি বাকী মাত্র এবে।
তুমারে করিলে বন্দী প্রতিজ্ঞা পূরিবে॥
ভৈরব এ রাজপুত্রে করি ধরাপাত।
কর নিত্য পৃষ্ঠে তার শত বেত্রাঘাত॥
ভৈরব কহিল মা গো মানুষ যেমন।
না হয় দেবতা কভু সে হেন নির্ম্মম॥
বালা কহে অন্নদান করে যে ভৈরব।
দেবতা না হয় সেহ প্রত্যক্ষ মানব॥
হত মর্ত্ত জীবিতের বিপদ উদ্ধার।
মানবের কার্য্য সেহ নহে দেবতার॥
পর দুঃখ দেখি যার নেত্রে বহে জল।
মানব সে নহে কভু দেবতা মণ্ডল॥
ধাতার যে কর্ম্ম ভুল এই হয় সেটি।
না করিলা জাহ্নবীরে শার্দ্দুলের বেটী॥
নরাকারে হয় রাণী নির্দ্দয় বাঘিনী।
তার জন্য ক্রূর কি সে হয় নর-যোনি॥
ভৈরব কহিল বালা তুমি বা কি করে।
হেন কর্ম্ম করিবারে আদেশিছ মোরে॥

---

হইতে ঢিল বা তীর নিক্ষেপ করিলে লাঠীতে ঠেকিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে। যষ্টি-যুদ্ধের এই পরীক্ষা ছিল।)

* সং ভার্গবী, শিবা।

কল্যাণী কহিল হাসি শুন উর্দ্ধরেতা।
জাহ্নবীরে ব্যঙ্গ করি কহিনু সে কথা॥
ভৈরব চলিল তবে লঞা মল্লরাজে।
ফণিনীর মত এবে জাহ্নবী গরজে॥
কহিলা আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
বুঝিয়াছি ব্রজনাথ তব চতুরালি॥
রাজ-কুল-মান যদি সব চলি গেল।
দেবতা পোষার চেঞে না পোষাই ভাল॥
শতাধিক বৎসরের সেবার যে ফল।
ক্ষণিকের অপরাধে যায় রসাতল॥
অর্থ-ক্ষয় বংশ-লোপ হয় তাহে পুন।
দেবতার আশা তবে বৃথা করি কেন॥
চরণ থাকিতে যিনি রথে চড়ি যান।
থাকিতে আপন হস্ত পরহস্তে খান॥
আত্মশক্তি-মহিমার সব কথা ভুলি।
দেবতার পদে যিনি দেন পুষ্পাঞ্জলি॥
সেইজন কখনই সুখ নাহি পান।
আমিই তাহার মাত্র জলন্ত প্রমাণ॥
করি মাত্র চণ্ডীদাস আত্মশক্তি সার।
বিচূর্ণ করেন মোর সোনার সংসার॥
অর্থবল নিল কাড়ি নিল দৈব বল।
রাজ-অধিরাজ-মান পার্থিব সম্বল॥
দুর্ব্বল হইয়া সে যে পীড়য়ে প্রবলে।
সবাই বুঝিবে সে তা কিঞ্চিৎ ভাবিলে॥
রং মেখে সং সাজা যেমন দেখায়।
ধনে মানে বড় হওা ঠিক যেন তাই॥
কেন প্রভু চণ্ডীদাসে পূজিলেন তিনি।
ঠকে মাত্র বুঝিলাম আমি যে রমণী॥
কল্যাণীর পানে চাহি কহে আরবার।
বালকে জিনিয়া তোর এত অহঙ্কার॥
গোষ্পদ শুষিয়া তুই বাড়ালি আশারে।
সমুদ্র শুষিয়া রত্ন লভিবার তরে॥
জানি আমি যদুনাথ রাজ-ভোগ ছাড়ি।
কদন্নের তরে যান বিদুরের বাড়ী॥
মোরে ছাড়ি তোষেন যে দীন চণ্ডীদাসে।
সে কেবল ঘটে তাঁর স্বভাবের দোষে॥
আমিও স্বভাব গাঁয়া* ধরি তার নাম।
পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া করিব সংগ্রাম॥
দেখিব নামের ফলে ফলে কি বা ফল।
যাবত জীবন নাম তাবত সম্বল॥
৯০/] জয়শ্রীকমলাকান্ত মদন-মোহন।
বলি রাণী করিলেন অসি উত্তোলন॥
রক্ষ মা বাসলী বলি গুর্ব্বার ক্ষেপণী।
ধরিয়া সম্মুখে আসি দাঁড়ায় কল্যাণী॥
দণ্ডে ঠেলি বর্ম্ম হয় অসির সন্ধান।
চর্ম্মে ঠেকি ক্ষেপণী সে হয় শতখান॥
ঘোর সিংহনাদ দোঁহে ছাড়ে ঘনে ঘন।
সমরে সমান দোঁহে কেহ নহে উন॥
শ্যামারে করিলে তুলা জাহ্নবীর ঠাঁই।
বালার অপর তুলা খুজিয়া না পাই॥
থাকি থাকি উঠে রব জয় মা বাসলী।
মদন-মোহন জয় শ্যামবনমালী॥
দুই দিকে পড়ে সাড়া মাভৈঃ মাভৈঃ।
করিব কলমে দোঁহে ত্রিভুবন-জয়ী॥
সমরে না হয় কারো জয় পরাজয়।
কল্যাণীর তুলা মাত্র জাহ্নবীই হয়॥
কখনো না দেখি হেন রমণীর রণ।
ক্বচিত্ বাল্মীকি ব্যাস করেন দর্শন॥
মাঝে মাঝে উঠে কাঁপি অনন্তের শির।
গর্জ্জয়ে দিগ্‌গজ ঘন জলদগম্ভীর॥
রাণী কহে মল্লরাজ বঙ্গ-বিভূষণ।
ত্রস্ত যার নাম শুনি দুরন্ত যবন॥
দুর্ব্বৃত্ত বলিষ্ঠ বাজ নীড় ঝাঁপি পড়ে।
হীনবল কিন্তা তায় দূর করি ছাড়ে॥
বল্মীক-বিবরে যদি পশে কাল-ফণী।
কত কাল তিষ্ঠে সেহ না ত্যজি পরাণী॥

---

* গাঁয়া, গাঁ+ইয়া—গাঁইয়া, গাঁয়া। গ্রাম্য। তুল॰ গাই॰+ইয়া—গাইয়া—গায়া (গব্য) ঘি। রাঢ়ে শব্দটি গাওয়া নয়।

মম গৃহে চড়ি যেই করে আক্রমণ।
তাহারে তাড়িতে মোর লাগে কতক্ষণ ॥
কল্যাণী কহিল যদি প্রবঞ্চনা করি।
একের সাম্রাজ্যে হয় অন্যে অধিকারী ॥
তার বংশ ধ্বংস না করিয়া কোন জন।
ভৃত্য ভাবে নিত্য তার পূজয়ে চরণ ॥
রাণী কহে জোর যার মুলুক তাহার।
এক মাত্র অধিকারী সেই দুনিয়ার ॥
রাজার অযোগ্য তোর পতির সে পিতা।
আমার পতিরে রাজা করে তেঁই ধাতা ॥
জোরে আনিয়াছি তোর পতি পূজ্যতমে।
বন্দী মতে বেত্রাঘাত করি নরাধমে ॥
অধিকারী পুত্র সে ত যেই তার বল।
গৃহ চড়ি আক্রমণে এই তার ফল ॥
কল্যাণী কহিল বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
অযোগ্য বলিয়া রাজা হয় দুর্য্যোধন ॥
সে যদি বসিল জোরে রাজসিংহাসনে।
তাহলে না দুষি আর নৃসিংহবাহনে ॥
আছিলেন পতি মম বিবাহ-বাসরে।
কোন রূপ অস্ত্র তাঁর নাহি ছিলা করে ॥
হেন কালে পশি তথা তব সৈন্যগণ।
করেছিলা বন্দী তাঁরে তস্কর যেমন ॥
হেন কর্ম্মে তুমি যদি বলে থাক জোর।
না আছে ব্রহ্মাণ্ডে তবে তুমার দোসর ॥
জোর নাহি বলি না করিলে রণ-জয়।
রণান্তে বিপক্ষ ধরা বন্দী তারে কয় ॥
কোথা এবে মল্লরাজ ভাবিয়া দেখিলে।
বুঝিতে পারিবে মাতা বন্দী কারে বলে ॥
জোর যার মুলুক তার সে কেমন হয়।
বুঝাবে কল্যাণী এবে করি রণ-জয় ॥
হেন কালে আসি দূত কহে কর-পুটে।
বন্দীশালে একবার আইস মাগো ছুটে ॥
রক্ষী-গণে হত্যা করি ভাঙ্গি কারাগারে।
কে এক মহিলা মুক্ত করিলা কুমারে ॥

জাহ্নবী কহিল ও হো বুঝিলাম আজ।
দৈববলে বলীয়ান ছিল মল্লরাজ ॥
দৈব-চক্র খর্ব্ব করে সে হেন শকতি।
কণ্টকে বিনষ্ট হয় কণ্টক যেমতি ॥
কল্যাণী পরাস্ত আমি কি করিতে বল।
বালা কহে মোর সঙ্গে বন্দী ভাবে চল ॥
রাণী কহে কোথা যাবে চল যাব তাই।
এত দিনে জাহ্নবীর ভাঙ্গিল বড়াই ॥
মহিষীর করে ধরি চলিল কল্যাণী।
যথা প্রভু চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি ॥
উপনীত হঞে তবে প্রভু সন্নিধান।
দণ্ডবৎ হইয়া দোঁহে করিল প্রণাম ॥
হাস্য মুখে উঠি তবে প্রভু চণ্ডীদাস।
করিলেন জাহ্নবীরে সাদর সম্ভাষ ॥
রাণী কহে যার নাম করিলে কীর্ত্তন।
অনায়াসে টুটে হায় মায়ার বন্ধন ॥
চাতুরি আচরি সেই মদন-মোহন।
প্রভুপাশে বন্দী আজ বালক যেমন ॥
পদাশ্রিতে প্রবঞ্চনা রাজ-অধিরাজে।
নারী-করে বন্দী করা প্রভুর কি সাজে ॥
রমণীর পদাঙ্গুলী-নখরের সনে।
উমেশ কি দিবে তুলা ক্ষীরোদ-নন্দনে ॥*
রমেশ না কবে কভু বিনতা-নন্দন।
ঘৃণ্য সে ভুজঙ্গ-ভুক বিহঙ্গ অধম ॥
লোকে বলে পুত্র তোর মূর্খ অল্পমতি।
মাতা বলে বাছা মোর বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
যে যাহারে বাসে ভাল তারে হতমান
না করি করেন তার সতত কল্যাণ ॥
২০৮/] আবাল্য বালক বৃদ্ধ মল্লরাজ পুরে।
প্রভু-প্রেমানন্দে সবে সতত সঞ্চরে ॥
কোন্ অপরাধে তবে পর্ব্বতপ্রমাণ।
সহাইলে মল্লরাজে হেন অপমান ॥

* ক্ষীরোদনন্দন, চন্দ্র।

সহস্র কল্যাণী আসি করে যদি রণ।
বিনাশিতে জাহ্নবীরে লাগে কতক্ষণ॥
কিন্তু আজ ভোলা তুমি বালা জয়দ্রথ
না হইল তেঁই মোর পূর্ণ মনোরথ॥(৯৪
প্রভু প্রভু প্রভু মোর মদন-মোহন।
করিলা যে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
যে কালে ছিলেন ধর্ম্ম বনে করি বাসা।
অকালে তথায় তবে গেল সে দুর্ব্বাসা॥
চাহিয়া বসিল অন্নজল ছল করি।
সে ঘোর সঙ্কটে তারে যে তারিল হরি॥
আমি জানি তিনি মোর মদন-মোহন।
তবে কেন অভাগীরে এত বিড়ম্বন॥
উত্তরিলা রাধানাথ শুন সাধ্বী বলি।
যতদূর ভাব আমি নই তত বলী॥
তাহলে মগধরাজ জরাসন্ধ-ভয়ে।
কেন মাতা পলাইব রৈবতকালয়ে॥
পরাজিত হএ তবে গোসিঙ্গার* রণে।
কেন তবে মরি পুড়ে জলন্ত আগুনে॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন মা আমার।
মদন-মোহন হন মোক্ষ-মূলাধার॥
আর মাত্র হন তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী।
তা ছাড়া যা কর্ম্ম তার কর্ত্তা হও তুমি॥
হতমান আজি তুমি নিজ কর্ম্ম-দোষে।
তার জন্য দূষ কেন প্রভু শ্রীনিবাসে॥
জাহ্নবী কহিল তবে আজ হতে প্রভু।
আর তারে না বলিব দয়াময় কভু॥
আর না বলিব তাঁরে বিপদ-তারণ।
আর না কহিব তাঁরে কলুষ-নাশন॥
আর তাঁরে কেন কব দীন-বন্ধু হরি।
বৃথা তাঁরে কেন আর ডেকে ডেকে মরি॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা যবে আমি।
আমিই আরাধ্য মোর আমি মোর স্বামী॥
আমারে রাখিতে আমি পারি যদি খাঁটি।
কেন তবে তার তরে করি ছুটাছুটি॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা আপ্ত-অনুসারে।
মনের মতন করি গড়ি তুল তাঁরে॥
দয়াময় দীনবন্ধু বিপদ-তারণ।
বলি তাঁরে সাজাও মা মনের মতন॥
কিন্তু তিনি আছেন যা থাকিবেন তাই।
কথার বিচারে তাঁর কোন ক্ষতি নাই॥
গুণ আছে গুপ্ত ভাবে রাখহ হিয়ায়।
প্রকাশ করিলে সেটা তর্ক উঠে তায়॥
তর্কে তাঁর অস্তি নাস্তি আছে দুই ভাব।
হয় তাহে কলুষিত মানব-স্বভাব॥
অস্তি তিনি নাস্তি তিনি তিনি নিরুপাধি।
বিশেষণাতীত তিনি নাহি তাঁর অবধি॥
নাম নামী যাহা কিছু সকলই তিনি।
জ্ঞান-কাণ্ডে তাঁরে মাতা এইরূপে চিনি।
কর্ম্ম-কাণ্ডে যা বল তা পৃথক সে কথা।
লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আছে একেরি বারতা॥
রাণী কহে হইনু এ যে হতমান আমি।
এ কর্ম্মের ফল-ভোগী তা হইলে তুমি॥
প্রভু কন আদৌ তুমি কর্ম্মের কারক।
তুমার সে কর্ম্ম মোর কর্ম্মের জনক॥
যে করে যে করাইতে বাধ্য করে তায়।
এর মধ্যে কর্ম্ম-ফল কাহারে জুআয়॥
অপাদান মাত্র মাতা ভুঞ্জে তার ফল।
করণ কারকে নিন্দা হয় যে নিষ্ফল॥
সুখ দুঃখ মানবের স্বকর্ম্ম-অর্জ্জিত।
তার জন্য পর-নিন্দা অতি অসঙ্গত॥
রাণী কহে কুমার যে বন্দী মোর পাশে।
তাহলে তাহার সে ত নিজ কর্ম্মদোষে॥
তার তরে মোরে কেন এত বিড়ম্বন।
আমি সে ত বন্ধনের করণ কারণ॥

৯৪) মহাভারতে বনপর্ব্বে জয়দ্রথ ভীমের নিকটে অপমানিত হইয়া শিবের আরাধনা করেন। শিবের বরে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ ভীমকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই একটি বর।

* গোসিঙ্গা, গোসিংহ অসুর।

জীবনাশে ঘাতকের কি বা অপরাধ।
রাজ-নীতি কেন তার করে প্রতিবাদ॥
দস্যু-করে সর্ব্বস্বান্ত হলে কোন জন।
কি হেতু সে তস্করের ঘটয়ে বন্ধন॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন সুলোচনে।
অপরাধী হয় সবে স্বার্থের কারণে॥
অন্নোদর পূরিতে যে অন্নে করে নাশ।
যে জন অন্যের মাতা কাড়ি খায় গ্রাস॥
ঘোর অপরাধী তারা স্বার্থের কারণ।
হলেও মা হএ হত কর্ম্ম-নিবন্ধন॥
কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া রাণী কয়।
স্বার্থ ছাড়া মানবের কোন্ কর্ম্ম হয়॥
৯১/] প্রভু কন এক কথা কব আর কত।
সদুপায়ে স্বার্থ-সিদ্ধি কর্ত্তব্য লোকতঃ॥
তার জন্য হীনোপায় করিলে গ্রহণ।
ফলে তায় দণ্ড-ভোগ নিরয়-গমন॥
রাণী কহে করিবা কি রাজা বন্দী হইলে।
প্রভু কন মন তার যা করিতে বলে॥
কুমারের মুক্তি হেতু মোর যুদ্ধ পণ।
রাজ্যলাভ হেতু তার বিদ্রোহাচরণ॥
জাহ্নবী কহিল কালু তুমি মল্লেশ্বর।
প্রভুর সঙ্কেতে দেহ কি দিবে উত্তর॥
কহিলা কিষণলাল * কহ মাত শুনি।
এখন কাহার করে এই রাজ্য ভূমি॥
যার পাশে বন্দী প্রভু মদন-মোহন।
রণে জিনি মোরে যেবা করিল বন্ধন॥
তারি করে রাজ্য আজ তুমি আমি সবে।
জেতায় নীর্জ্জিত এর কি উত্তর দিবে॥
এই পাপ-রাজ্য আমি চাহি না মা আর।
না পাই হৃদয়ে শান্তি পাইঞা রাজ্য-ভার॥
পিতৃ-অত্যাচার যত হয় মোর মনে।
পলে পলে দগ্ধে মোরে বজ্র-হুতাশনে॥

আত্মজ বলিয়া তার সে কর্ম্মের ফল।
আকর্ষণ করে হায় মোরে অবিরল॥
আশ্বাসি বালকরাজে চণ্ডীদাস কয়।
পাপ-বার্ত্তা রটনা যা ঘটনা তা নয়॥
আছিল ভরত-মল্ল* নির্দ্দয় নিষ্ঠুর।
মাংস-ভোজী হিংস্র পশু নহে তত ক্রূর॥
কিষেণ-গোপাল পাইলে রাজ্য-অধিকার।
বাড়িল মল্লের তবে ঘোর অত্যাচার॥
যা করিত বলিত না নৃপতির ঠাঁই।
পদে পদে দিত কিন্তু রাজার দোহাই॥
নারী-হত্যা ব্রহ্ম-বধ পরস্ব-হরণ।
আছিলা সে পাষণ্ডের নিত্য আচরণ॥
গৃহের বাহির যবে হইত নিষ্ঠুর।
পশ্চাতে ছুটিত তার শৃগাল কুক্কুর॥
প্রতি পদে শুনি তার রাজার দোহাই।
রাজারি সে কার্য্য বলি বুঝিত সবাই॥
সতর্কে সে দুরাচার থাকিত সর্ব্বথা।
যাহে নৃপতির কানে না উঠে সে কথা॥
যদিও দুর্দ্দান্ত অতি ছিলা নর-রায়।
কদাচিত তেন পাপ পরশিলা তায়॥
বাহিরে তাহার কুৎসা শুন যে সকল।
মাত্র সেটা ভরতের চক্রান্তের ফল॥
আছিল প্রকৃত রাজা পুণ্যপথ-গামী।
তার জন্য অনুতপ্ত কেন বৎস তুমি॥
এসেছিলা পিতা তব যে স্বভাব লয়ে।
পাইবে তাহার সাক্ষ্য তুমার হৃদয়ে॥
হোক মিথ্যা সত্য আজি মানব-সমাজে।
কিন্তু মোর প্রিয়তম বৈকুণ্ঠে বিরাজে॥
রাজা কহে মিথ্যা হয় সত্যের আভাস।
যদ্যপি সমাজ জুড়ি করয়ে বিশ্বাস॥
ধাতার যা সৃষ্টি-রাজ্যে কভু দেখি নাই।
রামায়ণে তেন জীব দেখিবারে পাই॥

ডাক নাম কালু। সে কারণে কিষণলাল। ঠিক এই কারণে কানুমল্ল কিসেন-গোপাল।

* শিশু কিসেন-গোপালের প্রতিপালক। ৪৫/ অঙ্কপত্র পশ্য।

দশশির বিশভুজ লঙ্কার রাবণ।
রাম-অনুচর যত বক্তা কপিগণ ॥
শূন্য পথে উড়ি যেত দুএকটা বানর।
এর বেশী অসম্ভব কিবা অতঃপর ॥
তবু তায় সংশয়ের হেতুবাদ নাই।
তাহলে পিতার নিন্দা কেমনে এড়াই ॥
কবির কল্পনা সবে কমল-কামিনী।
শূন্যে তার অধিনাথ হয় দিনমণি ॥
ললিতাঙ্গী কুমুদিনী হয় কুলবধূ।
সুবিমল শশধর তার প্রাণ-বঁধু ॥
নলিনী-কান্তের অর্থে পাই যবে সুরে।
বলিতে কুমুদ-বন্ধু পাই শশধরে ॥
শুন প্রভু চণ্ডীদাস ভাবি আমি তাই।
পিতার সে নিন্দাবাদ কেমনে এড়াই ॥
দশ চক্রে নারায়ণ হন যদি ভূত।
কেমনে সে পিতৃনিন্দা হইবে অদ্ভুত ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি আদৌ সংসার।
মোহের কুহকে অন্ধ ঘোর অন্ধকার ॥
মিথ্যার কারণে মোরা অবিহিত নর।
সত্যের প্রভাবে সবে হই যে অমর ॥
সতত উপরে মিথ্যা ভাসি ভাসি বুলে।
অনন্ত সত্যের স্থিতি সবাকার তলে ॥
উপরে দেখিলে মিলে মিথ্যার বাথান*।
তলায় দেখিলে পাবে সত্যের সন্ধান ॥
সাজিয়া বিনোদ-বেশে মোহিনী মায়ায়।
মিথ্যা আসি দেখা দেয় আপুনি তুমায় ॥
জ্ঞান-যোগে তাহারে চিনিতে পার যদি।
কিনিতে না লাগে দাম সত্য-সুধা-নিধি ॥
সত্যের সাক্ষাতে হয় জীবন সার্থক।
অন্যথায় ঘটে বৎস অনন্ত নরক ॥
রসের তরঙ্গ-তলে নাচাবার তরে।
রচনা-চাতুর্য্য কবি দেখায় তুমারে ॥

কেশ-গুচ্ছ কাদম্বিনী নাসিকা বাঁশরী।
বিম্বাধর নেত্রযুগ পদ্ম-পত্র-বারি ॥
দন্তরুচি সৌদামিনী মুখ পূর্ণশশী।
স্বর পিকবর-ধ্বনি হাসি সুধারাশি ॥
এই রূপে রমণীর রূপের মাধুরী।
রচে কবি বুঝি তায় চিত্ত-মনোহারী ॥
মিথ্যা লইঞা ইথে তার নাহি কোন পাপ।
কবির কল্পনা-রাজ্যে সাতখুন মাপ ॥
কিন্তু যেবা মিথ্যা ভাষে যে করে প্রত্যয়।
তুল্যাংশে উভয়ে ঘোর পাপে লিপ্ত হয় ॥
৯১৮/] সত্য কথা মিথ্যা তব পিতৃ-অপবাদ।
তার জন্য কেন বৎস ঘটাও বিষাদ ॥
মিথ্যা জনরবে তুমি করিলে প্রত্যয়।
ঘটিবে তুমার তাহে ঘোর পাপাশ্রয় ॥
বাল-রাজ কহে তবে নমি চণ্ডীদাসে।
প্রণমি সে শতবার পিতার উদ্দেশে ॥
কি করিতে হইবে তবে করুন আদেশ।
দিয়াছি বসন্তে প্রভু গুরুতর ক্লেশ ॥
সে পাপ-তরঙ্গে তরি কোথা হেন সেতু।
দিতে হইলে দিব প্রাণ বসন্তের হেতু ॥
কহিলেন প্রভু তবে সহাস্য বদনে।
বসন্তের তরে তুমি না ভাবিহ মনে ॥
দিলে যবে বসন্তেরে অশেষ যন্ত্রণা।
ছেড়ে দাও এবে তায় একটি পরগণা ॥
যাক চলি যুবরাজ কল্যাণীর সাঁথে।
রাজ্য কর তুমি বৎস থাকি ধর্ম্ম-পথে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা সায় দিলা তায়।
প্রভু পাশে আসি সবে লইল বিদায় ॥
বাড়িল প্রভুর এবে অসম আহ্লাদ।
রচিলা পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ॥

* | * | *

কল্যাণী বসিয়া একা নিকুঞ্জ কাননে।
চৌদিকে নেহালে ঘন সতৃষ্ণ নয়নে।

---

* বাথান, গোরক্ষা-স্থান।

হেনকালে যুবরাজ আইলেন তথা।
সলজ্জ বদনে বালা নুয়াইল মাথা ॥
কহেন বসন্ত-রায় মধুর ভারতী।
কুহরে বসন্ত-সখা বসন্তে যেমতি ॥(৯৫
রাজা-অধিরাজ কুবরী বর-নারী।
অবহু শুনহু বিনয়-বাত হমারি ॥
যো দুখ দারুণ দেত বিধাতা।
জগমহ কোনহি সো দুখ-ত্রাতা ॥
চারু বিমল মুখ-চন্দ্র তোঁহারি।
মমকর নয়ন-চকোর পিয়ারী ॥
যুগল কলিত কুচ-কঞ্জ বিহাই।
মমকর ভৃঙ্গ কঁহা নাহি থাই ॥
নীল সরোরুহ লোচন তেরা।
ঝপটি লেত হরি দিলহি মেরা ॥
হৃদয় গভীর সর কঞ্জ সোহাই।
মানস যূথ পহী লভত লোভাই ॥
তোকর ভুজযুগ লতিকা লতাই।
লপটি চড়ে তনু তরুহি মনাই ॥
কঁহা রবি চন্দ্র গগন-পট মাহী।
কঁহা কমল-দল কুমুদ সরাহী ॥
কঁহা বনজ ফুল গন্ধ রসায়ে।
কঁহা কটোর বস অলিহি জনায়ে ॥
কঁহা সমুদ্র কঁহা স্রোতশীলা।
বেগি ধাই সব আপু গোই মিলা ॥
এহি হেতু শুভদা বররূপা।
কাল ধর্ম্ম কর মর্ম্ম অপরূপা ॥
তুঁহু সরলা শুভশীলা সয়ানী।
যো কিছু দোষ ক্ষমহু পতি জানি ॥
সতী-শিরোমণি শক্তি পিয়ারা।
পতি গুণ দোষ ন ভেদ বিচারা ॥

দেখহ পুনি মন মাহী বিচারি।
নহি সুখ-ভোগ পতি-যোগ বিহু নারী ॥
যঁহা কঞ্চুক পহিলে দুখ হোই।
তুঁহা অশেষ সুখ বেদ বুধ কঁহই ॥
কুম্ কুম অঞ্জন লাগু করু আই।
হোত বহোরি শোভা সুখদায়ী ॥
বহু দুখ ভুঞ্জি নিচ জন মাহী।
তব চটি নভ পর চন্দ্র সোহহী ॥
বহু দুখ পঙ্কসলিল মহ ভঙ্গা।
তব নলিনী সুখ উর অলি গুঞ্জা ॥
বহু দুখ সঙ্গম লাগি পতি সঙ্গা।
স্বরগহী ছোড়ি ঢুড়ত ভব গঙ্গা ॥
অঙ্গ লাই শঙ্কর শিরপর জব গিরা।
জটাজালমহ কাল বহু ফিরা ॥
দুখ বহু ভুঞ্জি তঁহা নিসরাই।
ভূধর নিকর পাষাণ কটি ধাই ॥
মিলেউ সুধাকর সাগর সাঁথা।
জো অব ভএউ অশেষ সুখদাতা ॥

দেখহু ভাবি বিধিকে সব করণা।
ভল অনভল দোষ গুণময় রচনা ॥
জঁহা বহু দোষ তঁহা গুণখনি।
পণ্ডিত পুণিত গঙ্গাধর পাণি ॥
অশুভ বেষ হর আশু বর দাতা।
প্রাণহর মাহুর পুনি পরিত্রাতা ॥
সুধা হুতাশন বরখত দোউ।
চন্দ্র চারু জগবাঞ্ছিত সোউ ॥
সোই রবি হোই সুখ কভু দুখ দাই।
ইহি বিধি অজগভে সথ চাই ॥
সব সমাচার বিচার তুহুঁ জানা।
জোহি বিধিহে হৈ করহ কল্যাণা ॥
মৃদু মন্দ হাসি তবে কহিলা কল্যাণী।
সহসা ধ্বনিলা যেন পিকবর-ধ্বনি ॥
কারণ করণ অভয় অভিলাষী।
হৃদয়নাথ তুহু মুই পদদাসী ॥

---

৯৫) এখানে বদ্দষ্টং তন্মুদ্রিতং হইল। বসন্ত ও কল্যাণীর উক্তি প্রত্যুক্তি সন ১২৭৭ সালের রামতারক কবিরাজের কবিরাজী বহিতে চণ্ডীদাস ও রামীর উক্তি প্রত্যুক্তি নামে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

প্রকৃতি হি আরতি নো কদরাই।
দিনকর পঁহু যেন দীপ বড়াই ॥
প্রকৃতি পুরুষ দোও অন্তর কৈসে।
হীন থল জলনিধি ভাবর যৈসে ॥
পতি সুরতরুবর তিঅ সুদীনা।
থলপর বৈঠি যাচত নিশি দিনা ॥
পতি বিনু প্রাণ সমান পচিশিখা।
জগমহ জো কিছু লাগত ফিকা ॥
তুঁহু মন প্রাণ মান কুল জাতি।
তব দুখ দেখি বরজ জর ছাতি ॥
আরতি নাথ না করিঅ বহোরি।
হোত যুবরাজ বড়ি লাজ হমারি ॥
জাকর মতি পতিপাদ স্মরাহি।
তাকর জগ সরিসা সতী নাহি ॥
নাথ প্রণিপাত চরহি তুঁহারা।
কাতর বাত লাগত অসি মোরা ॥
৯২/] পতি কাতর যব সতী কি পাই।
তাহী সম নাথ অপরাধ কছু নাই ॥
জানি অপরাধ ঘটতি গোসাঁই।
ক্ষমহ জানি জন দাসী কি নাই ॥
করম ধরম বিধি জাহি জো পিহ্না।
সো সোহী ভাবতী আপু গহি নিহ্না ॥
তিঅ সমুচিত পতি সাধন কাজা।
জো সুখধাম হৃদয় রসরাজা ॥
এই বিধি তোহী করব মুই পূজা।
জো বিনু ধরম করম নহি দুজা ॥
অবহু কৃপা কুরু কৃপা নিকেতা।
হোত বহু নাথ মে সোচ বস চেতা ॥
ভএউ অশেষ সন্তাপ জহা হেতু।
সো দুখ লেন সুধারি নরকেতু ॥
সুনও বচন হরখে যুবরায়া।
জনু মরুমহ মিলেউ তরুছায়া ॥
প্রেম অশেষ পিয়ে লপটানা।
মোচই বদন সো চন্দ্র সমানা ॥

আসি তবে বালরাজ সাদর সম্ভাষে।
লইলেন হাতে ধরি দোঁহে রাজবাসে ॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ রটে ঘরে ঘরে।
আইলেন চণ্ডীদাস এতদিন পরে ॥
শত কাজ ফেলি আজ প্রভুর পশ্চাতে।
অবিশ্রান্ত নর নারী ছুটে রাজ-পথে ॥
অতিবৃদ্ধ বিশ্বনাথ সাংখ্য-শিরোমণি।
বৃহস্পতি জৈমিনির মত* সেবি যিনি ॥
সমাগত বিষ্ণুপুরে নবদ্বীপ হতে।
নিপীড়িতা দুহিতার সংবাদ লইতে ॥
লোকারণ্য হেরি তিনি তারে ডাকি কন।
জনাকীর্ণ রাজ-পথ কিসের কারণ ॥
জগদম্বা কহে শুনি এসেছেন ফিরে।
প্রভু চণ্ডীদাস এই মল্লরাজ-পুরে ॥
বার্ত্তা পেঞে যায় সবে প্রভু-দরশনে।
এমন সুন্দর সাধু না হেরি নয়নে ॥
হাসি কহে বিশ্বনাথ বিদ্রূপের ছলে।
জানিনা সুন্দর সাধু কাহারে মা বলে ॥
আমিও চলিনু তার সাক্ষাৎ কারণ।
এত কহি বিশ্বনাথ করেন গমন ॥
সসম্ভ্রমে কেহ কেহ ছাড়ি দেয় পথ।
প্রণাম করঞে কেহ হঞে দণ্ডবৎ ॥
উপনীত হইল তবে প্রভুর আশ্রমে।
কতমতে চণ্ডীদাস তাহারে সম্ভ্রমে ॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে বিপ্র কহিছেন তায়।
লোক মাতা মন্ত্র তুই শিখিলি কোথায় ॥
বস্ত্রাভাবে সিক্ত তুই সতত শিশিরে।
ছত্র নাই তপ্ত তুই নিত্য রবিকরে ॥
অন্নাভাবে দিন যায় প্রায় উপবাসে।
গৃহশূন্য বস তেঁই পর-পুরবাসে ॥
বৃদ্ধ হলি তবু তোর না টুটিল ভ্রম।
স্বেচ্ছায় গুঁআলি দুঃখে মানব-জনম ॥

---

* বৃহস্পতির চার্বাক মত। জৈমিনির নিরীশ্বরবাদ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ যার কখনো না মিলে।
তার চিন্তা করি তোর জন্ম গেল চলে॥
কীট হতে মানব পর্য্যন্ত জীবগণ।
কে লয় স্বেচ্ছায় দুঃখ করিয়া বরণ॥
বিশ্ব জুড়ি জীব যে কর্ম্মেতে রয় জাগি।
সে কেবল জীবনের সুখ-শান্তি লাগি॥
সুরার সামগ্রী যত সম্মিলিত হলে।
যেন তায় শক্তি এক মাদকতা ফলে॥
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু নিসর্গ-ধারায়।
মিলিলে তেমতি প্রাণ আপুনি জন্মায়॥
কালে কিন্তু ধ্বংস হইলে ভূত-চতুষ্টয়।
আত্মা কি বলিতে প্রাণ কিছুই না রয়॥
তা হলে কি হইবে তোর লঞা পরকাল।
কার জন্য ত্যজ তবে এই সুখ হাল॥
যুখন যে বস্তু রয় আপন স্বভাবে।
তখনি তাহার গুণ তাহাতে সম্ভবে॥
দ্রব্য হতে কিন্তু তার ঘটাঞে বিয়োগ।
পার কি করিতে তুমি গুণের সম্ভোগ॥
বস্তুর স্বভাবি মাত্র গুণ-সমুদয়।
স্বভাবের ভঙ্গ হলে গুণ নাহি রয়॥
যতক্ষণ রবে তুমি আপনার ভাবে।
প্রাণ কিম্বা আত্মা তব দেখিবারে পাবে॥
কিন্তু সে ভাবের ভঙ্গ হইলে কদাচন।
তার সঙ্গে ঘটিবে সে আত্মার নিধন॥
এই জ্ঞান লভি বড় বুদ্ধে বৃহস্পতি।
দেবতার গুরু তেঁই সেই মহামতি॥
এই জ্ঞানে মহামুনি কপিল জৈমিনি।
এই জ্ঞানে বুদ্ধদেব বিখ্যাত অবনি॥
এখনো যগুপি তুই ইচ্ছিস মঙ্গল।
ছিঁড়ি ফেল জটা-জাল কৌপীন কম্বল॥
সাজাও আপন অঙ্গ মনের মতন।
যা চায় রসনা তাই করহ ভক্ষণ॥
খাও দাও মাখ পর না কর অন্যথা।
তা হলে সে জীবনের হবে সার্থকতা॥

[১২৮/] তা না হলে মনোমধ্যে জ্বালিয়া অনল।
জন-মন মাতায়ে লভিবি কিবা ফল॥
সহাস্য বদনে প্রভু ধীর শান্ত-মতি।
বসাইলা বিশ্বনাথে করি বহু স্তুতি॥
কহিলেন সুপণ্ডিত আপনি দেবতা।
শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন আমি অতি ধূর্ত্ত-চেতা॥
না পাই কাহারে কভু যেমতি ভবান্।
তেঁই মোর না জন্মিল লোকায়ত-জ্ঞান*॥
ভ্রান্তির জাহাজে চড়ি শান্তির উদ্দেশে।
অনাহারে অনিদ্রায় ভ্রমি দেশে দেশে॥
পাইনু প্রভুর দেখা বহু পুণ্য-ফলে।
বলুন তাহলে দেব শান্তি কিসে মিলে॥
বিশ্বনাথ কহে তবে কহিলাম কি।
চণ্ডীদাস কহে সে ত সকলই ফাঁকি॥
সত্যের সুদিব্য সত্তা মিথ্যা যার মর্ম্ম।
শান্তি-লাভে মানবের হয় সে কি ধর্ম্ম॥
যদি প্রাণ পল্লবের বাত-কম্প-ধ্বনি।
কিসের বা সুখ-শান্তি কিসের বা আমি॥
ভাষ্যার সে ব্যভিচারে ভাবি শান্তিপুর।
পিতৃদেবে ঘাড়ে ধরি করি দিব দূর॥
মাতা আছে পিতা নাই কার সহবাসে।
বিশ্বের এ দৃশ্য-রাশি নিত্য যায় আসে॥
যে তুমার বিশ্বস্রষ্টা শুন মহামতি।
জগতের সহ জোড়া হয় সে প্রকৃতি॥
সে হেন জগৎ যদি রাখ একদিকে।
নির্ব্বিকল্পা প্রকৃতি বলিয়া কিবা থাকে॥
অতি সত্য ব্রহ্মাণ্ডই কর্ম্ম-পক্ষ হয়।
এই হেতু কালে তার ঘটঞে বিলয়॥
কল্পান্ত বলিয়া তাহে যদি লহ মানি।
সংঘটনে থাকে কিবা দেখ অনুমানি॥
আত্মা সে তনুর ত্যাগে নির্ব্বাপিত হলে।
কল্পান্তে প্রকৃতি তবে থাকিবে কি বলে॥

* চার্বাক-মত, নাস্তিক্য।

পুনঃ সৃষ্টি-বীজ তবে যে করে বপন।
সেই মাত্র আস্তিকের চিন্তনীয় ধন॥
বিবেক-বুদ্ধির কার্য্য হয় অনুমান।
তাহাতেই পায় নর বিশ্বের সন্ধান॥
মন না দেখিলে শুধু দেখিলে নয়নে।
সে প্রত্যক্ষ নহে শক্য সত্য-নিরূপণে॥
অন্ধকার চর্ম্ম-চক্ষু চাহে শুধু রঙ।
মাত্র তায় হয় দেখা রঙ আর সঙ॥
উঠিয়াছে ধূমকেতু আলোকি গগন।
দেখিছে বালক মূর্খ পণ্ডিত সুজন॥
লভিল তাহাতে কহ কে কেমন জ্ঞান।
কার লক্ষ্যে কিবা ফল ফলে মতিমান॥
আছিল পিতার পুত্র তুমার জনক।
সে কারণ ছিলা সেহ বিষ্ণু-উপাসক॥
জানি আমি তুমার বাপের নাঞি ঠিক।
কুলের কলঙ্ক তেঁই হইলে নাস্তিক॥
রোষাবেশে কহে বিপ্র মিথ্যা কথা বলি।
এত স্পর্দ্ধা হয় তোর মোরে দিস গালি॥
প্রভু কন এই মোর হয় সত্য জ্ঞান।
মিথ্যা সে যে কিবা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
বিপ্র কহে জানিব তা আমি কি রকম।
মাতৃ-ব্যভিচারে মোর হইলে জনম॥
সত্য হইলে অবশ্য তা কহিত সকলে।
মানিতাম সত্য বলি আমিও তা হলে॥
প্রত্যক্ষ-বাদীর পক্ষে প্রভু হাসি কন।
মূর্খামি পরের বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন॥
বিপ্র কহে বুঝি কর প্রশ্নের উত্তর।
দেখালে কি হইবা শুধু বাক্য-আড়ম্বর॥
প্রত্যক্ষ বলিতে সেটা নহে শুধু মোর।
কারো হোক হওা চাই ইন্দ্রিয়-গোচর॥
প্রভু কন নারী এক হঞা মৃত-পতি।
সবার অলক্ষ্যে যদি হয় গর্ভবতী॥
তাহার সে ব্যভিচার মিথ্যা কথা বলে।
হাসিয়া উড়ায়ে এবে দিবে কি সকলে॥

বিপ্র কহে এ কথা ত অতি সাধারণ।
গর্ভ বলি দেয় তার কার্য্যের কারণ॥
পিতৃ-বিদ্যমানে তবে জন্ম হলে মোর।
কি দেখি হইল কার জ্ঞানের গোচর॥
প্রভু কন নীতি-শাস্ত্র কহে এই কথা।
পুত্র হয় তেন তার যেন হয় পিতা॥
সজ্জনের মুখে আমি এই কথা শুনি।
পদ্মরাগ-আকরে না জন্মে কাচমণি॥
তুমার সে পিতা ছিল পরম আস্তিক।
কেমনে জন্মিলে তুমি হইঞে নাস্তিক॥
দোষীরে বলিলে দোষী হঞা থাকে রোষ।
তেঁই আমি বুঝি তব জন্মে আছে দোষ॥
কার্য্য দেখি হেতু তার মানি লহ যদি।
বিশ্ব-কার্য্য-কর্ত্তা হন সর্ব্বগুণ-নিধি॥
প্রকৃতিরে সে বিশ্বের এক অঙ্গ বুঝি।..
কেনে তবে বিশ্বাসিতে নাহি হও রাজি॥
[৯৩/] কপিল মানিয়া গেছে পুরুষ প্রকৃতি।
নিত্য সত্য ব্রহ্ম এক বুদ্ধ বৃহস্পতি॥
ক্ষেত্র বীজ হেরি মাত্র সৃষ্টির সম্বল।
মোরাও স্বীকার করি আছে সে যুগল॥
আমরাও চাহি আগে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
পাই তাহে রাধাকৃষ্ণ কিম্বা সীতারাম॥
তাঁরাই এ জনারণ্যে হঞা মূর্ত্তিমান।
গড়িয়া তুলেছে এই মুক্তির সোপান॥
উঠিয়া সীমান্তে তার দেখিবারে পাই।
পুরুষ আছেন খাড়া প্রকৃতি সে নাই॥
শেষের সিদ্ধান্তে আঁটি বুদ্ধ বৃহস্পতি।
কেবল মানিয়া গেছে পুরুষ-সংস্থিতি॥
ভিষকের স্নেহ-পাকে এই মাত্র হেরি।
সামগ্রী ফেলিয়া শেষ গুণ রাখে ধরি॥
এই রূপে বস্তু হতে ঘটাঞে বিয়োগ।
করে থাকি মোরা সবে গুণের সম্ভোগ॥
তদ্রূপ সে প্রকৃতির ঘটাঞে অভাব।
করেন সে সিদ্ধগণ ব্রহ্মানন্দ-লাভ॥

জন্মান্ধ বধির মূক বিকলাঙ্গ যেবা।
পূর্ব্বকর্ম্ম বিনা তার হেতু-বাদ কিবা॥
গর্ভ-সংরক্ষণে ক্রটি হেতু হইলে তার।
কেন চঞ্চলতা তেন ঘটিল মাতার॥
এইরূপ হইলে সবে অনবস্থা ঘেরা।
তৎপর সে কর্ম্মফল দিএেছিল ধরা॥
তাহলে ভাবিয়া তুমি দেখ হে সুমতি।
ভূত ভবিষ্যতে পাই আত্মার সংস্থিতি॥
পাইএ্যা মনোগ্রাহ্য ব্রহ্ম আত্মার সংবাদ।
আস্তিক্য গঠিত আগে পরে নেতি-বাদ॥
জনম না হলে যেন মরণ না হয়।
সেই মত অস্তি নাস্তি জানিবা নিশ্চয়॥
তা হলে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর যে নাই।
আস্তিকে বুঝায়ে দিতে নাস্তিক সে দায়ী॥
বিশ্বনাথ কহে এত বিচিত্র আখ্যান।
নাএের* কি দিব আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
প্রভু কন তব পাশে যদি অর্থ চাই।
যথার্থ যদ্যপি তব পাশে অর্থ নাই॥
নির্ব্বন্ধ দেখিয়া মোর হএে অতি ত্বরা।
খুলিয়া দেখাবে মোরে সিন্দুক পেটরা॥
স্থিতির নির্দ্দেশ বুঝি দেখাও আমায়।
ঈশ্বরাত্মা পরকাশ আছে কিবা নাই॥
সত্যই সে পরব্রহ্ম নাস্তি মনোহর।
সতত আছেন তিনি নাস্তির ভিতর॥
যাহ বৃদ্ধ দেখ গিয়া উদঘাটিয়া নাই।
নাএের ভিতরে তারে পাও কিবা নাই॥
যে চক্ষু মিলিয়া তুমি আছে বল নাস্তি।
সেই চক্ষু আস্তিকের মধ্যেকার নাস্তি॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে তব জন্মিল যে জ্ঞান।
আস্তিক সে জ্ঞান ধরে পর্ব্বত প্রমাণ॥
কিন্তু তারা আদৌ বিশ্বাসে করি ভর।
পার হয় অন্ধকারা-অবিদ্যা-সাগর॥
মায়া পারে মনশ্চক্ষু ফুটি উঠে তায়।
ভূতাত্মা ব্রহ্মের মূর্ত্তি দেখিবারে পায়॥
সেই চক্ষু যাহার না ফুটে যতক্ষণ।
কে পারে করাতে তায় ব্রহ্ম-দরশন॥
অক্ষম যে জন হয় লিখনে পঠনে।
কি হবে তাহার বেদবহী দরশনে॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যেই তারি আছে লয়।
এই হেতু তারে সবে মিথ্যা বলি কয়॥
তা হলে হে মতিমান করিয়া চিন্তন।
কিবা মিথ্যা কিবা সত্য কহ ত এখন॥
মিথ্যা যারে কবে তুমি সেই এ জগৎ।
সত্য যারে কবে সেই চিৎ আর সৎ॥
এই সৎ-চিদানন্দ ব্রহ্ম মোর হয়।
মহা প্রলয়েও তার না হয় বিলয়॥
সজাগ সুষুপ্ত নহে হেন ভাবাবেশে।
বিরাজেন আত্মানন্দে প্রলয়ের পাশে॥
পরে তাঁর লিঙ্গদেহ প্রকৃতি হইতে।
হয় পুনঃ বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছা মতে॥
বিপ্র কহে চণ্ডী তোর সার্থক জনম।
শাস্ত্রজ্ঞ হলেও আমি মূর্খ নরাধম॥
সুশিক্ষা না পাইলে তুমি বলে শুনি সবে।
কিন্তু শাস্ত্রে সুনিপুণ সিদ্ধির প্রভাবে।
প্রভু কহে শুন বিপ্র তুমার জনক।
ওই শুন বিলাপে না পেএে পিণ্ডোদক॥
সত্যই ত বলি বিপ্র কহে কর জুড়ি।
দীক্ষা দেরে চণ্ডীদাস তোর করে ধরি॥
ব্রহ্ম আছে মানি আমি আত্মা পরলোক।
কেঁদ না কেঁদ না পিতা দিব পিণ্ডোদক॥
এত কহি চণ্ডীর সে গুণ-গান করি।
বিদ্যুতের বেগে বিপ্র গেল অরসরি॥
জন্মিল সবার তাহে অসম আহ্লাদ।
রচিলা পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

* নাই-এর।

*।*।*

পরদিন প্রভাতে বরজি শয়ন।
ব্যস্ত প্রভু ছত্রিনায় যাত্রার কারণ॥
বার্ত্তা পাঞা পুরবাসী চলে দলে দলে।
রাজ-পথ সিক্ত হইলা নয়নের জলে॥
৯৩/ ] সবারে আশ্বাসি প্রভু সত্য পালিবারে।
দেন বাঁশী বয়ঃপ্রাপ্ত সুশীলের করে*॥
পদধূলি লইয়া শিরে দয়ানন্দ কন।
সংসারে থাকিতে আর নাহি সরে মন॥
আত্ম-চিন্তা হেতু তেঁই ভাবিয়াছি মনে।
দিনেক দুদিন পরে যাব কাশীধামে॥
হইবা তায় বিশ্বের নিত্য দরশন।
প্রত্যহ করিব তাঁর নির্ম্মাল্য গ্রহণ॥
বৃদ্ধ হঞা যদি আমি না করি এ কাজ।
কলঙ্কিত হইবা তবে ব্রাহ্মণ-সমাজ॥
কহিলেন চণ্ডীদাস সহাস্য বদনে।
রবি শশী মিলিবে কি পূর্ণিমার দিনে॥
অন্ধের না লাগে পায় যে বন্ধুর স্থান।
না পায় দেখিতে যেই হয় চক্ষুষ্মান॥
মণিময় মুকুট মস্তকে শোভা পায়।
কি বা শোভা হয় তার পরাইলে পায়॥
সুবুদ্ধি হইয়া যদি বিধি লঙ্ঘি চলে।
সজ্জন বলিয়া তারে বলিব কি বলে॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হঞে কহ যদি তুমি।
অনার্য্যের চিরারাধ্য জগতের স্বামী॥
তাহার নির্ম্মাল্য পুনঃ করিলে গ্রহণ।
কেমনে বুঝিব তবে তুমি বিচক্ষণ॥
দিবাকর অগ্নি বায়ু কিম্বা বারি ত্রয়†।
হতে হয় জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
সৃষ্টি গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু পালন-কারণ।
বিলয়ের গুণে হয় রুদ্র বিভীষণ॥
শিব নামে নাহি কোনও দেবতার স্থিতি।
মঙ্গল-ভাবার্থে আছে শিব বলি খ্যাতি॥
অনার্য্যের সাধ্য যেই আছিল তৎকালে।
কথিত হইত সেহ শিব-লিঙ্গ বলে॥
হইল যবে আর্য্য জাতি অনার্য্য-সহায়।
দুই শিব এক ভাবে মিলি গেল তায়॥
তেঁই সে পুরাণ স্মৃতি করি গেছে মানা।
দ্বিজাতি হইয়া লিঙ্গ করিতে অর্চ্চনা॥
অসৎ শূদ্র শুদ্ধ তার করিবে পূজন।
কিন্তু না করিবে কেহ নির্ম্মাল্য গ্রহণ॥
কুপোদকে ফেলি দিবে এই হইল রীতি।
তা হলে কি বল তুমি হঞা সরস্বতী॥
দ্বিজ কহে কেন বা আপুনি ভগবন্।
কাশীধামে করিলেন শিলার অর্চ্চন॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি মাতার চরণে।
পূজিতাম তার আগে বারাণসী ধামে॥
অতএব ছিল তায় মাতৃহেন জ্ঞান।
কেবল সে উপলক্ষ হয় শিলা খান॥
বিপ্র কহে বেদোক্ত সে রবির অর্চ্চনা।
অনার্য্য জাতির এই লিঙ্গ-উপাসনা॥
একই প্রকার বলি হয় মোর মনে।
আরাধিত হয় দোহে এক ব্রহ্ম-জ্ঞানে॥
প্রভু কহে সত্য কিন্তু শুনহে সুমতি।
ভোজন করেন অন্ন দরিদ্র ভূপতি॥
কিন্তু সে দীনের পাত্র মৃত্তিকার হয়।
নৃপতির অন্নপাত্র হয় হিরণ্ময়॥
মূর্খ যেই কাষ্ঠ লোষ্ট্রে করিবে অর্চ্চনা।
স্বল্প-বুদ্ধি পূজিবে সে মৃণ্ময়ী প্রতিমা॥
ব্রহ্ম-ধ্যানে রবে মাত্র যেই সুপণ্ডিত।
জেনো বৎস হয় এই শাস্ত্র-সমুচিত॥
দয়ানন্দ কহে পুনঃ লোকমুখে শুনি।
স্নানান্তে শিবের পূজা করেন আপুনি॥
তার মর্ম্ম কি বা হয় কহ প্রভু মোরে।
ডুবিয়া না মরি যেন বিভ্রম-সাগরে॥

---

* সুশীল, দয়ানন্দের পুত্র।

† দিবাকর অগ্নি বায়ু কিম্বা বারি, এই ত্রয়—আকাশে দিবাকর, অন্তরীক্ষে বায়ু কিম্বা ইন্দ্র, পৃথিবীতে অগ্নি, তিন দেশে তিন দেব, বৈদিক মতে।

চক্ষু মুদি কহে প্রভু শুন বিচক্ষণ।
কর্ত্তব্যের হয় সেটা মঙ্গলাচরণ॥
মঙ্গল-মন্ত্রের মাত্র হয় সে অর্চ্চনা।
তাহার উদ্দেশ্য কর্ম্মে মঙ্গল-প্রার্থনা॥
যাইবে যদি এ সংসার করিয়া বর্জ্জন।
শুভক্ষণ দেখি তবে যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হয় মর্ত্তে আনন্দ-কানন।
না মিলে এমন স্থান ভ্রমিলে ভুবন॥
তরুলতা জলস্থল প্রত্যেক জিনিস।
প্রত্যক্ষ করিলে লক্ষ্য হয় জগদীশ॥
নীরব দেখিয়া প্রভু কহে পুনরায়।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে না চাই॥
মোর বাক্য যদি তোর মনে নাহি ধরে।
যাহ তবে শুভক্ষণে বারাণসী পুরে॥
বিপ্র কহে বিশ্বনেত্রে সুধাংশু যেমন।
প্রভুর আদেশ তেন হৃদয়-রঞ্জন॥
কিন্তু কি কারণে কবি বুঝিতে পারি না।
দেবতা তেত্রিশ কোটি করেন কল্পনা॥
বেদোক্ত বাতাগ্নি-বারি-রবি চতুষ্টয়।
হতে হয় জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
তত্রাপি জগৎ ছাড়া নহে এই চারি।
জগৎ যে কর্ম্ম সেহ বুঝিতে বা পারি॥
তার কর্ত্তা আছে এক নিত্য নিরঞ্জন।
বুঝি আমি করে থাকি ব্রহ্ম-নিরূপণ॥
তব কৃপা-বলে পাই বিশ্বের ঠিকানা।
তত্রাপি বুঝিতে নারি কবির কল্পনা॥
চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন মতিমান।
বেদে আছে ভাস্করের* পূজার বিধান॥
নির্দ্দিষ্ট আছয়ে যেই নৈবেদ্য সকল।
পূতোদক ভোজন সামগ্রী ফুল ফল॥
সে সব গ্রহণ হেতু যোগ্য অবয়ব।
পূজক হইতে পূজ্যে ঘটিল সম্ভব॥
ভোজনের হেতু হয় কল্পিত আনন।
পুষ্প-সম্প্রদানে পদ হয় সংগঠন॥
৯৪/] এইরূপে হইল তবে সাধকেরি মত।
চিরারাধ্য দেবতার সর্ব্বাঙ্গ কল্পিত॥
ভাস্কর-বাতাগ্নি-জল দেব-চতুষ্টয়।
যে যে ভাবে ঘটান সে সৃষ্টিস্থিতিলয়॥
সেই সব ভাব পর ভাব ধরি তবে।
রচিল তেত্রিশ কোটি দেবতা মানবে॥
তারপর দিঞা কবি বিশ্বের মাধুরী।
সৃজিলা সুমেরু সঙ্গে এক স্বর্গ-পুরী॥
রূপ রস অলঙ্কার দিয়া তত্তঃপর।
সাজাইলা সেই স্থান মুনি-মনোহর॥
তাহার সে গুণ গান মোরা যত শুনি।
স্বর্গ বলি সেই বাক্য সত্য অনুমানি॥
সুতরাং কবি যেই সেই ভবে ধন্য।
তার বাক্যে মুগ্ধ যে সে সবার বরেণ্য॥
ভাবেতে বিভোর হঞে কবি উঠে জাগি।
কোন মতে নহে সেহ কলঙ্কের ভাগী॥
নির্জীবে সজীব গড়ি নাচালে যে জন।
আনন্দে নাচিয়া উঠে পাঠকের মন॥
নাহি এ জগতে কিছু যাহার তুলনা।
কে পারে ভেদিতে বৎস তাহার কল্পনা॥
দয়ানন্দ কহে সত্য কবির কলম।
একটি সুন্দর মর্ত্তে আনন্দ-কানন॥
প্রভুর আদেশ তবে শিরোধার্য্য করি।
দিনেক দুদিন পরে যাইব ব্রজপুরী॥
এত কহি সরস্বতী লইল বিদায়।
গাত্রোত্থান করি প্রভু চলে ছত্রিনায়॥
একমাত্র রাসমণি চলয়ে পশ্চাতে।
মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠে চতুর্দ্দিতে॥
ক্ষণ পরে হইল প্রভু দৃষ্টির বাহির।
সবার নয়নে তবে ফুটে উঠে নীর॥
বিষ্ণুপুর জলস্থলে ছাইল বিবাদ।
রচিলা পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

*|*|*

* আদিত্যের।

জামকুড়ি রাজস্থানে হইল প্রকাশ।
মল্লপুরে বন্দী আছে বসন্ত-বিলাস॥
তখনি আসিয়া রাজা অস্ত্রশস্ত্র ধরি।
ঘেরিল সদল বলে মল্লরাজ-পুরী॥
বার্ত্তা পেয়ে বালরাজ জাহ্নবী-জননী।
বসন্তে লইয়া সঙ্গে সাজিল তখনি॥
*গরজে গজবাজী
সারথি রথরাজী
নৃপ-বাহিনী আজী
সাজিল রে। (১)
ভেদি গগন ঘন
বিমন ঘনাঘন
ঝাঁজরী তূরী ভেরী
বাজিল রে॥ (২)
দশন কড়মড়
সুদৃঢ় উভরড়
তুরগ দড়বড়
ধাইল রে। (৩)
ঘুঙ্গুরী ঘুনু ঘুনু
নর্ত্তকী রুণু রুণু
গাওকী গুনু গুনু
গাইল রে॥ (৪)
বন্দী বন্দনানন
ফেরু ফুকারে ঘন
ভূভেদি বেদী
বেদোচ্চারিল রে। (৫)
সসজ্জ সারি সারি
সবারি বারি নারী
আরতি-বতী
সুবিহারিল রে॥ (৬)
সুরজয় বিজয়
নর-বিজয় ময়
হ্রদ কি নদনদী
নাদিল রে। (৭)
দামা দগড়া কাঁসী
পনবানক বাঁশী
ডঙ্ক অসংখ্য শঙ্খ
বাজিল রে॥ (৮)
স্থল অচল জল
সকল কল কল
সবল দল বল
চলিল রে। (৯)

---

* কবি কৃষ্ণসেন কল্যাণী-বসন্তের উপাখ্যানে চমৎকার ছন্দোজ্ঞানের ও অগাধ নব শব্দচয়ন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেন এই সমারোহযাত্রার অর্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ‘কবি তুণক ও পঞ্চবিংশক্ষরাবৃত্তি ছন্দের যমক ও যতি রক্ষা করিতে গিয়া ভাষা দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি যেমন বুঝিয়াছি তেমন লিখিলাম।

(১) সমর-যাত্রাজ্ঞানে হস্তী ও অশ্ব গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সারথি, রথ এবং রাজসেনানী সজ্জিত হইল।

(২) ঘন—কাংস্য করতাল গগন ভেদ করিয়া এবং ব্যাকুল ভাবে মুহুর্মুহুঃ ঝাঁজরী, তূরী ও ভেরী বাজিয়া উঠিল।

(৩) বরায় দন্তনিষ্পেষণে কড়মড় শব্দ করতঃ অপ্রতিহত ক্ষিপ্রগতিতে তুরগ দড়বড় পদশব্দে ধাবিত হইল।

(৪) ঘুঙ্গুরা নর্ত্তকগণ ঘুনু ঘুনু রবে এবং নর্ত্তকীগণ নূপুরের রুণু রুণু শব্দে নৃত্য করিয়া এবং গায়কগণ গুন গুন শব্দে গাইতে গাইতে চলিল।

(৫) স্তুতিপাঠকের মুখে রাজবংশের গুণগান স্ফুরিত হইল। তচ্ছ্রবণে শিবাকুল ঘন ঘন রব করিতে লাগিল। ধরাকে বিধুনিত করিয়া ঋত্বিকমণ্ডলী বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন।

(৬) সুসজ্জিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বারিপূর্ণ কলসীকক্ষে রাজ-বন্দিনী রমণীগণ দণ্ডায়মানা হইলেন।

(৭) সুর-বিজয় ও নর-বিজয় ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তদ্দ্বারা হ্রদ কি নদনদী সকলই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

(৮) দামা, দগড়া, কাঁসি, পনব (ঢক্কা বিং) আনক (মৃদঙ্গ), বাঁশী, ডঙ্কা, ও অসংখ্য শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

(৯) তাহাতে ভূভাগ, পর্ব্বত, জলনিধি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই কল কল রবে শব্দায়মান। এইরূপ সমারোহে সসৈন্যে রাজা ও রাজপুরুষগণ প্রতাপসিংহকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

রম্মিত চিত রথ
যূথপ যূথে যূথ
অযুত রথ পথ
দলিল রে ॥ (১০)

কুণ্ডীন যুবরাজ
রথ রাজিত রাজ
ক্ষীরোজ দ্বিজরাজ
উদিল রে। (১১)

চর্ম্মাসি চক-চক
মণি বিধক ধক
বক পাবক মুখ
মুদিল রে ॥ (১২)

অটল টলাটল
সচলা কুলাকুল
জলধি-জল-জাল
জাগিল রে। (১৩)

অধরাধরা তারা
কাতরা ধরা ত্বরা
ভার সম্বর বর
মাগিল রে ॥ (১৪)

বিগত পথ রথ
ভূতনাথ ধরাগত
মুদিত চিত দ্রুত
ধাইলরে। (১৫)

বিরথ দাপ তাপ
অকর শর চাপ
প্রতাপ নৃপ অপ
পাইল রে ॥ (১৬)

উভ সম সোসর
প্রবর নর বর
বিদর দর ধার
লোচন রে। (১৭)

পুলকাপ্লুত চিত
যুগ জনে সযুত
প্রভূত সুখ দুখ
মোচনে রে ॥ (১৮)

মল্লেশ সমাহৃত
গদ বিশদ স্তুত
শ্রুতি বিশ্রুত ক্ষিতি-
রমণ রে। (১৯)

---

(১০) ক্রীড়োন্মত্ত-চিত্ত রথাশ্ব দলে দলে হস্তী এবং অসংখ্য নরযান পথ বিদলিত করিল।

(১১) বীর্য্যবান রাজপুত্র রথস্থিত মল্লরাজ প্রতাপসিংহের চক্ষে ক্ষীরোদ-নন্দন চন্দ্রের ন্যায় সমুদিত হইলেন।

(১২) সৈনাকরস্থিত চর্ম্ম ও অসি চন্দ্র অথবা সূর্য্যালোকে চকচক করিতে লাগিল। রাজপরিচ্ছদ মুকুটাদির মণিমাণিক্যে ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাতে বকাদি জলচর পক্ষিগণ আহার ত্যাগ করিল (কলরবে), অগ্নি নিষ্প্রভ হইল (মণির কিরণে)।

(১৩) অটল বস্তু টলটল করিতে লাগিল। সচল বস্তু সকল চঞ্চল হইয়া পড়িল। সাগরের জলরাশি প্রবুদ্ধ হইয়া খড়িল।

(১৪) সমগ্র নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। মন্ত্রস্ত ধরণী বাহিনীর পদভার সম্বরণ-হেতু বরপ্রার্থিনী হইলেন। (কবিসময় প্রসিদ্ধি)।

(১৫) রথ যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, মল্লরাজ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কুচিত চিত্তে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন।

(১৬) বি (নাই) অথবা বিগত রথ-দাপ-তাপ যাহার এমন যে মল্লরাজ অর্থাৎ রথত্যাগ করিয়া পদব্রজে, মল্লরাজৈশ্বর্য্য-জনিত-দাম্ভিকত্ব ত্যাগ করিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায়, জ্বালাযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া জামকুড়িরাজ প্রতাপসিংহের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

(১৭) উভয়েই সমান এক ভূখণ্ডের দুই প্রতাপশালী রাজা। উভয়েরই অজস্রধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল।

(১৮) হর্ষাকুলিতচিত্ত দুঃখনিবৃত্তি বা নিরাকরণ হেতু নরপতি-দ্বয় পরস্পরের আলিঙ্গনে সুখানুভব করিয়া হর্ষাকুলিতচিত্ত হইলেন।

(১৯) মল্লরাজ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত, বিনম্র করুণ বাক্য দ্বারা বিশদভাবে স্তুত শ্রুতিপরম্পরাপ্রখ্যাত ধরণীপতি প্রতাপসিংহ অর্থাৎ

পুন চির বঞ্চিত
প্রোষিত সুত নীত
মৃত জীবিত প্রীত
শমন রে॥ (২০)

কমল দল জল
অমল ঠল ঠল
সজল ছল ছল
নয়নে রে। (২১)

নব যুব প্রবরে
সমর্পি করে করে
প্রণত ত্বরা ধরা-
শয়নে রে॥ (২২)

সাপ সপদি সুধী
প্রতাপ গুণ-নিধি
ভূপ প্রবোধি হৃদি
তুলিল রে। (২৩)

চির দুঃসহ অহ
সুত বিরহ দাহ
শোক সন্তাপ অপ
ভুলিল রে॥ (২৪)

মল্লরাজ, সুপ্রতিষ্ঠিত ধরণীপতি প্রতাপসিংহকে অতি নম্র করুণ বাক্যদ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া আপন প্রাসাদে আহ্বান করিলেন।

(২০) পুনশ্চ দীর্ঘদিন-বিরহিত বিদেশস্থিত পুত্র ( বসন্তবিলাস ) নীত হইলে অর্থাৎ প্রতাপসিংহের নিকট আনীত হইলে, মৃতজীব দ্বারা শমন যেমন প্রীত হয়েন তদ্রূপ তিনি ( প্রতাপসিংহ ) প্রীত হইলেন।

(২১) তারপর পদ্মপত্রগত নির্ম্মল জল যেমন টল টল করে তদ্রূপ মল্লরাজ ছল ছল সজল-নেত্রে

(২২) নব যুবরাজ বসন্তকে প্রতাপসিংহের হাতে সমর্পণ করতঃ তৎক্ষণাৎ ধরাসনে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন।

(২৩) সন্তুষ্ট হইয়া তদ্দণ্ডে, বহুগুণ-সম্পন্ন সুবুদ্ধি প্রতাপসিংহ মল্লরাজকে প্রবোধ দিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন।

(২৪) বহুদিনের অসহ্য নিগ্রহজনিত ও পুত্রবিরহজনিত যন্ত্রণা, শোক, সন্তাপ, এবং অপমানাদি সকল দুঃখই ভুলিয়া গেলেন।

অঙ্ক স্বসুত যুত
ভূপ স্বরথ গত
মল্লেশ মনোরথ
পুরণে রে। (২৫)

যুগ স্বরথো পর
প্রবর নর বর
সযুব বর বর
বরণে রে॥ (২৬)

চলে দ্বিদল দল
অচলা টল মল
কাতরাজরামরা
গগনে রে। (২৭)

সম উৎসবে সবে
সোত্তর বত্তোর
পশে অনুপভূপ
ভবনে রে॥ (২৮)

কর বিধৃত কর
স্থিত নৃবর বর
রাজিত রাজ রাজ
আসনে রে। (২৯)

মুকুট পট আদি
বিবিধ বিধি নিধি
পূজিত গদ গদ
ভাষণে রে॥ (৩০)

(২৫) নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক রাজা প্রতাপসিংহ নিজরথে আরোহণ করিলেন এবং মল্লরাজের মনোরথ পূর্ণহেতু

(২৬) গৌরবর্ণ যুবরাজ বসন্তের সহিত নৃপতিদ্বয় নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন।

(২৭) দুই দল দলবদ্ধ হইয়া চলিল তাহাতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। দেবলোকে ও দেবতা মার্গে দেবতাগণও সন্ত্রস্ত হইলেন।

(২৮) দুই দল সমভাবে মহাড়ম্বর করিয়া বীরবীর্য্যোচিত গম্ভীরনিনাদে অতুলনীয় মল্লরাজপুরে প্রবেশ করিলেন।

(২৯) নরপতিদ্বয় পরস্পর কর-ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত রাজধরাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

(৩০) জামকুড়ি-রাজ উষ্ণীষ ও নববস্ত্রাদিদ্বারা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও মণিমাণিক্যদ্বারা মধুর ভাষণে সংবর্দ্ধিত হইলেন।

কল্যাণীর রণ-বার্ত্তা শুনি লোক মুখে।
হলেন প্রতাপ-চন্দ্র মগ্ন মনসুখে ॥
রাখি এবে পিতাপুত্রে জাহ্নবীর ঠাই।
অপার আনন্দে কবি লইল বিদাই ॥
ভারতীরে পুনঃ সেহ করে আবাহন।
প্রভুর.সে অন্তলীলা করিতে বর্ণন ॥

*।*।*

১৪৶] ভারতীর স্তোত্র।*

বরজ১ শ্বেত সরোজ অজ২
বনজ-বন-বাসিনি৩ গো।
ললিত-কৃত- যুত শ্রীপদে
বিপদাপদ-নাশিনি গো ॥
ধর মা ধর হর গো হর
হৃদ-আঁধার-তারিনি গো।
তনয়৪ নীল কোমল হৃদি-
কমল-মল-হারিনি গো ॥
চরণ কম- কমল যুগ৫
আরোপি হৃদি কমলে গো।
ভব সবীণ- করা নূপুর-
পদা বিশদে বিমলে গো ॥
অদ্ভূত শ্রুত কৃত ললিত
ভ্রমি৬ ভ্রমর সদলে গো।
ত্রপিত-চিত বিভীত-মতি
দূরিত দূর বিরলে গো ॥৭

মা-বোল-বল৮ কাল-বিজয়ী
বিগত-বল সবল গো।
মা-বল-যুত- সুত-বিধৃত
দ্বিরদ-পদ৯ অচল গো ॥
সমল জল অমল যদি
কমল ফুটে তায় গো।
সাধে কি সুত শ্রীপদ শ্বেত-
যুত হৃদয় চায় গো ॥
ও জল-জাত অজল-জাত১০
সরে শোভা না পায় গো।
ভকতি-রস- সরস হৃদি
সর শোভিত তায় গো ॥
ভকত-চিত- পূজিত-পদ-
অমৃতামৃত১১ যেই গো।
সে সুত-জনী ভবসি অসি১২
সুত সুকৃত সেই গো ॥
অপরাপর মাকৃতাধর
তুষাবঘাতীপ্রায় গো১৩।
বায়স সুত- রুদিত চির
নিরখি পিক মায় গো১৪।
যদি বল মা কেন রে মা মা
রবে তবে বেদন গো।
আপদ্-কালে মা পদতলে
বাল-বল রোদন গো ॥
মা গো মা রবে ডাকে মা যবে
ভীত সুত স্বমায় গো।

* এই স্তোত্র ও পরে লিখিত ছত্রিনা-নগরবর্ণন রামতারক-সেনের কবিরাজী বহিতে আছে।

কবি এই স্তোত্র-রচনায় তাঁহার ছন্দোজ্ঞান ও শব্দজ্ঞান প্রদর্শনেচ্ছায় অনুপ্রাসের নিমিত্ত দ্ব্যর্থ ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তদুপরি লিপিকর-প্রমাদ জুটিয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ-সেন পাঠ শোধিত করিয়া সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে সে ব্যাখ্যা-সাহায্যে দুরূহ শব্দের অর্থ লিখিত হইল।

১) বর্জ্জন, পরিহার কর। ২) বিষ্ণু। ৩) বন, জল; পদ্ম-বন-বিলাসিনি। ৪) তোমার তনয়ের। ৫) তোমার কমনীয় চরণ-কমল-যুগ। ৬) 'ভ্রমি', ধ্বনি হইবে। ৭) লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দূর নির্জ্জনে (বৃক্ষ কোটরে) বিদূরিত হয়। ৮) মা, এই বোল বলা যায়। ৯) মা, এই নামে বলবান্ পুত্র কর্তৃক বিধৃতগজপদও অচল হয়। ১০) অই পদ্ম জল-জাত, পাদপদ্ম জলজাত নয়। ১১) পদামৃত পান দ্বারা যে অমৃত হইয়াছে। ১২) সে সুতের জনী জননী অসি (সং) তুমি ভবসি (সং) হও। ১৩) মাকৃতাধর, মা মাত্র এই শব্দ অধরে মুখে যাঁহাদের, তাহারা শক্তহীন তুষে আঘাত করে। ১৪) যেমন কাক-সুত কোকিলের মাতাকে নিরখি মাতৃজ্ঞানে

সে মা মা রবে কে সবে রবে[১৫]
নীরবে রবে হায় গো ॥
এ রবি-তলে কে কবি-কুলে
অকূলে কূলে(?)যায় গো।
বিগত বত ধীমত রত[১৬]
প্রণত তব পায় গো ॥
এ অধীরধী নীরধি নীর[১৭]
নিরখি নিরুপায় গো।
বিভীত-চিত চকিত হত
বিচিত[১৮] সুত তায় গো ॥
বিগত বর কবি-নিকর
তব বর-প্রভায় গো।
সকুত্তোসর(?) ভূ-রুহ-রুহ[১৯]
সুরস ফল পায় গো ॥
অচল-পদ সচল-পদ
বল প্রবলালয় গো।
অনপাদপি(?) অপি ও পদ
নিরখে ভবময় গো ॥
অদূর-দৃক দর্দ্দুর অপি[২০]
প্রবরাদর-কায় গো।
বিচিত চিত কৃতধী মুক
মেধাবী বি-মেধায় গো ॥
চরচি চির চরণ চারু
চারচন(?)চারণ গো।
সচরাচর সচরাচর
অজরামরগণ গো ॥
প্রকৃতি-কৃতি কৃত-অকৃত[২১]
সুকৃত গুণ-কৃপায় গো।

সুগুণ-পতি সুগুণ-বতী
পতি সুগুণ গায় গো ॥
তব শকতি ব্রততী সতি
কামদ-বীজ পায় গো।
সশিব বেদ ঈশ-অভেদ
মুকতি-ফল যায় গো ॥
অমিত গুণ গুণ অমিত
গুণ গণা(?)সঘন গো[২২]।
অমিত-গুণে[২৩] অমিত গুণ
অমিতাননানন (?) গো ॥
ভবনে বনে বনে ভুবনে
জীবনে যে যথায় গো।
বিশদ-ভাবে[২৪] ভাবে বিশদ
বিশদ ভাবে গায় গো ॥
অমিত-গুণে অগুণ জনে
স্বগুণে স্বরূপায় গো।
ভব সারদা বরদা ভব
সারদে বরদায় গো ॥

* | * | *

এস মা করুণাময়ী বাঁধি বক্ষে শিলা।
রচিব প্রভুর এবে অন্তিমের লীলা ॥
মগ্ন করি অমিয়ায় গরল উঠিবে তায়
গর্জ্জিবে অকাল-কাল-জলদগম্ভীর।
বহিবে নিস্বনি ঘন প্রচণ্ড সমীর ॥
অমার তমসা আসি ঘিরিবে মা দশ দিশি
হাসিবে বিকট হাসি পিশাচের মেলা।
গ্রাসিবে সে পূর্ণমাসী শশী যোল কলা ॥
না ফুরিবে মধুমাখা বসন্তে বসন্ত-সখা
ছুটিবে না মর্ত্তে আর মন্দার-সুরভি।
না বাজিবে মনোমাতা স্বর্গের দুন্দুভি ॥

---

রোদন করে, কিন্তু তাহার রোদন নিষ্ফল। ১৫) সবে সহিবে, রবে রহিবে। ১৬) এই মর্ত্ত্যে কে অকূল সাগরে ভাসিয়া যায়, সে সকল ধীমান তবপদরত প্রণত কবি বিগত হইয়াছেন। ১৭) এই অধীরমতি নীরধি সমুদ্রের নীর। ১৮) বিগতচেতনা। ১৯) মহীরুহ-জাত। 'সকুত্তোসর', স্বকৃত রোপ? ২০) প্রায়ান্ধ ও দর্দ্দুর কুষ্ঠরোগী। ২১) প্রকৃতির কর্ম (মনুষ্য) প্রায় অর্দ্ধকৃত হয়। কিন্তু তোমার গুণ-কৃপায় সুকৃত হয়। ২২) গুণিগণের অমিতগুণ তোমারই অমিতগুণ? ২৩) হে অমিতগুণে! ২৪) হে বিশদভাবে, যে যথায় ভাবে মনে বিশদ, সে বিশদ ভাবে পায়।

পাষাণ বাঁধেছি বুকে যা বলে বলুক লোকে
দেখাব এবার আমি সাজিয়া নিষ্ঠুর।
সুখের জীবনে দুখ কত সুমধুর ॥
নিয়তি ডেকেছে তায় আমি কি করিব ভাই
আইস সবে চল যাই এ ঘোর সঙ্কটে।
আঁকি লব মূর্ত্তি তাঁর স্মৃতি-চিত্র-পটে ॥
শশী-নেত্র-পক্ষ-শ্রুতি শকে যার অন্তর্হিতি
ইন্দু-শর-সিন্ধু-শরে শর-তুলি সরে।৯৬
মরে যে আবার কবি-কল্পনা-বাসরে ॥
তাহাতে তাহার ঘটে কতটুকু পাপ।
বুঝি ভাই দিবা তবে মোরে অভিশাপ ॥
করে যেই আবাহন সেই দেয় বিসর্জ্জন
এই হইল জগতের সুচির প্রবাদ।
কহ তবে ইথে মোর কিবা অপরাধ ॥

[ উদয়-সেন চণ্ডীদাস প্রভুর অন্তর্দ্ধান কাল ও তাঁহার পুঁথি শেষ করিবার সময় এই রকম ভাবে লিখিত করিয়াছেন ! হিমাংশুনেত্র-পক্ষশ্রুতিভির্যুতে শকে যেনান্তর্হিতঞ্চ। ইন্দুশরাব্ধিবাণৈর্যুতে বা শকে পুনশ্চ কবিকল্পনয়া। ভবিষ্যত্যন্তর্ধানন্তদেবম্ সম্ভাব্যপাপাদ-ভিশপ্তোহঞ্চ।]

৯৫/] উদয়-সেনের উক্তি।

বেদ পৃষ্ঠে দিয়া বেদ পাই যত রাশি।*
তত বর্ষ ছিলা প্রভু হইয়া প্রবাসী ॥
রচিলাম আমি তাঁর যতটুকু লীলা।
সমুদ্রের সনে যথা গোষ্পদের তুলা ॥

আদ্য লীলা পাই হেথা জমাদার-ঘরে।
মধ্যলীলা পাই গিয়া বন-বিষ্ণুপুরে ॥
তৎপর যাই আমি বাজী-পৃষ্ঠে চড়ি।
ইতস্ততঃ করি শেষ পাণ্ডুআ নগরী ॥
যেই খানে যেই মত পেঞেছি নিশান।
প্রাণপণ করি তার করেছি সন্ধান ॥
পাইয়াছি তাতে তার যতটুকু তথি।
নীলাচল তুলনায় সর্ষপ যেমতি ॥
মল্লরাজ-পেতা কয় প্রভু আসে ফিরে।
বিয়ালিশ বর্ষ গতে বন-বিষ্ণুপুরে ॥
বরষেক থাকি প্রভু তৎপর হেথায়।
বিষ্ণুপুর ছাড়ি তবে যান ছত্রিনায় ॥
না আসেন ফিরি আর মল্লপুরে কভু।
করিলেন দেহ রক্ষা গিঞা তথা প্রভু ॥
তদ্রূপ ভাষায় এরে করি অনুবাদ।
রচিলা বিবিধ ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ॥

* | * | *

ছত্রিনা নগর অতি মনোহর
ভূতলে অতুল শোভা।
চিত-চমৎকার কি কহিব আর
সুরাসুর-মনোলোভা ॥
ধার্ম্মিক প্রবর হামির-উত্তর
সেই দেশ-অধিপতি।
প্রতাপে প্রবল জিনি আখণ্ডল
দম্ভে কম্পে বসুমতী ॥
অভয়ার বরে বিশ্ব চরাচরে
অমর সমর-জয়ী।
ভূপে দয়া করি হঞে দিগম্বরী
রণে যান রণময়ী ॥*
ভৃত্য সপদাতি সৈন্য সেনাপতি
গজ বাজী অগণন।
সর্ব্বত্র অভয় সমরে দুর্জ্জয়
গতি জিনি প্রভঞ্জন ॥

৯৬) শশী = ১, নেত্র = ৩, পক্ষ = ২, শ্রুতি ( বেদ ) = ৪ ; ১৩২৪ শকে চণ্ডীদাসের অন্তর্ধান হইয়াছিল। কিন্তু ইন্দু = ১, শর = ৫, সিন্ধু = ৭, শর = ৫ ১৫৭৫ শকে শর-তুলি, শরের কলম 'সরে', লিখে। বহু পূর্বের ঘটনা কবি ১৫৭৫ শকে উপস্থিত করিতেছেন, ইহাতে পাপ আছে কি ? উদয়-সেন সংস্কৃত শ্লোকে উক্ত শক লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

* কবির মতে চণ্ডীদাস ৪৪ বর্ষ প্রবাসী ছিলেন। কবি আদ্যলীলা ছত্রিনায় জমাদার-ঘরে মধ্যলীলা বনবিষ্ণুপুরে পাইয়াছিলেন। মল্লরাজ-পেতা ( পত্রী ) অনুসারে চণ্ডীদাস ৪২ বর্ষ পরে বিষ্ণুপুরে ফিরিয়াছিলেন। তিনি ৪২ বর্ষ কোথায় যাপন করিয়াছিলেন, উদয়-সেন জানিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস কেন্দুবিল্ব হইতে বিষ্ণুপুর আসিয়াছিলেন। এইটুকু পাইতেছি।

* মল্লরাজ্য গোপালসিংহ ছত্রিনা অবরোধ করিলে।

শমন-সমান দ্বারে দ্বারবান
সদা অসি চর্ম্ম হাতে।
মক্ষিকা বিহঙ্গ কীটাদি পতঙ্গ
ক্ষণে খণ্ড ভীমাঘাতে ॥
কি ছার মানব দেব কি দানব
মহামায়া প্রকাশনে।
প্রবেশ না পায় সকম্পিত কায়
সদাগতি ভাবে মনে ॥
দীর্ঘ পরিসর শোভে সরোবর
বিকচ কমল সাজে।
করি গুন গুন গায় তার গুণ
রসিক ভ্রমর রাজে ॥
অতি সুশোভন বন উপবন
ফুল ফল রস-ভরা।
অবিরাম শুনি পিকবর ধ্বনি
মুনীন্দ্র-মানস-হরা ॥
বহে অতি ধীর মলয় সমীর
নিশির শিশির সঙ্গে।
আসে উষারাণী ভুবন-মোহিনী
রজনীর মনোভঙ্গে ॥
এ হেন সময় প্রভু গুণময়
যুবরাজপুরে পশি।
ডাকি হাঁকি কন উঠ পুরঞ্জন
প্রভাত হইল নিশি ॥

* | * | *

ডাক শুনি পুরঞ্জন খুলি দিল দ্বার।
প্রভু কন কোথা বৎস জননী তুমার ॥
পুরঞ্জন কহে তবে সজল নয়নে।
বহুকাল গত তিনি চিতা-আরোহণে ॥
সুধিলেন পুন প্রভু হঞে মর্ম্মাহত।
কতদিন পিতা তব পরলোক-গত ॥
পুরঞ্জন কহে দেব খুল্লতাত-সহ।
বৎসর চল্লিশ তিনি রেখেছেন দেহ ॥
পূজ্যপাদ পিতার কি মাতার চরণ।
দেখিয়াছি বলি মোর না হয় স্মরণ ॥
আবার সুধিলা প্রভু শৈশবের কালে।
তাহলে তুমারে কে বা স্নেহ দিঞা পালে ॥
কৃতাঞ্জলি-পুটে তবে কহে পুরঞ্জন।
এত কথা জিজ্ঞাসা করেন কি কারণ ॥
সে কথা শুনিয়া ফল হইবা কি বা শুনি।
বলুন তাহলে আগে কে হন আপুনি ॥
প্রভু কন নাম মোর হয় চণ্ডীদাস।
আমারো আছিল এই ছত্রিনায় বাস ॥
যতদিন রবে প্রাণ জরাজীর্ণ দেহে।
আসিয়াছি রব বলি তুমারি এ গৃহে ॥
ফণিনীর মত গর্জ্জি কহিলা করুণা।
মর মর ভণ্ড বুড়া একি বলে গো মা ॥
সঙ্গে আছে রাঁড়ী এক লজ্জা নাহি করে।
তারে লঞা থাকিতে এ গৃহস্থের ঘরে ॥
তাড়াতাড়ি কহে পুরু চুপ চুপ চুপ।
এই জটাধারী মোর পিতার স্বরূপ ॥
তার সহচরী মোর জননী-স্বরূপা।
না বুঝিয়া যা তা বল একি তুমি ক্ষেপা ॥
করুণা কহিল তুমি এমন না হলে।
তুমার সংসারে থাকি মরি সদা জ্বলে ॥
কুকুরে ভাঙ্গিলে হাঁড়ী তাড়ি যদি তারে।
খাওয়ায় তাহারে যেবা ডাকি আনি ঘরে ॥
বিড়ালে খাইলে দুগ্ধ বুকে লইয়া তায়।
আদর করিয়া যেবা আনন্দে নাচায় ॥
তার মত ক্ষেপা আর আছে কি এ দেশে।
আমি বল্যে করি ঘর লইয়া এ পুরুষে ॥
এখনি যেতেছি মোর ঠাকুরাণী বাড়ী।
ঘুচাইব আমি আজ তুমার এ বাড়ি ॥
বলি সতী গৃহ-ছাড়ি চলি গেল কোথা।
পাইলেন পুরঞ্জন মরমেতে ব্যথা ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু শুন পুরঞ্জন।
করিব আমি কি তবে অন্যত্রে গমন ॥

পুরঞ্জন কহে সে কি এ কি দেব না না।
তব তুল্য নহে মোর সহস্র করুণা ॥
কে-বা পুত্র কে-বা কন্যা কে-বা মোর জায়া।
তাহাদের ভালবাসা শুধু মোহ মায়া ॥
২৫০/] সাধু-সঙ্গ জীবনের কর্ত্তব্যের সার।
সাধু-সেব্য ততোধিক হয় সদাচার ॥
ঘরে বসি কেহ যদি সাধু-সঙ্গ পায়।
তার মত ভাগ্যবান কে আছে ধরায় ॥
প্রভু কহে বুঝিলাম তুমি পুণ্যবান।
না দেখিনু সাধু-ভক্ত তুমার সমান ॥
কিন্তু অতি দৈন্য দশা দেখিছি তুমার।
কেমনে করিবে সেবা আমার রামার ॥
পুরঞ্জন কহে প্রভু আমার বলিতে।
যা আছে তেমন কার আছে ছত্রিনাতে ॥
আমার অঙ্গের বল দন্তী-বলবৎ।
বহিবারে পারি আমি পাহাড়-পর্ব্বত ॥
দিয়াছে যে পদ মোরে দয়াময় হরি।
তাহে নিত্য ত্রিশ ক্রোশ হাঁটিবারে পারি ॥
করিতে পাষণ্ড-হৃদে দয়ার সঞ্চার।
দিয়াছেন রসনায় মধুর ঝঙ্কার ॥
সে হেন মধুর তানে এড়াইতে পারে।
কেহ নাঞি বিধাতার সৃষ্টির ভিতরে ॥
প্রভু পদে বন্দি আমি স্কন্ধে লঞা ঝুলী।
বাহিরিব মুখে যবে হরি হরি বলি ॥
কত রাজা রাজ্য দিয়া হবে বনচর।
তবু না পূরিবে প্রভু তুমার উদর ॥
হাসিলেন চণ্ডীদাস হাসিলা রামিনী।
পুনঃ কহে পুরঞ্জন তুমি মোর স্বামী ॥
কিন্তু প্রভু এই গ্রামে আছে বহু জন।
আইলেন মম পুরে কিসের কারণ ॥
প্রভু কহে তোর বংশে চণ্ডীদাস নামে।
ছিলা কেহ এই কথা শুন নাই কানে ॥
পুরঞ্জন কহে ছিলা মোর খুল্লতাত।
হঞেছেন বহুকাল পরলোক-গত ॥

রাজ-দ্রোহী বলি তায় করিয়া সন্দেহ।
চোরাঘাতে বিনাশিলা বঙ্গের বাদশাহ ॥
পিতৃ-বংশে আমি ছাড়া আর কেহ নাঞি।
শৈশবে সম্পত্তি সব হারাঞেছি তাঞি ॥
প্রভু কন আমি হই সেই চণ্ডীদাস।
পুরঞ্জন কহে আমি না করি বিশ্বাস ॥
রাসমণি কহে হাসি আমি সেই রামী।
পুরু কহে সে কথা না সত্য বলে মানি ॥
সিকন্দর চণ্ডীর সে করি প্রাণ হানি।
করেছেন অঙ্কলক্ষ্মী রামিনীরে জানি ॥
পড়ে যদি অগ্নিকুণ্ডে এক বিন্দু ঘৃত।
কে পায় ফিরিয়া তায় কহ দেখি মাতঃ ॥
ভালর নকল এত হইয়া দাঁড়ায়।
আসলের কেহ শেষ সন্ধান না পায় ॥
তুমাদের মুখে আজ এই কথা শুনি।
হইল ভক্তির কিছু গুরুত্বের হানি ॥
ভণ্ড চণ্ডীদাস যদি আমি প্রভু কহে।
কি হেতু পূজিবে মোরে রাখি তব গৃহে ॥
পুরু কহে রাজপক্ষী চেনা বড় দায়।
কিন্তু তার সেবাগুণে রাজা হওা যায় ॥
তেঁই ভাবিয়াছি মনে দ্বিধা নাহি রাখি।
সেবিব যতনে আমি যত আছে পাখী ॥
একদিন আসিবে নিশ্চয় পক্ষীরাজ।
সেবিব তাহারে তবে চিনিয়া কি কাজ ॥
প্রভু কহে রাজপক্ষী না আসিলে তবে।
এ দারুণ চেষ্টা তোর নিষ্ফলে যে যাবে ॥
পুরঞ্জন কহে মোর এমত বিশ্বাস।
কোনদিন তাহে আমি না হব হতাশ ॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিলে আগে চলে দাঁড়িকণা।
তৎপর সফরী শোল শাল রুহী পোনা ॥
সচঞ্চল হয়ে তবে যারা বড় বীর।
আপুনি নামিয়া আসে নিঃশেষিলে নীর ॥
পুলকাশ্রু বহিল প্রভুর দুই চক্ষে।
বাহু মিলি পুরঞ্জনে ধরিলেন বক্ষে ॥

কহিলেন চণ্ডীদাস ধন্য তুই আজ।
পাইলি এ বক্ষে যবে হেন রত্নরাজ ॥
পুরঞ্জন পুরঞ্জন কর রে বিশ্বাস।
পিতৃব্য আমি রে তোর সেই চণ্ডীদাস ॥
এই সেই শক্তিরূপা রাই রাসমণি।
তুই মোর একমাত্র কুল-চুড়ামণি ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
পুরঞ্জন কহে তবে সজল নয়নে ॥
যার চক্ষে একরূপে বিশ্ব রহে খাড়া।
প্রিয়তম আমি তার সে আমার খুড়া ॥
মেরু রেণু বিষামৃত স্বরগ শ্মশান।
যার জ্ঞান তুলাদণ্ডে সকলি সমান ॥
ক্ষণিকের সম্বন্ধ জড়াঞে তার সনে।
পূজিব চরণ তার খুল্লতাত-জ্ঞানে ॥
যেই রক্ত মিশায়েছ জগতের সাথে।
নাহি কি সে রক্ত মোর এই ধমনীতে ॥
পিতা মাতা পুত্র জায়া পর হয় যবে।
পিতৃব্য তাহলে কি সে আপনার হবে ॥
ভ্রাতৃপ্রেম টুটি যেবা লয় সাধুসঙ্গ।
ভ্রাতৃপুত্র হইবা তার কি সে আপ্তরঙ্গ ॥
না হইলে সাধু আমি সাধুসেবাগুণে।
তব সত্য ভালবাসা পাইব কেমনে ॥
সাধু তুমি সিদ্ধ তুমি এই মাত্র জানি।
পূজিব একাগ্র চিত্তে তব পা দুখানি ॥
সাধু সাধু পুরঞ্জন কহে চণ্ডীদাস।
তোর তুল্য হইলে সবে কাজ কি সন্ন্যাস ॥
জানিতাম যদি তুই জন্মিবি এ কুলে।
থাকিতাম পড়ি আমি ভ্রাতৃপদতলে ॥
৯৬/] বিশ্ব ঘুরি আমি যার না পাই আভাস।
ঘরে বসি কইলি তুই তারে সর্ব্বগ্রাস ॥
রামী কহে আমি হই রজকের মেয়ে।
কেমনে রাখিবে মোরে তুমার আলয়ে ॥
পুরু কয় যথা প্রভু তথা জগন্নাথ।
জাতির বিচার নাঞি তাঁহার সাক্ষাৎ ॥

বিশেষতঃ তুমি গঙ্গা তুমার সলিলে।
কে পারে ত্যজিতে মাতঃ অপবিত্র বলে ॥
হাসিয়া পশিল দোঁহে অন্তঃপুর মাঝে।
লোহিত বরণ রবি পূর্ব্বাকাশে সাজে ॥
রোহিণীরে ডাকি আনি কহিলা করুণা।
দেখ মা ছেলের তব কি মা বিবেচনা ॥
কিবা জাতি কিবা নাঞি ঘরে পূরি রাখে।
এতে কি মা ব্রাহ্মণের জাতি-কুল থাকে ॥
ঘরের বাহির যদি না কর এ পাপ।
মরিব তাহলে আমি জলে দিঞা ঝাঁপ ॥
বাসলী কহিল শূন্যে শুন রে করুণা।
আজি তোর ধর্ম্মকর্ম্ম সব যাবে জানা ॥
তোর পতি পতি-জ্ঞানে করে যার সেবা।
সতীসাধ্বী হঞে তুই বলিস এ কেবা ॥
করুণা কহিল ওই শুন ঠাকুরাণী।
পাইয়া বসেছে তারে কিবা এ ডাকিনী ॥
মোর বাক্যে যদি কভু পথে বসে নড়ে।
তখনি ডাকিনী তার বসে আসি ঘাড়ে ॥
কিন্তু আমি তারে যদি না বলাই সাঁচা।
জানিবে তাহলে মোর সতীপনা মিছা ॥
রোহিণী কহিল মা গো শুন নাই কানে।
বাসলী বলিয়া দেবী আছে এই গ্রামে ॥
তিনি মাত্র আমাদের কল্যাণ-কারণ।
তাঁরি কৃপাগুণে তোর কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥
ডাকিনী বলিয়া তারে কর যদি ঘৃণা।
কেমন তাহলে তোর হয় সতীপনা ॥
করুণা কহিল সে কি বাসলী-জননী।
শূন্যে থাকি এত কথা কহিছেন তিনি ॥
কেনে প্রবঞ্চনা এত সন্তানে শঙ্করী।
পিতৃব্য-শ্বশুর মোর কই আইল ফিরি ॥
রেখেছেন দেহ তিনি পাণ্ডুয়া নগরে।
কেন মিথ্যা বলি তবে ভুলাইলি মোরে ॥
বড় আশা ছিল মনে সব কাজ ফেলি।
পতিসহ পদে তাঁর দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

এতদিন হইল গত করুণার জ্ঞানে।
বলিতে অসত্য কথা বাসলীও জানে॥
মিথ্যা যা বলিবে মোরে রহস্যের ছলে।
সত্য হবে আমার সে বিশ্বাসের ফলে॥
বাসলী কহিল তবে কর মা বিশ্বাস।
বাঁচিয়া আসুক দেখি মরা চণ্ডীদাস॥
বধূ কহে মরা বাঁচা বলিছ যে তুই।
কোন্ কথা বিশ্বাস করিয়া লব মুই॥
কিন্তু যবে দয়াময়ী তোর পূর্ব্বভাষ।
ঘটাএগছে মোর মনে অটল বিশ্বাস॥
বাঁচিয়া আছেন তিনি নিশ্চয় তা হলে।
মিথ্যা হয় সত্য মা গো বিশ্বাসের ফলে॥
দেবী কন স্বভবনে আছে চণ্ডীদাস।
এই কথা তবে তোর হয় কি বিশ্বাস॥
বালা কহে যদি তুমি সত্য বলি মান।
তা হলে বিশ্বাস আমি না করিব কেন॥
জগন্মাতা কহে হাসি কহি সত্য করে।
পিতৃব্য-শ্বশুর তোর আছে ওই ঘরে॥
এই কথা শুনি তবে বধূ ঠাকুরাণী।
সেই ঘরে পশি গিএগা দেখে অনুমানি॥
শাশুড়ী কহিছে বটে বধূ কহে নয়।
নাসাগ্রে আঁচিল এঁর কই তবে রয়॥
দয়ানন্দ-জায়া হাসি কহে চুপে চুপে।
না দেখি তাহারে তুমি চিনিবে কিরূপে॥
বাসলী বলেন বটে আমি বলি তাই।
তত্রাপি বিশ্বাস তোর কেন তাহে নাই॥
করুণা কহিল মা গো তাই যদি হয়।
কেন তাঁরে দেখি মোর কাঁপিছে হৃদয়॥
নারীর স্বভাব সেটা কহিলা রোহিণী।
বাবা বলি প্রণাম করহ তাঁরে তুমি॥
বাবা বাবা বলি তবে পুরন্দর-জায়া।
প্রভুর চরণ-তলে পড়িল লুটিয়া॥
নয়ন মিলিয়া প্রভু আনন্দ অপার।
করিলেন আশীর্ব্বাদ শির চুম্বি তার॥

পুরুর ঘটিল তায় অসম আহ্লাদ।
রচিল পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

* | * | *

আচম্বিতে উচ্চরোলে কহে নরনারী।
ছত্রিনায় চণ্ডীদাস এসেছেন ফিরি॥
যুবক যে কহে সেহ কে সে চণ্ডীদাস।
বয়োবৃদ্ধ যে সে তায় করে উপহাস॥
প্রৌঢ় কহে দেখি নাই নাম আছে শুনা।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি তাহারি রচনা॥
সবে মিলি যাই চল তাঁহার সদন।
দর্শন করিয়া করি সার্থক জীবন॥
এত কহি চলে সবে কোলাহল করি।
ঝটিকা উঠিলে যথা সমুদ্রের বারি॥
উপনীত হএগ তবে প্রভু-সন্নিধান।
দলে দলে করে তাঁর চরণে প্রণাম॥
প্রণামের বিনিময়ে দিএগা ভালবাসা।
করেন সবার প্রভু কুশল জিজ্ঞাসা॥
কেহ তাহে শুভ কয় কেহ দুঃখ গায়।
পুত্র-হারা পিতা কাঁদি নিন্দে বিধাতায়॥
আশ্বস্ত করিয়া সবে প্রভু দয়াময়।
যুবগণে জিজ্ঞাসেন পিতৃ-পরিচয়॥
এই রূপে বহু কথা কহি বহুক্ষণ।
বিদায় লইয়া সবে করিল গমন॥
দেবজ্ঞানে পুরঞ্জন পূজেন তাহায়।
হাজার হাজার লোক নিত্য আসে যায়॥
হাম্বীর-উত্তর রাজা প্রভু পাশে আসি।
তত্ত্ব কথা লএগা থাকেন অহর্নিশি॥
২৮৶] পরনিন্দা পরদ্বেষ পরস্বহরণ।
সাধুসঙ্গ-গুণে ভুলে নর-নারী-গণ॥
ভুজঙ্গের সাথে খেলা করএগ নকুল।
মরা বৃক্ষ মুঞ্জরিত ফুটে তায় ফুল॥
অসংখ্য লোকের নিত্য হয় সমাগম।
ছত্রিনা নগর যেন আনন্দ-কানন॥

ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য হয় সামগান।
মুচিও যে শুচি হঞে করে হরিনাম॥
এইরূপে দুঃখ ভুলি ছত্রিনা ভুবন।
প্রভুসঙ্গ-গুণে হইল আনন্দে মগন॥
একদিন রাসমণি কহিছেন হাসি।
পরশু অমৃতযোগে শুভ একাদশী॥
চলিছে ভাস্কর এবে উত্তর গগনে।
আর কেন জীর্ণ দেহ বহি অকারণে॥
সঙ্কেত বুঝিয়া প্রভু কহিছেন তবে।
সাধন-সঙ্গিনী রাই তুমি কোথা রবে॥
রামী কহে আমি রব যথা রবে তুমি।
দ্যুলোকের সঙ্গী তব রজকিনী রামী॥
পুন কহে চণ্ডীদাস সহাস্য বদন।
যা হয় তৎপর তবে কর আয়োজন॥
কল্য যবে প্রকাশিবে দেব দিনমণি।
তৎকাল হইতে রব তাহলে মউনী॥
না ছুঁইব অন্নজল না কহিব কথা।
পুরঞ্জনে ডাকি তুমি বল এই কথা॥
দগ্ধ না করয়ে শব যেন চিতানলে।
নান্নুরের মাঠে রাখে মৃত্তিকার তলে॥[৯৭]
তারি পাশে তোরে যেন করএে স্থাপন।
অহোরাত্র করে যেন হরি-সঙ্কীর্তন॥
সবিশেষ রাসমণি বলে রেখ তায়।
দারিদ্র্য খণ্ডিবা তার বিভুর কৃপায়॥
যেই মত চণ্ডীদাস করেন নির্দ্দেশ।
পুরঞ্জনে ডাকি রামী কহে সবিশেষ॥
নির্ব্বাক হইল পুরু শুনি সেই কথা।
বসিয়া পড়িল ভূমে হেঁট করি মাথা॥
কিছুক্ষণ পরে কহে প্রভুর বচন।
অক্ষরে অক্ষরে আমি করিব পালন॥

স্মার্ত্ত মতে শ্রাদ্ধ তার মোরে করা চাই।
দশাহের মধ্যে কিন্তু অর্থ কোথা পাই॥
যা হয় তা করিবেন দয়াময় হরি।
এখন হইতে কেন বৃথা ভেবে মরি॥
চল মাতা যাই দোঁহে পিতৃব্যের ঠাঁই।
অর্থ চিন্তি পরমার্থ কেন বা হারাই॥
রামী কহে পরমার্থ যার কাছে রয়।
অর্থের অভাব তার কখনো না হয়॥
মিথ্যা কথা বলি পুরু কহিলেন হাসে।
ছারখারে গেলে অর্থ পরমার্থ আসে॥
রামী কহে তা হইলে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
কখনো না হইত রাজা এই পৃথিবীর॥
অম্বরীষ শিবি সে জনক মহাতেজা।
হইত কি রে পুরঞ্জন তা হইলে রাজা॥
পুরু গেল প্রভু পাশে রামিনী বাহিরে।
ঘোষিলা প্রভুর বার্ত্তা ফিরি ঘরে ঘরে॥
সে কথা শুনিয়া সবে গণিল প্রমাদ।
রচিল পয়ার-ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

* | * | *

পোহাইল বিভাবরী পাখী করে রব।
হইলেন চণ্ডীদাস তখনি নীরব॥
নয়ন মুদিয়া রহে ধ্যানেতে মগন।
শূন্যে থাকি জয়-ধ্বনি করে দেবগণ॥
অবিশ্রান্ত নরনারী রাজপথে চলে।
সিক্ত হইল বসুন্ধরা নয়নের জলে॥
জয় প্রভু চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি।
বন উপবন গিরি করে প্রতিধ্বনি॥
ঋত্বিক-মণ্ডলী সদা করে সাম-গান।
যাজ্ঞিক-নিকর করে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান॥
গৃহকর্ম্ম ত্যজি আজ ছত্রিনা-নিবাসী।
শুদ্ধাচারে ইষ্ট-চিন্তা করে অহর্নিশি
হরি বোল হরি বোল হে মধুসূদন
সঘনে উঠিছে রব ভেদিয়া গগন।

৯৭) ১ অঙ্কপত্রে ছাতনার বর্তমান মাপচিত্র পশ্য। বাসলীর আদি থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে চঃ সমাধি। দীর্ঘ কিছু উচ্চ মৃত্তিকা। লোকে এইটিকে চণ্ডীদাসের সমাধিস্থান দেখায়। ইহা পূর্বকালের নান্নুরের মাঠে বটে।

গৃহ-গাত্রে বৃক্ষ-গাত্রে রাধাকৃষ্ণ নাম।
বেড়ায় বালকবৃন্দ লিখি অবিশ্রাম॥
এইরূপে গেল দিবা আইল শর্ব্বরী।
চলে তবে গৃহ পানে ম্লান মুখে নারী॥
নীরবে মুছিয়া পরে নয়নের জল।
একে একে চলে ঘরে পুরুষের দল॥
নিদ্রার কুহকে মিলে প্রণয়-আভাস।
তমিস্রার তমোরাশি করে সর্ব্বগ্রাস॥
জীব-ঘটে পরব্রহ্ম আত্মানন্দে থাকি।
শ্বাস-প্রশ্বাসের পথে মারিছেন উঁকি॥
কিন্তু আজ পুরু কোন্ শক্তির প্রভাবে।
স্বভাবের ভাব-ভঙ্গে রহে স্ব-স্বভাবে॥
নয়ন মিলিয়া রয় প্রভু পাশে খাড়া।
তাল-বৃন্ত চালিয়া মশকে দেয় তাড়া॥
আবার অরুণ হাসি বিকাশি গগনে।
তমিস্রার তমোরাশি বিদূরিলা ক্ষণে॥
সুষুপ্তি পলায় ছুটে তুলি লইয়া ফাঁদ।
ভাঙ্গি গেল জীবের চৈতন্য-মোহ-বাঁধ॥
আবার জাগিয়া উঠে ছত্রিনা-নিবাসী।
প্রভুর নিকটে সবে দাণ্ডাইল আসি॥
চতুর্দ্দিক ঘিরি তায় করি হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-নামাঙ্কিত করে সর্ব্বগাত্রে রামী॥
৯৭/] সাজাইছে ফুল সাজে কত শত নারী।
বাজিছে দামামা শঙ্খ মৃদঙ্গ বাঁশরী॥
কেহ করে বেদধ্বনি কেহ চণ্ডীপাঠ।
কুঞ্চিত হইল ক্রমে প্রভুর ললাট॥
রামীর ইঙ্গিতে হইল শুদ্ধ জনরব।
ব্রাহ্মণের বেশে আসি কহিলা ভৈরব॥
রাখিতে প্রভুর দেহ বেশী নাই দেরি।
আন কেহ ডাকি এক বৈদ্য শুভকরী॥
চলিলেন পুরঞ্জন ক্ষণকাল পরে।
কবিরাজ লঞা সাথে আইলেন ফিরে॥
বিপ্র কহে হে ভিষক করি তাড়াতাড়ি।
প্রভুরে করান পান অন্তিমের বড়ি॥

দেখ দেখ সর্ব্ব অঙ্গ হতেছে অবশ।
পান করাইল বৈদ্য মৃত্যুঞ্জয়-রস॥
মহানিদ্রা ঘোরে প্রভু করেন শয়ন।
হরি হরি রবে সবে ভেদিল গগন॥
বাজি উঠে ঢোল ঢক্কা মৃদঙ্গ বাঁশরী।
সহসা উঠিল কাঁদি যত কুলনারী॥
উর্দ্ধমুখে থাকি তবে রাই রাসমণি।
ছিন্নমূল তরু সম পড়িলা ধরণী॥
ব্যস্ত হঞে দেখে সবে পরীক্ষিয়া তায়।
শক্তি-রূপা রামী আর এ জগতে নাই॥
একজন অন্যে কয় কিঞ্চিৎ গোপনে।
রামীর সৎকার মোরা করিব কেমনে॥
কেহ বলে রামিনী যে রজকের নারী।
তাহার সৎকার মোরা করিতে কি পারি॥
পুরঞ্জন কহে সেকি বেশ ত বিচার।
না করিবি তোরা কেও মায়ের সৎকার॥
যাহ তবে একা আমি করিব সে কাজ।
কেহ বলে কি বলিবে ব্রাহ্মণ-সমাজ॥
পুরু কয় খাইলি যবে রজকের ভাত।
তা হইলে তোসবার কোথা আছে জাত॥
যদি তোরা না করিবি মায়ের সৎকার।
থাক তবে বলি পুরু রুদ্ধ কইলা দ্বার॥
দয়ানন্দ কহে রামী হন জগন্মাতা।
তাঁহার সৎকার করা সৌভাগ্যের কথা॥
গৃহ-শূন্য ছিলে যবে নাহি ছিল ভাত।
যার কাছে দাঁড়াইতে পাতি নিত্য হাত॥
তিনি যদি তুমাদের হয় ঘৃণা-যোগ্য।
গোরস কেমনে হয় দেবতার ভোগ্য॥
সিদ্ধ প্রভু রামিনীরে করি মাত্র গুরু।
মো সবার ছিলা তিনি কামকল্পতরু॥
কেহ কহে তুমি যবে ধোপার জামাই।
এই কথা মাত্র ভাই তুমারে জুআয়॥
ক্রোধান্ধ হইয়া পুন দয়ানন্দ কয়।
দেখ রে নির্ব্বোধ তবে কি হতে কি হয়॥

কি চিন্তা তুমার পুরু খোল্য তুমি গৃহ।
সাজাও খট্টায় এক ছুটি শব দেহ॥
রোহিণী করুণা মাতা আমি আর তুমি।
চল লইয়া যাব শব নামুরের ভূমি॥
করিল তখন পুরু দ্বার উদঘাটন।
দয়ানন্দ দেখে তবে অদ্ভুত ঘটন॥
শব নাঞি সব আছে বড় অসম্ভব।
আমোদিত করে নাসা স্বর্গীয় সৌরভ॥
দয়ানন্দ কহে সবে দেখ এসে চেঞে।
দেবী কি মানবী রামী রজকের মেঞে॥
ধাকা-খাকি করি সবে দ্বারে মারে উঁকি।
অবাক হইল সবে শব নাই দেখি॥
হা-হতোস্মি বলি ভূমে পড়ে পুরঞ্জন।
করুণা করুণ স্বরে করঞে রোদন॥
ভৈরব কহিলা শূদ্রে স্পর্শি আমি যারে।
পুণ্যাত্মা পবিত্র বলি মানি আপনারে॥
জাতির দোহাই দিয়া তুমরা সকল।
কি আশ্চর্য্য না স্পর্শিলে হেন গঙ্গাজল॥
গুণের মর্য্যাদা চাহ নির্গুণ হইয়া।
নিরর্থক জাতিত্বের শুধু দিব্য দিয়া॥
কত সুখী হন রাম নররূপ-ধারী।
মিত্র ভাবে গুহক চণ্ডালে বক্ষে ধরি॥
গ্রাসহীন বাসহীন নিবাস কানন।
গৌরব-মাৎসর্য্য-হীন সেই ত ব্রাহ্মণ॥
শ্মশান স্বরগে যার নির্ব্বিকার গতি।
উচ্চনীচ সমজ্ঞান সেই ত দ্বিজাতি॥
আব্রহ্মচণ্ডালে যেই ধরে বক্ষে তুলি।
সেই ত আখ্যাত হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ বলি॥
অতএব বৎসগণ না কর অন্যথা।
ব্রাহ্মণ নামের সবে কর সার্থকতা॥
ব্রহ্মজ্ঞান লভি আজ তোমরা ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্ম ছাড়া কোন্ দ্রব্য কহহে ব্রাহ্মণ॥
যার কাছে রহে বৎস নীচ ভেদ-জ্ঞান।
৭৭/] না পায় সে জ্ঞান লঞে ব্রাহ্মণ-আখ্যান॥

ব্রহ্মবিদ্ হয় যে রে ব্রহ্মের স্বরূপ।
উচ্চনীচ জ্ঞান তার অতি অপরূপ॥
যা দেখিছ চতুর্দ্দিক তুমাদেরি সব।
তোমরাই এ সবের মাত্র অবয়ব॥
কর্ত্তা কর্ম্ম তুমরাই অরূপ স্বরূপ।
রামীর সৎকারে তবে কি হেতু বিরূপ॥
করপুটে কহে তবে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
প্রভুর যে আজ্ঞাধীন আমরা সকলি॥
কোথায় সে মৃতদেহ বলুন সত্বরে।
এখনি যাইব মোরা সৎকারের তরে॥
ভৈরব কহিল যাও নামুরের মাঠে।
আছে তথা শব শুনি সবে মাল সাঁটে॥
হরি-ধ্বনি করি সবে চলিল ত্বরায়।
শবপার্শ্বে নারী এক দেখিবারে পায়॥
দেখিতে দেখিতে নারী হইল অন্তর্দ্ধান।
বাসলী জানিয়া সবে করিল প্রণাম॥
স্বকরে কোদালি ধরি শত শত জন।
গর্ত্ত খুঁড়ি যতনে করিল পাটাতন॥
নববস্ত্র পরিধান করাইয়া শবে।
মুখামুখি বসাইলা দোঁহে মিলি সবে॥
তক্তা দিঞা তদুপরে চাপা দিলা মাটি।
একেবারে অসংখ্য মৃদঙ্গে পড়ে চাঁটি॥
হরিবোল রবে তবে কাঁপিল গগন।
রোহিণী করুণা বধূ জুড়িলা ক্রন্দন॥
ধীরে ধীরে চলে তবে বলি হরিবোল।
স্নান করি অশ্বত্থেরে দিলা আসি কোল॥
শ্মশানান্তে স্বভাবের ভাব লঞা সবে।
আপন আপন ঘরে পশিলা নীরবে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বন্দি বাসলী-চরণ।
প্রভুর অন্তিম লীলা করিল বর্ণন॥৯৮

সাধক-প্রবর চণ্ডীদাসের লীলা-বর্ণন সমাপ্ত।

*।*।*

৯৮) চণ্ডীদাস একাদশীর দিন প্রাতঃকালে মহানিদ্রায় অচেতন হইয়াছিলেন। তখন সৌর মাঘ মাস, রবি উত্তরায়ণে ছিলেন।

### কবি কৃষ্ণপ্রসাদ-গাঁতাইতের আত্মসংবাদ

কথারম্ভ ॥*

নীলকণ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র উদঅনারান।
আইসেছিলা ছত্রিনাঅ ত্যজি রাইগ্রাম ॥†
সর্ব্বসাস্ত্রে ষুনিপুন চিকিতসাকুসল।
জানি-স্থান দিলা তাঁরে ব্রাহ্মণমণ্ডল ॥
বতসরেক ছত্রিনাঅ করিআ বসতি।
সাস্ত্রজ্ঞানে চিকিতসায় লভিলেন খ্যাতি ॥
ক্রমে তিনি হইলেন রাজকবিরাজ।
দিলেন কিঞ্চিত রাজা ভুমি লাখেরাজ ॥
বাষুলীর স্তব তিনি করিআ বর্নন।
করিতেন ছাত্রগনে আদো অধ্যাপন ॥
একদিন ষুনি সেই ষুললিত গান।
বডই সন্তুষ্ট রাজা উত্তরনারান ॥৯৯
অতপর নররাঅ ডাকি তারে কন।
কর তুমি চণ্ডিদাসচরিত্রবর্নন ॥
তুমার তাহাতে ক্ষতি জদি কিছু হঅ।
পুরন করিব আমি নাহি কোন ভঅ ॥
অর্থের সাহাজ্য তাহে হইলে প্রওজন।
সে অর্থ তুমাঅ আমি করিব অর্পন ॥
তাহাতে প্রপিতামহ হইআ সংপ্রিত।
লিখিলেন চণ্ডিদাস জীবনচরিত ॥
৯৮/] ছিলা তাঁর দু পুত্র আনন্দ মহানন্দ।
খুল্লতাত ভ্রাতা এক জেষ্ঠ গোওরচন্দ্র ॥

আদোও আসেছিলা তার পিতা গদাধর।
চিকিতসার তরে এই ছত্রিনা নগর ॥
আনন্দ রাজার ছিল অমাত্য প্রধান।
মুনসী সে মহানন্দ ছিলা তার স্থান ॥
বখসী আছিলা গোওরচন্দ্র সেন।
হেন রাজকাজে সবে ছিলা মত্তাএন ॥
আনন্দের পুত্র হিরু মতি ফতেলাল।
রাজ-গস্তাইত হিরু ছিলা বহুকাল ॥
বিবাহ হইল তার পুত্র নাহি হঅ।
দোসযুক্ত বাসভুমি করিল নিশ্চঅ ॥
ছত্রিনা ছাডিআ তারা যাবে ভিন্ন্যগ্রাম।
এই কথা ষুনিলেন লছমীনারান ॥১০০
রাজা কহে হিরালাল ষুনিলাম আমি।
তুমি না ছত্রিনা ছাডি হবে ভিন্ন্যগ্রামী ॥
হিরালাল কহে দুষ্ট মোর ভদ্রাসন।
এই কথা বলে গনি জোতির্ব্বিদগন ॥
রাজা কহে বস জদি হীনসহবাসে।
তুমার জাতীঅ মান না রহিবা সেসে ॥
দেখ কোথা বেছপ্পর* থাকে যদি খাস।
দিব আমি তথা গিআ কর বসবাস ॥
মতিলাল কহে আছে লখ্যাসোল নামে।১০১
বেছপ্পর মওজা এক গডের দক্ষিনে ॥
অরকেসী নদী তার দুই দিকে বঅ।
সেই ভুমি বাসের ষুজোগ্য অতিসঅ ॥
হাসিআ কহেন রাজা জা কহিছে মতি।
কহ হিরু তাহে তব আছে কি সম্মতি ॥
হিরালাল কহে ওটা বালকের ভাস।
ব্যাঘ্র ভল্লুকের মাঝে কে করিবে বাস ॥
তাহে প্রভু তস্করের পদচিহ্ন খুজি।
কে বেডাবে দিনরাত কাজবাজ ত্যজি ॥

---

মাঘ মাসে সোম বুধ শুক্র, এই তিন বারে প্রথম ৪ দণ্ড অমৃত-যোগ। ১৩২৪ শকে পৌষ-শুক্লচতুর্দশীতে মাঘ-সংক্রমণ এবং মাঘ মাসের শেষ দিকে মাঘ-শুক্লএকাদশী বুধবারে হইয়াছিল। এই ঐক্য আকস্মিক? ১৩২৪ শকের মাঘ মাস—ইং ১৪০৩ সালের ফেবরুআরি।

* পুথীর বানান দেখাইবার নিমিত্ত এই আত্মসংবাদ পুথীর বানানে মুদ্রিত হইল।

† রাইগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় ছিল।

৯৯) উত্তরনারায়ণ ১৫৭০ শকে ছাতনার রাজা হইয়াছিলেন। পূর্বে দেখা গিয়াছে ১৫৭৫ শকে উদয়-সেন "চণ্ডিদাস চরিতামৃতম্" রচনা করেন। ১৬৫৩।৫৪ খ্রিষ্টাব্দে।

১০০) ইনি ১৬৭৮ শকে ছাতনার রাজা হইয়াছিলেন।

* ছপ্পর, চাল। বে-ছপ্পর, বসতিহীন।

১০১) ছাতনার তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এই গ্রাম। অরকেশী নদী দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়া দারিকেশীতে (দ্বারকেশ্বরে) পড়িয়াছে।

হাসিআ কহেন রাজা যুন গাস্তাইত।
মতিলাল জা কহিছে সেইত বিহিত॥
চাকরীর চেএ ভাল মোকরেরী তুমি।
অন্যথাএ অসমএ কি করিবে তুমি॥
লহ আজি লথ্যাসোল দিব তারপর।
দেখি যুনি দুই চারি মোওজা বেছপ্পর॥
হিরু কহে মতিলাল বুদ্ধিমান বটে।
তত্রাপিত কর্ম্মজ্ঞান নাহি তার ঘটে॥
জা হোক জা চাঅ সেহ দেহ রাজা তাই।
কিন্তু মতি আমি ভাই কিছুতেই নাঞি॥
মতিলাল কহে দাদা কি চিন্তা তুমার।
জখন জা হইবা সে আমারে লাগে ভার॥
হাসিআ ডাকেন রাজা মুন্সী একজন।
কিঞ্চিত পঞ্চকে তাহা করেন অর্প্পন॥
জেই ক্ষনে চলে চন্দ্র রসের সম্মুখে।
পশ্চাতে থাকিআ গ্রহ পিছু নেত্রে দেখে॥[১০২]
হেন সকে মঘার সে পক্ষ ফুল সরে।
দিলা রাজা লথ্যাসোল তিন সহোদরে॥
মতিলাল কহে দাদা জাবে তথা কবে।
৯৮৵ ] বাসের যুযোগ্য স্থান দেখিতে যে হবে॥
হিরু কহে আমি সেই দুর্গম কাননে।
কভু না জাইব ভাই জাই ভাব মনে॥
মতি কহে তবে মোরা চলিনু দু ভাই।
আমাদের তরে দাদা কোন চিন্তা নাই॥
হিরু কহে জাবে কিন্তু রবে সাবধানে।
বহু ঋক্ষ ব্যাঘ্র আছে যুনি সেই বনে॥
মতি কহে আমি দাদা বতসর ভিতর।
বন কাটি ব্যাঘ্র তাডি বসাব নগর॥
তত্তপর প্রনাম করি হিরুর চরনে।
চলি গেলা দুই ভাই সহাস্য বদনে॥
হিরুর নঅনে কিন্তু নাহি ধরে জল।
পথ পানে চাঞে থাকে আঁখি ছল ছল॥

পাগলের মত কহে হাঅ কি করিনু।
জীবন দোসর দুটি ব্যাঘ্র মুখে দিনু॥
সন্তান সন্ততি জাআ সর্ব্বত্র সুলভ।
ভাই সম বন্ধু কিন্তু অতিব দুর্ল্ভ॥
নির্ব্বংস জাইব তবু না ছাডিব ভাই।
জীবন গুঁআব থাকি এই ছত্রিনাঅ॥
এত কহি বস্ত্রাঞ্চলে মুছি মুখ চোখ।
বাহুডি আনিতে দোঁহে পাঠাইলা লোক॥
ফিরিআ ধরনীধর বাগ্দী লগ্দী তাঁর।
কহিল হিরু:র তারা ফিরিবে না আর॥
বড দুঃখ ধরি বুকে আইলেন ঘরে।
সব কথা খুলিআ কহিল দঞিতারে॥*
স্বরসতী কহে তবে হঞে হাস্যমুখী।
তাই বুঝি কাঁদে২ ফুলাঞেছ আঁখি॥
ভুমি লাভ করি জদি ভাই গেল তথা।
কে না কবে এত বড সোওভাগ্যের কথা
হিরু কহে সে জে অতি নির্জন কানন।
নরমাংসাহারী জীব বসে অগনন॥
সেখানে জতই তারা থাক সাবধানে।
মনে হঅ কোনমতে না রহিবে প্রানে॥
স্বরসতী কহে একি পুরুসের কথা।
কেন দুঃখ আন মনে ভাবি তুমি জা তা॥
ভার্জ্যার এ হেন বাক্যে ধর্জ্য ধরে হিরু।
থাকি২ তবু বক্ষ কাপে দুরু২॥
এইরুপে গত হইলে মাসাধিক কাল।
হিরুর সম্মুখে এক আইল সাঁওতাল।
হিরু বলে কি বলিবি বল ত্বরা করি।
সে বলিল ভাই দুটা গেছে তুর মরি॥
কেঁদে২ কহে হিরু মরিল কেমনে।
সাঁওতাল কহিল মুলা† কি করে কে জানে॥
ঢুকেছিল বনে আজ যুকালে দুভাই।
হইল দুপুর বেলা তবু ফিরে নাঞি॥

১০২) ১৬৯৩ শকে—ইং ১৭৭১ সালে। মাঘ মাসের ২৫শে ?
গ্রামখানি প্রায় ৩০০ বিঘা, পঞ্চকী ১৲ টাকা।

* দয়িতা, প্রিয়া।
† মুল মরিল।

৯৯/] বুধ হঅ একটাকে খাঞে দিল বাঘে।
আর একটা মরিআ দিল সেই অম্বুরাগে॥
শুনি হিরু ছুটিল সে লখ্যাসোল পানে।
রাজা শুনি বহুলোক পাঠান সেখানে॥
পাঁতি ২ করি বন খুজে আসি সবে।
মতি ২ বলি হিরু ডাকে উচ্চরবে॥
উত্তর করিল মতি আছি মোরা দোঁহে।
তুলসীর গাডা* পাসে প্রস্তরের গুহে॥
ছুটাছুটি করি তথা আইল সকলে।
বাহির হইল মতি ক্তু টলে ২॥
হিরু কহে ধরি দোঁহে বক্ষোপরে টানি।
হেতা কেন ছিলি তোরা বল দেখি শুনি॥
ইতস্তত: করি তবে কহে মতিলাল।
এই পথ দিআ জাঅ হস্তী পালে পাল॥
আর্জ দেখি ধাভীগুলা বহুদূর গেলে।
একটি সাবক জাঅ আস্তে ২ চলে॥
কোন মতে ধরি এটা দিলে নৃপতিরে।
বহু অর্থ পাব বলি ধরিলাম তারে॥
লতা দিঞা বাধিলাম চারিপদ তার।
আছাড খাইআ সেহ করিল চিতকার॥
পোঁ পোঁ রবে দ্রুত হাতি ফিরিল তখন।
পদ চাপে মড মডে ভাঙ্গে তরুগন॥
দুপু ২ দুপু ২ সব্দ জাঅ শুনা।
ধুমরাসি সম শুন্যে উডে ধুলী কনা॥
ছুটিআ পালাতে আর উপাঅ না পাই।
অগত্যা এ গুহা মর্দ্ধে পসিনু দুভাই॥
উন্মত্তের মত আসি ছিন্ন করি লতা।
সাবকে উদ্ধার করি ফিরে গেলা তথা॥
বড বড প্রস্তর ছুডিআ ফেলে দুরে।
ভাঙ্গিআ বৃক্ষের ডাল অবিশ্রান্ত ছুডে॥
চক্রাকারে দলে দলে ঘুরিআ বেডাঅ।
পুর্ব্বমুখী হইল রবী তবু নাহি জাঅ॥
এই মাত্র গেল তারা দক্ষিনেতে ফিরি।*
ক্ষুদাঅ তৃষ্ণাঅ আর দাডাতে না পারি॥
গৃহ মর্দ্ধে দোঁহে তবে করি আনঅন।
উদর পুরিআ হিরু করাঅ ভোজন॥
কহে পরে কাজ নাই ধন ধান্যে আর।
নাহি চাই আমি আর পুত্র পরিবার॥
চল মোর সাথে তোরা রবি ছত্রিনাঅ।
না চাঞি হলেও হিরা এ হেন মোওজাঅ॥
মতি কহে দেখ দাদা কি সোভা সুন্দর।
দেউলের ভগ্নস্তুপ বৃক্ষ তদুপর॥
দুই দিকে ভগ্ন উচ্চ প্রাচির বেষ্টনী।
সম্মুখে সারস তোআ পানী পুষ্করিণী॥
অতি উচ্চ সাল বৃক্ষ সাজে সারি ২।
তদুপরে করে রব শুখে শুকসারী॥
গডের দক্ষিন পুর্ব্বে বহে অরকেসী।
কোন ভাগ্যবান হেথা ছিলা অধিবাসী॥
নাম এর দোলডাঙ্গা শুনি সব কঅ।
কহ দাদা তাহার তাতপর্জ্য কিবা হঅ॥
বহুলোক কহে হেথা আছে বহু ধন।
কেন হেন জনরব কি বটে কারণ॥
পানি পথুরের ওই কিঞ্চিত উত্তর।
দে পথুর নামে সোভে কিবা সরোবর॥
এমন সুন্দর বাপী দেখি নাই আমি।
কে খনিলা কোন কালে কহ দাদা শুনি॥
দলদলী কুসুমা জাম জলহরি† নামে।
কিবা খুদ্র বাপী সোভে দেখ স্থানে ২॥
এখানের মাটী জদি খনি করি নিচু।
৯৯৮/] দেখা যাঅ গৃহ দ্রব্য কিছু বা না কিছু॥

* গাড়া, গর্ত। প্রচলিত শব্দ।

* শত বৎসর পূর্বে ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের বন হইতে হাথীর পাল আসিত।

† যে পুষ্করিণীর জল গৃহকর্মে আহৃত হয়, তাহার নাম জলহরি। জলহরি অবশ্য বাস্তু-সংলগ্ন হয়। ছাতনার নাম্বুর হাটতলায় এক জলহরি আছে। এখন সেখানে বসতি নাই। বর্তমানে লখ্যাসোলের উক্ত তিন জলহরি গড়িয়ায় পরিণত হইয়াছে। নাম দোলদলীগাড়া তুলসীগাড়া, জামগাড়া।

কভু এটা আছিল জে বিসাল নগর।
চিহ্ন তার ভগ্নস্তুপ সরসী নিকর ॥(১০৩
কেহ না বলিতে পারে কোনকালে কেবা।
বসিত নগর ভাজি পালাঅ কেনে বা ॥
বড়ই য়ুন্দর স্থান মনের মতন।
করিব আবার আমি নগর পত্তন ॥
এই স্থান ছাড়ি জদি করি পলাঅন।
হইবা আমার তবে জিঅন্তে মরন ॥
জদিও মানুষ ধরি খাঅ বটে বাঘে।
নিত্য নর দরসনে দূর বনে ভাগে।
এই যে দেখিছি মোরা দলে ২ হাতি।
চিনিবে না হাতী কিবা মোদেরি সন্ততি।
কেন ভঅ কর দাদা জাহ ছত্রিনাঅ।
জিবন মরন সেত বিধির ইচ্ছাঅ ॥
তুমারিই জানি মোরা পিতৃ নারাঅন।
পুত্রাধিক স্নেহ তুমি কর সে কারন ॥
কি ভঅ তুমার ওই চরন প্রসাদে।
ব্যাঘ্র ভল্লুকের মাঝে রব অপ্রমাদে ॥
ফতেলাল কহে দাদা ধরি তব পাঅ।
আমারে না বল আর জাইতে ছত্রিনাঅ ॥
ওই জে কমলকান্তি জল মনোহর।
দে পখুর নামে দাদা সোভে সরোবর ॥
কুলে তার বিল্বমূলে বিপত্তারিনী।
আছেন বাযুলী মাতা বিশ্বের জননী ॥
স্বপ্ন ছলে কহিলেন করি অট্টহাস।
ভঅ কিরে লখ্যাসোলে কর তোরা বাস ॥
হিরু কহে বুঝিলাম নানা ছল করে।
নির্ম্মম হইআ তোরা ত্যজিলি আমারে ॥
কিন্তু আমি কি করিআ ভাতৃসঙ্গ ছাড়ি।
হাম্বুলিআ গ্রামে রব করি বাসা বাড়ী ॥
এইরূপে ত্যজি হিরু ছত্রিনা নিবাস।
আসি হাম্বুলিআ গ্রামে করিলেন বাস ॥
কার্ত্তিকেঅ পুজা হেথা কইলে আরম্ভন।
বতসরেক মর্দ্ধে মোর হইল জনম ॥ ১০৪
ক্রমে ২ দিলা রাজা দস মোওজা তাঅ।
অংসের না কইল দাবী মতি ফতু তাঅ ॥
এ দোঁহার বিবাহ হইল ক্রমে ২।
হদলনারানপুর বারাসত গ্রামে ॥
সসীমুখী বড় কাকী ছোট রাধারানী।
পরস্পর হঅ তারা নিকট ভগিনী ॥
চারি বর্স পার মোর হইলে বঅস।
হাতে খড়ি দিতে পিতা করেন মানস ॥

---

১০৩) এক কালে লখ্যাসোল গ্রামে এক রাজার বাস ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। অরকেশী নদী গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা বেষ্টন করিয়াছে উত্তরে দারকেশী। দারকেশীর বর্তমান নাম দ্বারকেশ্বর। কিম্বদন্তী এই, কন্দর্প-পাইণ নামে এক উৎকল ব্রাহ্মণ গ্রাম স্থাপন করেন। পাইণ, ওড়িয়া পাণিগ্রাহী। তিনি শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের প্রস্তরভগ্নাবশেষ ও দোলমঞ্চের ইষ্টকভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দোলমঞ্চের স্থান, এখন দোলডাঙ্গা। ছাতনার রাজা শঙ্খরায়ের পূর্বের কথা। কিন্তু সামন্তজাতি পরাক্রান্ত ও দুর্দান্ত ছিল। এক কন্দরায় নামে সামন্ত কন্দর্প-পাণিকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়া বসে। তাহার অত্যাচার ও দুই নদীর বন্যা হেতু প্রজাবর্গ পলায়ন করে লখ্যাসোল অরণ্যে পরিণত হয়। তদনন্তর চণ্ডীদাস লোক-মুখে শ্যামসুন্দরের কথা শুনিয়া সে গ্রামে আসেন এবং বিগ্রহটি উদ্ধারে যত্নবান্ হন। রাজা হামীর-উত্তর রায়ের সাহায্যে ভগ্নমন্দির-সংস্কারে উদ্‌যোগী হন। কিন্তু মূর্তিটি ভগ্ন দেখিয়া আর চেষ্টা করেন নাই। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেস্থান এখন সন্ন্যাসীডাঙ্গা নামে খ্যাত।

এই কিম্বদন্তী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনের নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলেন, তিনি দোলডাঙ্গার নিকট লেখ-যুক্ত তিন খণ্ড প্রস্তর পাইয়াছিলেন। একখানিতে "চণ্ডীদাস" এই নাম অঙ্কিত ছিল। অন্য দুইখানির লেখ পড়িতে পারা যায় নাই। ১৩২২ সালে দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতা সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে জন কয়েক আসিয়াছিলেন দিন কয়েক সেন-দের এক মেলায় ছিলেন। সে সময় ডাক্তার বিনোদবিহারী-রায় পাঠোদ্ধার ও ইতিহাসোদ্ধার নিমিত্ত প্রস্তর তিনখণ্ড লইয়া যান, ফিরাইয়া দেন নাই। সেবক-দের শ্রীযুত হরিপ্রসাদ-মল্লিক ও শ্রীযুত মথুরানাথ-নন্দী এই বিষয় সবিশেষ জানিতেন। দুঃখের বিষয় বিনোদবাবু পরলোকগত। লেখযুক্ত প্রস্তর তিনখানির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

১০৪) লখ্যাসোল গ্রামের উত্তর পাশে হাম্বুল্যা গ্রাম। ১৬৯৩ শকে হীরালাল লখ্যাসোল পাইয়াছিলেন। ১৬৯৪ শকে কবি কৃষ্ণ-সেনের জন্ম হইয়াছিল। লখ্যাসোল এখন লক্ষ্মী-শোল নাম পাইতেছে।

যুক্ষনে আচাজ্য তবে বেদ মন্ত্র পড়ি।
বিধিমতে যুষ্মাচারে দেন হাতে খড়ি ॥
হাসিতে খেলিতে কত বালকের সাথ।
নিত্য আমি বিদ্যালএ করি জাতাআত ॥
ছত্রিস বর্নের জ্ঞান হঅ ছঅমাসে।
সঙ্কেত বুঝিতে পারি তেত্রিস দিবসে ॥
যুক্তাক্ষর চিনি আমি গেলে পঞ্চমাস।
সকল পুস্তক আমি পড়ি অনাআস ॥
ক্রমিক দ্বাদস বর্স করি অধ্যঅন।
ব্যাকরন কাব্যজ্ঞান করিনু অর্জ্জন ॥
নানা সাস্ত্র দেখি তবে পড়িনু চরক।
সশ্রুত নিদান পঞ্চ সাস্ত্র সে বোদ্যক ॥
নানা স্থান ঘুরি ফিরি আইলাম পরে।
পিতৃ সন্নিধানে মোর ছত্রিনা নগরে ॥
১০০/] ভাগ্যক্রমে মোর প্রতি হএ্যে কৃপাবান।
করিতেন স্নেহ মোরে বলাইনারান ॥
বাজে কাজ ত্যজি তিনি বসি সর্ব্বক্ষন।
করিতেন মোর সঙ্গে সাস্ত্র আলাপন ॥
একদিন নন্দলাল নামে চাটুকার।
রাজার নিকটে আসি করিল প্রচার ॥
কৃষ্ণ এর চাকর হএ্যে আস্পর্দ্ধা কেমন।
রাজপুত্রে সহ করে একত্রে সঅন ॥
কখনো বা স্কন্ধে চড়ে দেখেছি নঅনে।
রাজভক্ত হএ্যে মোরা সহিব কেমনে ॥
হুযুরে হাজীর হএ্যে করিনু জাহির।
এ খেত্রে কর্ত্তব্য মোর করে দেন স্থির ॥
রাজা কহে হিরালাল রাজগাস্তাইত।
তার পুত্র সনে রাজপুত্রের সম্প্রিত ॥
সখিত্বের কার্জ্য হঅ আদো সমজ্ঞান।
তেঁই সে রাখালস্কন্ধে নাচে ঘনস্যাম ॥
কর্ম্মনাসা বারি জদি মিলে গঙ্গাজলে।
অপবিত্র বলি কেবা ছুড়ে পদতলে ॥
কৃষ্ণ বলরাম কিবা যুনরে পাগল
জেমন সে জহ্নুসুতা জমুনার জল ॥

হেরিআ তাদের হেন কর্ম্মের বিকাস।
তুমার কর্ত্তবা হঅ আনন্দ প্রকাস ॥
নন্দলাল কহে প্রভু হঅ এক সন্ধ।
বারি পাত্র উভএর নিকট সম্বন্ধ ॥
ঘট মর্দ্ধে বারি ধরা হঅ সভাবত।
বারি মর্দ্ধে ঘটে রাখা হঅ কি সঙ্গত ॥
রাজা কহে এ দৃষ্টান্ত বন্ধুত্তের নঅ।
পাত্র বারি সম্বন্ধ কি তার তুল্য হঅ ॥
সুন নন্দলাল। এই তুমার কথাঅ।
আধার হইতে বড় আধেঅ বুঝাঅ ॥
ঘট সহ বারীর সম্বন্ধ ঘটে জবে।
অস্পৃশ্য জাতির স্পর্সে অপবিত্র হবে ॥
প্রধানতঃ আদোও জল না হঅ উভঅ।
জল হতে ঘট তবে কিসে তুচ্ছ হঅ ॥
রাজ কাজে রাজা রবে রাজার আসনে।
পাত্র মিত্র রবে তার বসি নিচাসনে ॥
জতক্ষন রহে ফনী মহেসের অঙ্গে।
অন্য ফনী তুলনা না হঅ তার সঙ্গে ॥
কিন্তু সে বোমাঙ্গ ছাড়ি হইলে বাহির।
কোন ফনী ডরে তারে হইলে গম্ভীর ॥
সেই মত রাজা জবে ত্যজে রাজাসন।
উচিত আপনে জ্ঞান যেন সাধারন ॥
এই কথা যুনি তবে চলে নন্দলাল।
বিচ্ছিন্ন্য হইল তার চক্রান্তের জাল ॥
কিছুদিন পরে রাজা হন তিরোধান।
রাজপাটে বসিলেন বলাইনারান ॥১০৫
একদিন কন রাজা যুনহ প্রসাদ।
চণ্ডির চরিত্র কর বঙ্গে অনুবাদ ॥
১০০/৴] ক্ষতির পুরন পাইবা রাজকোস হইতে।
উদঅসেনের পুথী আছে মোর সাথে ॥

১০৫) বলরাম-নারায়ণ বা বলরাম-দেও বা বলাইনারাণ ১৭২৫ শকে—ইং ১৮০৩।০৪ সালে রাজা হইয়াছিলেন। ১৭২৫ শকের আটদশ বৎসর মধ্যে কৃষ্ণ-সেন "বাসলী ও চণ্ডীদাস" অর্থাৎ "চণ্ডীদাসচরিত" লিখিয়াছিলেন।

রাজ আজ্ঞা ধরি সিরে দেখি যুভক্ষন।
দিন রাত বন্দি মাতা বযুনী চরন॥
প্রনমি প্রপিতামহে বন্দি গুরুপাদ।
আরম্ভিনু চণ্ডিলিলা বঙ্গে অনুবাদ॥
মা আমার স্বরসতী গুনে স্বরসতী।
মোর হেন কর্ম্মে তার আছিলা সম্প্রতি॥
স্বর্গীয় পিতার আমি একমাত্র যুত।
উদার আছিলা তিনি প্রান পুত্রগত॥
তেঁই তিনি দেখি মোরে হেন চিন্তাসীল।
জন্মিল তাঁহার মনে দুশ্চিন্তা জটিল॥
দিন রাত হঞা আমি হেন কর্ম্মে ব্রতী।
সাম্মাসিক কাল গতে সেস কইনু পুথী॥
আদি অন্ত যুনি রাজা কহিলেন মোরে।
জীবন থাকিতে আমি না ছাড়িব তোরে॥
পুত্রাধিক আজ হতে তুইরে আমার।
দিলি মোর প্রানে তুই আনন্দ অপার॥
তোর প্রতি মোর মনে জেই স্নেহ জাগে।
লছমীনারান পেছু তুই মোর আগে॥১০৬

১০৬) ইনি বলাইনারাণের পুত্র দ্বিতীয় লছমীনারাণ। ইঁহার সহিত কৃষ্ণ-সেনের তুমুল বিবাদ হইয়াছিল।

ইথে রাজপুত্র মোর হলেন বিরুপ।
হইলাম নেত্রে তার বিসের স্বরুপ॥
কাজ নাই যুনিআ সে সব গণ্ডগোল।
সমাপ্ত হইল পুথী বল হরিবোল॥

**হরি-বোল হরি-বোল হরি-বোল**

কৃষ্ণপ্রসাদ-গাঁতাইতের আত্মসংবাদ

সমাপ্ত॥

---
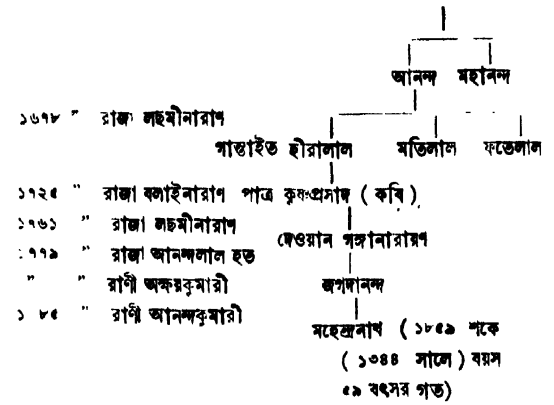
# পরিশিষ্ট।

## (ক) পদ্মলোচন শর্মার "বাসলী-মাহাত্ম্য।"

চৈত্র শুক্লসপ্তমীতে বাসলী-দেবী ছত্রিনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ষে বর্ষে সে দিন উৎসব হইয়া থাকে। ১৩৩২ সালে আমরা ছাতনা গিয়াছিলাম, উৎসব-ক্ষেত্রে একখানি ছোট সংস্কৃত পুথী পাইয়াছিলাম। ছাতনার বর্তমান রাজার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুত রামকিঙ্কর সিংহ-দেও মহাশয়ের নিকট ছিল।

পুথীর নাম ছিল না, বিষয় দেখিয়া "বাসলীমাহাত্ম্য" নাম রাখা গিয়াছে। পুথীর লিপি দীর্ঘে ৮॥০ ইঞ্চি, প্রস্থে ১।০ ইঞ্চি। তুলাট কাগজে লিখিত। বোধ হয় দুভাঁজ কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত ছিল, পরে জোড় ছিঁড়িয়া এখন এক পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে। এই রূপ ৭খানি পাতার পুথী। তন্মধ্যে ২ অঙ্কের পাতা পাওয়া যায় নাই। পাতা জীর্ণ, পশ্চাৎপৃষ্ঠে অন্য কাগজ চিটাইয়া রাখিতে হইয়াছে। এখানে পুথী হইতে স্তোত্র ব্যতীত মাহাত্ম্য অংশ উদ্ধৃত হইল। (১৩৩৩ সালের "প্রবাসী"র ২য় খণ্ডের ৬১৮ পৃষ্ঠায় লিপির প্রতিলিপি ও সমুদয় শ্লোক, ও ৭৬৯ পৃষ্ঠায় ছাতনার বিস্তারিত বিবরণ আছে।)

১৩৮৭ শকে পদ্মলোচন শর্মা এই পুথী লিখিয়াছিলেন। বর্তমান পুথী এত প্রাচীন নয়। পত্রের · অঙ্কটির আকার পুরাতন ত্রিবিন্দু। অতএব ·০০ বৎসরের বোধ হয়। অন্য কয়েকটি অক্ষর দৃষ্টেও তাই মনে হয়। পুথীতে চণ্ডীদাসের পিতামাতা-ভ্রাতা ও প্রতিপালক রাজার নাম আছে। "চণ্ডীদাস চরিতে"ও সেই সেই নাম আছে। পাঁচটি মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (১) ছত্রিনা নগর দস্যুসৈন্য দ্বারা অবরোধ ও বাসলী-কর্তৃক রক্ষা, (২) এক ম্লেচ্ছ ভূপতি-কর্তৃক রাজা হামীর-উত্তরের পাশবন্ধন ও বাসলী কর্তৃক মুক্তি, (৩) গোপাঙ্গনার নিকট দেবীর দধিভোজন, (৪) এক শঙ্খকারের নিকট শঙ্খধারণ, (৫) এক অপুত্রক তন্তুবায়কে পুত্রদান। "চণ্ডীদাস-চরিতে" দুইটির বর্ণন আছে,—যবন সৈন্য দ্বারা নগর অবরোধ ও দেবীর শঙ্খপরিধান। বোধ হয় পদ্মলোচন দেবীদাসের পৌত্র।

ওঁ নমঃ শিবায়।

য দেবী বিধিবিষ্ণুশম্ভুজননী যা চার্দ্ধমাত্রাশ্রিত
যা স্থিত্যুদ্ভবনাশকার্য্যকরণী যা সিদ্ধিরূপাপরা।
যা শক্তিঃ খলু দৈত্যদর্পদলনী যা স্বর্গমোক্ষপ্রদা
সা দেবী স্বীয় সিদ্ধমূর্ত্তিসহিতা শ্রীবাসলী পাতু নঃ॥

যাং স্মৃত্বা সততং বিধিনা মুদা সৃষ্টিবিচিত্রাকৃতা
যচ্ছক্ত্যা চ সমাযুতৌ হরিহরৌ সংস্থাননাশক্ষমৌ।
সা দেবী যদনুগ্রহায় প্রকটা শ্রীবাসলী সর্ব্বদা
ধন্যঃ সোঽবনিমণ্ডলে নরবরঃ শ্রীহামীরশ্চোত্তরঃ॥
তাতো নিত্যনিরঞ্জনো বুধবরঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ
মাতা লক্ষ্মীরিবাপরা গুণবতী বাসিনী বিদ্যাপূর্ব্বা।
ভ্রাতা ধার্ম্মিকধুরীণোঽগ্রজবরঃ শ্রীদেবীদাসোদ্বিজঃ
ভারদ্বাজ-কুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং পাষাণতনুমাশ্রিত।
বদ্ধ রাজগৃহে দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী॥
কন্যারূপে নিশীথে চ দৃষ্টিং দত্বা মহেশ্বরী।
কপয়িত্বা পূজাভাগং সহসান্তর্দধে কিল॥
ঋত্বিগ্‌বংশেবিলুপ্তে যজনভজনয়োর্হানিমালোক্য রাজ্ঞ
শ্রীহামীরোত্তরাখ্যো নিপততি সভয়ং মন্দিরান্তঃ প্রবিশ্য।
পত্না সার্দ্ধং সচিন্তস্তদনু কৃতদয়ং বাসলী তং দিদেশ
ভূদেবো দেবীদাসস্তদনু কবিবরশ্চণ্ডীদাসঃ স এতঃ।
রাজপ্রত্যানয়েন্তৌ প্রতিদিনমনয়োরগ্রজো মাং যজেত
দেবীদাসং গৃহস্থং তদনু কৃতবতী বিশ্বরূপং প্রদর্শ্য।
তীর্থাৎ কৃত্বা নিবৃত্তঃ ভবসি মম পিতা বৈষ্ণবং ত্বং জগাদ
মা ভুঙ্‌ক্ষ মে প্রসাদং তব তনয়মুখাঃ খাদিতারস্তুপদ্মাঃ।

কদাচিদবরুদ্ধায়াং যবনসেনায়াং মহীপতিঃ।
দস্যুবর্গেঃ সমন্তাত্তু চিন্তাং প্রাপ্য দুরত্যয়াম্॥
জগাম শরণং মাতুঃ সপ্রজো ভয়বিহ্বলঃ।
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ বুদ্ধিদাত্রৈ নমো নমঃ।
ভক্তিভাবং ন জানামি অজ্ঞোঽহং পাপতৎপরঃ।
এবং স্তুত্বা নৃপেনাথ দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণী॥
মেঘগম্ভীরয়াবাচ বভাষে নৃপনন্দনম্।
তুষ্টাস্মি তেঽনয়া বাচা নির্ভীকো ভব ভূপতে॥
স্বয়ং সংখ্যে হনিষ্যামি বিজিগীষুন্নরাধমান।
তুষ্ণ রক্ষ ককং ধাম খড়্গ-পানেতান প্রগৃহ্য চ॥

ইত্যুক্ত্বা চ জগদ্ধাত্রী কালী কালান্তকাপহা।
যুযুধে অরিভিঃ সার্দ্ধং যোগিনীগণসংযুতা॥

মুহূর্ত্তেনাপি সা দেবী বিনির্জিত্যারিসংঘকাল ।
রাজানং মোচয়ামাস সঙ্কটাদতিদারুণাৎ ॥
এবং যদা যদা বাধা বিপক্ষেভ্যঃ সমুত্থিতা ।
তদা তদাব্যতীর্য্যাজ রাজ্ঞে মুক্তং চকারহ ॥

দেব্যাদেশান্নরেন্দ্রং গতবিজিতদিশং ম্লেচ্ছরাজেন নীতং
দেবী নাম্নী পুরস্তাৎ পথি হরবরমারুহ্য গোপাঙ্গনায়াঃ ।
দুগ্ধং পীত্বা বদন্তী পিতরমনুগতং যাচথ মূল্যমেতৎ
সাশ্চর্য্যং দৃষ্টবন্তং নৃপগণসহিতং পাশবদ্ধং মুমোচ ॥

কদা বাসলী শঙ্খকারাচ্চ শঙ্খং
গৃহীত্বাবদৎ স্বংপিতুর্মে গৃহাণ ।
ততো দেবিদাসস্তভুক্ত্যা তড়াগে
গতঃ শঙ্খহস্তামপশ্যৎ সহর্ষঃ ॥

দাস্যামি তে বস্ত্রমপুত্রকস্য
পুত্রো যদি স্যান্মম বর্ষ মধ্যে ।
বিলাপ্য দেবীং মনসেতি ভক্ত্যা
লেভে সুতং বিষ্ণুপুরাধিবাসী ।
ততো বস্ত্রমেকং প্রদাতুং প্রযাতং
নৃবিষ্ণস্য হস্তাৎ গৃহীত্বোড্ডয়ন্তী ।
তদাচ্ছাদয়ন্তী প্রদর্শ্যাত্ম পশ্চাৎ
মতো শঙ্করী সা কৃতানুগ্রহস্য ॥

নিধায় হৃদয়ে দেবি বাসলীসারসম্পদং
ক্রিয়তে পণ্ডিতামোদি পদ্মলোচন শর্ম্মণা ।
দ্বীপেভরামভূমানে শাকে কর্কটগে রবৌ
বিপশ্চিতাং প্রমোদায় গ্রন্থোহয়ং সাধুবর্ণিতঃ ॥

---

## (খ) ছাতনার রাজ-বংশ পরিচয় ।

হামীর-উত্তর, ছাতনার বর্ত্তমান রাজবংশের প্রথম রাজা । ইনিই বাসলী প্রতিমা পাইয়াছিলেন, এবং দেবীদাসকে পূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । হামীর-উত্তর কোন শকে রাজা হইয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা ছিল না । বাসলী দেবীর আদি মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল, এখন 'থান'টি আছে, মন্দির নাই । এই মন্দিরের বেষ্টনপ্রাচীর ছিল, এখন সমভূমি হইয়াছে । অনুমান হয়, সে প্রাচীর প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল, কারণ পূর্ব্বদ্বার ও পশ্চিমদ্বারের তোরণ এখনও প্রস্তর নির্ম্মিত অবস্থায় আছে, দেশে পাথরের অসদ্ভাবও নাই । কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচীর ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল । ইষ্টকে লিপি ছিল । তাহাতে 'হাম্বির উত্তর', 'উত্তর রায়', 'ছাতনা নগরেশ' এবং ১৪৭৫ শক পড়িতে পারা যায় । এই হামীর-উত্তর কে, কিছুই জানা ছিল না । (১৩৩৩ সালের ফাল্গুন চৈত্রের "প্রবাসী" দ্রষ্টব্য ।)

দৈবক্রমে ছাতনার রাজপরম্পরা ও রাজ্যকাল জানা গিয়াছে । ইহা কৃষ্ণ-সেনের রচিত । ছাতনায় রামতারক নামে এক কবিরাজ ছিলেন । তিনি অনুমান ১২৮০ সালে গত হইয়াছেন । তাঁহার এক কবিরাজী বহি ছিল, ১২৭৭ সালে আরম্ভ । এই বহিতে উদয়সেনের পুথীর এক পৃষ্ঠা, কৃষ্ণসেনের পুথীর কয়েক পৃষ্ঠা, ও ছাতনার রাজবংশ-পরিচয় আছে । এখানে সে পরিচয় অবিকল উদ্ধৃত হইল । এখন সে বহি লখ্যা-সোলের শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর কবিরাজের নিকট আছে । (১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে বহির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে ।)

### ছাতনার রাজবংশের পরিচয় ।

### কৃষ্ণপ্রসাদ গাঁতাইত বিরচিত ।

সামন্তের আদিরাজা        সঙ্খরায় মহাতেজা
শিখরভূপেন্দ্র তায় জিনিল সমরে ।
বসাইল অকপটে        সামন্তের রাজপাটে
ভবানী খ্যাৎ নামে ব্রাহ্মণকুমারে ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী        সুজনপালনকারী
দুর্জ্জনের পক্ষে তিনি সমন-সমান ।
তাহারি রাজত্বকালে        রূপনারায়ণ জলে
ভাসি আইল ধর্ম্মরাজ স্বরূপনারান ॥
মোলেশ্বর ভক্তাবেশে        দ্বাদশ সামন্ত আইসে
বিনাশিল ব্রাহ্মণে সে খঞ্জরের ঘায় ।
মাসেং জনেং        বসে তারা সিংহাসনে
রাজ্যের সুসার কিন্তু নাহি ঘটে তায় ॥
মাসাব্ধিবিশিখ শকে        হাম্বির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয় রাজ্য দিল দান ।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে        বাশুলী সামন্তভূমে
শিলামূর্ত্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান ॥
পাসণ্ডদলন হেতু        ভবাব্ধি-তরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডিদাস রাধাকৃষ্ণলীলা ।
বিদ্যাপতি তদন্তরে        গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেমরসগীতি নাহি যার তুলা ॥

ব্রহ্ম কাল কর্ম্ম অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীরহাম্বির সে হামিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিসেক দিলে তার অনেক ব্রাহ্মণ॥
নিশঙ্ক বীরাবরজ গোগুনেত্রগ্রহ বজ্র
শকে সিংহাসনে বসিলেন শুভক্ষণে।
যাহার রাজত্বশেষে দ্বিজাতি সে কীর্ত্তিবাসে
রচিল মনোজ্ঞ সপ্তকাণ্ড রামায়ণে॥
রসাঙ্গবরস পরে বসে সিংহাসনোপরে
নিশঙ্ককুমার সে নৃসিংনারায়ণ।
বর্ষেন্দ্রিয় হলে গত মোহান্ত নৃসিংহসুত
কৈশরে লভিলা তার পিতৃ-সিংহাসন॥
বসিলেন সিংহাসনে ভুবনাস্থরাক্ষবর্ণে
শঙ্করনারাণ রায় মোহান্তকমার।
সেইকালে চারিধারে দিল্লীরাজ অত্যাচারে
ভারত যুড়িয়া উঠে ঘোর হাহাকার॥
বিধুবর্ণগুণার্ণবে গৃহশূন্য হয়ে সবে
চৈতন্য মাতায় দেশ আনি হরিনামে।
যুক্তি করি প্রজাসবে রাজপট্ট দিল তবে
শঙ্কর বৈমাত্রভ্রাতা বিরিঞ্চীনারাণে।
বক্ষদ্বার বর্ষ গতে রাজদণ্ড লইল হাতে
হামীরউত্তরগর্ভে বিরিঞ্চীর জায়া।
চঞ্চলকুমারী নাম রূপে গুণে অনুপাম
রাজ্য করে অচলাঙ্গ বরস ব্যাপিয়া।
ভূদিকজলধিবর্ষে হামির উত্তর নামে
বসে সিংহাসনে তবে বিরিঞ্চীনন্দন।
যবে রত্নসজ্যা ত্যজি চৈতন্যের পদ ভজি
সন্ন্যাসে যাপেন কাল রূপসনাতন॥
কবিরাজ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে করি বাস
জীবগোস্বামীর পাশে করি অধ্যয়ন।
চৈতন্যে পূর্ণাংস ধরি ভক্তজনমনহারী
চৈতন্যচরিতামৃত করেন চয়ন॥
পক্ষদিনপক্ষকালে বসিল উত্তর স্থলে
অটলবিবেক রায় উত্তর তনয়।
যবে যথা বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণলীলা গীতি
গাইল গোবিন্দদাস প্রেমিকহৃদয়॥
বিধুপ্রাণপিতৃদোষে স্বরূপ পর্য্যঙ্কে বসে
স্বরূপ সে কীর্ত্তিমান বিবেকনন্দন।

পক্ষকাল দ্বীপাম্বরে বসে সিংহাসনোপরে
স্বরূপের ভ্রাতা সে উত্তরনারায়ণ॥
সে কালে উদয়সেন রাজ আজ্ঞায় লিখিলেন
বাশুলী ও চণ্ডীদাসলীলারসামৃত।
কাশীরামদাস নামে কবি এক শিঙ্গী গ্রামে
বিরচেন বঙ্গে মহাভারত কিঞ্চিৎ॥
শশীকলাশস্ত্ররসে রাজসিংহাসনে বসে
উত্তরের পুত্র সে বিবেকনারায়ণ।
ভূতারাতি হলে গত বিবেকনারাণসুত
স্বরূপ লভিল তবে পিতৃসিংহাসন॥
যবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভায় ভারতচন্দ্র
রায়গুণাকর রচে অন্নদামঙ্গল।
বিদ্যাসুন্দরের খেলা রচি বঙ্গ ভাসাইলা
মধুরশৃঙ্গাররস আনন্দহিল্লোল।
ভূবর্ণনার্ণববহ্ন শকে সে স্বরূপাত্মজ
লছমীনারাণ বসে রাজাসনে।
চক্রান্তের জালে পড়ি ইহমত্ত গেল ছাড়ি
যবে সে সীরাজদ্দৌলা বিনা অপরাধে।
সোমাক্ষিখণ্ডশোধিশে স্বরূপ পর্য্যঙ্কে বসে
তৎপর কানাইলাল লছমীনন্দন।
ধরাসিন্ধুপক্ষশরে বসে সিংহাসনোপরে
তস্যানুজ ভ্রাতা বলরাম নারায়ণ॥
যাঁহার আদেশ ধরি বাসলীচরণ স্মরি
হিরালাল সেনাত্মজ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ।
উদয়সেনের কৃত চণ্ডির চরিতামৃত
বৎসরার্দ্ধে করিলেন বঙ্গে অনুবাদ।

| | নাম | সম্পর্ক | রাজত্ব পাইবার শকাব্দ | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | শঙ্খরায় | সামন্তের আদি রাজ | | |
| ২। | ভবানী ঝোরাৎ | ব্রাহ্মণ, রাজ | ... | স্বরূপনারাণ ধর্ম্মরাজের সামন্তভূমে আগমন। |
| ৩। | সামন্ত রায়াদি | ১২ জন সামন্ত | | |
| ৪। | উত্তর হামীর | সামন্ত রায়ের জামাতা | ১২৭৫ | বাসলীর আবির্ভাব ও চণ্ডিদাসের লীলাকাল। |
| ৫। | বীর হাম্বীর | উত্তর হামীরের পুত্র | ১৩২৬ | গণনায়ক বাঙ্গার রাজা হন। |

| নাম | সম্পর্ক | রাজত্ব পাইবার শকাব্দ | |
|---|---|---|---|
| ৬ ॥ নিশঙ্ক হামীর | ঐ | ১৩৭৯ | ইঁহার রাজত্বকালে কীর্ত্তিবাস সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। |
| ৭ ॥ নৃসিংহ দেব | নিশঙ্কুর পুত্র | ১৩৭৭ | |
| ৮ ॥ মোহান্ত রায় | নৃসিংহের পুত্র | ১৩৮৮ | |
| ৯ ॥ শঙ্করনারাণ | মোহান্তের পুত্র | ১৪০৪ | হিন্দুদ্বেষী দিল্লীরাজ সিকন্দর বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া হিন্দুর তীর্থযাত্রা নিবারণ করেন। |
| ১০ ॥ বিরিঞ্চীনারাণ | ঐ | ১ ৩৭ | ইঁহার রাজত্বসময়ে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। |
| ১১ ॥ চঞ্চলকুমারী | বিরিঞ্চীভার্য্যা | ১৪৫৬ | |
| ১২ ॥ হামীর-উত্তর-রায় | বিরিঞ্চীপুত্র | ১৪৭৪ | ইহার রাজত্বকালে রূপ-সনাতন সন্ন্যাসাশ্রমী হন। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শ্রীজীব-গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। |
| ১৩ ॥ জটিলবিবেক | উত্তর রায়ের পুত্র | ১৫২৩ | এই সময় কবিরাজ গোবিন্দদাস সুললিত ছন্দে রাধাকৃষ্ণলীলা-গীতি রচনা করেন। |
| ১৪ ॥ স্বরূপনারায়ণ | বিবেকের পুত্র | ১৫৫১ | |
| ১৫ ॥ উত্তরনারায়ণ | স্বরূপভ্রাতা | ১৫৭০ | ইঁহার আমলে উদয়-নারায়ণ সেন চণ্ডি-চরিতামৃত রচনা করেন এবং সিঙ্গীগ্রামে কাশী-রাম দাস আদি সভা বন ও বিরাট পর্ব্বের কতক-দূর বাঙ্গাল পদ্যে মহাভারত রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। |
| ১৬ ॥ খণ্ডবিবেক | উত্তরপুত্র | ১৬০৬ | |
| ১৭ ॥ স্বরূপনারাণ | বিবেকের পুত্র | ১৬৬১ | এই সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যা-সুন্দর রচনা করেন। |
| ১৮ ॥ লছমীনারাণ | স্বরূপপুত্র | ১৬৭৮ | এই সময় দেশের কয়েক-জন লোকের চক্রান্তের ফলে বিনা কারণে সিরাজদ্দৌলা নিহত হয়েন। |
| ১৯ ॥ স্বরূপনারাণ | লছমীপুত্র | ১৭০১ | |
| ২০ ॥ কানাইলাল | স্বরূপভ্রাতা | | |
| ২১ ॥ বলরামনারাণ | ঐ | ১৭২৫ | ইঁহার আমলে কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন উদয়সেন-কৃত সংস্কৃত চণ্ডিচরিতামৃত বাঙ্গলা-পদ্যে অনুবাদ করেন। |

---

এই শক-সম্বলিত বহুমূল্য বংশলতা অসম্ভাবিত রূপে পাওয়া গিয়াছে। রামতারকের বহির ১৭৮-১৮৬ পৃষ্ঠায় "কাম্য বনে দ্রৌপদীর সহিত কুরুরমণীগণের সাক্ষাৎ",* ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠায় "ছাতনার গ্রামের ও রাজবংশের পরিচয়" আছে।

এই বংশ-পরিচয় কৃষ্ণ-সেনের বিরচিত। ইহাতে তাঁহার রাজা বলাইনারাণ পর্য্যন্ত আছে। টীকাও তাঁহারই কৃত। কারণ, মূলে নাই, টীকায় আছে, এমন কথা আছে। মূলে শক যে যে শব্দে লিখিত হইয়াছে, সকল স্থলে সে সে শব্দ

* ইহার আরম্ভ,

বিকচকমলবনে : পদ্মা যথা পদ্মাসনে :
বিহরে বিকাশি কান্তিরাশি।

শেষ,

পাণ্ডব প্রফুল্লমতি : সহকৃষ্ণা গুণবতী :
ভাসিলেন আনন্দসাগরে ॥

প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায় না। লিপিকর-প্রমাদও ঘটিয়া থাকিবে। যেমন,

> ব্রহ্মকাল কর্ম্মঅরি শকে সিংহাসনোপরি
> বসে বীর হাম্বীর সে হামিরনন্দন।
> সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
> অভিসেক দিলে তার অনেক ব্রাহ্মণ॥

এখানে ব্রহ্ম=১, কাল=৩, কর্ম্ম= , অরি=৬। টীকায় আছে ১৩২৬ শক। কর্ম্ম ২ মানিলে অবশ্য মিলাইয়া দিতে পারা যায়। যেমন নিষ্কাম ও সকাম কর্ম। অথবা সুকর্ম, কুকর্ম। কর্ম্ম স্থানে কর্ণ পড়িলে ২ সহজে আসে। তার পর, কে যবনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন? টীকায় আছে, গণনায়ক। বোধ হয়, ইনি রাজা গণেশ। অবশ্য ১৩২৬ শকের পরে বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি রাজবংশ-লতায় আমাদের প্রয়োজন। সমসাময়িক ঘটনার কালের বিচার এখন থাক। অতএব কেবল রাজ্যগ্রহণ শকগুলি মিলাইয়া ছাতনার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতেছি।

১।২।৩। সামন্তভূমের উত্তরে ও পশ্চিমে শিখরভূম। এই ভূমের বর্তমান নাম পঞ্চকোট। এই ভূমে কূট, শিখর আছে। এই হেতু সে ভূমের নাম শিখরভূম। এখন মানভূম জেলার অন্তর্গত। ইং ১৮৭২ সালের পূর্বে সামন্তভূমও ঐ জেলার অন্তর্গত ছিল। শিখরভূমের রাজা সামন্তভূমের রাজা শঙ্খ-রায়কে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ভবানী-ঝোরিয়াৎ নামে এক ব্রাহ্মণকুমারকে সামন্তভূমের রাজপাটে বসান। সামন্তেরা বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ছাতনার দুই ক্রোশ দক্ষিণে মৌলবনা (মউল-বনা) গ্রামের মৌলেশ্বর শিবের গাজন হইয়া থাকে। নূতন রাজা ভবানী-ঝোর্যাৎ গাজনের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। বিদ্রোহী বার জন সামন্ত শিবের ভক্ত্যা সাজিয়া সেই সুযোগে খপ্পর (অসি) আঘাতে ভবানীকে হত্যা করে, এবং পালাক্রমে এক এক সামন্ত এক এক মাস রাজা হইতে থাকে। ইহাতে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া এক সামন্তরাজা পশ্চিমদেশ হইতে আগত এক ছত্রিকে রাজ্য ও কন্যা দান করেন। ইনি হামীর-উত্তর নামে ছাতনার প্রথম ছত্রিরাজা ও বর্তমান বংশের আদি। এই ইতিহাস অদ্যাপি লোকমুখে প্রচারিত আছে। (সন ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী" দ্রষ্টব্য।) ছাতনার ২॥ ক্রোশ দক্ষিণে স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজ আছেন। কবি দ্বারকেশ্বর নদীর নাম রূপনারায়ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজ হইতে নদীর নাম। এই নাম ছাতনায় অজ্ঞাত। মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের দক্ষিণে শিলাই নদী দ্বারকেশ্বরে পড়িবার পর নদীর নাম রূপনারাণ হইয়াছে। এই নামও ঘাটালের স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজের নাম হইতে হইয়াছে।

৪। মাস=১২, অব্ধি=৭, বিশিখ=৫। ১২৭৫ শকে হামীর-উত্তর রাজা হন। "চণ্ডীদাসচরিতে" পাই, চণ্ডীদাস ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ১২৭৫ শকে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর হইয়াছিল। হামীর-উত্তর রাজা হইবার পূর্বে রামী-চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল।

৫। ব্রহ্ম=১, কাল=৩, কর্ম=২, অরি=৬। ১৩২৬ শকে হামীর-উত্তরের পুত্র বীর-হাম্বীর রাজা হন। এই শকের পরে গণনায়ক পূর্ববঙ্গে রাজা হন।

৬। গো=১, গুণ=৩, ইষু=৫, গ্রহ=৯। ১৩৫৯ শকে বীর-হাম্বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশঙ্কনারায়ণ রাজা হন।

৭। ১৩৫৭ শকের 'রসাঙ্গ' বর্ষপরে নিশঙ্কর পুত্র নৃসিংহ রাজা হন। রসা, পৃথিবী=১, অঙ্গ=৮। ১৮ বর্ষ পরে।

৮। ১৩৭৭ শকের 'ইন্দ্রিয়' বর্ষ গতে নৃসিংহপুত্র মোহান্ত কৈশোর বয়সে রাজা হন। কবি অন্তঃকরণ সহিত ইন্দ্রিয়=১১ ধরিয়াছেন।

৯। ভুবন=১৪, অন্তরীক্ষ=০, বর্ণ=৪। ১৪০৪ শকে মোহান্তপুত্র শঙ্করনারায়ণ রাজা হন।

১০। বিধু=১, বর্ণ=৪, গুণ=৩, অর্ণব=৭। ১৪৩৭ শকে শঙ্করের বৈমাত্রভ্রাতা বিরিঞ্চিনারায়ণ রাজা হন।

১১। ১৪৩৭ শকের ব্রহ্ম=১, দ্বার=৯, ১৯ বর্ষ গতে অর্থাৎ ১৪২৬ শকে বিরিঞ্চির রাণী চঞ্চল-কুমারী রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি তখন সসত্ত্বা ছিলেন। তিনি 'অচলাঙ্গ' অচলা=ভূ=১, অঙ্গ=৮, ১৮ বর্ষ রাজত্ব করেন।

১২। ভূ=১, দিক=৪, জলধি=৭, বর্ণ=৪। ১৪৭৪ শকে চঞ্চলকুমারীর পুত্র হামীর-উত্তর রাজা হন। ছাতনার

ইটে ইঁহার নাম ও শক ১৪৭৫ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইনি বেষ্টনপ্রাচীর করাইয়াছিলেন। টীকায় ইঁহাকে 'উত্তর রায়' বলা হইয়াছে। ইটেও এই নাম আছে। অতএব ইনি দ্বিতীয় হামীর-উত্তর।

১৩। পক্ষদিন=১৫, পক্ষ=২, কাল=৩। ১৫২৩ শকে উত্তর-রায়ের পুত্র জটিলবিবেকনারায়ণ রাজা হন।

১৪। বিধু=১, প্রাণ=৫, পিতৃ=৫, দোষ=৩। টীকায় পিতৃ স্থানে ৫ আছে। চাণক্যনীতিতে পঞ্চপিতা প্রসিদ্ধ। ১৫৫৩ শকে (১ম) স্বরূপনারায়ণ রাজা হন।

১৫। পক্ষকাল=১৫, দ্বীপ=৭, অম্বর=০। ১৫৭০ শকে স্বরূপের ভ্রাতা উত্তরনারায়ণ রাজা হন। ইঁহারই আদেশে উদয়-সেন ১৫৭৫ শকে "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" গ্রন্থ রচনা করেন।

১৬। শশীকলা=১৬, শূন্য=০, রস=৬। ১৬০৬ শকে উত্তরের পুত্র খঞ্জ বিবেকনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৬৫৫ শকে বাসলীর দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করান। নাম ও শক মন্দিরগাত্রের পাথরে উৎকীর্ণ আছে।

১৭। ১৬০৬ শকের ভূত=৫, অরাতি=৬, ৫৬ বর্ষ গতে অর্থাৎ ১৬৬২ শকে (২য়) স্বরূপনারায়ণ রাজা হন।

১৮। ভূ=১, দর্শন=৬, অর্ণব=৭, বজ্র=৮। (দণ্ডী-পর্বে অষ্টবজ্র।) ১৬৭৮ শকে দ্বিতীয় স্বরূপের পুত্র লছমীনারাণ রাজা হন। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীতে আছে, ইনি কবির পিতা হীরালাল গাঁতাইতকে ১৬৯৩ শকে লখ্যাশোল গ্রাম দেন।

১৯। সোম=১, অব্ধি=৭, খ=০, ওষধীশ=১। ১৭০১ শকে লছমীনারাণের পুত্র (৩য়) স্বরূপনারাণ রাজা হন।

২০। তৎপরে স্বরূপের ভ্রাতা কানাইলাল রাজা হন। এখানে কবি ইঁহার রাজ্যগ্রহণশক দেন নাই। লছমী-নারাণের তিন পুত্র, স্বরূপ, বলাই, কানাই। স্বরূপের পর কানাই বলপূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন। রাজ্য বলাই-নারাণের প্রাপ্য ছিল। "চণ্ডীদাসচরিতে" কবি দেশের দুর্গতি-বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন, "কালর হস্তে খরকরবাল, লালের সিংহাসন।" বলাইনারাণ মকদ্দমা করিয়া রাজ্য পান।

২১। ধরা=১, সিন্ধু=৭, পক্ষ=২, শর=৫। ১৭২৫ শকে বলাইনারাণ রাজা হন। ইঁহারই আদেশে কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেন-কৃত "চণ্ডিচরিতামৃত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।*

রাজা, রাণী, রাজার সহোদর, রাজার বৈমাত্রভ্রাতা রাজত্ব করিতেন। এই হেতু পুরুষগণনা দ্বারা কাল পরীক্ষা করিতে পারা যায় না। দেখা যাইতেছে, ১২৭৫ শকে হামীর-উত্তর হইতে ১৭২৫ শকে বলাইনারাণ পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসরে ১৭ রাজা হইয়াছিলেন। হারাহারি রাজ্য-শাসনকাল ২৬॥ বৎসর। ইহা অসম্ভব নহে। মল্লভূমের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজা কানুমল্ল ১২৬৭ শকে রাজা হন। রাজা চৈতন্যসিংহ ১৭২৪ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১২৬৭ হইতে ১৭২৪ শক ৪৫৭ বৎসরে ১৭ রাজা হইয়াছিলেন। অতএব হারাহারি রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। প্রথম হামীর-উত্তর হইতে দ্বিতীয় হামীর-উত্তর ২০০ বৎসর। এই কালে ৮ রাজা প্রত্যেকে হারাহারি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ছাতনা-রাজবংশলতায় অসম্ভব কিছু নাই। প্রথম হামীর-উত্তরের পূর্বে হামীর নামে রাজা নিশ্চয় ছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তিন রাজায় ৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায়, ১২২৫ শকে শঙ্খ-রায় রাজা হইয়াছিলেন। "বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে" ওমালি সাহেব ১৩২৫ শক শুনিয়াছিলেন।

ছাতনার এই রাজবংশ-পরিচয় হইতে জানিতেছি, ১২৭৫ শকে=ইং ১৩৫৩ সালে হামীর-উত্তর রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে চণ্ডীদাস ছাতনায় রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি গাহিয়াছিলেন। সপাদ-শতবর্ষ পূর্বে কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন এই

* কৃষ্ণ-সেন রাজা বলাইনারাণের সদস্য ছিলেন। তিনি শব্দে ও অঙ্কে ১৭২৫ শকে বলাইনারাণকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বলাইনারাণের অগ্রজ তৃতীয় স্বরূপনারাণ ১৭৩২, ১৭৩৩, ১৭৩৪ শকেও সনন্দ দিয়াছিলেন। সে সে সনন্দ আছে। কৃত্রিম কিনা বলিতে পারি না। ১৭৪০-১৭৬১ পর্য্যন্ত বলাইনারাণ-প্রদত্ত সনন্দ আছে। বলাইর পুত্র দ্বিতীয় লছমীনারাণ ১৭৬২ শকে এক সনন্দ দিয়াছিলেন।

বংশ-পরিচয় লিখিয়াছিলেন। তিনি বংশ-পরিচয়ের বৃত্তান্ত কোথায় পাইয়াছিলেন, রাজাদিগের সমকালিক ঘটনা কোথায় শুনিয়াছিলেন, কে জানে। সামন্তভূম ক্ষুদ্র রাজ্য বটে, প্রায় ৩০০ বর্গমাইল, ও রাজস্ব পনর হাজার টাকা, তথাপি স্বাধীন ছিল, রাজত্বের আনুষঙ্গিক সবই ছিল, রাজার জ্যোতিষী, ও ভাটও ছিল। ১৭৭৭ শকে, মাত্র ৮১ বৎসর পূর্বে, ছাতনা-বাসী নিত্যানন্দপুত্র পরমানন্দ-দাস ( বৈদ্য ) "রসকদম্ব" পুথী সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,

তাকো নিবাসহ ছাতনা সুন্দর নগর সুঠাম।
চারুবর্ণলোগ নিবসতু হেঁ সভে দয়া ধঁরু দান ॥
তাকো ভূপ প্রসিদ্ধ মহী লছমীনারায়ণ রাজ।
জাকো ঘরমে বাশলী সদত করত বিরাজ ॥
রাজা সান্ত সুধীর হেঁ ধার্ম্মিক গুণহী অনন্ত।
সন্তগণে প্রতিপালন কিজে দুষ্টজনহি দুরন্ত ॥

এই রাজা উত্তর লছমীনারাণ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত ও শ্যামা-গীত রচিয়াছিলেন। সে রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত বিষ্ণুপুরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইঁহার পুত্র রাজা আনন্দলাল ১৭৭৯ শকে ( সন ১২৬৪ সালে ) চোরাঘাতে নিহত হন। ইঁহার পর রাজবংশ সর্বস্বান্ত ও ছাতনা হতশ্রী হইয়াছে। লোকে বলে মল্লরাজ্য যত কালের, সামন্তরাজ্যও তত কালের।